হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

নারদপুরাণান্তর্গতঃ।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেনানুবাদিতঃ।

প্রকাশিতশ্চ।

মুর্শিদাবাদ;

বহরমপুরস্থ—রাধারমণযন্ত্রে

তেনৈব মুদ্রিতঃ।

সন ১৩০১, আষাঢ়।

উৎসর্গঃ।

বিষমসমরবিজয়ি—

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমন্মহারাজ ত্রিপুরারাজ্যাধী-
শ্বর বীরচন্দ্র বর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর

করকমলেষু—

মহারাজ! আপনাকে আশ্রয় পাইয়াছিলাম বলিয়া, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্র সকল প্রকাশ করিতেছি, আপনার আশ্রয় না পাইলে, কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। সম্প্রতি আপনার লাইব্রেরী হইতে দুইখানি হরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার অমৃতরস মহারাজ স্বয়ং এবং মহারাজের সেক্রেটারী সুপণ্ডিত পরমবৈষ্ণব শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ বি,এ মহাশয় দ্বারা আস্বাদন করিলে, আমার শ্রম সফল হইবে। আপনি মহারাজ চক্রবর্ত্তী, আমি দীনহীন ব্রাহ্মণ, আপনাকে অন্য কোন বস্তু দিবার ক্ষমতা নাই, আপনার করকমলে এই হরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থ অর্পণ করিলাম, আশীর্ব্বাদ করি এই হরিভক্তি সুধা পান করিয়া চিরজীবী হউন।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

বহরমপুর।

বিজ্ঞাপন।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে নারদীয়পুরাণ ষষ্ঠ মহাপুরাণ। এই পুরাণের শ্লোক সংখ্যা ২৫০০০। হরিভক্তিসুধোদয় উক্ত মহাপুরাণের অন্তর্গত একটী প্রকরণ বিশেষ। এই হরিভক্তিসুধোদয়ে ২০টী অধ্যায় ও সেই ২০টী অধ্যায়ে ১৬২৩টী শ্লোক আছে। ইহা বৈষ্ণবদিগের অতীব-প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রায় সকলেই কেবল নামমাত্র শ্রুত ছিলেন, অনেকে কখন দর্শনও করেন নাই। গোস্বামিপাদগণ মধ্যে মধ্যে ইহার বচন হরিভক্তিবিলাসে এবং হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠকুর চৈতন্যচরিতামৃতে তথা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নিজ সংগৃহীত স্মৃতিগ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। হরিভক্তিসুধোদয় অতিশয় প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহাতে ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তের বিস্তৃত চরিত্র, অশ্বত্থ ও তুলসী মাহাত্ম্য, জ্ঞানযোগ ও পরমভক্তিযোগ বর্ণিত আছে। ইহার অমৃতময় রসাস্বাদনে ভক্তগণ পরম-পরিতোষ লাভ করিবেন।

আমার নিকট একখানি মাত্র গ্রন্থ ছিল, বহুকাল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় থাকিলেও, অন্য গ্রন্থ না পাওয়াতে মুদ্রাঙ্কনে ক্ষান্ত ছিলাম। ১২৯০ সালে শ্রীমন্মহারাজ ত্রিপুরাধীশ্বরের রাজধানীতে গিয়াছিলাম, তথায় এই গ্রন্থ প্রাপ্তি বিষয়ে এক দিবস প্রস্তাব করাতে সুপণ্ডিত বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষ বি, এ সেক্রেটারী মহাশয় মহারাজের লাইব্রেরী হইতে ১খানি হরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থ আমাকে অর্পণ করেন, তাহাতেও মনের সন্দেহ নিবৃত্তি না হওয়ায়, ১২৯৯ সালের ফাল্গুনমাসে ত্রিপুরার রাজধানীতে যাইয়া আর এক খানি উক্ত গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। এক্ষণে এ তিন গ্রন্থে [illegible] অনুবাদ সহ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত [illegible]লাম। কৃষ্ণভক্তিরসলোলুপ বৈষ্ণবগণ পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলে, আমি পরিশ্রম সফল বোধ করিব। এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পোষ্ট নাগরপুর ডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলপ্রদীপ শ্রীযুক্ত উমাকান্ত চৌধুরী মহাশয় মধ্যে মধ্যে উত্তেজনা করিতেন, কিন্তু পুস্তকের অভাবে, আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এত দিনে সেই মহাত্মার উত্তেজনা ফলবতী হইল, এক্ষণে বৈষ্ণবগণ আশীর্ব্বাদ করুন কৃষ্ণভক্তিরসাস্বাদনে, আমার চিরজীবন যেন অতিবাহিত হয়॥

হরিভক্তিসুধোদয়ের সূচীপত্র।

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ॥

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়ে সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥ ১ ॥
স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিং ॥ ২ ॥
একং যজ্জনয়ত্যনেকতনুভৃৎ শস্যান্যজস্রং মিথো

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥

যিনি শুভ্র বসন পরিধান করিয়া আছেন, যাঁহার দেহ-কান্তি শশধরের মত, যাঁহার চারিটী বাহু আছে এবং যাঁহার বদন নিতান্ত নির্ম্মল, সকল প্রকার বিঘ্ননাশের নিমিত্ত, আমি সেই বিষ্ণুকে ধ্যান করি ॥ ১ ॥

যাঁহাকে স্মরণ করিলে মানবের সকল প্রকার মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে, আমি সেই পরমপুরুষ অবিনশ্বর সনাতন হরির শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২ ॥

যিনি এক হইয়াও নানাপ্রকার শরীর ধারণ করিয়া থাকেন এবং যিনি এক হইয়া পরস্পর বিভিন্ন আকার ও পরস্পর বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট শস্য সকল অবিরত উৎপাদন

ভিন্নাকারগুণানি কৈশ্চিদথ বা নোপ্তং ন সিক্তং জলৈঃ।
কালেনাপি ন জীর্য্যতে হুতভুজা নো দহ্যতে ক্লিদ্যতে
নাদ্ভিস্তৎ সকলস্য বীজমসকৃৎ সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৩ ॥
যৎপাদাব্জযুগং সুগন্ধিতুলসীলোভাদ্ভজন্তোঽপ্যহো
যোগিপ্রার্থ্যগতিং প্রযান্তি মধুপা যদ্ভক্তিহীনাস্ত্বধঃ।
অব্ভক্ষাঃ পবনাশিনোঽপি মুনয়ঃ সংসারচক্রে ভৃশং
ভ্রাম্যন্ত্যেব গতাগতৈরিহ মুহুস্তস্মৈ নমো বিষ্ণবে ॥ ৪ ॥
শ্রীমৎপদ্মজতার্ক্ষ্যফাল্গুনশুকপ্রহ্লাদভীষ্মোদ্ধব-

করিয়া থাকেন। অথচ কেহই যাহাকে বপন করে নাই, কিম্বা কেহই কখন যাহাকে জলদ্বারা সিক্ত করে নাই, কালেও যাহাকে জীর্ণ করিতে পারে না, অনলে যাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না এবং জলেও যাহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, সেই পরব্রহ্ম নামক সকল বস্তুর বীজকে (কারণকে) আমরা অবিরত ধ্যান করিয়া থাকি ॥ ৩ ॥

অহো! ভক্তরূপ মধুকরগণ সুগন্ধপূর্ণ তুলসী পাইবার লোভে ভজন করত যোগিগণের প্রার্থনীয়, যাঁহার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং হরিভক্তিবিহীন মুনিগণ জলভক্ষণ ও বায়ুভক্ষণ করিলেও, অবিরত নিকৃষ্ট এই সংসার চক্রে যাতায়াত দ্বারা বারম্বার ভ্রমণ করিয়া থাকেন, আমি সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

যাঁহারা তীর্থ সমূহের ন্যায় এই ত্রিভুবন পবিত্র করিয়াছেন, যাঁহারা অলঙ্কার-রাশির মত এই ত্রিভুবন বিভূষিত

ব্যাসাক্রূরপরাশরধ্রুবমুখান্ বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ান্।
যৈস্তীর্থৈরিব পাবিতং ত্রিভুবনং রত্নৈরিবালঙ্কৃতং।
সদ্বৈদ্যৈরিব রক্ষিতং সুখকরৈশ্চন্দ্রৈরিবাপ্যায়িতং॥ ৫॥
অস্তি ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং বনং নৈমিষসংজ্ঞিতং।
পবিত্রং গোমতীতীরে নিত্যং পুষ্পফলর্দ্ধিমৎ॥ ৬॥
স্বলঙ্কৃতা মহাত্মানঃ সদ্ভাগবতলক্ষণৈঃ।
ঋষয়ো যত্র সত্রেণ চিরং হরিমপূজয়ন্॥ ৭॥
বিবভুঃ শাখিনো যত্র প্রোৎফুল্লকুসুমোৎকরৈঃ।

করিয়াছেন, যাঁহারা উৎকৃষ্ট বৈদ্য সমূহের ন্যায় এই ত্রিভুবন উত্তমরূপে রক্ষা করিয়াছেন এবং যাঁহারা সুখজনক সুধাকর সমূহের মত এই ত্রিভুবন আনন্দ সুধায় পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, গরুড়, অর্জ্জুন, শুকদেব, প্রহ্লাদ, ভীষ্ম, উদ্ধব, মহর্ষি বেদব্যাস, অক্রূর, পরাশর এবং ধ্রুব প্রভৃতি সেই সমুদয় মুকুন্দপ্রিয় বৈষ্ণবদিগকে আমি বন্দনা করি॥ ৫

গোমতীনদীর তীরে নৈমিষারণ্য নামে এক অরণ্য [illegible] আছে। সেই নৈমিষারণ্য ত্রিভুবন বিখ্যাত এবং সর্ব্বদাই ফলপুষ্পে পরিশোভিত॥ ৬॥

ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণের যে সকল সুচিহ্ন থাকা আবশ্যক, সেই সকল চিহ্নে উত্তমরূপে বিভূষিত হইয়া, মহাত্মা মুনিগণ ঐ নৈমিষারণ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক বহুকাল হরিপূজা করিয়াছিলেন॥ ৭॥

নৈমিষারণ্যে তরুগণ প্রফুল্ল কুসুমরাজি দ্বারা ভূষিত হইয়া শোভা পাইতে ছিল। ঐ সকল বৃক্ষদিগকে দেখিলে

রত্নোজ্জ্বলা ইব সুরা যজ্ঞভাগার্থমাগতাঃ ॥ ৮ ॥
তত্রাশ্রমো মহানাসীদ্ব্রহ্মলোকনিভঃ শুভঃ।
সপুত্রপশুদারাণাং মহর্ষীণাং সুখাবহঃ ॥ ৯ ॥
তস্মিন্ কুলপতির্বৃদ্ধঃ শৌনকঃ সকলং জনং।
অভাবয়দ্ধরের্ভক্ত্যা যোগী ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১০ ॥
যথা চন্দনযোগেন তপ্তৈতৈলং প্রশাম্যতি।
তথা যোগীন্দ্রযোগেন জনৌঘো ভজতে শমং ॥ ১১ ॥
তস্মিন্ কৃতযুগস্যেব সদা ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে।
নাধ্যাত্মিকাদয়স্তাপা হরিকীর্ত্তনরক্ষিতে ॥ ১২ ॥

বোধ হয় যেন দেবগণ নানাবিধ রত্নে অলঙ্কৃত হইয়া যজ্ঞভাগ লইবার জন্য তথায় আগমন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

সেই নৈমিষারণ্যে পুত্র, কলত্র এবং পশুগণ বেষ্টিত মহর্ষিগণের ব্রহ্মলোকের তুল্য অত্যন্ত সুখজনক, পরম-পবিত্র এক বিপুল আশ্রম ছিল ॥ ৯ ॥

সেই নৈমিষারণ্যে [illegible]ত পরম হরিভক্ত, কুলগুরু প্রাচীন শৌনকমুনি হরিভক্তি দ্বারা [illegible] ব্যক্তিকে সম্বর্দ্ধিত করিতেন ॥ ১০ ॥

যেরূপ চন্দনজলের সংযোগে উত্তপ্ত তৈল উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ যোগিবর শৌনকের সংসর্গে লোক সকল শমগুণ ভজনা করিত ॥ ১১ ॥

সত্যযুগে যেরূপ ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেইরূপ নৈমিষারণ্যে সর্ব্বদাই ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইত। হরিসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সেই বন রক্ষিত ছিল বলিয়া,আধ্যাত্মিক; আধিভৌতিক এবং

দত্তমিষ্টং হুতং জপ্তং ভুক্তং পীতঞ্চ ভাষিতং।
যৎ কিঞ্চিদর্পয়ন্তীশে তৎ সর্ব্বং তদ্‌গতা জনাঃ ॥ ১৩ ॥
দ্বিজশিষ্টঞ্চ যৎ কিঞ্চিদ্ভোজ্যং যে শুদ্ধচেতসঃ।
কালে পরিমিতং শুদ্ধা ভুঞ্জতে কেশবার্পিতং ॥ ১৪ ॥
অব্যুৎপন্না ইবান্যেষাং মর্ম্মস্পৃক্ষু বচঃসু যে।
অসদর্থেষু চাশেষং সংজানন্তোঽপি বাঙ্ময়ং ॥ ১৫ ॥
চিত্রং সূক্ষ্মদৃশোপ্যাত্মগুণান্মেরুসমুন্নতান্।

আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ, তথায় অবস্থান করিতে পায় নাই ॥ ১২ ॥

দান, যাগ, হোম, জপ, ভোজন, পান, কথন, এই যাহা কিছু বস্তু আছে, হরিভক্তিপরায়ণ মানবগণ, তৎসমুদয় বস্তুই বিষ্ণুকে সমর্পণ করিতেন ॥ ১৩ ॥

পবিত্রচেতা মানব সকল ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ করিতেন। বিশুদ্ধ মানবগণ অগ্রে বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিয়া, যথাকালে পরিমিত শুদ্ধ আহার করিতেন ॥ ১৪ ॥

তথায় যে সকল লোক বাস করিতেন, যদিচ তাঁহারা সকল শাস্ত্রই সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন, তথাপি অন্যান্য ব্যক্তিগণের সদর্থবিহীন ধর্ম্মসংক্রান্ত সমুদয় বাক্যে তাঁহারা যেন ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, অর্থাৎ যেন হরিকথা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম জানিতেন না ॥ ১৫ ॥

তাঁহাদের কাহারও সহিত শত্রুতা ছিল না। সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বদা সূক্ষ্মদর্শী হইলেও সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায়

পরদোষাংশ্চ নির্ব্বৈরা যে ন পশ্যন্ত্যপি স্ফুটান্॥ ১৬॥
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি তুলসীমৌলিঃ পট্টং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি বন্দনং।
কুণ্ডলে কৃষ্ণচরিতশ্রবণং কঙ্কণোঽঞ্জলিঃ॥ ১৭॥
বাদ্যন্তু যেষাং গোবিন্দকৃষ্ণেতি জয়ডিণ্ডিমং।
রত্নাঙ্গুরীয়কং কৃষ্ণশ্রীপাদাম্বুজকুঙ্কুমং॥ ১৮॥
কীর্ত্ত্যং বিষ্ণুযশঃ স্বচ্ছমাতপত্রং তথাম্বরং।
তেষাং বৈষ্ণবরাজানাং সর্ব্বং মণ্ডনমিত্যভূৎ॥ ১৯॥
জয়ং নেচ্ছন্তি কস্মাচ্চিৎ কদাচিদ্যেহরিনিগ্রহাৎ।

অতিশয় সমুন্নত, আপনাদের গুণরাশি এবং সুমেরুর সদৃশ অত্যুচ্চ, পরের দোষ সকল সুস্পষ্ট হইলেও দর্শন করিতেন না॥ ১৬॥

বিষ্ণুর পাদপদ্মের তুলসীই তাঁহাদের শিরোভূষণ, বিষ্ণুর চরণবন্দনাই তাঁহাদের পট্টবস্ত্র, হরিনাম শ্রবণই তাঁহাদের কুণ্ডলযুগল এবং অঞ্জলিবন্ধনই তাঁহাদের করকঙ্কণ ছিল॥১৭

(হে গোবিন্দ! হে কৃষ্ণ!) এই শব্দই তাঁহাদের বাদ্য অর্থাৎ জয়ঢক্কা ছিল। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণাম্বুজের কুঙ্কুমই তাঁহাদের রত্নাঙ্গুরী ছিল॥ ১৮॥

তাঁহারা সর্ব্বদাই হরিগুণ গান করিতেন। অধিক কি, উপরিস্থিত আকাশমণ্ডলই তাঁহাদের রাজচ্ছত্র ছিল। এইরূপে সেই সকল বৈষ্ণবরাজদিগের সমস্তই মণ্ডন, অর্থাৎ ভূষণ স্বরূপ হইয়া ছিল॥ ১৯॥

তত্রত্য মানবগণ কাহারও নিকট হইতে কখন শত্রুনিগ্রহ জনিত জয় কামনা করিতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়

তথাপি জিগ্যুঃ ক্রোধাদিমরিবর্গমহো বুধাঃ ॥ ২০ ॥
তেষামেবাকরং পুণ্যং তদাশ্রমপদং মুনিঃ।
কদাচিন্নারদোঽভ্যাগাদ্দিদৃক্ষুর্ভগবৎপ্রিয়ান্ ॥ ২১ ॥
স দদর্শ নদীং তত্র গোমতীং পুণ্যকীর্ত্তনীং।
সন্ধ্যাসমাধিসম্পন্নদ্বিজেন্দ্রোজ্জ্বলভূষণাং ॥ ২২ ॥
মিথঃ সহস্রকল্লোলসংঘর্ষবিহিতারবাং।
দ্বিজেন্দ্রাণাং প্রণমতামাশিষো দদতীমিব ॥ ২৩ ॥
তাং পশ্যন্মুদিতঃ শ্রীমানাশ্রমং নৈমিষাহ্বয়ং।
প্রবিবেশ মহাবীণাং বাদয়ন্ হরিসদ্গুণান্ ॥ ২৪ ॥

এই যে, সেই সমস্ত পণ্ডিতগণ, কাম ক্রোধাদি অরিবর্গ জয় করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

একদা দেবর্ষি নারদ ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিবার বাসনায়, পুণ্যের আকর স্বরূপ, তাঁহাদেরই সেই আশ্রম স্থানে আগমন করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

নারদমুনি সেই স্থানে পুণ্যপ্রচারিণী গোমতী নদী দর্শন করিলেন। ত্রিকালীন সন্ধ্যা এবং সমাধিনিষ্ঠ দ্বিজপ্রবর দ্বারা ঐ গোমতী নদীর অলঙ্কার সমুজ্জ্বল হইয়া ছিল ॥ ২২ ॥

সহস্র সহস্র তরঙ্গ সকল পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নদীর শব্দ হইতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইতেছে যেন, প্রণামকারি ব্রাহ্মণদিগকে গোমতী নদী আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীমান্ নারদমুনি সেই গোমতী নদী নিরীক্ষণ করিয়া প্রমুদিত হইলেন। পরে অতি প্রশস্ত বীণাযন্ত্র বাজাইয়া,

ভ্রমদ্ভ্রমরসংরম্ভবিকীর্ণকুসুমৈর্নগাঃ।
তং তদা পূজয়ন্ পূজ্যং ধন্যাস্তে স্থাবরা অপি॥ ২৫॥
শারদেন্দুনিভং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদং।
নারদং মুনয়োঽভ্যেত্য মুদা তত্র ববন্দিরে॥ ২৬॥
তে তমূচুরহো দৈবে প্রসন্নে নাস্তি দুর্ল্লভং।
যদ্দিব্যদর্শনো যোগী ত্বমস্মদ্বনমাগতঃ॥ ২৭॥
সত্যং তদ্বৃদ্ধবচনং জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি।

হরিগুণ গান করিতে করিতে নৈমিষাশ্রমে প্রবেশ করিলেন॥ ২৪॥

তৎকালে বৃক্ষ সকল ইতস্ততঃ সঞ্চারি মধুকর-দিগের বেগে কুসুমরাশি নিক্ষেপ করিয়া সেই পূজনীয় নারদমুনিকে পূজা করিয়া ছিল। অধিক কি, নৈমিষারণ্যবাসী স্থাবর পদার্থ সকলও ধন্য॥ ২৫॥

নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ সেই স্থানে শারদীয় শশধরের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং অধ্যাত্মবিদ্যায় সুনিপণ, নারদঋষির নিকটে আগমন করিয়া, সহর্ষে তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছিলেন॥ ২৬॥

সেই সকল মুনিগণ দেবর্ষিকে বলিলেন। আহা! ভাগ্য প্রসন্ন হইলে, কোন বস্তু দুর্লভ নহে। এই কারণে দিব্য দৃষ্টি যোগিবর (আপনি) আমাদের এই নৈমিষারণ্যে আগমন করিয়াছেন॥ ২৭॥

“বাঁচিয়া থাকিলে নানাবিধ শুভদর্শন করিতে পারা যায়।” বৃদ্ধগণের এইরূপ বাক্য নিতান্ত সত্য। কারণ, আজ্

যদদ্য বৈষ্ণবং ধন্যাঃ পশ্যামঃ পুণ্যলোচনাঃ ॥ ২৮ ॥
বয়ন্তু তপসা স্বামিন্ ক্রমেণাঘোজিহীর্ষবঃ।
তাবৎ সপদ্যঘভিদা ত্বয়া দিষ্ট্যাদ্য সঙ্গতাঃ ॥ ২৯ ॥
বয়ং পুণ্যার্জ্জনক্লিষ্টাঃ প্রাপ্তাস্ত্বাং পুণ্যসাগরং।
দৈবাদ্ধনান্যর্জ্জয়ন্তো নিধানং কৃপণা ইব ॥ ৩০ ॥
দিনমেকমপি ব্রহ্মন্ বৈষ্ণবেন ত্বয়েহ নঃ।
সৎকথা সুভগং পর্ব্ব ভূয়াদিতি মনোরথঃ ॥ ৩১ ॥
অদ্য ত্বৎপাদসলিলৈঃ পর্ণশালা ভবন্তু নঃ।

[illegible] পুণ্যচক্ষে বৈষ্ণবাগ্রণী নারদমুনিকে (আপনাকে) দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম ॥ ২৮ ॥

প্রভো! আমরাও ক্রমে ক্রমে তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা পাপরাশি দলন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। এবং ইতোমধ্যে অদ্যই নিষ্পাপ হৃদয় আপনার সহিত, আমাদের সহসা মিলন হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

যেরূপ দরিদ্রগণ ধনরাশি উপার্জ্জন করিতে করিতে দৈবাৎ মহামূল্য নি[illegible]প্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ আমরাও পুণ্য সঞ্চয় করিতে গিয়া বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়াছি এবং অবশেষে পুণ্যের সমুদ্র স্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৩০

ভগবন্! ইহাই আমাদের মনের বাসনা যে, বৈষ্ণব-প্রবর আপনার সহিত, একদিনমাত্র আমাদের সৎকথা দ্বারা নিতান্ত সুন্দর উৎসব হয় ॥ ৩১ ॥

অদ্য রাক্ষসবিনাশি ভবদীয় পাদপ্রক্ষালন জলদ্বারা আমাদের পর্ণশালা সমূহে যেন অশেষ প্রকার যজ্ঞ-বিঘ্ন দূর হইয়া

রক্ষোঘ্নৈর্নিহতাশেষযজ্ঞবিঘ্নাঃ শুভোদয়াঃ ॥ ৩২ ॥
বন্যং ফলং নদীতোয়ং সাধারণমপি দ্বয়ং।
ভক্ত্যা প্রদায় ভবতে প্রাপ্স্যামো ধন্যতাং বয়ং ॥ ৩৩ ॥
শৌনকশ্চ মহাতেজাস্ত্বদ্দর্শনমহোৎসবং।
লভতাং নো গুরুস্তস্মাত্তদ্বেশ্মাগন্তুমর্হসি ॥ ৩৪ ॥
ইত্থমভ্যর্থিতঃ সৌম্যৈর্দ্বিজৈরঞ্জলি কর্ম্মণা।
ওমিত্যুবাচ হৃষ্টাত্মা স বৈষ্ণবজনপ্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
অথ তৈঃ সহিতোভ্যাগাচ্ছৌনকস্য গৃহং প্রতি।
রম্যং তদাশ্রমং পশ্যন্ সাশ্চর্য্যং সর্ব্ববৈষ্ণবং ॥ ৩৬ ॥

যায় এবং যেন আমাদের পর্ণশালার মঙ্গল আবির্ভাব হয় ॥ ৩২ ॥

বনজাত ফল এবং নদীর জল এই দুইটী সাধারণ বস্তু। আমরা ভক্তিসহকারে এই দুইটী বস্তু আপনাকে প্রদান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিব ॥ ৩৩ ॥

মহাতেজস্বী শৌনকমুনি আমাদের গুরু। তিনি ভবদীয় দর্শনজনিত উৎসব লাভ করুন। অতএব তাঁহার ভবনে গমন করাই আপনার উচিত ॥ ৩৪ ॥

এইরূপে সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে, বৈষ্ণবগণের প্রিয়পাত্র দেবর্ষি নারদ, হৃষ্টচিত্তে তথাস্তু বলিয়া, তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর সকল বৈষ্ণবের আবাস স্থান স্বরূপ, সেই আশ্চর্য্য জনক রমণীয় আশ্রম দেখিবার জন্য, সেই সকল

বিশাং স্বব্যবহারেষু নির্ব্যলীকেষু সর্ব্বশঃ।
তত্র তত্র স শুশ্রাব বিষ্ণোরাজ্ঞাং নিয়ামিকাং ॥ ৩৭ ॥
অনু দেবকুলং দৃষ্ট্বা সুপুণ্যং বিদধেঽঞ্জলিং।
স্থাবরাঃ প্রতিমা বিষ্ণোর্দ্বিজাখ্যা জঙ্গমাস্তথা ॥ ৩৮ ॥
পশ্যন্নিত্যাশ্রমং পুণ্যং প্রশশংস মুহুর্ম্মুদা।
শৌনকস্য গৃহং প্রাপ প্রখ্যাতমৃষিসঙ্কুলং ॥ ৩৯ ॥
তাবৎ স শৌনকোঽপ্যাসীদ্বিষ্ণুমভ্যর্চ্য তৎপরঃ।
বুধবৃন্দবৃতঃ শ্রীমান্ কৃতকৃষ্ণকথাদরঃ ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণগণের সহিত, শৌনকমুনির গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

দেবর্ষি নারদ ব্যবসায়ি ব্যক্তিগণের নির্দোষ অর্থাৎ দুঃখবিরহিত সকল প্রকার ব্যবহার কার্য্যে তত্তৎ স্থলে "বিষ্ণুর আজ্ঞাই যে নিয়ামক" ইহাই শ্রবণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর তিনি অত্যন্ত পুণ্যবর্দ্ধন দেবকাগুলকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন। বিষ্ণুর স্থাবর প্রতিমা সকল এবং ব্রাহ্মণস্বরূপ জঙ্গম প্রতিমা সকল দর্শন করিয়া মুনিবর সহর্ষে সেই পরম পবিত্র নিত্য আশ্রমের অবিরত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শৌনক মুনির ঋষিকুল-পরিব্যাপ্ত বিখ্যাত গৃহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

তৎকালে সেই সুনিপুণ ও শ্রীমান্ শৌনক-মুনি বিষ্ণুপূজা করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীপরিবেষ্টিত হইয়া এবং হরিকথায় আদর করিয়া বসিয়া ছিলেন ॥ ৪০ ॥

হৃষ্টৈস্তত্রোজ্জগে কৈশ্চিন্ন‍ৃত্যতে কৈশ্চিদদ্ভুতং।
কৈশ্চিচ্চ যতিমালক্ষ্য মুহুর্হস্তঃ প্রবাদ্যতে॥ ৪১॥
তেষাং বিষ্ণুযশঃপুণ্যসঙ্গীতধ্বনিরুচ্চকৈঃ।
দ্যাং জগামাক্ষয়ীকুর্ব্বন্ শৃণ্বতাং স্বর্গিণাং সুখং॥ ৪২॥
ইত্থমন্যপ্রসঙ্গেঽপি দিব্যদৃক্ স্বগৃহাগতং।
জ্ঞাত্বা ভাগবতং হর্ষাৎ সার্ঘ্যঃ প্রত্যুদ্যযৌ দ্রুতং॥ ৪৩॥
স তং হরিযশঃস্বচ্ছং জ্ঞানং মূর্ত্তিমিবাশ্রিতং।
নারদং পুরতঃ পশ্যন্ প্রণনামৈব দণ্ডবৎ॥ ৪৪॥
দ্রুতমুত্থাপ্য হর্ষেণ সোঽপ্যাশ্লিষ্টঃ সুরর্ষিণা।

তথায় কেহ কেহ হৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ আশ্চর্য্যভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা যোগিবর নারদকে লক্ষ্য করিয়া হস্তবাদ্য অর্থাৎ করতালি দিতে লাগিলেন॥ ৪১॥

ব্রাহ্মণদিগের উচ্চৈঃস্বরে বিষ্ণুর কীর্ত্তিসংক্রান্ত পবিত্র সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণকারি স্বর্গবাসি দেবতাগণের সুখ অক্ষয় করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন॥ ৪২॥

এইরূপে দিব্যচক্ষু শৌনক-মুনি অন্য প্রকার প্রসঙ্গেও ভগবদ্ভক্ত নারদমুনিকে নিজগৃহে উপস্থিত জানিয়া সহর্ষে অর্ঘ্য লইয়া শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন করিলেন॥ ৪৩॥

শৌনক-মুনি নির্ম্মল হরিযশের ন্যায় এবং মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানের মত, সেই নারদ ঋষিকে সম্মুখে দর্শন করিয়াই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন॥ ৪৪॥

দেবর্ষি নারদ দ্রুত তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন এবং

মেনে জাতমপর্য্যাপ্তং প্রহর্ষমাত্মনস্তদা ॥ ৪৫ ॥
স্বয়মেবাসনং দত্ত্বা যথাবিধি তমর্চ্চয়ৎ।
সংপূজ্য কুশলং চৈব প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৪৬ ॥

করবাণি সন্দিশ মুনীন্দ্র কিং প্রিয়ং
ভবদাগমনেন বিদিতং ময়াধুনা।
ন হি দুষ্করং কিমপি সর্ব্বসম্পদঃ
সততং ভবাদৃশপুরঃসরা যতঃ ॥ ৪৭ ॥
গতস্পৃহত্বেঽপি মহানুভাবাঃ
শ্রেয়ঃ পরস্মৈ কৃপয়া বিধাতুং।

আনন্দভরে শৌনককেও আলিঙ্গন করিলেন। তৎকালে শৌনক আপনার আনন্দ অপর্য্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিলেন ॥ ৪৫ ॥

তখন স্বয়ংই আসন প্রদান করিয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর পূজা করিয়া বিনয়সহকারে তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৬ ॥

হে মুনিবর! আপনি আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রিয়-কার্য্য করিতে হইবে। এক্ষণে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনার শুভাগমনে কোন বস্তুই দুষ্কর নহে। যে হেতু সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য, ভবাদৃশ মহোদয়গণের সর্ব্বদাই নিকট-বর্ত্তী ॥ ৪৭ ॥

উদারচেতা মহোদয় ব্যক্তিগণ, ইচ্ছা না থাকিলেও অপরের উদ্দেশে কৃপা করিয়া মঙ্গল সাধনের জন্য কোন

সমাদিশন্ত্যেব কিমপ্যতোঽহং
ধন্যস্ত্বদুক্তং করবাণি যোগিন্॥ ৪৮॥
ততঃ সুরর্ষির্মুদিতোঽব্রবীত্তং
ন তে বিচিত্রং বিনয়েন ভূষা।
ত্বয়ীক্ষ্যতে সদ্গুণরত্নরাশিঃ
সর্ব্বোঽপ্যয়ং নির্ম্মলকোষভূতে॥ ৪৯॥
দৃষ্টৈব চ ত্বাং সফলাগমোঽস্মি
পবিত্রিতাশেষজনং যতোঽহং।
ভূষাং ভুবো ভাগবতাভিধানাং
হরেস্তনূং দ্রষ্টুমিহাগতোঽস্মি॥ ৫০॥

না কোন কার্য্য অবশ্যই আদেশ করিয়া থাকেন। হে যোগিবর! অতএব যদি আমি আপনার কথা পালন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই॥ ৪৮॥

অনন্তর দেবর্ষি হৃষ্টচিত্তে শৌনক-মুনিকে বলিয়াছিলেন। বিনয় দ্বারা যে অলঙ্কার হইয়াথাকে, ইহা বিচিত্র নহে। তুমি নির্ম্মল কোষাগার তুল্য। অতএব এই সকল সদ্গুণরূপ রত্নরাশি কেবল তোমাতেই লক্ষিত হইয়া থাকে॥ ৪৯॥

কারণ, তুমি সকল লোককেই পবিত্র করিয়াছ। সুতরাং তোমাকে দেখিয়া আমার সমস্ত আগম সফল হইয়াছে। তুমি ভূতলের ভূষণ এবং ভগবদ্ভক্ত নামক বিষ্ণুর মূর্ত্তি। তোমাকে দেখিবার জন্য আমি এই স্থানে আগমন করিয়াছি॥ ৫০॥

অহোঽতিধন্যোঽসি যতঃ সমস্তো
জনস্ত্বয়েশ প্রবণীকৃতোঽয়ং।
উৎপাদয়েদ্ যোঽত্র ভবার্দ্দিতানাং
ভক্তিং হরৌ লোকপিতা স ধন্যঃ ॥ ৫১ ॥
ইত্যাদি সম্ভাষ্য ততো মহর্ষি-
রভ্যর্চ্চিতঃ শৌনকমুখ্যবিপ্রৈঃ।
উবাস তস্মিন্ দিবসং মহাত্মা
যথোচিতং তৈরভিপূজ্যমানঃ ॥ ৫২ ॥
তস্মিন্ দিনে সাধুমহোৎসবে তে
সুখোপবিষ্টং পরিবৃত্য সর্ব্বে।

তুমি অতিশয় ধন্য হইতেছ। যেহেতু তুমি এই সমস্ত লোকদিগকে হরিভক্তি বিষয়ে উন্মুখ করিয়াছ। বিশেষতঃ যে এই জগতে ভবযন্ত্রণাপীড়িত মানবদিগের হরিভক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই জগতের পিতা এবং সেই ব্যক্তিই ধন্য ॥ ৫১ ॥

অনন্তর দেবর্ষি নারদ ইত্যাদিক্রমে সম্ভাষণ করিলে, শৌনক প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিপ্রগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, মহামতি নারদ সেই আশ্রমে এক দিবস অবস্থান করিলেন ॥ ৫২ ॥

উৎকৃষ্ট উৎসবপূর্ণ সেই দিবসে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ হরিকথা শুনিতে বাসনা করিয়া, আহ্লাদিত মনে এবং

প্রভুং প্রিয়ং প্রাহুরতিপ্রহৃষ্টাঃ
সপ্রশ্রয়াঃ শ্রীশকথাভিকামাঃ ॥ ৫৩ ॥
অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টো-
হপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন
কৃতাদ্য নো যত্র কৃশা মুমুক্ষা ॥ ৫৪ ॥
মিত্রং প্রসিদ্ধং ভুবনেষু জাতঃ
স নির্ম্মলাত্মা বিচরন্ পরার্থং।
ত্বমান্তরং হংসি তমো জনানাং
ততং স্বগোভিস্তরণিস্তু বাহ্যং ॥ ৫৫ ॥
অতোহদ্য নঃ শ্রীশযশ-স্তবাদ্যৈঃ

সবিনয়ে সুখাসীন, সর্ব্বপ্রিয় এবং প্রভু নারদমুনিকে বেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

হে মহোদয়! এই সংসার নানাবিধ দোষে দূষিত হইলেও কেবল একমাত্র সুখজনক সৎসঙ্গ নামক গুণদ্বারা শোভা পাইয়া থাকে। অদ্য এই সাধুসঙ্গ রূপ গুণদ্বারা আমাদের মুক্তি কামনা হ্রাস পাইয়াছে ॥ ৫৪ ॥

সেই নির্ম্মলচেতা দিবাকর পরের নিমিত্ত বিচরণ করিয়া ত্রিভুবনে মিত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আপনি লোকদিগের আন্তরিক বিস্তারিত তম (তমোগুণ) নাশ করিয়া থাকেন এবং সূর্য্য নিজকিরণ দ্বারা বাহ্য তম (অন্ধকার) নাশ করিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥

আমাদিগের অন্তঃকরণ দুরন্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ,

সুধারসৈঃ প্লাবয় মানসানি।
দুরন্ততৃষ্ণামদলোভমোহ-
স্মরজ্বলদ্বহ্নিশিখাকুলানি ॥ ৫৬ ॥
ইতি সুমধুরমুক্তো নৈমিষীয়ৈঃ স নিত্যং
হরিগুণমণিমালালঙ্কৃতঃ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ।
মুরহরসিতকীর্ত্তি-স্বর্ধুনী-রাজহংসো
মুনিরজিতপদাব্জালোলভৃঙ্গো জহর্ষ ॥ ৫৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শৌনকাদিসঙ্গমঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥

মোহ এবং তৃষ্ণা রূপ প্রজ্বলিত অনলের স্ফুলিঙ্গ দ্বারা দগ্ধ হইতেছে। অতএব অদ্য আপনি লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণের কীর্ত্তি এবং স্তবাদি রূপ অমৃতরস দ্বারা আমাদের দগ্ধ-চিত্ত সুশীতল করুন ॥ ৫৬ ॥

হরিগুণ রূপ রত্নমালা দ্বারা যিনি সর্ব্বদা বিভূষিত হইয়াছেন, যাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুস্নিগ্ধ, মুরারির শুভ্র কীর্ত্তি রূপ মন্দাকিনীর যিনি রাজহংস এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের সম্যক্ চঞ্চল মধুকর স্বরূপ, সেই দেবর্ষি নারদ নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের এইরূপ সুললিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৫৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ-বিদ্যারত্নানুবাদিতে শৌনকাদিসঙ্গম নামক প্রথম অধ্যায় ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।
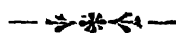
অথ শৌরিকথাপ্রশ্নহর্ষনির্ভরমানসঃ।
সুরর্ষিঃ প্রাহ বিপ্রর্ষিং প্রশস্য ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
শ্রীনারদ উবাচ ॥
অহোঽতিনির্ম্মলা যূয়ং রাগো হি হরিকীর্ত্তনে।
অবিধূয় তমঃ কৃৎস্নং নৃণাং নোদেতি সূর্য্যবৎ ॥ ২ ॥
অহঞ্চ ধন্যো যুষ্মাভিঃ সঙ্গতোঽদ্য মহাত্মভিঃ।
প্রবক্ষ্যামি কথাঃ পুণ্যাঃ সর্ব্বপৌরাণিকপ্রিয়াঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর হরিভক্ত দেবর্ষি নারদ, হরিকথার প্রশ্নে সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া ব্রহ্মর্ষি শৌনককে প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

নারদ কহিলেন, সূর্য্যদেব যেরূপ সমস্ত অন্ধকার ধ্বংস না করিয়া উদিত হন্ না, সেইরূপ হরিগুণগান করিবার যে অনুরাগ, তাহাও মানবদিগের তমোগুণের সকল প্রকার কার্য্য ক্ষয় না করিয়া উদিত হয় না। আহা! এই কারণেই বলিতেছি যে, তোমরাও অত্যন্ত নির্ম্মল ॥ ২ ॥

তোমরাও মহামতি, অদ্য মহাত্মগণের সহিত মিলিত হইয়া আমিও কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে সমস্ত পৌরাণিকদিগের প্রিয় হরিকথা সকল বর্ণন করিব ॥ ৩ ॥

তদ্ধরেশ্চিত্রলীলস্য সৎকথানাং সমুচ্চয়ং।
ইমং শৃণুধ্বমন্বর্থং নাম্না ভক্তিসুধোদয়ং ॥ ৪ ॥
যন্ময়া কপিলাচ্ছ্রুত্বা পুরাণং বেদসম্মিতং।
নারদীয়মিতি প্রোক্তং তৎসারং প্রব্রবীমি বঃ ॥ ৫ ॥
শাস্ত্রং কাব্যং কথেত্যাদি বিস্তৃতং বাঙ্ময়েষু যৎ।
বচঃ শৌরিপরং শ্লাঘ্যং সৎসভাসু তদেব হি ॥ ৬ ॥
শ্রাব্যমেতদ্ভবদ্ভিশ্চ নাসভ্যেষু কদাচন।
তে হি তুষ্টাঃ স্বচিত্তস্থ রাগোদ্বোধকবাঙ্ময়ৈঃ ॥ ৭ ॥
কবিনোক্তং বচোলৌল্যাদতজ্জ্ঞেম্বতদর্থিষু।

এক্ষণে বিচিত্র লীলাময় শ্রীহরির অর্থযুক্ত এই সৎকথা-সকল তোমরা শ্রবণ কর। ইহার নাম হরিভক্তিসুধোদয় ॥৪

পূর্ব্বে আমি মহর্ষি কপিলের নিকট হইতে, যে বেদতুল্য নারদীয়পুরাণ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তাহারই সারাংশ তোমাদের নিকট বর্ণন করিব ॥ ৫ ॥

সমস্ত প্রবন্ধে শাস্ত্র, কাব্য এবং কথা ইত্যাদি যাহা বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট সভায়, সাধু সভ্যগণের নিকটে সেই হরিসংক্রান্ত কথাই প্রশংসনীয় ॥ ৬ ॥

সুতরাং সেই হরিকথা তোমরাই শ্রবণ করিবে। অসভ্যগণের নিকটে কদাপি হরিকথা আদরণীয় হয় না। কারণ, অসভ্যগণ স্বকীয় চিত্তস্থিত অনুরাগের উদ্বোধক প্রবন্ধ সমূহ দ্বারা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

তবে কবি (পণ্ডিত) চাঞ্চল্য প্রযুক্ত যাহারা তাহা জানে না, অথবা যাহারা হরিকথা প্রার্থনা করে না, তাহা-

অমূল্যমপি ন শ্লাঘ্যং বস্ত্রং ক্ষপণকেষ্বিব ॥ ৮ ॥
শ্রুতৈরপি ন সদ্‌গ্রন্থৈঃ পুণ্যা যস্যাত্মনোঽসতাং।
কঠিনং শস্যযোগ্যং স্যাচ্ছিলাপৃষ্ঠং ন বৃষ্টিভিঃ ॥ ৯ ॥
মহান্ত এব তুষ্যন্তি সদ্ভক্ত্যা সারবেদিনঃ।
নাল্পাঃ কূপা বিবর্দ্ধন্তে জ্যোৎস্নয়া কিং সমুদ্রবৎ ॥ ১০ ॥
শৌরিনামোজ্জ্বলং কাব্যং নালঙ্কারানপেক্ষতে
নিস্তারকমপি ব্যোম শোভতে ভানুভূষিতং ॥ ১১ ॥

দের কাছেও বাক্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু যেরূপ ক্ষপণক অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিদিগের কাছে বস্ত্র আদরণীয় হয় না, সেইরূপ তাহাদের কাছে অমূল্য হইলেও হরিকথা প্রশংসনীয় নহে ॥ ৮ ॥

যেরূপ বৃষ্টিদ্বারা কঠিন প্রস্তরপৃষ্ঠ শস্যোৎপাদনের উপযুক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ বেদতুল্য সাধু গ্রন্থ সকল শ্রবণ করিলেও অসাধুদিগের অন্তঃকরণে কখন পুণ্য প্রকাশ পায় না ॥ ৯ ॥

সারজ্ঞ মহাত্মগণই সাধুভক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূপ সকল কি জ্যোৎস্না দ্বারা সমুদ্রের মত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না? অর্থাৎ অবশ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

যে কাব্য কৃষ্ণকথা দ্বারা সমুজ্জ্বল হইয়াছে, সেই কাব্য অন্যান্য অলঙ্কারসকল অপেক্ষা করে না। দেখ, আকাশে যদিঃএকটীও নক্ষত্র না থাকে, তথাপি সেই গগনমণ্ডল সূর্য্য-দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

সদোষাপি কবের্বাণী হরিনামাঙ্কিতা যদি।
সাদরং গৃহ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ শুক্তিমুক্তান্বিতা যথা॥ ১২॥

সৈবেহ বাণী জনতাপহারিণী
সুখাবলী সংসৃতিসিন্ধুতারিণী।
যানন্তনামাবলিদিব্যহারিণী
স্খলৎপদা যদ্যপি সা বিকারিণী॥ ১৩॥

সুকোমলং সাধুসুগন্ধিগন্ধব-
দ্রসাবহং বা হরিসম্পৃশদ্বচঃ।

কবির ভারতী যদি দোষযুক্তও হয়, অথচ যদি সেই বাণী হরিনাম দ্বারা চিহ্নিত হয়, তথাপি মুক্তাসমন্বিত শুক্তি (ঝিনুক) যেরূপ সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে, সেইরূপ পণ্ডিতগণ ঐরূপ হরিনামচিহ্নিত কবির ভারতীকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ১২॥

যদিচ সেই ভারতী স্খলিতপদ দ্বারা (পদশব্দে চরণ এবং পদশব্দে এক একটী পদ) বিকারযুক্ত হইয়া থাকে এবং যে ভারতী অসীম হরিনামাবলী দ্বারা স্বর্গীয় বস্তু হরণ করিতে পারে, সেই ভারতীই সুখ সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং সুখরাশি দ্বারা ভবসিন্ধু পার করিয়া থাকে এবং সেই কবিভারতীই লোকদিগের পাপরাশি, অথবা তাপরাশি দলন করিয়া থাকে॥ ১৩॥

যেরূপ ফলশূন্য শস্যমঞ্জরী সুফল দান করিতে পারে না, সেইরূপ অত্যন্ত কোমল, অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, অত্যন্ত গন্ধযুক্ত,

দদাতি নালং সুফলং ধ্রুবং কবে-
র্যথা সুশস্যং কণিশে ফলোজ্‌ঝিতং॥ ১৪॥
প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী
পবিত্রগোবিন্দপদাঙ্কিতা যদি।
মুক্তাবলীবারুণরত্নরঞ্জিতা
মনোহরা সা বিদুষামলঙ্কৃতিঃ॥ ১৫॥
অথ ত্রয়ীনাথপদাব্জসেবিনাং
মহাত্মনাং সচ্চরিতৈরলঙ্কৃতাঃ।
কথাঃ সুপুণ্যাঃ কথয়ামি সর্ব্বদং
প্রণম্য বাচাং বিভবায় মাধবং। ১৬॥
যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম কৃতং খিলং ভবে-

রসে পরিপূর্ণ এবং হরিকথাবিহীন কবিবাক্য, নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ভাবে সুফল দান করিতে পারে না॥ ১৪॥

যেরূপ রক্তবর্ণ রত্নদ্বারা সুরঞ্জিত মনোহর মুক্তাবলী, পণ্ডিতগণের অলঙ্কার স্বরূপ, সেইরূপ প্রসাদ গুণ এবং গাম্ভীর্য্য গুণযুক্ত কবির ভারতী, যদি পবিত্র হরিপদ দ্বারা চিহ্নিত হয়, তবে তাহাই পণ্ডিতগণের ভারতী জ[illegible]ব॥১৫

আমি বাক্যের বৈভবের জন্য সর্ব্বাভীষ্টদাতা ক[illegible]-পতিকে প্রণাম করিয়া ত্রিবেদাত্মক নারায়ণের পাদপদ্মসেবি মহাত্মগণের তত্তৎ বিখ্যাত চরিত্র দ্বারা বিভূষিত, অত্যন্ত পুণ্যজনক বাক্য সকল বলিতেছি॥ ১৬॥

পূর্ব্বে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা সফল

ত্তদপ্যহো যৎস্মরণে ন পূর্য্যতে।
ততশ্চ কর্ত্তুঃ প্রদদাতি সৎফলং
প্রভুঃ স পুষ্ণাতু বচাংসি নঃ সদা॥ ১৭॥
যৎপাদপদ্মাসবলুব্ধধীঃ সদা
কলং প্রগুঞ্জত্যজ সর্ব্বদেতি চ।
নিষেবতে বেদমধুব্রতাবলী
স লোকপূজ্যার্চ্যপদঃ প্রসীদতু॥ ১৮॥
যন্নামসঙ্গীতরজস্তমোহপহং
কলস্বরং গায়তি কিন্নরীজনঃ।
আনন্দজাশ্রুস্নপিতস্তনস্থলঃ

হইতে পারে না। আহা! পরে যাঁহার নাম স্মরণে সেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। অবশেষে যিনি যজ্ঞানুষ্ঠাতা পুরুষকে যজ্ঞের স্বর্গাদি ফল প্রদান করিয়া থাকেন, সেই মহাপ্রভু হরি আমাদের বাক্য সকল সর্ব্বদা পরিপুষ্ট করুন॥ ১৭॥

যাঁহার পাদপদ্ম যুগল পাইব বলিয়া বেদরূপ মধুকরসমূহ, চঞ্চলমতি হইয়া সর্ব্বদা সুমধুর স্বরে গুঞ্জন করিয়া থাকে [illegible] হে "অজ! হে সর্ব্বদ!" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া সেবা করিয়া থাকে, সেই সর্ব্বলোকপূজ্য পূজ্যপাদ হরি প্রসন্ন হউন॥ ১৮॥

বিদ্যাধরীগণ আনন্দাশ্রুপাতে বক্ষঃস্থল আর্দ্র করিয়া, সুমধুর স্বরে যাঁহার তমোগুণবিনাশী নাম সঙ্গীতের বাক্য সকল গান করিয়া থাকে, সকল প্রকার সৌভাগ্যের নিধি-

স সর্ব্বসৌভাগ্যনিধিঃ প্রসীদতু ॥ ১৯ ॥
যৎপাদসম্ভূতসরিদ্বরামপি
স্তোতুং ন শক্তঃ কমলাসনোঽপ্যহো।
স্তোতুং তমপ্যুৎসহতে মনো মম
প্রভোর্ম্মুদে ভক্তজনস্য চাপলং ॥ ২০ ॥
ক্ষয়িষ্ণুমিন্দুং পরিবর্জ্য চন্দ্রিকা
ভুবং গতেবার্ত্তিহরা সহোড়ুভিঃ।
সবুদ্বুদা যচ্চরণাব্জজা নদী
তমপ্রমেয়ং শরণং ব্রজাম্যহং ॥ ২১ ॥

স্বরূপ, সেই ভগবান্ হরি প্রসন্ন হউন ॥ ১৯ ॥

যাঁহার পাদপদ্ম সম্ভূত সরিদ্বরা গঙ্গাকে স্তব করিতে (অন্যের কথা দূরে থাকুক্) পদ্মযোনি ব্রহ্মাও স্তব করিতে সক্ষম নহেন, আমার অন্তঃকরণ সেই হরিকেও স্তব করিতে উৎসাহিত হইতেছে। এইরূপ করিবার কারণ, ভক্তজনের চাপল্য প্রকাশে মহাপ্রভুর আনন্দই ঘটিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

যাঁহার পাদপদ্ম সম্ভূত নদী, বুদ্বুদ বা জলবিম্বের সহিত ভূতলে আসিয়াছেন। কবি বলিতেছেন, উহা নদী নহে। কিন্তু উহা চন্দ্রের জ্যোৎস্না। কৃষ্ণপক্ষে শশধরের কলা ক্ষয় পাইয়া থাকে। অতএব পীড়ানাশিনী কৌমুদী, ক্ষয়শীল শশধরকে পরিত্যাগ করিয়া, তারকাগণের সহিত কি ভূতলে আসিয়াছে?। এক্ষণে সেই অচিন্তনীয় মাহাত্ম্যসম্পন্ন হরির শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২১ ॥

সুসম্পদঃ কৃষ্ণরুচশ্চ পাপ্মনঃ
সহানবস্থামিব দর্শয়ত্যলং।
হিমেন্দুশুভ্রা খলু যৎপদোদ্ভবা
স সর্ব্বমজ্ঞানমপাকরোতু নঃ ॥ ২২ ॥
মুখেন্দুসম্বর্দ্ধিতভক্তসাগর-
শ্চক্রার্কসম্বোধিতসন্মুখাম্বুজঃ।
সন্মানসাসক্তসুশঙ্খহংসভৃ-
দ্বিভাতি যস্তং প্রণতোঽস্মি বৃদ্ধয়ে ॥ ২৩ ॥
অথ মুনিতিলকঃ শ্রীবিষ্ণুমাহাত্ম্যমাদ্যং
ভববিষমবিশালব্যাধিনির্ম্মূলবৈদ্যং।
শ্রুতিজলনিধিমধ্যপ্রস্ফুরদ্দিব্যরত্নং

তুষার এবং চন্দ্রমার মত শুভ্রবর্ণ, যাঁহার পাদপদ্ম সম্ভূত নদী, এক কালে উৎকৃষ্ট সম্পত্তি এবং কৃষ্ণবর্ণ পাপের সাতিশয় দুরবস্থা বা অনৈক্য দেখাইয়া থাকে, সেই সর্ব্বময় হরি আমাদের সকল প্রকার অজ্ঞান দূর করুন ॥ ২২ ॥

যিনি মুখচন্দ্র দ্বারা ভক্তরূপ সমুদ্র বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন, যিনি সুদর্শনচক্ররূপ সূর্য্য দ্বারা সাধুজনের মুখপদ্ম বিকসিত করিয়া থাকেন এবং যিনি সাধুগণের মানসসরোবরে উৎকৃষ্ট শঙ্খ এবং হংসের মত বিরাজ করিয়া থাকেন, আমি সকল প্রকার অভ্যুদয়ের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৩ ॥

অনন্তর মুনি-তিলক নারদ-ঋষি রোমাঞ্চিত কলেবরে, ইষ্টদেব হরিকে প্রণাম করিয়া যাহা ভবরূপ বিষম ও বিশাল ব্যাধির উন্মূলনে বৈদ্যের তুল্য এবং যাহা বেদরূপ সমুদ্রের

হৃষিত-তনুরবোচদ্দেবমিষ্টং প্রণম্য ॥ ২৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥

মধ্যে প্রস্ফুরিত দিব্যরত্নের তুল্য, শ্রীবিষ্ণুর সেই আদ্য মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ-বিদ্যারত্নানুবাদিতে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ ॥

অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য প্রভাবং দোষদূষণং।
বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং বক্ষ্যামি যাবজ্‌জ্ঞানং সমোন্নতং ॥
ভবাব্ধিমুত্তিতীর্ষূণাং শরণ্যঃ স চতুর্ভুজঃ।
যঃ সহস্রভুজো ভাতি নিজভক্তসমুদ্ধৃতৌ ॥ ২ ॥
অব্যক্ত-ব্রহ্মসেবী হি নির্ব্বিঘ্নান্ন পরং ব্রজেৎ।

শ্রীনারদ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! যিনি অনন্ত এবং যাঁহাকে পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না, আমার যেরূপ উচ্চ জ্ঞান আছে, আমি সেইরূপ তাঁহার দোষবিনাশি মাহাত্ম্যের বিষয় বর্ণন করিব, তোমরা শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

যে সকল ব্যক্তি ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে সেই চতুর্ভুজই একমাত্র রক্ষা কর্ত্তা। কারণ, তিনি নিজভক্তদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য সহস্র বাহু ধারণ করিয়া শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি, অব্যক্ত অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের সেবা করে, সে নির্ব্বিঘ্নে পরম পদ লাভ করিতে পারে না। যে হেতু কাম-

দুর্জ্জয়ো হ্যরিষড়্বর্গঃ সগুণং ব্রহ্ম তদ্ভজেৎ ॥ ৩ ॥
যথাগাধহ্রদান্তঃস্থো মৎস্যো জয়তি জালিকান্।
কামমুখ্যানরীনেতান্ নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥ ৪ ॥
ইতঃ স্মরস্ততঃ ক্রোধস্ত্বিতো লোহস্ততো মদঃ।
অসিপত্রবনান্তে তু গতিশ্চক্রী মুমুক্ষতাং ॥ ৫ ॥
হরিভক্তিসুধাস্বাদরোমাঞ্চঘনকঞ্চুকং।
কিং কুর্য্যুঃ শার্ঙ্গিণা রক্ষ্যং কুসুমেষুমুখারয়ঃ ॥ ৬ ॥

ক্রোধাদি ছয়রিপু সর্ব্বদাই অজেয়। অতএব সগু: ব্রহ্মের উপাসনা করিবে ॥ ৩ ॥

যেরূপ মৎস্য অতলস্পর্শ হ্রদের মধ্যে থাকিয়া ধীবরদিগকে জয় করিয়া থাকে, সেইরূপ মানব যদি নারায়ণের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সকল অরি দিগকে জয় করিতে পারে ॥ ৪ ॥

এই স্থানে কাম, সেই স্থানে ক্রোধ, এই স্থানে লোভ এবং সেই স্থানে মদ। এইরূপ সর্ব্বত্রেই রিপুগণ বিদ্যমান আছে। অতএবমোক্ষাভিলাষি ব্যক্তিগণকে চক্রপাণি নারায়ণই অসিপত্র বন নামক নরক হইতে রক্ষা করেন, সুতরাং তিনিই একমাত্র গতি বা অবলম্বন স্বরূপ ॥ ৫ ॥

হরিভক্তি রূপ সুধারসের আস্বাদন করিয়া যখন রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয় এবং সেই রোমাঞ্চই যাহার সুদৃঢ় বর্ম্ম (দেহাবরক সাঁজোয়া) তুল্য এবং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে রক্ষা করেন, কামাদি রিপুগণ তখন তাঁহার কি করিতে পারে ? ॥ ৬ ॥

মোক্ষসৌধং মহোত্তানমারুরুক্ষুস্ততো নরঃ।
ভগবদ্ভক্তিনিঃশ্রেণীং ভজেতৈবান্যথা পতেৎ ॥ ৭ ॥
বাঙ্মনঃকায়জৈঃ পাপৈরবশ্যমনিশং কৃতৈঃ।
জনঃ কথম্বা মুচ্যেত সদ্ভাবেনাভজন্ হরিং ॥ ৮ ॥
বেদাঃ শাস্ত্রশতং বাপি তারয়ন্তে ন তং নরং।
যস্যাত্মমনসো নালং ফলিতা ভগবদ্রতিঃ ॥ ৯ ॥
শাস্ত্রং সদ্ভক্তিমফলং শস্যঞ্চ কণিশোজ্ঝিতং।
কুলস্ত্রী চাপ্রজা কূপমম্বুহীনং বৃথৈব হি ॥ ১০ ॥

অনন্তর মানব যখন অত্যন্ত উচ্চ মোক্ষরূপ অট্টালিকায় আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিবে, তখন হরিভক্তি রূপ অধিরোহিণী (সিঁড়ি) অবলম্বন করিবে, ইহা ব্যতীত সে পড়িয়া যাইবে ॥ ৭ ॥

কায়মনোবাক্যে অবিরত অবশ্য যে সকল পাপ সঞ্চয় করা যায়, সেই সমস্ত পাপদ্বারা যদি মানব সদ্ভাবে অথবা ভক্তিসহকারে হরিসেবা না করে, তাহা হইলে কিরূপে সে (সংসার হইতে) মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ? ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তির নিজমনে সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তি, অথবা কৃষ্ণপ্রেম ফলিত হয় নাই, কি করিয়া বেদ সকল, অথবা অন্যান্য শত শত গ্রন্থ, তাহাকে উত্তীর্ণ করিবে ? ॥ ৯ ॥

সদ্ভক্তিশূন্য শাস্ত্র, মঞ্জরীশূন্য শস্য, পুত্রবিহীনা কুলবধূ এবং জলশূন্য কূপ, এই সকল বস্তু নিশ্চয়ই বৃথা জানিবে ॥ ১০ ॥

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং ॥ ১১ ॥
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি-দগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদাঢ্যোঽপি নাস্তিকঃ ॥ ১২
শ্রুতং তদুপঘাতায় যদসন্মার্গবর্ত্তিনঃ।
জ্ঞাত্বাপি পাপকং কর্ম্ম নাস্তিক্যেন করোত্যসৌ ॥ ১৩ ॥
অশাস্ত্রজ্ঞশ্চরন্ পাপং বুধৈর্ভূয়ো ন নিন্দ্যতে।

প্রাণশূন্য দেহে লোকরঞ্জনকারী অলঙ্কার যেরূপ বৃথা, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিবিহীন মানবের জাতি, শাস্ত্র, জ্ঞান, জপ এবং তপস্যা সমস্তই নিষ্ফল ॥ ১১ ॥

সদ্ভক্তি রূপ প্রজ্বলিত অনল দ্বারা যাহার দুষ্টজাতি সংক্রান্ত পাপ তিরোহিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই পবিত্র এবং সেই ব্যক্তি যদি চণ্ডাল হয়, তথাপি সেই ব্যক্তি সকলের আদরণীয়, কিন্তু বেদজ্ঞানসম্পন্ন নাস্তিকও কখন শ্লাঘার পাত্র হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

কুপথগামি মানবের শাস্ত্রজ্ঞান কেবল তাহার বিনাশের জন্যই হইয়া থাকে। কারণ, ঐ মূঢ়মতি মানব পাপ-কর্ম্ম জানিতে পারিয়াও নাস্তিকতার সহিত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্র জানে না, সেই ব্যক্তি যদি পাপাচরণ করে, পণ্ডিতগণ তাহাকে অধিকতর নিন্দা করেন না। অন্ধ কূপে পড়িলে যেমন তাহাকে দয়া করিতে হয়, সেইরূপ

অন্ধঃ পতন্নিব শ্বভ্রে কেবলং হ্যনুকম্প্যতে ॥ ১৪ ॥
শাস্ত্রবিৎ কুৎস্যতে সর্ব্বৈর্জ্জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাচরন্নঘং।
কর্ণান্তলোচনঃ কূপে পতন্ কৈর্ন বিড়ম্ব্যতে ॥ ১৫ ॥
তস্মাদ্যত্নেন শাস্ত্রাণি পরিগৃহ্য বিমৎসরঃ।
তৎফলং হ্যুত্তমঃশ্লোকং ভজেদেব দৃঢ়ং বুধঃ ॥ ১৬ ॥
আপ্লুত্য সর্ব্বতীর্থেষু দত্ত্বা হুত্বা চ নো তথা।
আরাধ্য তীর্থপ্রবরং যথা যাতি পরং পদং ॥ ১৭ ॥
ইমমর্থং শুকোঽপ্যাহ ব্যাসসূনুঃ পরীক্ষিতে।

অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পাপ করিলে, পণ্ডিতেরা তাহার প্রতি দয়া করিয়াই থাকেন ॥ ১৪ ॥

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে সকলেই নিন্দা করিয়া থাকে। কারণ, সেই ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। আকর্ণ-বিশ্রান্তলোচন মানব যদি কূপমধ্যে পতিত হয়, তবে কোন্ ব্যক্তি না তাহাকে উপহাস করিয়া থাকে? ॥ ১৫ ॥

অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া, যত্নসহকারে শাস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া, শাস্ত্র জ্ঞানের ফলস্বরূপ পুণ্যশ্লোক ভগবান্ বিষ্ণুকে দৃঢ়ভাবেই ভজনা করিবে ॥ ১৬ ॥

তীর্থপ্রধান ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া মানব যেমন পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সকল তীর্থজলে স্নান করিয়া, দান করিয়া এবং হোম করিয়া, সেইরূপ পরমপদ লাভ করিতে পারা যায় না ॥ ১৭ ॥

ব্যাসতনয় শুকদেবও গঙ্গার পুলিনে, মুনিগণের সভায়,

রাজবর্য্যায় গঙ্গায়াঃ পুলিনে মুনিসংসদি ॥ ১৮ ॥
স হি প্রায়োপবিষ্টোঽভূদ্ব্রহ্মশাপোগ্র-তক্ষকাৎ।
ভয়ং বিজ্ঞায় তং দ্রষ্টুমাগতাশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ১৯ ॥
তেন তে দেবতাতত্ত্বং পৃষ্টা বাদান্ বিতেনিরে।
নানাশাস্ত্রবিদো বিপ্রা মিথঃ সাধনভূষণৈঃ ॥ ২০ ॥
হরির্দ্দৈবং শিবো দৈবং ভাস্করো দৈবমিত্যপি।
কাল এব স্বভাবস্তু কর্ম্মৈবেতি পৃথগ্জগুঃ ॥ ২১ ॥
অথ খিন্নঃ স রাজর্ষির্বহুবাদাকুলান্তরঃ।

নৃপবর পরীক্ষিৎকে এইরূপ অর্থ বলিয়া ছিলেন ॥ ১৮ ॥

সেই রাজা পরীক্ষিৎ অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ব্রহ্মশাপ রূপ ভীষণ তক্ষক সর্প হইতে ভয় জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে দেখিতে মহর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

পরীক্ষিৎ যখন মহর্ষিদিগকে দেবতাগণের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করেন, তৎকালে নানাশাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষিগণ, পরস্পর যাহার যেরূপ সাধনার ফল, তদনুসারে তর্কদ্বারা শাস্ত্রীয় বাদ বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

নারায়ণই দেবতা, মহাদেবই দেবতা, দিবাকরই দেবতা, কালই দেবতা, স্বভাবই দেবতা, অথবা কর্ম্মই দেবতা, এই-রূপে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেবত্ব কীর্ত্তন করিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর সেই রাজর্ষি পরীক্ষিৎ বিবিধ বাদে ব্যাকুলচিত্ত

নিঃশ্বসন্নভবত্তূষ্ণীং মোক্ষমার্গে সসংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

অথাস্য পুণ্যৈঃ খলু পূর্ব্বসঞ্চিতৈ-
র্ব্যাসাত্মজো জ্ঞানমহাব্ধিচন্দ্রমাঃ।
তমেব দেশং প্রযযৌ যদৃচ্ছয়া
শুকঃ স ধীমানবধূতবেশভৃৎ ॥ ২৩ ॥

অযত্নসম্বর্দ্ধিতদৃক্স্খলজ্জটঃ
প্রকীর্ণকন্থাচলসূত্রমালিকঃ।
অনাবৃতাঙ্গস্তৃণপঙ্কচর্চ্চিতো
বৃতঃ স্বনদ্গ্রামমৃগৈঃ সকৌতুকৈঃ ॥ ২৪ ॥

রজস্বলো বালবৃতো জড়াকৃতিঃ

হইয়া এবং মোক্ষপথে সংশয়ান হইয়া, নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর জ্ঞানরূপ মহাসাগরের শশধর স্বরূপ, সেই জ্ঞানবান্ ব্যাসতনয় শুকদেব, অবধূত বেশ ধারণ পূর্ব্বক, রাজা পরীক্ষিতের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অসীম পুণ্যবলে যদৃচ্ছাক্রমে, সেই প্রদেশেই আগমন করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

তিনি অযত্নপূর্ব্বক দৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহার জটাকলাপ স্খলিত হইয়া ছিল। কন্থার চঞ্চলসূত্রজাল মালা স্বরূপ হইয়া ছিল, দেহ অনাবৃত ছিল, তৃণ ও পঙ্কদ্বারা দেহ লিপ্ত হইয়া ছিল, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গ্রাম্য মৃগ (কুক্কুর) সকল শব্দ করিতে করিতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ধূলি লিপ্ত হইয়াছে, বালকগণ তাঁহাকে

স্খলদ্গতির্ব্রহ্ম পরং বিভাবয়ন্।
অনাবৃতোদ্যৎপুলকঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ
ক্ষণঞ্চ তিষ্ঠন্ ঘনহর্ষনির্ভরঃ ॥ ২৫ ॥
বিলোক্য তং যোগিবরং নৃপোত্তমঃ
স্বয়ং সমায়ান্তমনন্তবর্চ্চসং।
দ্রুতং সমুত্থায় সমুদ্যযৌ সহ
দ্বিজৈশ্চ তৈর্হর্ষবিকাসিলোচনঃ ॥ ২৬ ॥
প্রণম্য ভূমাবথ দণ্ডবন্মুনিং
করে গৃহীত্বা স তমাসনোত্তমে।
নিবেশ্য সংপূজ্য যথোচিতার্হণৈ-

বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, দেখিলেই জড়াকৃতি বলিয়া বোধ হয়, মধ্যে মধ্যে পদস্খলন হইতেছে। অথচ তিনি হৃদয়ে পরব্রহ্ম ধ্যান করিতেছেন। কখনও তাঁহার দেহে সুস্পষ্ট রোমাঞ্চ-রাশি উদিত হইতেছে এবং কখনও বা তিনি নিবিড় আনন্দের আতিশয্যে ক্ষণকাল অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

নৃপবর পরীক্ষিৎ অসীম তেজঃসম্পন্ন সেই যোগিবরকে স্বয়ং আগমন করিতে দেখিয়াই দ্রুত সমুত্থিত হইলেন এবং হর্ষবিকাসিতলোচনে, সেই সকল ব্রাহ্মণগণের সহিত, তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর ভূপতি মহর্ষিকে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এবং তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইলেন। পরে যথাবিধি পূজোপকরণ দ্বারা

র্ব্বিজ্ঞাপ্য বৃত্তং বিনয়ানতোঽব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥
ধন্যোঽস্মি হৃৎসংশয়রোগনাশনঃ
স্বয়ং প্রসন্নস্ত্বমিহাগতো যতঃ।
মুনেঽহমজ্ঞানবিষাদ্বিভেম্যলং
ন তক্ষকাত্তং স্বপথেঽনুশাধি মাং ॥ ২৮ ॥
মমাধুনা কিং পরমং হি দৈবতং
পরায়ণং কেন লভে শুভাং গতিং।
প্রবক্তুমর্হস্যখিলং ঘৃণানিধে
সুনিশ্চিতং সর্ব্বমহর্ষিসন্নিধৌ ॥ ২৯ ॥
অথ নিশম্য মুনির্নৃপতের্ব্বচঃ

তাঁহার পূজা করিয়া এবং অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া, বিনয়াবনত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

হে মুনিবর! আপনি যখন প্রসন্ন হইয়া হৃদয়ের সংশয় রোগ নিবারণ করিতে স্বয়ং এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, তখন আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমি অজ্ঞানরূপ বিষ হইতে যেরূপ অত্যন্ত ভীত হইতেছি, তক্ষকের নিকট হইতেও সেরূপ ভীত নহি। অতএব আপনি আমাকে স্বকীয় পথে অনুশাসন করুন ॥ ২৮ ॥

হে দয়াময়! এক্ষণে কে আমার পরম দেবতা, কে আমার পরম অবলম্বন স্বরূপ এবং কিরূপে আমি শুভ গতি পাইতে পারি, আপনি সমস্ত মহর্ষিগণের সন্নিধানে সেই সকল বিষয় অত্যন্ত নিশ্চয় করিয়া বলুন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর করুণাময় মুনিবর বিষম-বিপদাপন্ন মহীপতির

সকরুণো বিষমাপদি তিষ্ঠতঃ।
ইতি জগাদ হিতং পরমং মুনীন্
সমবলোক্য চ তান্ শ্রবণার্থিনঃ ॥ ৩০ ॥
হরিমনন্তগুণং ভজতা ধ্রুবা
সকলসিদ্ধিরিয়ং মুনয়োঽপ্যমী।
ন ন বিদন্তি শতশ্রুতিপারগাঃ
সকলবেদপরং হ্যসুবেদনং ॥ ৩১ ॥
স হি দদাতি সমীহিতমর্থিতো
যদি জনৈঃ স পদাম্বুজসেবিভিঃ।
গুণময়ো বিগুণশ্চ পরঃ পুমা-
নথ দদাতি পদং স্বমযাচিতঃ ॥ ৩২ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং শ্রবণাভিলাষী সেই সমস্ত মুনি-দিগকে দর্শন করিয়া, এইরূপ পরম হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তগুণসম্পন্ন হরিকে ভজনা করিলে, নিশ্চয়ই এই সকল সিদ্ধি হইয়া থাকে। শত শত শ্রুতির পারগামী এই সকল মুনিগণও যাঁহাকে সুখে জানিতে পারেন না, সেই অজ্ঞেয় এবং সকলবেদের ফল স্বরূপ হরিকে জানিতে পারেন ॥ ৩১ ॥

হরিপাদাম্বুজসেবী মানবেরা যদি সগুণ ও নির্গুণ সেই পরমপুরুষ নারায়ণের নিকট কিছু প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তিনি অভীষ্ট বস্তু দান করেন এবং প্রার্থনা না করি-লেও তিনি স্বকীয় পরমপদ দান করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

দদদপি স্বজনস্য হি বাঞ্ছিতা-
ন্যথ নিকৃন্ততি বাঞ্ছিতমেব তৎ।
হিতকরঃ স্বয়মেব বিমুক্তয়ে
নতু জনাঃ স্বয়মেব বিজানতে ॥ ৩৩ ॥
স্বজনবন্ধুমতঃ স্বজনপ্রভুং
কথমপীহ ভজেত পরাৎ পরং।
স হি ততোঽস্য যদেব হিতং ভবে-
ন্ন ন বিধাস্যতি তৎ করুণাত্মকঃ ॥ ৩৪ ॥
স খলু পঞ্চসমীরণরূপধৃক্
তনুভৃতঃ পরিচেষ্টয়তি প্রভুঃ।

জীব-হিতৈষী হরি আপনার ভক্তকে অভীষ্ট বস্তু সকল দান করিয়াও, অবশেষে মুক্তির জন্য, স্বয়ংই সেই অভীষ্ট বস্তু ছেদন করিয়া দেন। কিন্তু মানবগণ স্বয়ং তাহা জানিতে পারে না। ॥ ৩৩ ॥

অতএব এই জগতে আত্মীয়জনের বন্ধু এবং প্রিয়জনের প্রভু পরাৎপর হরিকে কোনরূপে ভজনা করিতে হইবে। এই কারণে সেই করুণাময় হরি, অনন্তর যাহা মঙ্গলজনক বস্তু তাহা কি তাহাকে দান করেন না? অর্থাৎ হরিপদসেবি মানবের জন্য স্বয়ং হরি শুভ বিষয় সৃজন করিয়া, অবশেষে তাহাকে সেই বস্তু দান করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

সেই প্রভু নারায়ণ পঞ্চবায়ুরূপ ধারণ করিয়া পদ্মযোনি প্রভৃতি সমস্ত শরীরধারি জীবদিগকে চেষ্টাশীল করিয়া

কমলজাদ্যখিলান্ শিখিরূপধৃক্
পচতি ভুক্তমপি স্বয়মেব তৈঃ ॥ ৩৫ ॥
ইহ চ কশ্চন কিঞ্চন যৎ সৃজ-
ত্যবতি হন্তি চ তদ্গুণভেদতঃ।
ত্রিবিধমব্জজ-বিষ্ণু-হরাত্মকং
স্ফুরতি তস্য হি রূপমিতি স্থিতিঃ ॥ ৩৬ ॥
স্ববপুষৈব জগদ্বিরচয্য তৎ
স্বয়মনন্তবপুঃ স বিভর্ত্ত্যধঃ।
উপরি চৌষধিবৃষ্ট্যনিলোড়ুপ-
দ্যুমণিবহ্নিময়োঽবতি নৈকধা ॥ ৩৭ ॥

থাকেন। অবশেষে অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সেই সকল বায়ু দ্বারা স্বয়ংই ভুক্তবস্তুও পরিপাক করিয়া দেন ॥ ৩৫ ॥

এই জগতে যে কেহ নিয়ন্তা যাহা কিছু সৃজন করিতেছেন, পালন করিতেছেন এবং সংহার করিতেছেন, এই সমস্তই তাঁহার গুণভেদে সাধিত হইয়াথাকে। কারণ, ইহাই নিয়ম অর্থাৎ ব্যবস্থা আছে যে, কমলযোনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব, এই ত্রিবিধই তাঁহার রূপ জানিবে ॥ ৩৬ ॥

তিনি স্বকীয় শরীর দ্বারাই এই বিশ্বচ্ছবি অঙ্কিত করিয়া শেষে অনন্তমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এই বিশ্ব অথবা অধোভাগে (পাতালে) স্বয়ং ইহা ধারণ করিতেছেন। এবং তিনি ঊর্দ্ধভাগে ওষধি, বৃষ্টি, পবন, তারাপতি চন্দ্র এবং সূর্য্য এই নানাবিধ রূপে রক্ষা করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

যদ্বৈ তেজশ্চন্দ্রসূর্য্যাদি দৃশ্যং
যচ্চৈতন্যং ভাতি সর্ব্বাসুভৃৎসু।
যদযচ্ছৌর্য্যং ধৈর্য্যমায়ুঃ প্রভুত্বং
তত্তদ্রূপং সর্ব্বসারস্য বিষ্ণোঃ॥ ৩৮॥

বেদা ব্রহ্মা শম্ভুরর্কঃ স্বভাবঃ
কালঃ কর্ম্মৈবেতি ভিন্নং যদাহুঃ।
সৃষ্ট্যাদীনাং কারণং কারণজ্ঞা
দৈবঞ্চৈতৎ সর্ব্বমেবং স বিষ্ণুঃ॥ ৩৯॥

যদযজ্জাতং জায়মানং জনিষ্য-
দ্বিষ্ণোর্নান্যৎ স্থাবরং জঙ্গমং বা।
বস্তুস্ত্যস্মিন্ সত্যমূন্ ব্যাপ্য লোকান্

এই যে চন্দ্র সূর্য্যাদি দৃশ্যমান তৈজস পদার্থ এবং প্রাণধারি সকল জীবে এই যে চৈতন্য দীপ্তি পাইতেছে, এই যে শৌর্য্য, এই যে ধৈর্য্য, এই যে পরমায়ু এবং এই যে ঐশ্বর্য্য, এই সমস্তই সর্ব্বসার হরির রূপ মাত্র॥ ৩৮॥

কারণজ্ঞ পণ্ডিতেরা বেদ, ব্রহ্মা, মহাদেব, সূর্য্য, স্বভাব, কাল, কর্ম্ম, দৈব, ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন বস্তুদিগকে যে সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সমুদায় বস্তুই সেই নারায়ণ॥ ৩৯॥

যেরূপ শব্দ সমস্ত অক্ষর (অ আ ক খ ইত্যাদি) দিগকে ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ এই জগতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে যে বস্তু জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে এবং জন্মিবে, তত্তৎ বস্তু বিষ্ণু হইতে পৃথক্ নহে এবং বিষ্ণুই এই

শব্দঃ সর্ব্বাণ্যক্ষরাণীব তস্থৌ ॥ ৪০ ॥
আদ্যা যদ্বন্মৎস্যকূর্ম্মাদিসংজ্ঞা
বিষ্ণোর্ম্মূর্ত্তিঃ পঙ্ক্তিসংখ্যাবতারা।
তদ্বদ্বিশ্বং সর্ব্বমেতচ্চ তস্মা-
ল্লোকে কিঞ্চিন্নাবমন্যেত ধীমান্ ॥ ৪১ ॥
ইত্থং বিষ্ণুঃ সর্ব্বমেতন্ন কিঞ্চি-
ত্তস্মাদস্মিন্ ভিদ্যতে হ্যনন্তমূর্ত্তিঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা হ্যেবমেবাচরন্তো
ন স্পৃশ্যন্তে ভূপ সংসারদুঃখৈঃ ॥ ৪২ ॥

সমস্ত লোক (জগৎ বা মানব) ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন ॥ ৪০ ॥

যেরূপ পঙ্ক্তি সংখ্যার অবতার স্বরূপ, সেইরূপ আদ্য মৎস্য কূর্ম্মাদি যে যে সংজ্ঞা (নাম) সেই সেই সংজ্ঞা, বিষ্ণুরই মূর্ত্তি। অতএব এই দৃশ্যমান সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানবান্ ব্যক্তি জগতে কোন বস্তুই অবজ্ঞা করিবেন না ॥ ৪১ ॥

এই প্রকারে এই সমস্ত বস্তুই বিষ্ণুস্বরূপ। এই জগতে তাঁহা হইতে কোন বস্তুই ভিন্ন নহে। কারণ, তিনিই অনন্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। মহারাজ! ইহা অবগত হইয়া এবং এইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, সংসারপথে চলিলে সংসারের দুঃখ সকল কখনও ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৪২ ॥

তস্মান্নাথং ভক্তকান্তং বরেণ্যং
ভীতশ্চেত্ত্বং সংসৃতেঃ শ্রদ্দধানঃ ।
শ্রদ্ধাদৃশ্যং নাস্তিকানাং স দূরং
নিত্যানন্দং তং স্মরানন্তমাদ্যং ॥ ৪৩ ॥
যাবদ্যাবন্নাস্তিকাঃ সংগিরন্তে
দৈবং নাস্তীত্যাদরাদ্যুক্তিলেশৈঃ ।
তাবত্তাবদ্বর্দ্ধয়ত্যেব তেষাং
যুক্তিং তত্রৈবাঙ্গ সাপ্যস্য লীলা ॥ ৪৪ ॥
তস্মাৎ পাপা হৈতুকা দৈবদগ্ধা
যদ্বা তদ্বা যদ্যথেচ্ছং বদন্তু ।

রাজন্! তুমি সংসার হইতে ভীত হইয়াছ। অতএব তুমি এক্ষণে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সেই অনাথনাথ, ভক্তের অধীশ্বর, বরণীয়, শ্রদ্ধা সহকারে দর্শনযোগ্য, নাস্তিকদিগের বহু দূরবর্ত্তী (অপ্রাপ্য) নিত্যানন্দস্বরূপ, সেই আদি অথচ অনন্ত হরিকে স্মরণ কর ॥ ৪৩ ॥

নাস্তিকগণ যে যে রূপে সমাদর পূর্ব্বক এবং যুক্তিলেশ দ্বারা "দৈব নাই" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, হে প্রিয়পরীক্ষিৎ! সেই স্থানেও ভগবানের লীলা, তদ্রূপে, সহসা তাহাদের যুক্তিপথ বর্দ্ধিত করিয়া দেন ॥ ৪৪ ॥

অতএব যাহারা পাপিষ্ঠ, যাহারা হেতুবাদ (তর্ক) করিয়াই ব্যস্ত এবং যাহারা দৈবদুর্ব্বিপাকে দগ্ধ হইয়া থাকে, তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে যাহা প্রাণে উদয় হয়, তাহাই বলুক,

স্বস্তু ক্রীড়া নির্ম্মিতাশেষলোকং
বিষ্ণুং জিষ্ণুং ভক্তিজেয়ং ভজস্ব ॥ ৪৫ ॥
আদৌ ধ্যায়েচ্ছঙ্খচক্রাদিচিহ্নৈ-
র্দ্দোর্ভির্ভাতং চন্দ্রবর্ণং চতুর্ভিঃ।
পুণ্যৈঃ সর্ব্বৈর্লক্ষণৈর্লক্ষিতাঙ্গং
দিব্যাকল্পং তং প্রসক্তং হৃদব্জে ॥ ৪৬ ॥
যদ্বা লীলাস্বীকৃতাশেষমূর্ত্তে-
র্বিষ্ণোরূপং যৎ স্বচিত্তপ্রিয়ং স্যাৎ।
তত্তু ধ্যায়েৎ সৌমনস্যেব ধীমান্
নো চেচ্চেতশ্চঞ্চলং কো নিযচ্ছেৎ ॥ ৪৭ ॥

তুমি কিন্তু যিনি লীলা প্রকাশ পূর্ব্বক এই অখিল-বিশ্বমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং জয়কর্ত্তা হইয়াও ভক্তি দ্বারা পরাজিত হইয়া থাকেন, সেই বিষ্ণুকে ভজনা কর ॥ ৪৫ ॥

যাঁহার চারি হাতে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন সকল শোভা পাইতেছে, যিনি চন্দ্রের মত শুভ্রবর্ণ, যাঁহার অঙ্গে সকল প্রকার পুণ্যচিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে এবং যিনি দিব্য বিভূষণে অলঙ্কৃত, সেই প্রশস্ত বিষ্ণুকে প্রথমে হৃদয়কমলে ধ্যান করিবে ॥ ৪৬ ॥

অথবা যিনি লীলাবশতঃ নানাবিধ মূর্ত্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর সেইরূপ মূর্ত্তি জ্ঞানবান্ লোকে প্রশস্তমনে ধ্যান করিবেন, যাহাতে মন স্থির হয়। নতুবা পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, চিত্তের চাঞ্চল্য নিরোধ করিতে পারে? ॥ ৪৭ ॥

প্রায়শ্চৈবং ধ্যায়তাং ভূপ বিঘ্না
জায়ন্তে হ্যাকস্মিকা ঘোররূপাঃ।
ধ্যেয়ে দোষা ভান্তি বা নির্ব্বিকারে
ধ্যানস্থে বা তত্র যোগী ন মুহ্যেৎ॥ ৪৮॥
বিঘ্নান্ জিত্বা ত্যক্তনির্ব্বেদদোষো
যোগী ভূয়শ্চিন্তয়েৎ পূর্ব্বচিন্ত্যং।
ইত্থং নিত্যং ধ্যায়তাং দুঃখবীজং
কল্কং সর্ব্বং নাশয়ত্যাশু বিষ্ণুঃ॥ ৪৯॥
পশ্চাদ্যোগী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুং
স্বাত্মানং পশ্যতি জ্ঞানরূপং।

মহারাজ! এইরূপে যাহারা ধ্যান করিয়া থাকে, তাহাদের হায়! প্রায়ই এইরূপ আকস্মিক ভীষণস্বরূপ বিঘ্ন সকল উপস্থিত হয়। অথবা নির্ব্বিকার ধ্যেয় অর্থাৎ ধ্যানযোগ্যবিষয় যদি ধ্যানারূঢ় হন, তাহাতে নানাবিধ দোষ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যোগী তাহাতে মুগ্ধ হইবেন না॥ ৪৮॥

বিঘ্নরাশি অতিক্রম করিয়া অনুৎসাহ বা দুঃখজনিত দোষ সকল পরিত্যাগ করিলে, যোগী পুনর্ব্বার পূর্ব্বচিন্তনীয় দেবতাকে ধ্যান করিবেন। এইরূপে যাঁহারা নিত্য ধ্যান করেন, ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদের দুঃখের বীজস্বরূপ সকল প্রকার দোষ, আশু বিনাশ করিয়া দেন॥ ৪৯॥

হে রাজন্! অনন্তর যোগী সেই জ্ঞানরূপ বিষ্ণুকে সকল জীবের আত্মস্বরূপ বলিয়া দর্শন করিতে পারেন। সেই

জ্ঞাত্বা চৈবং শাশ্বতং সর্ব্বদুঃখৈ-
রজ্ঞানোত্থৈর্মুচ্যতে দ্রাক্ সুখাত্মা ॥ ৫০ ॥
তস্মাৎ স্বস্থস্ত্বমিদানীং দৃঢ়াত্মা
হিত্বা রাজ্যং ভাবয়ানন্তমীশং।
গূঢ়ং হ্যেতত্তেন বাবচ্যতে তে
তথ্যং পথ্যং বিষ্ণুমীশং ভজস্ব ॥ ৫১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শুকপরীক্ষিৎসম্বাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

সনাতন বিষ্ণুকে এই প্রকারে জানিতে পারিলে সেই সুখস্বরূপ যোগী অজ্ঞানসম্ভূত সকল প্রকার দুঃখ হইতে শীঘ্র মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

অতএব তুমি এক্ষণে সুস্থ হইয়া, মনকে দৃঢ় করিয়া এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, সেই অনন্ত ঈশ্বরকে চিন্তা কর। কারণ, এই বিষয় অত্যন্ত গোপনীয়। এই কারণেই আমি তোমাকে বারম্বার বলিতেছি। এক্ষণে তুমি সত্য, মঙ্গলময়, সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুকে আরাধনা কর ॥ ৫১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে শুকপরীক্ষিৎ সম্বাদে তৃতীয় অধ্যায় ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ ॥

উক্তে্তি তং সম্যগতুষ্টচেতসং
নিরীক্ষ্য ভূয়োঽথ মুনিঃ কৃপাকুলঃ।
সুনির্ম্মলং জ্ঞানগভস্তিমালিনং
করং তদা তচ্ছিরসি সমার্পয়ৎ ॥ ১ ॥

অথ ক্ষণাত্তস্য বচঃসুধোদিতা
হৃদি স্ফুরজ্জ্ঞানততির্মহীপতেঃ।
প্রভেব পুষ্ণো নিরবাসয়ত্তমঃ
প্রসন্নদেবস্য হি সম্পদোঽচিরাৎ ॥ ২ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, এইরূপে তাঁহাকে বলিয়াও যখন তাঁহার চিত্ত সম্যক্ সন্তুষ্ট হইল না, তাহা দেখিয়া পুনর্ব্বার শুকদেব কৃপাপরবশ হইয়া, স্বকীয় বিমল জ্ঞানরূপ দিবাকরের তুল্য, স্বীয় হস্ত তাঁহার মস্তকে অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

সূর্য্যের প্রভা যেরূপ অন্ধকার দূর করিয়া থাকে, অনন্তর সেইরূপ মহীপতি পরীক্ষিতের হৃদয়ে ক্ষণকালের মধ্যে মহর্ষির বাক্যামৃতে জাগরিত হইয়া বিমল জ্ঞানরাশি প্রকাশ পাইল। কারণ অনুকূল দেবতা প্রসন্ন হইলে অচিরাৎ তাঁহার সর্ব্বমঙ্গল উপস্থিত হয় ॥ ২ ॥

নৃপোত্তমঃ সোঽথ মুনেরনুগ্রহা-
দপশ্যদানন্দময়ং নিরাময়ং।
প্রকাশমর্কেন্দুসুরত্নতারকা-
কৃশানুধাম্নঃ পরমেকমৈশ্বরং ॥ ৩ ॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং ঝটিতি প্রবীক্ষ্য তৎ
ক্ষণং চকম্পে পুলকাঙ্কুরাঙ্কিতঃ।
নিরত্যয়ং ব্রহ্মসুখং মহানিধিং
যথা দরিদ্রপ্রকৃতির্যদৃচ্ছয়া ॥ ৪ ॥
জগচ্চ তস্মিন্নিহিতং চরাচরং
তদাত্মকত্বেঽপি বিভিন্নবজ্জনৈঃ।

অনন্তর মুনিবরের অনুগ্রহে সেই নৃপবর পরীক্ষিৎ চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, অগ্নি এবং অয়স্কান্ত প্রভৃতি সুন্দর রত্নের জ্যোতি অপেক্ষাও পরম জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দস্বরূপ শান্তিময় এক ঐশ্বরিক পরম জ্যোতি দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

যেরূপ দরিদ্রপ্রকৃতি মানব, যদৃচ্ছাক্রমে মহানিধি দর্শন করিয়া আহ্লাদে রোমাঞ্চিত এবং কম্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ মহারাজ পরীক্ষিৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব, অবিনাশী, সুখস্বরূপ সেই পরব্রহ্ম নিরীক্ষণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ রোমাঞ্চিত-দেহ হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

যেরূপ মহাসাগরে স্থূল ফেণজাল সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বমণ্ডল, তাঁহাতেই নিহিত আছে এবং এই জগৎ বিষ্ণুময় হইলে, সাধারণ লোকে বিভিন্ন বস্তু

প্রতীয়মানং স বিবেদ তন্ময়ং
যথা মহাব্ধৌ পৃথুফেণজালকং ॥ ৫ ॥
তদেব লোকাবনজন্মনাশন-
ব্যাপারলীলাধৃতচারুবিগ্রহং।
বিবেদ পঙ্কেরুহনাভপঙ্কজ-
প্রজাতরুদ্রাদ্যবতারবিস্তরৈঃ। ৬ ॥
অশেষদেবেশমপশ্যদচ্যুতং
সজ্জ্ঞানদৃক্-কেবলসৎস্বরূপিণং।
ভবার্দ্দিতানাং পরমং পরায়ণং
ভক্তপ্রিয়ং সর্ব্ববরপ্রদং প্রভুং ॥ ৭ ॥

বলিয়া প্রত্যয় করিয়া থাকে। বস্তুতঃ "এই জগৎ তন্ময়, অর্থাৎ বিষ্ণুময়", ইহাই জানিতে পারিলেন ॥ ৫ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখিয়া জানিতে পারিলেন যে, এই ব্রহ্মজ্যোতিই, পদ্মনাভ নারায়ণ, পদ্মযোনি ব্রহ্মা এবং মহাদেবাদি বিবিধ অবতার দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, ইত্যাদি ব্যাপারে লীলাপূর্ব্বক মনোহর শরীর ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ অবশেষে নারায়ণকে দর্শন করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু সকল দেবতার পরমেশ্বর। তিনিই উত্তম জ্ঞান-দৃষ্টিদ্বারা কেবল নিত্যস্বরূপ ধারণ করেন। অধিক কি, বিষ্ণুই ভবযন্ত্রণা পীড়িত মানবগণের একমাত্র পরম অবলম্বন স্বরূপ এবং তিনিই ভক্তগণের প্রিয়, তিনি সকল প্রকার বরদান করেন এবং তিনিই কেবল নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ ॥৭

হৃদি স্ফুরত্তত্ত্বমবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ
স্বহস্তদত্তস্ফটিকোপমং যথা।
মুনীন্দ্রগুহ্যং পুরতঃ স ভূপতি-
শ্চিরং তথা মীলিতদৃগ্ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৮ ॥
অহো জগৎকৃৎস্নমিদং জনার্দ্দনো
বিধায় সংরক্ষ্য পুনর্ব্বিনাশ্য চ।
নিজেচ্ছয়া ক্রীড়তি সর্ব্বদা প্রভু-
র্ব্বালো যথা বালুকখেলনাদৃতঃ ॥ ৯ ॥
বিচার্য্যমাণঞ্চ জগজ্জগন্ময়া-
দ্বিভোর্ন কশ্চিৎ পরমস্তি তত্ত্বতঃ।

তৎকালে ভূপতি স্বহস্তস্থিত নির্ম্মল স্ফটিকের তুল্য, হৃদয়বিকসিত পরমতত্ত্ব যথার্থভাবে অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, এই পরমতত্ত্ব মুনীন্দ্রগণের নিকটেও গোপনীয় আছে। অথচ আপনার সম্মুখে এই তত্ত্ব-পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে। ইহা জানিয়া নরনাথ নিমীলিতলোচনে বহু-ক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

আহা! বালক যেমন বালুকাক্রীড়ায় (ধূলিখেলায়) আদর করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রভু নারায়ণ এই অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিপূর্ব্বক পালন এবং অন্তে সংহার করিয়া, যদৃচ্ছা-ক্রমে সর্ব্বদা লীলা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

যেরূপ বিচার করিয়া দেখিলে স্থূল ও কঠিন সৈন্ধব (লবণ বিশেষ) যথার্থই জল হইতে কিছুই ভিন্ন পদার্থ নহে,

বিচার্য্যমাণং পৃথুসৈন্ধবং ঘনং
পৃথঙ্ন কিঞ্চিৎ পয়সো যথার্থতঃ ॥ ১০ ॥
অমুং কুতর্কোদ্গতচেতসঃ কথং
বিভুং বিজানীয়ুরনাত্মবেদিনঃ।
অনুগ্রহাদস্য সুযোগিনোঽথবা
দিবানিশং ভক্তিবলাদ্ধি গম্যতে ॥ ১১ ॥
অহো কুতর্কশ্রবণো বৃথা হতো
নাস্তীশ ইত্যেব বদন্নসজ্জনঃ।
ধ্রুবং জগন্নাটকসূত্রধারিণা
স বঞ্চিতোঽনেন বিচিত্রকারিণা ॥ ১২ ॥

সেইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে এই স্থূল জগৎ জগন্ময় বিভু নারায়ণ হইতে সত্যই অন্য কোন পরমপদার্থ বিদ্যমান নাই ॥ ১০ ॥

যাহাদের হৃদয়ে কুতর্ক উত্থিত হইয়া থাকে এবং যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে, কিরূপে তাহারা এই নারায়ণকে জানিতে পারিবে। এইরূপে তত্ত্বদর্শি যোগির অনুগ্রহে অথবা দিবা নিশি ভক্তি করিলে সেই ভক্তির ক্ষমতায় নিশ্চয়ই তাঁহাকে জানিতে পারা যায় ॥ ১১ ॥

আহা! যে ব্যক্তি কুতর্ক পরায়ণ, সেই ব্যক্তিকে নিষ্ফল বা হতভাগ্য বলিতে হইবে, কারণ সেই অসাধু ব্যক্তিই কেবল ঈশ্বরের নাস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু বিচিত্র জগৎস্রষ্টা এবং জগদ্রূপ নাটকের সূত্রধার সেই নারায়ণ নিশ্চয় নাস্তিককে প্রতারণা করিয়া থাকেন অর্থাৎ সেই হত-ভাগ্য নাস্তিক ঈশ্বরকর্ত্তৃক বঞ্চিত ॥ ১২ ॥

অহো ন জানাতি জনঃ সতাং গতিং
ভ্রমন্নিমং বিষ্ণুমনেন মোহিতঃ।
কামার্থকৃত্যে বিফলে মহাবনে
যথা বিবিক্ষুঃ পুরমার্গমুত্তমং ॥ ১৩ ॥
বিচক্ষণাঃ কেচন সারবস্তব-
চ্চতুর্ভুজাখ্যং প্রতিগৃহ্য কেবলং।
ত্যজন্তি সর্ব্বং জগদাত্তসদ্বশং
সুনারিকেলস্য ফলং যথা রসং ॥ ১৪ ॥
সুখেপ্সুরেতৎ পুরতোঽমলং সুখং
ব্রাহ্মং ন পশ্যন্ বিলুঠন্ বহিঃ সুখে।

যেমন কোন ব্যক্তি মহারণ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে নগরের উত্তম পথ জানিতে পারে না। হায়! সেই-রূপ যে ব্যক্তি বিফলকাম ও অর্থকার্য্যে প্রবেশ করিতে বাসনা করে, সেই লোক বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া ইত-স্ততঃ সঞ্চরণ পূর্ব্বক, সাধুগণের আশ্রয় স্বরূপ, এই ভগবান্ বিষ্ণুকে জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

যেমন উত্তম নারিকেল ফলের সুমধুর জল ও তাহার (শাঁস) লইয়া তাহাকে, পরিত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ কতিপয় বিচক্ষণগণ চতুর্ভুজ-নামক কেবল সার-বিশিষ্ট বস্তু গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত জগতের উৎকৃষ্ট রসাস্বাদন করিয়া পরে এই অসার জগৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

যেরূপ পশু সুরনদী গঙ্গার নিকটে তৃষ্ণাতুর হইয়া, গোষ্পদমাত্র স্থানে জলপানার্থ প্রবেশ করিলে, সকল লোকে

জনঃ স শোচ্যঃ সুরসিন্ধুসন্নিধৌ
পশুস্তৃষার্ত্তঃ প্রপিবংশ্চ গোষ্পদে ॥ ১৫ ॥
জনো বিজানাতু ন বা জগদ্গুরুং
ন তত্র ভূয়ো মম বিদ্যতে ফলং।
অহন্ত্বিতঃ প্রাগ্বিফলক্রিয়াপরো
বৃথা হতস্তেন মনোঽনুতপ্যতে ॥ ১৬ ॥
উপাস্যতে সৎকবিভির্ব্বিহায় যঃ
সমস্তসঙ্গান্ খলু সারবেদিভিঃ।
বৃথা ভবায়াসক্লিশেন সর্ব্বদঃ
স এব বিষ্ণুর্ব্বত ন স্মৃতো ময়া ॥ ১৭ ॥

তাহার উপরে শোক ও দুঃখ করিয়া থাকে, সেইরূপ সুখার্থী মানব সম্মুখস্থিত এই বিমল ব্রহ্মসুখ দর্শন করিয়া, বাহ্যসুখে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলে, সকলে তাহার উপরে দুঃখ প্রকাশ করে ॥ ১৫ ॥

লোকে জগদ্গুরু নারায়ণকে জানিতে পারুক, আর না পারুক তাহাতে আমার আর কোন ফল নাই। কিন্তু আমি ইহার পূর্ব্বে বিফল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া যে বৃথা হত প্রায় হইয়াছি, তাহাতেই আমার মন অনুতপ্ত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

সারজ্ঞ সাধু পণ্ডিতগণ সমস্ত বিষয়সঙ্গ বিসর্জন করিয়া যাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন, হায়! আমি বৃথা ভব-ক্লেশে ক্ষীণ হইয়া, সেই সর্ব্বাভীষ্টদাতা বিষ্ণুকে শরণ করি নাই ॥ ১৭ ॥

যদ্বানুতাপেন নিরর্থকেন মে
গতে হি কৃত্যে হিতমুত্তরং দ্রুতং।
বিষ্ণুং ভজিষ্যামি তৃষা বিমুহ্যতা
দৃষ্টেন তেন ব্যবধির্বিষহ্যতে ॥ ১৮ ॥
তাপত্রয়ান্তর্জ্বলতঃ স্বচেতসঃ
শান্ত্যৈ করিষ্যে দ্রুতমীশভাবনং।
স্ফুরৎকরালজ্বলনজ্বলদ্‌গৃহে
যতেত শীঘ্রং ননু শান্তিকর্ম্মণি ॥ ১৯ ॥
শ্রীনারদ উবাচ ॥
ইত্থং বিচিন্ত্যার্দ্রমনাঃ স ভূপতি-
শ্চিরাদথোন্মীলিতদৃঙ্মহৌজসং।

অথবা নিরর্থক অনুতাপ দ্বারা আমার কার্য্য কলাপ গত হইলে, ইহার পর আমি সেই সকল বিষয়বাসনায় মুগ্ধ হইয়া শীঘ্র সেই হিতকারি বিষ্ণুর আরাধনা করিব। পরে তিনি দৃষ্ট হইলে বিশেষ যে অবধি (সীমা) তাহাও সহ্য হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক,এই ত্রিবিধ তাপের মধ্যে আমার নিজ চিত্ত দগ্ধ হইতেছে। সেই দগ্ধ-চিত্তের শান্তির জন্য আমি অবিলম্বে ঈশ্বর চিন্তা করিব। হায়। প্রস্ফুরিত ভীষণ অগ্নিদ্বারা গৃহ দগ্ধ হইলে তাহার শান্তির জন্যই শীঘ্র যত্নবান্ হইবে ॥ ১৯ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, সেই ভূপতি এইরূপে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া,অনন্তর উন্মীলিত লোচনে মহাজ্যোতির্ম্ময় বস্তু সম্মুখে

পুরো নিরীক্ষ্য প্রণনাম হৃষ্টধী-
গু'রো কৃতার্থোঽহমিতি ব্রুবন্মুহুঃ ॥ ২০ ॥
কৃতাভ্যনুজ্ঞো গুরুণা দ্বিজৈশ্চ স
স্থিরং স্মরন্ বিষ্ণুমথাতিনির্ম্মলঃ।
উৎক্রম্য মূর্দ্ধ্না পরমং পদং যযৌ
সরোমহর্ষং মিষতাং তপস্বিনাং ॥ ২১ ॥
বিষাগ্নিনাথাস্য দহন্ শরীরং
চক্রে ফণী কেবলবন্ধুকৃত্যং।
যযুশ্চ সর্ব্বে মুনয়ো যথেচ্ছং
পরীক্ষিতো মোক্ষগতিং স্তুবন্তঃ ॥ ২২ ॥

নিরীক্ষণ করিয়া হে গুরো! আমি চরিতার্থ হইলাম এই কথা বারম্বার বলিতে লাগিলেন এবং হৃষ্ট চিত্তে প্রণাম করিলেন ॥ ২০ ॥

অনন্তর গুরুদেব এবং সেই সকল ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা করিলে অতি নির্ম্মলচেতা রাজর্ষি সনাতন বিষ্ণু স্মরণ করিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে তাপসগণ নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে, তাঁহাদের সম্মুখে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর তক্ষক সর্প, বিষানলদ্বারা পরীক্ষিতের শরীর দগ্ধ করিয়া কেবল বন্ধুর কার্য্যই করিয়াছিল। তৎপরে সমস্ত ঋষিগণ পরীক্ষিতের মোক্ষপদ প্রাপ্তি স্তব করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

ইত্থং পরীক্ষিচ্ছুকশিক্ষিতঃ সন্
হরিং স্মরন্মোক্ষমবাপ সদ্যঃ।
স হি প্রসন্নঃ ক্ষণতঃ ক্ষিণোতি
সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ননু স্বতন্ত্রঃ ॥ ২৩ ॥
স্বয়ঞ্চ বিষ্ণুর্দ্রুহিণায় পূর্ব্বং
জগাদ কর্ম্মাণ্যতিদুষ্করাণি।
অবশ্যভোজ্যানি নৃণাং তথাপি
তান্যত্তি সদ্ভক্তিরিতি দ্বিজেন্দ্রাঃ ॥ ২৪ ॥
শুকবিষ্ণুরাতচরিতং য ইদং
মনুজঃ শৃণোতি মুনিবর্য্য চাসকৃৎ।
স বিধূয় পাপপটলং বিমলঃ

হে মুনিগণ! এইরূপে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের উপদেশে শিক্ষিত হইয়া, হরিকে স্মরণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। কারণ, সেই ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইলে, ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

হে দ্বিজবরগণ! পুরাকালে স্বয়ং বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন যে যদ্যপি মানবগণ স্ব স্ব অনুষ্ঠিত, অতি দুষ্কর কর্ম্ম সকল অবশ্যই ভোগ করিবে বটে, তথাপি আমার প্রতি ভক্তি (অর্থাৎ হরিভক্তি) সেই সকল কর্ম্ম ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ নাশ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

হে মুনিবর! যে ব্যক্তি শুকদেব এবং বিষ্ণুরাত পরীক্ষিতের এই চরিত্র বারম্বার শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি পাপরাশি

পুরুষোত্তমোত্তমপদং লভতে ॥ ২৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শুক পরীক্ষিৎসম্বাদে পরীক্ষিৎব্রহ্মপ্রাপ্তিশ্চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥*॥ ৪ ॥*॥

পরিত্যাগ করিয়া, বিমল চিত্তে পুরুষোত্তম হরির উৎকৃষ্ট পদ (বিষ্ণুপদ) লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে শুক পরীক্ষিৎ সম্বাদে পরীক্ষিতের ব্রহ্ম প্রাপ্তি নামক চতুর্থ অধ্যায় ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

—⊱❋⊰—
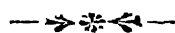
শ্রীনারদ উবাচ ॥

যথাহ ভগবান্ পূর্ব্বং মৎপিত্রে কর্ম্মণাং বলং।
স্বভক্ত্যা তৎপ্রণাশঞ্চ তথা শৃণুত সত্তমাঃ ॥ ১ ॥
কল্পান্তে হ্যাগতে বিষ্ণুর্গ্রসিত্বেদং হরাত্মনা।
যোগনিদ্রাং যযাবেকো মহত্যেকার্ণবেঽর্ভকঃ ॥ ২॥
তস্মিন্নেকীকৃতাশেষপ্রপঞ্চেঽভান্মহার্ণবে।
তজ্জগদ্যোগিনশ্চিত্রং ব্রহ্মণীব মহোজ্জ্বলং ॥ ৩ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! পুরাকালে ভগবান্ নারায়ণ আমার পিতাকে (ব্রহ্মাকে) যেরূপে কর্ম্মসমূহের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, তোমরা স্ব স্ব ভক্তি পূর্ব্বক সেই সকল কর্ম্মের নাশ শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

বালকরূপী বিষ্ণু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে শঙ্করস্বরূপে (তমোগুণের সাহায্যে) এই জগৎ সংহার করিয়া, একাকী একমাত্র মহাসমুদ্রে যোগনিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

যেরূপ পরব্রহ্মে এই বিশ্বমণ্ডল মহাদ্যুতি ধারণ করিয়া বিরাজ করে, সেইরূপ অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একাকার প্রাপ্ত হইলে, সেই মহাসমুদ্রে জগতের কারণ নারায়ণের সেই বিচিত্র মহোজ্জ্বল ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ৩ ॥

ধবলে শেষপর্য্যঙ্কে ফণারত্নাংশুপিঞ্জরঃ।
কৃষ্ণঃ স্ফটিকশৈলস্থঃ সন্ধ্যাঘননিভো বভৌ॥ ৪॥
অথ কালেন তন্নাভিসরসো মহদম্বুজং।
উদভূত্তত্র চ ব্রহ্মা জগদ্বৃক্ষাঙ্কুরাকৃতিঃ॥ ৫॥
স বাল এব বালার্কসহস্রসদৃশঃ শ্রিয়া।
বিক্ষিপন্ পরিতো ধ্বান্তং দিশঃ শূন্যা উদৈক্ষত॥৬
স জগৎস্রষ্টুকামোঽথ স্বরজোগুণচোদিতঃ।
এক এব চতুর্ব্বক্ত্রো মনসাঽচিন্তয়ত্তদা॥ ৭॥

স্ফটিকময় পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থান করিয়া সন্ধ্যাকালীন মেঘ যেরূপ দীপ্তি পাইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ নারায়ণ অতি শুভ্র অনন্ত শয্যার ফণামণ্ডলস্থিত রত্নকিরণদ্বারা পিঙ্গল বর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৪॥

অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে, নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে এক দীর্ঘ পদ্ম উৎপন্ন হইল। সেই পদ্মে জগদ্রূপ বৃক্ষের অঙ্কুরতুল্য চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন॥ ৫॥

সেই ব্রহ্মা বালক হইয়াও সৌন্দর্য্যে নবোদিত সহস্র দিবাকরের মত প্রভা ধারণ করিলেন। অবশেষে চারিদিকে অন্ধকার নিরাস করিয়া, দিঙ্মণ্ডল সকল শূন্যময় নিরীক্ষণ করিলেন॥ ৬॥

অনন্তর তৎকালে সেই ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া, স্বকীয় রজোগুণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া, একাকীই চতুর্ম্মুখ ধারণ পূর্ব্বক, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন॥৭॥

স্রষ্টব্যা হি ময়া লোকা যথৈতৎ পূর্য্যতে নভঃ।
পিতামহোঽহং ভবিতা ততঃ সকলবন্দিতঃ ॥ ৮ ॥
কথং প্রবর্ত্ততাং সৃষ্টিঃ কীদৃশী বা কিমাশ্রয়া।
কেন সংমন্ত্রয়াম্যত্র সহায়ঃ কো ভবেন্মম ॥ ৯ ॥
কো বায়ং জলধৌ শেতে নাভ্যাং যস্যেদমম্বুজং।
মমৈষ জনকো নূনং জনকস্য তু নেক্ষতে ॥ ১০ ॥
যদ্বা প্রবোধয়াম্যেনং প্রষ্টুং সর্ব্বং বিধিৎসিতং।
ফণিশায়ী মহাতেজাঃ ক্রুধ্যেদ্বৈষ প্রবোধিতঃ ॥১১॥

যেরূপে এই আকাশ মণ্ডল পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপে নিশ্চয়ই আমি ব্রহ্মাণ্ড সকল নির্ম্মাণ করিব। জগৎ সৃষ্টির পর আমি সকল লোকের পূজনীয় পিতামহ হইব ॥ ৮ ॥

কি প্রকারেই বা সৃষ্টির প্রবৃত্তি হইতে পারে? সেই সৃষ্টিই বা কি প্রকার হইবে? এবং সেই সৃষ্টি কাহাকে অবলম্বন করিবে? আমি এই বিষয়ে কাহার সহিতই বা মন্ত্রণা করিব? এবং কেই বা আমার এই বিষয়ে সহায় হইবে?। যাঁহার নাভিতে এই পদ্ম জন্মিয়াছে এবং যিনি সাগরে শয়ন করিয়া আছেন, ইনিই বা কে?। নিশ্চয়ই ইনি আমার জনক, কিন্তু ইহঁর জনক, দৃষ্ট হইতেছে না। অথবা আমি যাহা করিতে বাসনা করিয়াছি, তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত ইহাঁকে জাগরিত করি। অথবা অনন্ত-সর্পশায়ী এই মহাতেজঃসম্পন্ন, জগদীশ্বর নারায়ণ জাগরিত হইলে (ইহাঁকে জাগাইলে) ক্রুদ্ধ হইবেন॥ ৯—১১ ॥

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ ব্রহ্মা ভীতো বোধয়িতুঞ্চ তং।
তৎপ্রসাদোদিতজ্ঞানস্ততস্তুষ্টাব ভক্তিমান্॥ ১২॥
শ্রীব্রহ্মোবাচ॥
প্রসীদ দেব নাগেন্দ্রভোগশায়িন্মম প্রভো।
জাগর্ষি শুদ্ধসত্ত্বস্ত্বং সদা নিদ্রা ত্বিয়ং বৃথা॥ ১৩॥
মায়য়া গুহ্যমানোঽপি স্বামিন্ সর্ব্বহৃদি স্থিতঃ।
জ্যোতির্ম্ময়ো মহাত্মা ত্বং ব্যক্ত এব সুমেধসাং॥ ১৪॥
বীজং জগত্তরোরাদৌ মধ্যে সম্বর্দ্ধনোদকং।

এইরূপে ব্রহ্মা চিন্তা করিয়া, ভগবান্ নারায়ণকে জাগরিত্ব করিতে ভীত হইলেন। অনন্তর যখন তাঁহার অনুগ্রহে জ্ঞানোদয় হইল, তখন তিনি ভক্তি সহকারে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১২॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! হে প্রভো! তুমি সর্পরাজের ফণামণ্ডলে শয়ন করিয়া থাক, অতএব তোমাকে নমস্কার। প্রভো! যখন তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া সেই সত্ত্বগুণে জাগরিত থাক, তখন তোমার এইরূপ যোগনিদ্রা নিষ্ফল॥ ১৩॥

প্রভো! তুমি মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও, সকলের হৃদয়ে অবস্থান কর। তুমি জ্যোতির্ম্ময় এবং তুমিই মহাত্মা, অতএব তুমি জ্ঞানবান্ পণ্ডিতগণের নিকটে প্রকাশিত হইয়া থাক॥ ১৪॥

নাথ! প্রথমে এই জগদ্রূপ বৃক্ষের তুমি বীজ। এবং

অন্তে চ পরশুর্নাথ স্বেচ্ছাচারস্ত্বমেব হি ॥ ১৫ ॥
সৃজস্যুন্মীলয়ন্নেত্রে জগদ্ধংসি নিমীলয়ন্।
ত্বন্নিমেষে হ্যহো লোকা ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১৬ ॥
নমস্তে ত্রিজগদ্ধাত্রে স্বচ্ছধাম্নে পরাত্মনে।
স্বারামায় নিজানন্দসিন্ধবে সিন্ধুশায়িনে ॥ ১৭ ॥
শরণায় শরণ্যানাং ভূতানাং প্রভবে নমঃ।

মধ্যে সেই জগত্তরুর সম্বর্দ্ধক জল তুমি, তথা অবশেষে যদৃচ্ছা-সঞ্চারী তুমিই এই জগত্তরুর পরশুস্বরূপ ॥ ১৫ ॥

জগদীশ্বর! তুমি যখন নেত্রযুগল উন্মীলিত কর, তখন এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাক। পরে যখন তুমি নেত্রযুগল নিমীলন কর, তখনই বিশ্বমণ্ডল সংহার কর। অহো! তোমার নিমেষ মাত্রে এই সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতেছে এবং তোমার নিমেষক্ষয়ে এই সকল অখিল ব্রহ্মাণ্ড লয় পাই-তেছে ॥ ১৬ ॥

হে প্রভো! তুমি ত্রিভুবনের সৃষ্টি করিয়া থাক। তোমার জ্যোতি অত্যন্ত নির্ম্মল এবং তুমিই পরমাত্মা। তুমি আপনি আপনাতে আরামসুখ অনুভব কর। তুমি নিজ নিত্যানন্দের সিন্ধুস্বরূপ। নাথ! তুমিই একমাত্র একার্ণবে শয়ন করিয়া আছ। অতএব সকলের মূল, সকলের আদি এবং সকলের সংহারকর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৭ ॥

শরণাগত ব্যক্তিদিগকে তুমিই রক্ষা করিয়া থাক। তুমি ব্যতীত আর কেহ শরণাগতদিগের রক্ষাকর্ত্তা নাই।

আত্মনামাদিভূতায় গুরূণাং গুরবে নমঃ ॥ ১৮ ॥
প্রাণানাং প্রাণভূতায় চক্ষুষাঞ্চক্ষুষে নমঃ।
শ্রোত্রাণাং শ্রোত্রভূতায় মনসাং মনসে নমঃ ॥১৯॥
অর্ব্বাক্ সম্বৎসরো যস্মাদহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
জ্যোতিষাং জ্যোতিষে তস্মৈ দেবোপাস্যায় তে নমঃ॥২০
যস্য নিঃশ্বসিতং প্রাহুর্ব্বেদাদ্যখিলবাঙ্ময়ং।
যদ্বাচ্যঞ্চাখিলঞ্চাস্মৈ দেবায়াদ্যায় তে নমঃ ॥ ২১ ॥
দেব প্রবোধ-কালোহয়ং যোগনিদ্রা বিরম্যতাং।

তুমি প্রভুদিগেরও প্রভু। অতএব তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সমস্ত আত্মারই আদিকারণ। নাথ! তুমি গুরুগণেরও গুরুদেব, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

প্রভো! তুমি সমস্ত প্রাণের প্রাণ স্বরূপ এবং তুমি সমস্ত চক্ষুর চক্ষুস্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি সমস্ত কর্ণের কর্ণস্বরূপ এবং তুমিই সকল চিত্তের চিত্তস্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥

সম্বৎসর যাঁহা হইতে নিকৃষ্ট হইয়াও দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সমস্ত জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিঃপ্রদান কর্ত্তা, দেবগণের উপাস্য সেই দেবতাকে নমস্কার করি ॥২০॥

তত্ত্বদর্শি মনীষিগণ বেদপ্রভৃতি অখিল বাঙ্ময় (প্রবন্ধ) কে যাঁহার নিশ্বাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই যে বাঙ্ময়ের বাচ্য শব্দ, প্রভো! তুমিই সেই আদিদেব। অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করি ॥ ২১ ॥

নাথ! আপনার এই জাগরণের কাল উপস্থিত। এক্ষণে

অনুবর্ত্ত্যঃ প্রপঞ্চোঽয়ং দেহি লোকাংস্ত্বয়ি স্থিতান্ ॥২২॥
মুষিত্বৈতজ্জগৎ কৃৎস্নং স্বপন্তং কপটার্ভকং।
অপি মায়াপটচ্ছন্নং বিদ্মস্ত্বাং নাথ জাগৃহি ॥ ২৩ ॥
অথ প্রবুদ্ধো ভগবান্ সস্মিতং ভক্তবৎসলঃ।
সংভাষ্য বেধসাথৈনং সংসৃষ্ট্যর্থমচোদয়ৎ ॥ ২৪ ॥
ব্রহ্মাথ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ সংকুণ্ঠাপীশ বিস্মৃতা।
চিরোৎসৃষ্টা ময়া সৃষ্টিরনভ্যাসা শ্রুতির্যথা ॥ ২৫ ॥
শ্রীনারদ উবাচ ॥

যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করুন। যে সকল দেহধারী লোক, আপনাতে বিদ্যমান আছে, আপনি সেই সকল লোকদিগকে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে লইয়া যাও ॥ ২২ ॥

প্রভো! তুমি এই অখিল বিশ্ব সংহার করিয়া কপট বালকরূপে নিদ্রা যাইতেছ এবং আমরা তোমাকে মায়ারূপ বস্ত্র দ্বারা আবৃত বলিয়া জানিতে পারিতেছি। অতএব তুমি জাগরিত হও ॥ ২৩ ॥

অনন্তর ভক্তবৎসল নারায়ণ জাগরিত হইয়া মৃদু মধুর হাস্যে বিধাতার সহিত সম্ভাষণ করিয়া, সৃষ্টির জন্য তাঁহাকেই প্রেরণ করিলেন ॥ ২৪ ॥

পরে ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন। জগদীশ্বর! সৃষ্টিকার্য্য আমার অভ্যস্ত হইলেও আমি এক্ষণে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। সুতরাং আমার অভ্যাস না থাকাতে বেদের মত, সৃষ্টিকার্য্যও বহুকাল পরিত্যাগ করিয়াছি ॥২৫॥

শ্রীনারদ কহিলেন, আমার পিতার এইরূপ বাক্য শুনিয়া

শ্রুত্বেতি মৎপিতুর্ব্বাক্যং প্রসন্নঃ প্রাহ কেশবঃ।
স্বচ্ছদন্তচ্ছবিব্যাজাজ্‌জ্ঞানং মূর্ত্তমিবার্পয়ৎ ॥ ২৬ ॥
প্রতিভান্তু প্রসাদান্মে স্মৃতয়ঃ শ্রুতয়শ্চ তে।
সর্ব্বজ্ঞোঽসি ন মত্তোঽন্যো জগৎ সংস্রক্ষ্যসীচ্ছয়া ॥ ২৭ ॥
ন চাল্পোঽপি শ্রমস্তেঽস্তু সৃষ্টিঃ কর্ম্মবশাদ্যতঃ।
ভবিত্রী সর্ব্বজীবানাং ত্বং প্রেরয় তথৈব তাং ॥ ২৮ ॥
যে সাত্ত্বিকাঃ সুকৃতিনস্তান্ সমাহৃত্য সর্ব্বশঃ।
সৃজ্যাঃ সুরাদিসুখিষু পাপিনস্তির্য্যগাদিষু ॥ ২৯ ॥

নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন। এবং তিনি নির্ম্মল দন্তকিরণের ছলে যেন মূর্ত্তিমান্ জ্ঞান সমর্পণ করিলেন ॥২৬॥

আমার অনুগ্রহে তোমার শ্রুতি এবং স্মৃতি সকল বিকাশ প্রাপ্ত হৌক। তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং তুমি আমা হইতে ভিন্ন নহ। এই হেতু তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবে ॥ ২৭ ॥

তোমার ইহাতে যেন অল্পমাত্রও পরিশ্রম না হয়। কারণ, স্ব স্ব কর্ম্মফল বশতঃ সমস্ত জীবের সৃষ্টি হইবে। অতএব তুমি সেই প্রকারেই সৃষ্টি কর ॥ ২৮ ॥

যে সকল লোক সাত্ত্বিক এবং সুকৃতিশালী, তুমি সর্ব্ব স্থানে সেই সকল লোক আহরণ করিযা, দেবাদি সুখিগণের মধ্যে পুণ্যশীল ও সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে এবং পশু পক্ষি প্রভৃতি তির্য্যক্ যোনির মধ্যে পাপিষ্ঠদিগকে সৃষ্টি করিবে ॥ ২৯ ॥

যে যেষাং মূলিকাস্তেষাং তে স্যুঃ পিত্রাদিপোষকাঃ।
পোষ্যাশ্চ পূর্ব্বদত্তার্ণাস্তেষাং পুত্রাদিরূপিণঃ ॥ ৩০ ॥
নিধনং যস্য তৎকালে কল্পিতং পূর্ব্বকর্ম্মভিঃ।
ভবেত্তু কালবৈধব্যযোগ্যায়াঃ স পতির্ধ্রুবঃ ॥ ৩১ ॥
উপকার্য্যোপকর্ত্তৃত্বং স্নেহোঽন্যোন্যঞ্চ সঙ্কথা।
দ্বেষ্যদ্বেষ্টৃত্বদুর্জল্পা অপি ন প্রাগকল্পিতাঃ ॥ ৩২॥
সুখযোগ্যান্ পরে জীবান্ সুখয়ন্তু তথেতরান্।
দুঃখয়ন্ত্বত্র বামুত্র স্বয়ং সাক্ষী ত্বমেব নঃ ॥ ৩৩ ॥

যাহারা যাহাদের মূল বা কারণ, তাহারাই তাহাদের পিতা মাতা ইত্যাদি রূপে পোষণ কর্ত্তা হইবে। এবং যাহারা পূর্ব্বে ঋণদান করিয়াছিল এবং যাহারা পালনীয়, তাহারাই তাহাদের পুত্রাদিরূপে উৎপন্ন হইবে ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মফলানুসারে যাহার যে কালে নিধন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যে কালে যে স্ত্রীর বৈধব্যযোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই নারীর সেই মানবই নিশ্চিতপতি হইবে॥৩১॥

যাহার প্রতি উপকার করা যাইবে এবং যে উপকার করিবে, পরস্পরের স্নেহ ও সম্ভাষণ, যাহার প্রতি দ্বেষ করা যাইবে এবং যে দ্বেষ করিবে এবং পরস্পরের বাদানুবাদ সকল পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারেই কল্পিত হইবে ॥ ৩২ ॥

অপরে সুখযোগ্য জীবদিগকে ইহকালে এবং পরকালে সুখী করুক এবং অন্যান্য লোকে দুঃখযোগ্য জীবদিগকে এই জগতে এবং পরজগতে দুঃখী করুক। তুমি স্বয়ংই আমাদের এই বিষয়ে সাক্ষী থাকিবে ॥ ৩৩॥

যদা যস্মিন্ যথা যস্মাৎ প্রাপ্যং যদ্যেন সঞ্চিতং।
তদা তস্মিংস্তথা তস্মাদ্ভোজ্যং তত্তেন নান্যথা ॥৩৪॥
কার্য্যাশ্চতুর্যুগাবস্থাস্ত্বদহ্নি চ পৃথক্ পৃথক্।
জীবানাং কর্ম্মজৈরেবং সুখদুঃখৈর্ব্বিলক্ষণাঃ ॥ ৩৫ ॥
পুণ্যাত্মানঃ কৃতে স্বজ্যাস্ত্রেতায়াং পাদপাপিনঃ।
দ্বাপরে চার্দ্ধপাপাশ্চ পাদপুণ্যাঃ কলৌ যুগে ॥৩৬ ॥
কলের্দ্দিব্যসহস্রাব্দপ্রমাণস্যান্ত্যপাদকে।
ক্রমাৎ পাপাগ্নিভিঃ পুণ্যং সর্ব্বং নির্ভস্মিতং ভবেৎ ॥৩৭॥

যে ব্যক্তি যে কালে, যে স্থানে, যাহা হইতে, যেরূপে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে, সেই ব্যক্তি সেই কালে, সেই স্থানে, সেই লোক বা বস্তু হইতে, সেইরূপ পুণ্যের ফল ভোগ করিবে। ইহার অন্যথা হইবে না ॥ ৩৪ ॥

তোমার দিবসে (ব্রহ্মপরিমাণের দিনে) জীবগণের এইরূপ কর্ম্মজনিত সুখদুঃখ দ্বারা অপূর্ব্ব, সত্য ত্রেতাদি চারি যুগের অবস্থা, পৃথক্ পৃথক্ করিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

সত্যযুগে কেবল পুণ্যাত্মাদিগকে স্বষ্টি করিতে হইবে, ত্রেতাযুগে একপাদ পাপী (ত্রিপাদ পুণ্যযুক্ত) ব্যক্তিদিগকে স্বষ্টি করিবে। দ্বাপরযুগে দ্বিপাদ পাপিদিগকে এবং কলি-যুগে ত্রিপাদ পাপিদিগকে স্বষ্টি করিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

কলিযুগের পরিমাণ, দিব্য সহস্র বৎসর পরিমিত। তাহার শেষভাগে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুণ্য, পাপানল দ্বারা ভস্মীভূত হইবে ॥ ৩৭ ॥

ততঃ পাপাত্মকে লোকে সংহৃতেঽন্যোন্যমায়ুধৈঃ।
শিষ্টে চ কল্কিনা নষ্টে কৃতং ভূয়ঃ প্রবর্ত্ততাং ॥৩৮॥
পৃথক্ চিহ্নপ্রমাণানাং জীবকর্ম্মবশাদিহ।
চতুর্যুগানাং সাহস্রং কল্পাখ্যমভবত্তব ॥ ৩৯ ॥
সর্ব্বকল্পেষু চাপ্যেবং সৃষ্টিপুষ্টিবিনষ্টয়ঃ।
নিমিত্তমাত্রস্তু বয়ং ক্রিয়ন্তে জীবকর্ম্মভিঃ ॥ ৪০ ॥
সদা ব্রহ্মাণ্ডবর্ষেঽস্মিন্ জন্তবো যন্ত্রপুত্রিকাঃ।
চেষ্টন্তে কর্ম্মসূত্রস্থাস্ততস্তদ্বীক্ষকা বয়ং ॥ ৪১ ॥

অনন্তর অস্ত্রসমূহদ্বারা পাপপূর্ণ এই অখিল বিশ্ব সংহার প্রাপ্ত হইলে এবং কল্কি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইলে, পুনর্ব্বার সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৩৮ ॥

এই জগতে জীবগণের কর্ম্মফল বশতঃ সত্য ত্রেতাদি চতুর্যুগের পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন ও ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ সকল লক্ষিত হইবে। এইরূপ সহস্রসংখ্যক চতুর্যুগে তোমার এক কল্প হইবে ॥ ৩৯ ॥

এইরূপে জীবগণের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে প্রত্যেক কল্পেই সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আমারা কিন্তু কেবল উপলক্ষ্য মাত্র ॥ ৪০ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ রঙ্গশালার মধ্যে জীবগণ, যন্ত্রনির্ম্মিত পুত্তলিকার মত, স্ব স্ব কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিয়া থাকে, আমরা কেবল তাহা দর্শন করিয়া থাকি মাত্র ॥ ৪১ ॥

কর্ম্মমেধ্যাং দৃঢ়ং বদ্ধা বাক্‌তন্ত্র্যাং নামদামভিঃ।
রাগপ্রযুক্তা ভ্রাম্যন্তে খলেঽস্মিন্ পশবো জনাঃ॥ ৪২॥
বলাদ্‌গৃহীতাঃ ক্রোধেন রাগরাজানুজীবিনা।
অশ্রান্তং কারিতা জীবা রিষ্টিকর্ম্মাণি কুর্ব্বতে॥ ৪৩॥
লোভমৎসরদর্পাখ্যৈস্ত্রিভিঃ স্পৃষ্টো মহাগ্রহৈঃ।
জনোঽয়মস্মৃতানর্থো বিকুর্ব্বন্ বহু চেষ্টতে॥ ৪৪॥
ভূমৌ কৃত্বৈব কর্ম্মাণি দিবি ভুঙ্‌ক্তে তথাত্র চ।

বাক্‌রূপ তন্ত্রী (তাঁইত্) যুক্ত, কর্ম্মরূপ মেধী (মেই) কাষ্ঠে নামরূপ রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া এবং অনুরাগ দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই সংসাররূপ খলে (ধান্যাদির খামারে) মানবগণ পশুর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে॥ ৪২॥

অনুরাগরূপ ভূপতির অনুজীবী ভৃত্যের মত ইহারা অবিরত কার্য্য করিয়া থাকে। এই ক্রোধ যখন বল পূর্ব্বক জীবদিগকে গ্রহণ করে, তখন তাহারা অশুভকর্ম্ম সকল করিয়া থাকে॥ ৪৩॥

যখন লোভ, মৎসর ও অহঙ্কার এই তিন জন মহাগ্রহ (উপদেবতা বিশেষ) মানবকে আক্রমণ করে, তখন ঐ লোক অমঙ্গল স্মরণ করিয়া, বিকৃতভাবে নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে॥ ৪৪॥

এই জীব ভূতলে এইরূপ কর্ম্ম করিয়া, অবশেষে পরলোকেও ঐরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। কারণ, যে ব্যক্তি অভীষ্ট বস্তুর কামনা করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদাই এইরূপ

কামকামো হি লভতে সর্ব্বদৈবং গতাগতং ॥ ৪৫ ॥
তস্মাদলঙ্ঘ্যবণবৎ কর্ম্মচক্রমিদং সদা।
ভবিষ্যতি তথা ভাব্যা সৃষ্টিস্তাং ত্বং প্রবর্ত্তয় ॥ ৪৬ ॥
ব্রহ্মা চ প্রাহ সকলাং করোম্যাজ্ঞাং তব প্রভো।
কল্পৌ তু যা ব্যবস্থোক্তা দুষ্করা সা হি ভাতি মে ॥ ৪৭ ॥
তস্যাদৌ হি ত্রয়ো ভাগাঃ পাপস্যাতিবলীয়সঃ।
এক এবতু পুণ্যস্য দুর্ব্বলস্য সচ ক্রমাৎ ॥ ৪৮ ॥
বিলীয়তে চৈকপাদস্ততশ্চাব্দসহস্রকং।
কথং তিষ্ঠেজ্জগদিদং পুণ্যেন হি জগৎস্থিতিঃ ॥ ৪৯ ॥

সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

অতএব এই কর্ম্মচক্র অলঙ্ঘনীয় এবং সর্ব্বদাই বর্ণপূর্ণ। কর্ম্মচক্র যেরূপে আবিভূ‍্ত বা প্রকাশিত হইবে, সৃষ্টিও সেই রূপ হইবে। অতএব তুমি সেইরূপ কর্ম্মচক্র নিযন্ত্রিত সৃষ্টির প্রবর্ত্তনা কর ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মাও কহিলেন, প্রভো! আমি আপনার সমস্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। কিন্তু আপনি কলিকালে যে ব্যবস্থা বলিয়াছেন, তাহা আমার দুষ্কর বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪৭ ॥

কলির প্রথমে অতি বলবান্ পাপের তিন ভাগ এবং দুর্ব্বল পুণ্যের একটীমাত্র ভাগ থাকিবে, সেই একপদ পুণ্য ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইবে, তাহার পর এক সহস্র বৎসর কিরূপে জগতের স্থিতি হইবে, যেহেতু পুণ্যবলেই জগতের স্থিতি হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

কলিপ্রভঞ্জনোদ্রিক্তো দুর্ব্বারঃ পাপপাবকঃ ।
হৃতপুণ্যরসং লোকমর্ব্বাগেব দহিষ্যতি ॥ ৫০ ॥
কিং তূলরাশিলগ্নোঽগ্নিঃ সময়ং সংপ্রতীক্ষতে ।
দহত্যেব ক্ষণাৎ সর্ব্বং তত্রোপায়ং বদস্ব মে ॥ ৫১ ॥
ততঃ প্রহস্য প্রাহেশঃ সর্ব্বং সত্যমিদং বিধে ।
অবাধিতং প্রবৃদ্ধেঽঘে ক্ষণং লোকস্য কা স্থিতিঃ ॥ ৫২ ॥
ইমমেবার্থমুদ্দিশ্য বহুধাবতরাম্যহং ।
পুণ্যবৎস্বাত্মনা লোকে পাবনায় যুগে যুগে ॥ ৫৩ ॥

অনিবার্য্য পাপানল, কলিকালরূপ পবনবেগে উত্তেজিত হইলে, পশ্চাৎ পুণ্যরূপ রসের সংহার করিয়া এই জগৎ দগ্ধ করিবে ॥ ৫০ ॥

একবার যদি অগ্নি তূলরাশির মধ্যে লগ্ন হয় তাহা হইলে সেই অগ্নি কি সময়ের প্রতীক্ষা করে? অর্থাৎ ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলে। তদ্বিষয়ে আপনি আমাকে উপায় বলিয়া দিউন ॥ ৫১ ॥

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন। হে বিধাতঃ! তুমি যাহা বলিলে, এ সমস্তই সত্য। যখন ক্ষণকালের মধ্যে অপ্রতিহত ভাবে পাপ বৃদ্ধি পাইবে তখন আর এই জগতের কিরূপে অবস্থান হইতে পারে? ॥৫২

এই অর্থ উদ্দেশ করিয়াই, যুগে যুগে জগৎ পবিত্র করিবার জন্য, আমি পুণ্যবান্ জন সকলে নানাবিধরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ৫৩ ॥

তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা ভুবি।
মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াস্তনবো মম পঞ্চধা ॥ ৫৪ ॥
পূজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতা দৃষ্টাঃ স্পৃষ্টাঃ স্তুতা অপি।
নৃণাং সর্ব্বাঘহন্তারঃ সন্ততং তে হি মন্ময়াঃ ॥ ৫৫ ॥
তেষাং পুণ্যাত্মনাং ভীতো ভৃশং কলিরঘাত্মকঃ।
মন্দীভূতঃ স্ববিভবো নিঃশঙ্কং ন প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৬ ॥
সিচ্যমানো জলৈনৈষ যথৈধাংসি দহন্নপি।
ভস্মীকুর্য্যাৎ ক্ষণেনাগ্নির্মন্দং জ্বলতি চ ক্রমাৎ ॥ ৫৭ ॥

নানাবিধ তীর্থ, সমস্ত অশ্বত্থবৃক্ষ, ধেনুগণ, ব্রাহ্মণ সকল এবং আমার ভক্তবৃন্দ, ভূতলে এই পাঁচ প্রকার আমার শরীর বলিয়া জানিবে ॥ ৫৪ ॥

ঐ সকল গো, ব্রাহ্মণ এবং তীর্থাদির পূজা করিলে, উহাদিগকে প্রণাম করিলে, ধ্যান করিলে, দর্শন ও স্পর্শন করিলে এবং স্তব করিলে, নিশ্চয়ই উহারা সর্ব্বদা মনুষ্য সকলের সকল প্রকার পাপ মোচন করিয়া থাকেন। কারণ, ঐ সকল আমার স্বরূপ ॥ ৫৫ ॥

সেই সকল পুণ্যশীল গো ব্রাহ্মণাদির নিকট পাপময় কলি ভয় পাইয়া থাকে এবং উহাঁদের নিকটে কলির নিজ আধিপত্য হ্রাস হইয়া আসিলে নির্ভীকভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারে না ॥ ৫৬ ॥

যেরূপ স্তূপাকার কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করিবার সময়, অনলে জলসেক করিলেও ঐ অগ্নি ক্ষণকালের মধ্যে কাষ্ঠ সকল ভস্মীভূত করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মন্দ মন্দ

এবমেষাং হি সান্নিধ্যাৎ পুণ্যাব্ধীনামঘানলঃ।
বার্য্যমাণাভিবৃদ্ধিঃ সন্ জগন্নার্ব্বাগ্দহিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥
উপসংহৃতিবাঞ্ছাতো যাবত্তাবদঘৌঘতঃ।
রক্ষন্তঃ সকলাঁল্লোকান্ বিভ্রত্যেতে মদংশজাঃ ॥ ৫৯ ॥
তেষাঞ্চ মধ্যে সর্ব্বেষাং পবিত্রাণাং শুভাত্মনাং।
মম ভক্তা বিশিষ্যন্তে স্বয়ং মাং বিদ্ধি তান্ বিধে ॥ ৬০ ॥
লোকে কেচন মদ্ভক্তাঃ স্বধর্ম্মামৃতবর্ষিণঃ।
শময়ন্ত্যঘমত্যুগ্রং মেঘা ইব দবানলং ॥ ৬১ ॥

জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ কলিকালরূপ পাপানল, পুণ্যের সমুদ্রস্বরূপ সকল তীর্থাদি ও গো ব্রাহ্মণাদির সন্নিধানে বৃদ্ধির হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া, পশ্চাৎ জগৎ দগ্ধ করিবে ॥৫৭–৫৮॥

এই সকল গো ব্রাহ্মণাদি আমার অংশজাত হইয়াছেন এবং তীর্থাদি বস্তু সকল উপসংহার করিবার ইচ্ছায় যে সে. রূপে পাপরাশি হইতে রক্ষা করিয়া এই সকল লোক পালন করিয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥

হে বিধাতঃ! মঙ্গলময় এবং পবিত্র, ঐ সকল তীর্থাদির অর্থাৎ আমার পাঁচ প্রকার দেহের মধ্যে আমার ভক্তগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অধিক কি, আমার সেই ভক্তদিগকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিও ॥ ৬০ ॥

যেরূপ মেঘ সকল দাবানল নির্ব্বাণ করিয়া থাকে, সেই রূপ জগতে আমার কতিপয় ভক্তগণ স্ব স্ব ধর্ম্মরূপ সুধাবর্ষণ করিয়া অতি ভীষণ পাপানল উপশম করিতে পারেন ॥ ৬১ ॥

ইমাঁল্লোকান্ গিরীনব্ধীন্ সা বিভর্ত্তি ক্ষিতির্ন হি।
কিন্তু সর্ব্বেঽপ্যমী সা চ ধৃতা ভাগবতৌজসা ॥ ৬২ ॥
কর্ম্মচক্রঞ্চ যৎ প্রোক্তমবিলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ।
মদ্ভক্তিপ্রবণৈর্ম্মর্ত্ত্যৈর্বিদ্ধি লঙ্ঘিতমেব তৎ ॥ ৬৩ ॥
কথং কর্ম্মাণি বধ্নন্তি পদ্মগর্ভ্ভ মদাশ্রয়ান্।
সর্ব্ববন্ধহরাস্তে হি মদ্বুদ্ধ্যা কর্ম্মকারিণঃ ॥ ৬৪ ॥
কর্ম্মরাশিরনন্তোঽপি সর্ব্বজন্মার্জ্জিতঃ ক্ষণাৎ।

পৃথিবী এই সকল লোক, সমস্ত পর্ব্বত এবং সমস্ত সমুদ্র ধারণ করে না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণের তেজোদ্বারা ঐ সকল লোক সমুদ্রাদি এবং সেই ভূতধাত্রী পৃথিবীও ধৃত হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

ইতঃ পূর্ব্বে যে কর্ম্মচক্রের কথা বলিয়াছি এবং দেবতা ও অসুরগণ যে কর্ম্মচক্র লঙ্ঘন করিতে পারে না, কিন্তু হরিভক্তিপরায়ণ মানবগণ সেই কর্ম্মচক্রকেও লঙ্ঘন করিতে পারেন জানিও ॥ ৬৩ ॥

হে পদ্মযোনে! যাহারা আমাকে অবলম্বন করিয়াথাকে কিরূপে কর্ম্ম সকল তাহাদিগকে বন্ধন করিতে পারিবে? কারণ, তাহারা যখন "আমিই সর্ব্বময়" এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া থাকেন তখন তাহারা সকল প্রকার কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়াছে ॥ ৬৪ ॥

সকল প্রকার জন্মে যে সমস্ত অনন্ত কর্ম্মরাশি উপার্জ্জিত হইয়াছে, আমার ভক্তি রূপ অনলশিখা দ্বারা ক্ষণ-

মদ্ভক্তিবহ্নিশিখয়া দহ্যতে তূলরাশিবৎ ॥ ৬৫ ॥
দাস্যো মদ্ভক্তিকান্তানাং মদ্দত্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ।
তে হি কুর্য্যুর্যদীচ্ছন্তি জগৎসর্গলয়ৌ স্বয়ং ॥ ৬৬ ॥
সদা মদর্পিতচিত্তানাং পশ্যতাং মন্ময়ং জগৎ।
বশ্যেন্দ্রিয়াণাং ক্ষমিণাং ভক্তানামস্মি সর্ব্বতঃ ॥ ৬৭ ॥
তস্মাৎ কলিবলোদ্রিক্তপাপান্মা ভৈঃ প্রজাপতে।
কৈশ্চিন্মহাত্মভির্জাতৈস্তাবল্লোকো ধরিষ্যতে ॥ ৬৮ ॥
শ্রীনারদ উবাচ ॥

কালের ন্যায় তূলরাশির ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ৬৫ ॥

আমি যে সকল সিদ্ধি দান করিয়াছি, সেই সকল সিদ্ধি আমার ভক্তিরূপা কান্তাগণের দাসী। যদি তাহারা ইচ্ছা করে, তাহা হইলে স্বয়ং জগতের সৃষ্টি ও নাশ করিতে পারে ॥ ৬৬ ॥

যাঁহারা সর্ব্বদা আমার উপরে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি জগৎকে আমার স্বরূপ বলিয়া অবলোকন করিয়াথাকেন, এবং যাঁহারা দুর্জয় ইন্দ্রিয়গ্রাম জয় করিয়াছেন, আমি সেই সকল ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে অধীন হইয়া থাকি ॥ ৬৭ ॥

অতএব হে প্রজাপতে! কলির প্রাধান্যে যে পাপ উত্তেজিত হইয়াছে, তুমি সেই প্রবল পাপ হইতে ভীত হইও না। কতিপয় মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া এই জগৎ ধারণ করিবেন ॥ ৬৮ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, ভক্তবৎসল নারায়ণের এইরূপ

শ্রুত্বেতি ভক্তকান্তস্য বাক্যং সানন্দবিস্ময়ঃ।
প্রণম্য তং গুরুং বেধাঃ সৃষ্ট্যাজ্ঞাং শিরসাবহৎ॥ ৬৯॥
অথ যজ্ঞবরাহেণ ভূমিঃ শৃঙ্গে প্রকল্পিতা।
প্রসাধিতং জগৎ সৃজ্যমীদৃশং ব্রহ্মসূত্রিণা॥ ৭০॥
সম্বাদোঽয়ং পরংব্রহ্ম ব্রহ্মণোর্বো ময়োদিতঃ।
যত্র স্বভক্তমাহাত্ম্যং স্বয়মাহ স সর্ব্বদঃ॥ ৭১॥
নচাত্র চিত্রং মুনিবর্য্য শৌনক
প্রভোরদেয়ং ন হি তস্য কিঞ্চন।
শিশোরপি স্বাঙ্ঘ্রিজুষঃ করোত্যসৌ

বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা আনন্দিত এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই গুরুকে প্রণাম করিয়া, সৃষ্টির আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিলেন॥ ৬৯॥

অনন্তর নারায়ণ যজ্ঞবরাহ হইয়া শৃঙ্গমধ্যে পৃথিবী স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম-সূত্রধারী বিধাতা এইরূপে সৃষ্টিযোগ্য (যাহা সৃষ্টি করিতে হইবে) জগতের সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন॥ ৭০॥

পরব্রহ্ম নারায়ণ এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার এই যে আমি সম্বাদ তোমাদিগকে বলিলাম এই সম্বাদে সর্ব্বাভীষ্ট-দাতা সেই নারায়ণ স্বয়ং ভক্তগণের মাহাত্ম্য কহিয়াছিলেন॥ ৭১॥

হে মুনিবর শৌনক! এই বিষয়ে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। সেই মহাপ্রভু প্রসন্ন হইলে তাঁহার অদেয় কিছুই নাই। এমনকি ধ্রুবনামে এক শিশু তাঁহার পদসেবা করিয়াছিল

চতুর্মুখাদপ্যুপরিস্থিতং ক্ষণাৎ ॥ ৭২ ॥
সম্বাদং হরিপরমেষ্ঠিনোরিমং যঃ
শ্রদ্ধাবান্ পঠতি শৃণোতি সংস্মরেদ্বা।
ছিত্বোগ্রভ্রমিমভিলঙ্ঘ্য কালচক্রং
সংপ্রাপ্নোত্যমৃতপদং যথা সুপর্ণঃ ॥ ৭৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে হরিপরমেষ্ঠিসম্বাদঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

বলিয়া, তাহাকেও তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ৭২ ॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার এই সম্বাদ পাঠ করে, শ্রবণ করে, অথবা স্মরণ করে, সে ব্যক্তি ভীষণ ভ্রমজাল ছেদন করিয়া এবং অলঙ্ঘনীয় কালচক্র লঙ্ঘন করিয়া গরুড়ের ন্যায় অমৃত (মোক্ষপদ) প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তি সুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে বিষ্ণু ব্রহ্ম সম্বাদ নামক পঞ্চম অধ্যায় ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ ॥

শৃণু শৌনক ভূয়োঽপি ভক্তকল্পতরোর্যশঃ।
বিষ্ণোর্গায়ন্তি যদ্বৃদ্ধাঃ সংস্মরন্তি জপন্তি চ ॥ ১ ॥
বাসুদেবপরং জপ্যং জপ্ত্বা প্রাপ পুরার্ভকঃ।
ধ্রুবঃ কল্পধ্রুবং স্থানং ব্রহ্মাদি দিবিজোপরি ॥ ২ ॥
আসীদুত্তানপাদাখ্যো দত্তাঙ্ঘ্রিঃ শত্রুমূর্দ্ধসু।

শ্রীনারদ কহিলেন, হে শৌনক! বৃদ্ধগণ বিষ্ণুর যে যশ গান করিয়া থাকেন, স্মরণ করিয়া থাকেন এবং যে যশের জপ করিয়া থাকেন, তুমি সেই ভক্তগণের কল্পতরু স্বরূপ ভগবান্ নারায়ণের যশ, পুনর্ব্বার শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

পুরাকালে ধ্রুবনামে একটী বালক, উৎকৃষ্ট বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিয়া এমন একটী স্থান পাইয়াছিলেন, যে স্থান প্রলয়-কালেও অবিনশ্বর (অর্থাৎ প্রলয়কালেও যাহার ধ্বংস হয় না) এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণের উপরে অবস্থিত আছে। বস্তুতঃ ধ্রুবলোক ব্রহ্মলোকেরও উর্দ্ধে আছে ॥ ২ ॥

পুরাকালে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শত্রুগণের মস্তকে চরণ প্রদান করিতেন অর্থাৎ শত্রুবিজয়ী

রাজা সদ্রক্ষণে বিষ্ণুঃ স্বয়ং রুদ্রোঽসতাং ক্ষয়ে ॥ ৩ ॥
ধন্যঃ কিং বর্ণ্যতে রাজা স যস্যাসীদ্ধ্রুবঃ সুতঃ।
বৈষ্ণবস্বজনত্বং হি মহতস্তপসঃ ফলং ॥ ৪ ॥
তস্য নীতিজুষোঽপ্যাসীৎ সুনীতির্ন প্রিয়া সতী।
সুরুচিস্তু প্রিয়া কো বা নির্দ্দোষো গুণসংশ্রয়ঃ ॥ ৫ ॥
তস্য ধর্ম্মবিদঃ কালাৎ সুনীত্যামপ্রিয়ঃ সুতঃ।

ছিলেন। তিনি শিষ্টলোকপালনে স্বয়ং বিষ্ণু এবং দুষ্টদমনে সংহারমূর্ত্তিধারী রুদ্ররূপী ছিলেন ॥ ৩ ॥

সেই প্রশংসা পাত্র উত্তানপাদ ভূপতির বিষয় আর কি বর্ণনা করা যাইবে। তাঁহার ধ্রুব নামে এক বৈষ্ণব পুত্র হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবপুত্র জন্ম গ্রহণ করা সামান্য তপস্যার ফল নহে। ৪ ॥

যদিচ ভূপতি নীতিজ্ঞ ছিলেন, তথাপি তাঁহার সুনীতি নামে পতিব্রতা নারী প্রিয়তমা হইতে পারেন নাই। কিন্তু সুরুচি নামে তাঁহার যে অন্য এক পত্নী ছিল, সেই স্ত্রী তাঁহার প্রেয়সী ছিল। বস্তুতঃ সংসারে কোন ব্যক্তিই নির্দ্দোষ গুণরাশি অবলম্বন করিতে পারে না। এই কারণে মহারাজ উত্তানপাদ সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও এই পত্নীসংক্রান্ত দোষের জন্য অখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে সেই ধর্ম্মজ্ঞ উত্তানপাদের ঔরসে, সুনীতির গর্ভে ধ্রুবনামে এক অপ্রিয় পুত্র জন্মিয়াছিলেন। এই পুত্র বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। অবশেষে

আসীদ্ধ্রুবঃ প্রিয়ো বিষ্ণোঃ সুরুচ্যামুত্তমঃ প্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥
কদাচিৎ পিতুরুৎসঙ্গে দৃষ্ট্বা সুরুচিজং ধ্রুবঃ।
লাল্যমানং প্রিয়ং বালঃ স্বয়ঞ্চৈচ্ছত্তথা স্থিতিং ॥ ৭ ॥
স্ত্রৈণঃ স নাভ্যনন্দত্তং প্রিয়ায়াঃ পুরতো ভয়াৎ।
জ্ঞাত্বাথ তস্য তং ভাবং সুরুচি গর্ব্বিতাভ্যধাৎ ॥ ৮ ॥
বৎসাতিহ্রস্বকস্যৈষ তবাত্যুচ্চৈর্ম্মনোরথঃ।
এবঞ্চেন্মৎসুতত্বায় কিং ন তপ্তং ত্বয়া তপঃ ॥ ৯ ।
শ্লাঘ্যোঽপি মৎসপত্ন্যাস্ত্বং গর্ভবাসেন দূষিতঃ।

সুরুচির গর্ভে উত্তম নামে এক প্রিয়পুত্র জন্ম গ্রহণ করে ॥৬॥

একদা বালক ধ্রুব দেখিলেন যে,সুরুচির পুত্র উত্তম পিতার ক্রোড়দেশে বসিয়া আছে। পিতা তাহাকে স্নেহভরে লালন করিতেছেন এবং তাহাকে ভাল বাসিতেছেন। তাহা দেখিয়া ধ্রুব স্বয়ং ঐরূপ পিতার উৎসঙ্গে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

মহারাজ উত্তানপাদ অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন। এই হেতু তিনি ভয়ে স্ত্রীর সমক্ষে সুনীতির পুত্র ধ্রুবকে অভিনন্দন করিতে পারেন নাই। অনন্তর সুরুচি ধ্রুবের ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, গর্ব্বিতভাবে বলিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

বৎস! তুমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তোমার এইরূপ অত্যুচ্চ মনোরথ হইল কেন? যদি এইরূপে উচ্চ অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার পুত্র হইবার জন্য, কেন তপস্যা কর নাই? ॥ ৯ ॥

বৎস! তুমি শ্লাঘার পাত্র হইয়াও আমার সপত্নীর

রাজ্ঞা নাদ্রিয়তে যদ্বৎ ব্রাহ্মণঃ কীকটোষিতঃ॥ ১০॥
আত্মজোঽপ্যস্য নৃপতেস্তস্যাং জাতোঽসি দুর্ভগঃ।
সুবীজান্যপি শস্যানি দুষ্যেয়ুঃ ক্ষেত্রদোষতঃ॥ ১১॥
ইমং হি নৃপতেরঙ্কঃ মহোন্নতিপদং ধ্রুব।
সুভগোঽর্হতি মৎপুত্রো ভবিতা যো ধরাপতিঃ॥ ১২॥
উক্তস্তয়েত্যনুচিতং সম্মতস্য পিতুঃ পুরঃ।
বালঃ সামর্ষদুঃখাশ্রুধৌতোদররজা যযৌ॥ ১৩॥

গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া কলুষিত হইয়াছ। যেরূপ কোন ব্রাহ্মণ কীকট (মগধ) দেশে বাস করিলে তাহাকে কেহ আদর করে না, সেইরূপ তুমিও আমার সপত্নীর গর্ভজাত বলিয়া মহারাজ তোমাকে আদর করিতেছেন না॥ ১০॥

যেরূপ সুবীজ শস্য সকল ক্ষেত্রদোষে দূষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমি এই মহারাজের পুত্র হইয়াও সুনীতির গর্ভজাত বলিয়া,তোমার অদৃষ্ট অত্যন্ত মন্দ বলিতে হইবে॥১১॥

ধ্রুব! মহারাজের এই ক্রোড়দেশ অত্যন্ত সমুন্নতির আস্পদস্বরূপ। সৌভাগ্যশালী আমার পুত্রই এই ক্রোড়দেশে আরোহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। কারণ, ভবিষ্যতে আমার পুত্রই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে॥ ১২॥

সর্ব্বপূজ্য নরনাথের সম্মুখেও যখন সুরুচি এইরূপ অনুচিত বাক্য বলিতে লাগিল, তখন ক্রোধ ও দুঃখে বালক ধ্রুবের অশ্রুপাত হইতে লাগিল এবং সেই অশ্রুজলে তাঁহার উদরের ধূলিরাশি ধৌত হইলে, ধ্রুব তথা হইতে চলিয়া গেলেন॥ ১৩॥

গত্বা মাতুর্গৃহং পৃষ্টঃ স তয়োদ্বিগ্নয়া ভৃশং।
প্রবৃদ্ধরোদনঃ প্রাহ চিরাৎ সুরুচিদুর্ব্বচঃ ॥ ১৪ ॥
সপত্ন্যাস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা লতা প্লুষ্টেব বহ্নিনা।
ব্যথিতাপি ধৃতিং বদ্ধা সুনীতিরবদচ্ছনৈঃ ॥ ১৫ ॥
বৎসাশ্বসিহি ভদ্রন্তে সুরুচিঃ প্রাহ যদ্বচঃ।
সত্যমেতন্নতন্মিথ্যা মন্দভাগ্যোঽসি মা খিদ ॥ ১৬ ॥
নাস্মাভিরর্চ্চিতো বিষ্ণুর্ব্বীজং সকলসম্পদাং।
তস্মাদাত্মাপরাধোঽয়ং ক্ষন্তব্যঃ কস্য খিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

ধ্রুব তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, জননীর ভবনে গমন করিলেন। জননী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধ্রুব উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া সুরুচির কটু বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥১৪॥

সপত্নীর সেই বাক্য শুনিয়া সুনীতি যেন অনলদগ্ধ লতার ন্যায় ম্লান হইলেন। তৎপরে অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বৎস! তুমি আশ্বস্ত হও, তোমার মঙ্গল হোক। সুরুচি তোমাকে যে বাক্য বলিয়াছে, ইহা সত্য। ইহার কিছুই মিথ্যা নহে, তোমার ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ, তুমি খেদ করিও না ॥ ১৬ ॥

যিনি সমস্ত সম্পদের আদিকারণ, আমরা সেই বিষ্ণুর অর্চ্চনা করি নাই। অতএব এই আত্মকৃত অপরাধ সহ্য করিতে হইবে। তুমি কাহার উপরে খেদ প্রকাশ করিতেছ ॥ ১৭ ॥

পুরা নার্চ্চিতলক্ষ্মীশৈরনাথৈঃ কৃপণৈরিহ।
অচিকিৎস্যাপদঃ প্রাপ্তাস্তূষ্ণীং ভোজ্যাহি ধৈর্য্যতঃ ॥১৮॥
ত্যজ মন্যুং গুরুর্ভূপো মাতা চ সুরুচিস্তব।
যাভূৎ সুতপসা রাজ্ঞো গৌরীবেশস্য বল্লভা ॥ ১৯ ॥
নীচৈর্গুরুষু বর্ত্তেথাস্তদেবায়ুষ্করং তব।
অযোগ্যো মৎসুতো ভূত্বা নৃপাঙ্কং কথমিচ্ছসি ॥ ২০ ॥
অথাধিক্যং সপত্নেভ্যোঽপীচ্ছস্যর্চ্চয় তং হরিং।

পুরাকালে আমরা কমলাপতির আরাধনা করি নাই। এই হেতু আমরা এই জগতে অসহায় ও দুঃখিত হইয়াছি। অপরিহার্য্য যে সকল বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা মৌনভাবে ধৈর্য্যের সহিত ভোগ করিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

এক্ষণে শোক ত্যাগ কর। ভূপতি তোমার গুরুলোক এবং সুরুচিও তোমার জননী। যেরূপ কঠোর তপস্যা করিয়া পার্ব্বতী মহাদেবের প্রেয়সী হইয়াছিলেন, সেইরূপ সুরুচি কঠোর তপস্যা করিয়া মহারাজের বল্লভা হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

তুমি গুরুজনের নিকটে নতভাবে অবস্থান করিবে। তাহাতেই তোমার দীর্ঘ জীবন হইবে। তুমি আমার পুত্র, এই হেতু ভূপতির ক্রোড়দেশে আরোহণ করিবার অনুপযুক্ত। অতএব কেন তুমি মহারাজের ক্রোড়দেশ ইচ্ছা করিতেছ ॥ ২০ ॥

অনন্তর শত্রুগণেরও অপ্রাপ্য এবং উন্নত স্থান যদি ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই হরির আরাধনা কর।

যৎপ্রসাদফলং প্রাহুর্ব্রহ্মাদীনামপি শ্রিয়ং ॥ ২১ ॥
শ্রুত্বেতি সহসা হৃষ্টঃ স ধীমান্ প্রাহ মাতরং।
সিদ্ধার্থোঽস্ম্যদ্য যদ্যস্তি কশ্চিদাশ্রিতকামধুক্ ॥ ২২ ॥
অদ্যৈব সকলারাধ্যং সমারাধ্য জগৎপতিং।
স্থানমিষ্টং লভে সোঽস্তু নৃপাঙ্কো ভ্রাতুরেব মে ॥ ২৩ ॥
সত্যমাত্থন মৎসূনোর্নৃপাঙ্কো যোগ্য ইত্যদঃ।
স্থানং হি যোগ্যং ত্বৎসূনোর্মম সর্ব্বসুরোপরি ॥ ২৪ ॥
যৎ স্থানং মৎসপত্নানামন্যেষাং বা তপস্বিনাং।
মনোরথৈরপ্যলভ্যং তল্লভে ত্বৎসুতস্ত্বহং ॥ ২৫ ॥

পণ্ডিতেরা ব্রহ্মাদি দেবতাগণের ঐশ্বর্য্যও নারায়ণের অনুগ্রহ জন্য ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

জননীর এই বাক্য শুনিয়া ধীসম্পন্ন সেই ধ্রুব, সহসা হৃষ্ট হইয়া জননীকে বলিতে লাগিলেন। আশ্রিতগণের অভীষ্টদাতা যদি কেহ বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে অদ্যই আমি সফল হইব ॥ ২২ ॥

আজিই আমি সকলের আরাধ্য জগৎপতি হরির আরাধনা করিয়া, অভীষ্টস্থান প্রাপ্ত হইব। আর আমার ভ্রাতা উত্তমের ভূপতির সেই ক্রোড়দেশ বিদ্যমান থাকুক ॥ ২৩ ॥

আমার পুত্রের ভূপতির ক্রোড়দশ অযোগ্য "এই কথা তুমি সত্যই বলিয়াছ। আমি তোমার পুত্র, সুতরাং আমার যোগ্য স্থান সকল দেবতার উপরিভাগে ॥ ২৪ ॥

আমার শত্রুগণ, অথবা তপস্বিগণ কল্পনা করিয়াও যে স্থান লাভ করিতে পারে না, আমি তোমার পুত্র হইয়া সেই স্থান লাভ করিতে পারিব ॥ ২৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

ইত্যুক্ত্বা চরণৌ মাতুঃ প্রণম্য শুভগো ধ্রুবঃ।
প্রযযৌ সৎপতিং দেবমারাধয়িতুমুৎসুকঃ ॥ ২৬ ॥

স্বপুরোপবনে দৃষ্ট্বা সপ্তর্ষীন্ সুমহৌজসঃ।
প্রসাদং ভক্তকান্তস্য বিষ্ণোর্মেনে তদাত্মনি ॥ ২৭ ॥

নত্বা তেভ্যঃ স্ববৃত্তান্তং নিবেদ্যচ পৃথক্ পৃথক্।
হরিমর্চ্যতমং জ্ঞাত্বা প্রাপ্তমন্ত্রো মুদা যযৌ ॥ ২৮ ॥

হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপিণে ॥ ২৯ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, সৌভাগ্যশালী ধ্রুব এই কথা বলিয়া এবং জননীর চরণযুগলে প্রণাম করিয়া, সাধুগণের পতি হরিকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বহির্গত হইল ॥ ২৬ ॥

ধ্রুব স্বকীয় নগরের উপবনে মহাতেজস্বী সপ্তর্ষিদিগকে দেখিয়া, ঐ দর্শনকেই তখন আপনাতে ভক্তবৎসল নারায়-ণের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

সেই সপ্তর্ষিদিগকে নমস্কার করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট পৃথক্ পৃথক্ নিজবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া একমাত্র হরিই আরাধ্য ও উপাস্যদেবতা ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া, সহর্ষে তথা হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২৮ ॥

তুমি হিরণ্যগর্ভের জনক এবং মহাপুরুষ। তুমি প্রকৃতি এবং অব্যক্তরূপী। তুমি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ বাসুদেব, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ২৯ ॥

ইমং সর্ব্বার্থদং মন্ত্রং জপন্মধুবনে তপঃ।
স চক্রে যমুনাতীরে মুনিদৃষ্টেন বর্ত্মনা ॥ ৩০ ॥

শ্রদ্ধান্বিতেন জপতাথ জপপ্রভাবাৎ
সাক্ষাদিবাব্জনয়নো দদৃশে হৃদীশঃ।
দিব্যাকৃতিঃ সপদি তেন ততঃ স এব
হর্ষাৎ পুনশ্চ জপতা সকলাত্মভূতঃ ॥ ৩১ ॥

পশ্যন্ ধ্রুবঃ স বিভুমেকমশেষদেশ-
কালাদ্যুপাধিরহিতং ঘনচিৎপ্রকাশং।
আত্মানমপ্যথ পৃথঙ্ন বিবেদ তস্মিন্
বিষ্ণৌ নিবেশিতমনা ন জজাপ ভূয়ঃ ॥ ৩২ ॥

ধ্রুব এই সর্ব্বাভীষ্টদাতা মন্ত্রের জপ করিয়া, মুনিগণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক, যমুনার তীরে মধুবনে তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জপ করিতে করিতে জপের মাহাত্ম্য স্বরূপ সাক্ষাৎ কমললোচন হরিকে মনোমধ্যে দর্শন করিলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার তিনি জপ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি সহসা সকলের আত্মস্বরূপ, দিব্যাকৃতি মহা-পুরুষকে সহর্ষে নিরীক্ষণ ক[illegible]ন ॥ ৩১ ॥

যিনি বিভু, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, যিনি সকল দিক্ দেশ ও কালাদির উপাধি শূন্য এবং যিনি নিবিড় চিৎপ্রকাশ তুল্য, সেই হরিকে দর্শন করিয়া, আপনাকেও তাঁহা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিলেন না। অবশেষে সেই পরমাত্মভূত বিষ্ণুতে মনোনিবেশ করিয়া পুনশ্চ আর জপ করিলেন না ॥ ৩২ ॥

ক্ষুত্তর্ষবাতঘনবর্ষমহোষ্ণজঞ্চ
শারীরদুঃখকুলমস্য ন কিঞ্চনাভূৎ।
মগ্নে মনস্যনুপমেয়সুখাম্বুরাশৌ
রাজ্ঞঃ শিশুর্ন স বিবেদ শরীরবার্ত্তাং॥ ৩৩॥
বিঘ্নাশ্চ তস্য কিল শঙ্কিতদেবসৃষ্টা
বালস্য তীব্রতপসো বিফলা বভূবুঃ।
শীতাতপাদিরিব বিষ্ণুময়ং মুনিং হি
প্রাদেশিকাস্ন খলু ধর্ষয়িতুং ক্ষমন্তে॥ ৩৪॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিতে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

তৎকালে তাঁহার (ধ্রুবের) ক্ষুধা তৃষ্ণা বায়ু মেঘবর্ষণ এবং মহা উত্তাপ জনিত শারীরিক দুঃখ সকল কিছুই হয় নাই। অনুপম সুখসাগরে মন নিমগ্ন হওয়াতে রাজকুমার শরীরের কোন সংবাদ জানিতে পারেন নাই॥ ৩৩॥

যখন সেই বালক কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন, তখন বিঘ্ন সকল সেই বিষ্ণু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এই ভয়ে সত্যই বিফল হইয়াছিল। শীতাতপাদির ন্যায় তত্তৎ প্রদেশ স্থিত বিঘ্ন সকল, নিশ্চয়ই সেই বিষ্ণুময় মুনিকে (ধ্রুবকে) অভিভব করিতে সক্ষম হয় নাই॥ ৩৪॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরাম-নারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে ধ্রুবচরিতে ষষ্ঠ অধ্যায়॥ * ॥ ৬ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ॥

অথ ভক্তজনপ্রিয়ঃ প্রভুঃ
শিশুনা ধ্যানবলেন তোষিতঃ।
বরদঃ পতগেন্দ্রবাহনো
হরিরাগাৎ স্বজনং সমীক্ষিতুং॥ ১॥

মণিপিঞ্জরমৌলিলালিতো বিলসদ্রত্নঘনাঘনদ্যুতিঃ।
স বভাবুদয়াদ্রিমৎসরাদ্ধৃতবালার্ক ইবাসিতাচলঃ॥ ২॥
বিলসন্মুখমস্য কুণ্ডলদ্বয়রশ্মিচ্ছুরিতান্তরং দধৌ।

শ্রীনারদ কহিলেন, অনন্তর ভক্তবৎসল, বরদাতা, প্রভু নারায়ণ শিশুর ধ্যানযোগে পরিতুষ্ট হইয়া, প্রিয়জনকে দেখিবার জন্য গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন॥ ১॥

নানাবিধ রত্নের বিবিধবর্ণ দ্বারা তাঁহার মস্তকদেশ দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ রত্ন বিরাজ করিতেছে। তাঁহার দেহকান্তি বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন উদয়গিরির সহিত মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া, নবোদিত দিবাকর ধারণ পূর্ব্বক একটী কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বত শোভা পাইতেছে॥ ২॥

তিনি যে বিকসিত মুখ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মুখের মধ্যস্থান, ইহাঁর দুইটী কুণ্ডলের কিরণদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে।

নিকটোদিতবালভাস্করদ্বয়ফুল্লাম্বুজকান্তিমুত্তমাং ॥ ৩ ॥

সররাজ কৌস্তুভমণীন্দ্রবিম্বিতং
সকলং ধ্রুবস্য পুরতো জগদ্ধ্রুবং ।
স্বজনপ্রিয়ঃ করুণয়া নিজং বপু-
র্ধৃতবিশ্বরূপমিব দর্শয়ন্ বিভুঃ ॥ ৪ ॥

চিত্ররত্নময়ভূষণৈর্ব্বিভুঃ
পীনবৃত্তবিততাস্তদা ভুজাঃ ।
তস্য সেবকসমীহিতপ্রদাঃ
কল্পবৃক্ষবিটপাঃ ফলৈরিব ॥ ৫ ॥

শ্রীমদঙ্ঘ্রিযুগলং বভৌ বিভোঃ
স্বেচ্ছয়া নখরুচা নিষেবিতং ।

তাহাতেই উৎপ্রেক্ষা করা যাইতেপারে যেন (মুখ) নিকটে সমুদিত নবদিবাকর যুগল দ্বারা প্রফুল্ল কমলের মনোহর কান্তি ধারণ করিয়াছে ॥ ৩ ॥

ভক্তবৎসল মহাপ্রভু হরি কৃপা করিয়া বিশ্বরূপধারী নিজ দেহ দেখাইবার জন্যই যেন, ধ্রুবের সম্মুখে সমস্ত জগৎ মণিরাজ কৌস্তুভদ্বারা প্রতিবিম্বিত করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

যেরূপ ফলরাশি দ্বারা অভীষ্টপ্রদ কল্পবৃক্ষের শাখা সকল শোভা পাইয়া থাকে,সেইরূপ তৎকালে সেবকগণের অভীষ্ট ফলদাতা, স্থূল বর্ত্তুল ও দীর্ঘ, তদীয় বাহু সকল, বিচিত্ররত্নময় আভরণসমূহদ্বারা দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

নিত্য প্রণত জনের প্রাপ্তব্য জ্ঞান, পুণ্য এবং যশের শ্রী বা সৌন্দর্য্যের মত নখকান্তিদ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে সেবিত, নারা-

নিত্যমানতজনোপলভ্যয়া
জ্ঞানপুণ্যযশসামিব শ্রিয়া ॥ ৬ ॥
স রাজপুত্রং তপসি স্থিতং তং
ধ্রুবং ধ্রুবস্নিগ্ধদৃগিত্যুবাচ।
দন্তাংশুসংজ্ঞৈরমৃতপ্রবাহৈঃ
প্রক্ষালয়ন্নেণুমিবাস্য গাত্রে ॥ ৭ ॥
বরং বরং বৎস বৃণুষ্ব যত্তে
মনোগতস্তত্তপসাস্মি তুষ্টঃ।
ধ্যানান্বিতে নেন্দ্রিয়নিগ্রহেণ
মনোনিরোধেন চ দুষ্করেণ ॥ ৮ ॥
তীব্রাপ্লবস্তীর্থতপোব্রতেজ্যা

য়ণের সুন্দর চরণযুগল শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

যাঁহার স্নিগ্ধদৃষ্টি ধ্রুব অর্থাৎ স্থির, সেই ভগবান্ হরি, অমৃতপ্রবাহের ন্যায় দন্তকিরণ দ্বারা যেন ধ্রুবের শরীরে ধূলি প্রক্ষালন করিয়া, তপোনিষ্ঠ, সেই রাজকুমার ধ্রুবকে নিশ্চয় বলিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

বৎস! তুমি উত্তম বর প্রার্থনা কর। তোমার যাহা মনোগত ভাব আছে তাহা বল। তুমি ধ্যান করিয়া, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য নিরোধ করিয়া, এবং চিত্তরোধ করিয়া যে কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, আমি তোমার সেই তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি ॥ ৮ ॥

আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তীর্থস্নান, কঠোর তপস্যা,

তোষায় মে সত্যময়শ্চ পন্থাঃ।
কিন্ত্বেষ দূরে নিগৃহীতচিত্ত-
ধ্যানং ক্ষণং বাপি তদেব তুষ্ট্যৈ॥ ৯॥
যদ্বা একেনাপি নরেণ চেতো
ময্যর্পিতং বায়ুবলং নিগৃহ্য।
তং সর্ব্বতঃ পাতি মদাজ্ঞয়ৈতৎ
সুদর্শনং প্রাপ্য সদৈব ধীর॥ ১০॥
জিত্বৈব মায়াং মম সাধুবুদ্ধি-
র্যস্ত্বাদৃশো ব্রহ্মণি তিষ্ঠতীহ।
তস্মৈ প্রদাতুং ত্বরতে বরান্মে
মনস্ততো বৎস বৃণীষ্ব কামান্॥ ১১॥

ব্রত এবং যাগ, সত্যই এই সমস্ত পথ বটে। কিন্তু এই পথ অনেক দূরে। চিত্তরোধ পূর্ব্বক যদি কেহ আমাকে ধ্যান করে, তাহাতেই আমি ক্ষণকালের মধ্যে তুষ্ট হইয়া থাকি॥৯

অথবা হে ধীর! যদি এই জগতে কোন মানব বায়ুর বল রোধ করিয়া আমারি উপরে চিত্ত সমর্পণ করে, তাহা হইলে আমার আজ্ঞানুসারে এই সুদর্শন চক্র, তাহার নিকটে গিয়া সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে॥ ১০॥

বৎস! তোমার ন্যায় যে ব্যক্তি সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া, আমার মায়া জয় করিয়া, এই পরব্রহ্মে নিবিষ্ট থাকে, তাহাকে বর সকল দান করিতে আমার মন ত্বরান্বিত হয়, অতএব তুমি অভীষ্ট বস্তু সকল প্রার্থনা কর॥ ১১॥

শৃণ্বন্ বচস্তৎ সকলং গভীর-
মুন্মীলিতাক্ষঃ সহসা দদর্শ।
স্বচিন্ত্যমানং স্বয়মেব মূর্ত্তং
চতুর্ভুজং ব্রহ্ম পুরস্থিতং সঃ॥ ১২॥
দৃষ্ট্বা ক্ষণং রাজসুতঃ সুপূজ্যং
পুরস্ত্রয়ীশং কিমহং ব্রবীমি।
কিম্বা করোমীতি সসম্ভ্রমঃ স-
ন্ন চাব্রবীৎ কিঞ্চন নো চকার॥ ১৩॥
হর্ষাশ্রুপূর্ণঃ পুলকাচিতাঙ্গঃ
প্রসীদ নাথেতি বদন্নথোচ্চৈঃ।

সেই সকল গম্ভীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্রুব উন্মীলিত-লোচনে সহসা দর্শন করিলেন যে, "আমি যাঁহাকে চিন্তা করিতেছি, সেই মূর্ত্তিমান্ চতুর্ভুজ (হরি) পরব্রহ্ম স্বয়ংই সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন" ॥ ১২ ॥

রাজকুমার ধ্রুব আপনার পূজ্য, ত্রয়ী, (ঋক, যজু ও সাম) ময়, সেই নারায়ণকে ক্ষণমাত্র সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া, "আমি এখন এই বিষয়ে কি বলিব এবং কিই বা করিব" এইরূপে তিনি সসম্ভ্রমে কিছুই বলেন নাই এবং কিছুই করেন নাই ॥ ১৩ ॥

অনন্তর তৎকালে ধ্রুবের আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল। "হে নাথ! তুমি প্রসন্ন হও" এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া, ত্রিভুবনেশ্বর নারায়ণের

দণ্ডপ্রণামায় পপাত ভূমৌ
স বেপমানস্ত্রিজগদ্বিধাতুঃ ॥ ১৪ ॥
তং ভক্তকান্তঃ প্রণতং ধরণ্যা-
মায়াসিতোঽসীতি বদন্ করাব্জৈঃ।
উত্থাপয়ামাস ভুজৌ গৃহীত্বা
সংস্পর্শহর্ষোপচিতৌ ক্ষণেন ॥ ১৫ ॥
ততো বরং রাজশিশুর্ষযাচে
বিষ্ণুং পরং তৎস্তবশক্তিমেব।
তং মূর্ত্তবিজ্ঞাননিভেন দেবঃ
পস্পর্শ শঙ্খেন মুখেঽমলেন ॥ ১৬ ॥
অথ মুনিবরদত্তজ্ঞানচন্দ্রেণ সম্যগ্-

সম্মুখে কম্পান্বিতকলেবরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার জন্য ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

ভক্তবৎসল হরি ভূতলে প্রণত সেই ধ্রুবকে "তুমি অনেক ক্লেশ পাইয়াছ" এই কথা বলিয়া করপদ্ম দ্বারা স্পর্শজনিত আনন্দে পরিপূর্ণ বাহুযুগল গ্রহণ করিয়া, ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর রাজকুমার ধ্রুব, যে বর দ্বারা ভগবানের স্তব করিতে পারেন, ভগবান্ নারায়ণের নিকটে সেই উৎকৃষ্ট বর যাচ্ঞা করিলেন। অবশেষে বিষ্ণু মূর্ত্তিমান্ বিজ্ঞানের তুল্য, বিমল শঙ্খদ্বারা ধ্রুবের মুখ স্পর্শ করিলেন ॥ ১৬ ॥

তৎপরে মুনিবরগণ যে জ্ঞানরূপ চন্দ্র দান করিয়াছিলেন,

বিমলিতমপি চিত্তং পূর্ব্বমেব ধ্রুবস্য ।
ত্রিভুবনগুরুশঙ্খস্পর্শজজ্ঞানভানু-
র্বিমলয়তিতরাং তং সাধু তুষ্টাব হৃষ্টঃ ॥ ১৭ ॥
শ্রীধ্রুব উবাচ ॥
জয় জয় বরশঙ্খ শ্রীগদাচক্রধারিন্
জয় জয় নিজদাসপ্রাপ্যদুর্ল্লভ্যকাম ।
ত্রিভুবনময় সর্ব্বপ্রাণিভাবজ্ঞ বিষ্ণো
শরণমুপগতোঽহং ত্বাং শরণ্যং বরেণ্যং ॥ ১৮ ॥
প্রকৃতিপুরুষকালব্যক্তরূপস্ত্বমেক-

তাহা দ্বারা পূর্ব্বেই ধ্রুবের অন্তঃকরণ সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে ত্রিভুবনের ঈশ্বর নারায়ণের শঙ্খস্পর্শ-জনিত জ্ঞানরূপ সূর্য্য, তাঁহাকে নিরতিশয় নির্ম্মল করিলে, ধ্রুব হৃষ্টচিত্তে সম্যক্‌রূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন॥১৭

ধ্রুব কহিলেন, হে প্রভো! আপনি চারিহস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং বর (অভয়) ধারণ করিয়া আছেন। অতএব আপনার জয় হৌক, জয় হৌক। নাথ! নিজ দাসগণ আপনারই নিকট হইতে দুর্লভ অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়া থাকে, অতএব আপনার জয় হৌক, জয় হৌক। আপনি বিশ্বময়, আপনি সকল জীবের অভিপ্রায় অবগত আছেন। হে নারায়ণ! আপনি শরণাগত-পালক এবং আপনি বরণীয়। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১৮ ॥

প্রভো! প্রকৃতি, পুরুষ ও কালদ্বারা একমাত্র আপনা-

ত্রিজগদুদয়রক্ষানাশহেতুস্ত্বমেব ।
বিসদৃশতরভূতব্যক্তরূপস্ত্বমেক-
স্তত ইদমিতি তত্ত্বং জ্ঞায়তে কেন সূক্ষ্মং ॥ ১৯ ॥
অবিকৃতনিজশুদ্ধজ্ঞানরূপশ্চ যস্ত্বং
বিকৃতসকলমূর্ত্তিশ্চেতনাত্মা শ্রুতশ্চ ।
স্ফুরতি তব নিরোধো বৈদিকস্তেন নাথ
ভ্রমতি বুধজনোঽয়ং ত্বৎপ্রসাদং বিনাত্র ॥ ২০ ॥
অবিকৃতনিজরূপস্ত্বং তথাপীশ নায়ং
বিকৃতবিবিধভাবো মায়য়া তে বিরুদ্ধঃ ।

রই রূপ ব্যক্ত হইয়াছে। ত্রিভুবনের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের আপনিই একমাত্র হেতু। যে যে বস্তু পরস্পর বিসদৃশ, অর্থাৎ বিরোধী, সেই সকল পদার্থেও আপনার একমাত্র রূপ পরিস্ফুট রহিয়াছে অর্থাৎ আপনি চেতন অথচ জড়পদার্থেও আপনার রূপ প্রকাশ পাইতেছে। অতএব কোন্ ব্যক্তি এই প্রকার সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিতে পারে? ॥ ১৯ ॥

নাথ! তুমি নিজে বিশুদ্ধজ্ঞানরূপী এবং তোমার ঐ জ্ঞান-রূপ সর্ব্বদাই অবিকৃত, অথচ তুমি চৈতন্যময় হইয়া সমস্ত বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া থাক। এইরূপে তুমি বিকৃত এবং অবিকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এবং এই কারণেই তোমার সম্বন্ধে বৈদিক বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। নাথ! তাহাতেই জ্ঞানিলোকে তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত এই সংসার পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

জগদীশ্বর! যদিচ তোমার নিজের রূপ বিকৃত হইয়াছে সত্য, তথাপি মায়াদ্বারা তোমার এই প্রকার বিবিধ, বিকৃত-

দিনকর-করজালং হ্যূষরস্থানসঙ্গা-
দবিকৃতমপি ধত্তে নীররূপং বিকারং ॥ ২১ ॥
শ্রুতমিহ তব রূপং বৈকৃতং কারণঞ্চে-
ত্যখিলমপি জগদ্বৈ বৈকৃতং তদ্বিকারি।
সদিতি সমুপলভ্যং ব্রহ্ম যৎ কারণং ত-
ত্তদুভয়মপি বন্দে দেববন্দ্যং মুনীন্দ্রৈঃ ॥ ২২ ॥
দশশতমুখমীশ ত্বাং সহস্রাক্ষিপাদং
বদতি বরদ বেদস্ত্বং যতো বিশ্বমূর্ত্তিঃ।
বিমলমমুখপাদঞ্চাক্ষিবাহূরুহীনং

ভাব, কখন বিরুদ্ধ নহে। দেখুন, ঊষর ভূমির সম্পর্কে সূর্য্যের কিরণজাল অবিকৃত হইলেও জলময় বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

প্রভো! এই জগতে তোমার কারণরূপ বিকৃত বলিয়া শ্রবণ করিয়াছি। এই হেতু এই অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই কারণরূপের বিকার বলিয়া বিকৃত হইয়াছে। হে দেব! তোমার যেরূপ সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং তোমার কারণরূপ, মুনীন্দ্রগণের বন্দিত এই দুই প্রকার রূপেরই আমি বন্দনা করি ॥ ২২ ॥

হে বরদ! তুমি বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ কর বলিয়া, বেদে তোমাকে ঈশ্বর বলিয়াছে এবং তোমার সহস্র (অনন্ত) মুখ, সহস্র চক্ষু এবং সহস্র চরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং যখন তুমি ব্রহ্ম-মূর্ত্তি ধারণ কর, তখন তুমি নির্ম্মল, তোমার মুখ নাই, চক্ষু

বিততমপৃথুদীর্ঘং ব্রহ্মভূতো যতস্ত্বং ॥ ২৩ ॥
বিততবিমলরূপে ত্বয্যদো নাথ বিশ্বং
পৃথগিব পরিদৃষ্টং স্বাশ্রয়াভিন্নমেব ।
জলময়মিব ফেণং বারিধৌ দৃশ্যতেঽথো
লয়সমুচিতকালে ত্বন্ময়ং স্যাৎ পৃথক্ত্বঃ ॥ ২৪ ॥
ত্বমিহ বিবিধরূপৈস্ত্বন্ময়ান্ পাসি লোকা-
নগণিতপৃথুশক্তির্নাশয়ন্ উৎপথস্থান্ ।
প্রণতজনমনস্তজ্জ্ঞানদানেন রক্ষন্

নাই, বাহু নাই, উরু নাই এবং চরণ নাই। অথচ তুমি বিস্তৃত, তুমি স্থূলও নও এবং তুমি দীর্ঘও নও ॥ ২৩ ॥

নাথ! যে রূপ ফেণ বুদ্বুদাদি জলময় হইলেও আপাততঃ সমুদ্রের মধ্যে পৃথক্ বস্তু বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ তোমার বিস্তারিত বিমলরূপের মধ্যে এই অখিল বিশ্ব আপাততঃ পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অথচ এই বিশ্ব, ইহার আধার যে তুমি তোমা হইতে অভিন্ন বা একই বস্তু। অথচ লয়ের সমুচিত কাল উপস্থিত হইলে তোমার রূপাত্মক অর্থাৎ ত্বন্ময় এই বিশ্ব তোমাতেই লীন হইয়া যাইবে। তখন সমস্তই এক, কিছুই ভিন্ন নহে ॥ ২৪ ॥

তুমি এই সংসারে নানাবিধরূপ ধারণ পূর্ব্বক তোমার স্বরূপ প্রাপ্ত (ত্বন্ময়) লোকদিগকে পালন করিয়া থাক। তোমার শক্তির ইয়ত্তা নাই এবং সেই শক্তি অতি দীর্ঘ। তুমি সেই শক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কুপথগামী লোকদিগকে বিনাশ করিয়া থাক। তুমি জ্ঞানদান করিয়া প্রণত ব্যক্তি-

ধনতনয়বধূভির্ম্মোহয়ংস্ত্বয্যরক্তান্ ॥ ২৫ ॥
ত্রিজগদুদয়নাশাবিচ্ছয়া যস্য তস্য
স্বজনসকলকামোৎপাদনং নঃ স্তবায়।
খলজনহননং বা শ্রীপতে তে ততস্ত্বা-
মগণিতগুণসিন্ধুং স্তৌমি নো কিন্তু বন্দে ॥ ২৬ ॥
কুন্দনিভশঙ্খধরমিন্দুনিভবক্ত্রং
* সুন্দরকরসুদর্শনমুদারহারং।
বন্দ্যজনবন্দিতমিদস্তু তব রূপং

দিগকে রক্ষাকর এবং যে সকল লোক তোমার প্রতি অনুরক্ত নহে তুমি সেই সকল লোকদিগকে স্ত্রী পুত্র এবং ধন দ্বারা মোহিত করিয়া থাক ॥ ২৫ ॥

হে কমলাপতে! যাঁহার ইচ্ছাক্রমে এই ত্রিভুবনের উৎপত্তি এবং বিনাশ হইতেছে, তিনি যদি নিজভক্ত লোকের সমস্ত কামনা পূরণ করেন, অথবা সমস্ত নৃশংসদিগকে নিধন করেন, সেই কার্য্য তোমার স্তুতি যোগ্য নহে। এই কারণে আমি সকল গুণের সিন্ধুস্বরূপ, তোমাকে স্তব করিতে পারি না। কিন্তু আমি তোমাকে বন্দনা করিতেছি ॥ ২৬ ॥

হে ত্রিভুবনেশ্বর! তুমি কুন্দপুষ্পতুল্য শুভ্রবর্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধারণ করিয়া আছ। তোমার মুখ, চন্দ্রের তুল্য নির্ম্মল। তোমার সুন্দর হস্তে সুদর্শন চক্র শোভা পাইতেছে। গলদেশে উদার হার বিরাজ করিতেছে। যে সকল লোক বন্দনীয়, সেই সকল লোকেও যেন তোমার স্বর্গীয় এবং

* "সুন্দরসুদর্শনমুদারতরহাসং।" ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

দিব্যমতিহৃদ্যমখিলেশ্বর নতোঽস্মি ॥ ২৭ ॥

স্থানাভিকামস্তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং দৃষ্টবান্ সাধুমুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥ ২৮ ॥

অপূর্ব্বদৃশ্যে তব পাদপদ্মে
দৃষ্ট্বা দৃঢ়ং নাথ ন হি ত্যজামি।
কামান্ন যাচে স হি কোঽপি মূঢ়ো
যঃ কল্পবৃক্ষাত্তুষমাত্রমিচ্ছেৎ ॥ ২৯ ॥

অত্যন্ত মনোহর রূপের শরণাপন্ন হইলাম ॥ ২৭ ॥

প্রভো! উৎকৃষ্ট স্বর্গাদি স্থান কামনা পূর্ব্বক তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া ছিলাম। তৎপরে তত্ত্বদর্শী সাধু মুনীন্দ্রগণও যাহা দেখিতে পান না, আমি আপনার সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি। কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে যেরূপ দিব্য রত্ন লাভ করা যায়, সেইরূপ স্থানের জন্য তপস্যা করিতে করিতে আপনার দর্শন পাইয়াছি। আপনাকে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আর আমি এক্ষণে স্থানরূপ বর প্রার্থনা করিতে চাহি না ॥ ২৮ ॥

নাথ! আপনার পাদপদ্মযুগল এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। এই চরণযুগল অতিশয় দর্শন করিয়া আমি আর কখন পরিত্যাগ করিব না। অথচ আমি কোন অভীষ্ট বস্তুও যাচ্ঞা করিব না। কারণ, যে ব্যক্তি কল্পবৃক্ষের নিকট হইতে কেবল মাত্র তুষ (ধান্যের খোষা) প্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তি কোন এক অপূর্ব্ব মূঢ় ॥ ২৯ ॥

ত্বাং মোক্ষবীজং শরণং প্রপন্নঃ
শক্নোমি ভোক্তুং ন বহিঃ সুখানি।
রত্নাকরে দেব সতি স্বনাথে
বিভূষণং কাচময়ং ন যুক্তং ॥ ৩০ ॥
অতো ন যাচে বরমীশ যুষ্মৎ-
পাদাব্জভক্তিঃ সততং মমাস্তু।
ইমং বরং দেববর প্রযচ্ছ
পুনঃ পুনস্ত্বামিদমেব যাচে ॥ ৩১ ॥
ইত্যাত্মসন্দর্শনলব্ধদিব্য-
জ্ঞানং ধ্রুবং তং ভগবান্ জগাদ।
প্রলোভয়ন্রাজসুতং তদুক্তং

প্রভো! আপনিই মোক্ষের আদিকারণ। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। বাহ্য সুখ সকল ভোগ করিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। হে দেব! নিজ প্রভু রত্নাকর বিদ্যমান থাকিতে কাচের অলঙ্কার উপযুক্ত নহে ॥ ৩০ ॥

হে ঈশ্বর! এই কারণে আমি বর প্রার্থনা করিতে চাহি না। আপনার চরণকমলে আমার সর্ব্বদাই ভক্তি থাকুক। হে অমরনাথ! আপনি আমাকে কেবল এই বরই দান করুন। আপনার কাছে আমি বারম্বার কেবল এই বরই প্রার্থনা করি ॥ ৩১ ॥

এইরূপ আত্মদর্শনে ধ্রুবের যখন দিব্য-জ্ঞান উপস্থিত হইল, তখন ভগবান্ নারায়ণ সেই রাজকুমারকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন। বৎস! মিথ্যা নহে। তুমি

মিথ্যা ন কিঞ্চিৎ শৃণু বৎস গুহ্যং ॥ ৩২ ॥
আরাধ্য বিষ্ণুং কিমনেন লব্ধং
মা ভূজ্জনেষ্বিত্থমসাধুবাদঃ।
স্থানং পরং প্রাপ্নুহি যন্মতং তে
কালেন মাং প্রাপ্স্যসি শুদ্ধভাবঃ ॥ ৩৩ ॥
আধারভূতঃ সকলগ্রহাণাং
কল্পধ্রুবঃ সর্ব্বজনৈশ্চ বন্দ্যঃ।
মম প্রসাদাত্তব সাচ মাতা
তবান্তিকস্থাস্তু সুনীতিরার্য্যা ॥ ৩৪ ॥
তং সান্ত্বয়িত্বেতি বরৈর্মুকুন্দঃ
স্বমালয়ং দৃশ্যবপুস্ততোঽগাৎ।

কিছু গুপ্ত বিষয় শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥

"এই ব্যক্তি বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া কি লাভ করিয়াছে"? এই প্রকার অসাধুবাদ বা নিন্দা যেন লোক সমাজে প্রচারিত না হয়, এই কারণে তুমি যে স্থান পাইতে ইচ্ছা করিয়াছ, সেই স্থান প্রাপ্ত হও, অবশেষে সময়ে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৩ ॥

তুমি সকল গ্রহের আধার স্বরূপ হইয়া থাকিবে। প্রলয়-কালেও তুমি অবিনশ্বর হইবে। সকল লোকেই তোমার বন্দনা করিবে। দ্বিতীয়তঃ আমার প্রসাদে তোমার জননী আর্য্যা সুনীতি তোমার নিকটে অবস্থান করুন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর নারায়ণ এইরূপে বরদান পূর্ব্বক ধ্রুবকে সান্ত্বনা করিয়া এবং নিজভক্ত ধ্রুবকে স্নিগ্ধচক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক

ত্যক্ত্বা শনৈঃ স্নিগ্ধদৃশা স্বভক্তং
মুহুঃ পরাবৃত্য সমীক্ষমাণঃ ॥ ৩৫ ॥
তাবচ্চ খস্থঃ সুরসিদ্ধসঙ্ঘঃ
শ্রীবিষ্ণুসদ্ভক্তসমাগতং তং।
দৃষ্ট্বাভ্যবর্ষচ্ছুভপুষ্পবৃষ্টিং
তুষ্টাব হর্ষাদ্ধ্রুবমব্যয়ঞ্চ ॥ ৩৬ ॥
শ্রিয়া পুনঃ সোঽপি সুনীতিসূনু-
র্বিভাতি দেবৈরভিবন্দ্যমানঃ।
সোঽয়ং নৃণাং দর্শনকীর্ত্তনাভ্যা-
মায়ুর্যশো বর্দ্ধয়তি শ্রিয়ঞ্চ ॥ ৩৭ ॥
ইত্থং ধ্রুবঃ প্রাপ পদং দুরাপং
হরেঃ প্রসাদান্ন চ চিত্রমেতৎ।

বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাকে ত্যাগ করত দৃশ্যমূর্ত্তি ধরিয়া ধীরে ধীরে নিজ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

তৎকালে দেবতা এবং সিদ্ধগণ আকাশপথে উপস্থিত হইয়া এবং নারায়ণের উৎকৃষ্ট ভক্ত ধ্রুবের নিকট হইতে তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, শুভ পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সহর্ষে অবিনশ্বর ধ্রুবকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩৬

অনন্তর সুনীতির পুত্র ধ্রুব দেবতাগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া পুনর্ব্বার শোভা ধারণ পূর্ব্বক দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। দর্শন ও কীর্ত্তনদ্বারা এই ধ্রুব মানবগণের আয়ু, যশ এবং সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে ধ্রুব হরির আরাধনা করিয়া যে দুর্লভপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বিচিত্র নহে। হে দ্বিজ! অদ্ভুতশক্তি-

তস্মিন্ প্রসন্নে দ্বিজ চিত্রশক্তৌ
কিং দুর্ল্লভং দুর্ল্লভবাগনর্থা ॥ ৩৮ ॥
আরাধনং দুষ্করমস্য কিন্তু
প্রসন্নমূর্ত্তেরপি ভূরি বিঘ্নং।
নিদ্রাস্মরালস্যভয়াদিবিঘ্নাঃ
প্রায়েণ বিষ্ণুং ভজতাং ভবন্তি ॥ ৩৯ ॥
অতিপ্রসন্নোঽপি দুরাসদোঽসৌ
জনৈর্বৃতাজেয়সহস্রবিঘ্নৈঃ।
ফণীন্দ্রচূড়ামণিবন্মহার্হঃ
সংপ্রাপ্যতেঽস্মিন্ কৃতিভিস্তু সিদ্ধৈঃ। ৪০ ॥
ক্রোধাদয়ঃ শ্রীহরিকল্পবৃক্ষং
রক্ষন্ত্যজেয়াঃ সকলার্ত্তবন্ধুং।

সম্পন্ন সেই ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইলে কোন্ বস্তু দুর্লভ থাকে। অতএব হরির প্রসন্নতা হইলে "দুর্লভ" এইরূপ বাক্যই নিরর্থক জানিবে। ৩৮ ॥

যদিচ ভগবান্ সৌম্যমূর্ত্তি, তথাপি তাঁহার আরাধনা কার্য্য অত্যন্ত দুষ্কর এবং তাহাতে বহু বিঘ্ন আছে। যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুর আরাধনা করে, প্রায়ই তাহাদের নিদ্রা, কাম, আলস্য এবং ভয়াদি বিঘ্ন সকল উপস্থিত হইয়াথাকে ॥ ৩৯ ॥

হায়! যদিচ তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন, তথাপি সাধারণ লোকগণ অনিবার্য্য সহস্র সহস্র বিঘ্নজালের আগমনে তাঁহাকে পাইতে পারে না। তিনি ফণীন্দ্রের মস্তকস্থিত মণির ন্যায় অত্যন্ত দুর্লভ এবং অমূল্য। কিন্তু ইহলোকে যোগসিদ্ধ কৃতী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন। ৪০ ॥

কাম ক্রোধাদি অজেয় রিপুগণ, সকল আর্ত্তগণের বিপদ্-

তদুন্মুখান্ বিপ্রতিষেধয়ন্ত-
স্তান্ বঞ্চয়িত্বা লভতে তমেকঃ ॥ ৪১ ॥
প্রৌঢ়াহিষড়্বর্গমহাহিগুপ্তং
দুরাসদং বিষ্ণুনিধিং মহান্তং।
যঃ সাধয়েৎ সাধু মহোৎসবায়
বিদ্যাবলাত্তং প্রণতোঽস্মি নিত্যং ॥ ৪২
আরাধনং দুষ্করমিত্যুদাস্তে
যঃ ক্ষীণচিত্তঃ স বিনষ্ট এব।
অবিঘ্নসিদ্ধ্যৈ শরণং তমেব
গত্বার্চ্চয়েদ্যঃ স বিমুক্ত এব ॥ ৪৩ ॥

ভঞ্জন বন্ধু সেই হরিকল্পতরুকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই ক্রোধাদি শত্রুগণ হরিভক্ত সাধুদিগের ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া দেয়। কোন কোন মহাত্মা ব্যক্তি কেবল ঐ ক্রোধাদি বিপক্ষদিগকে বঞ্চনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন ॥ ৪১ ॥

সেই দুর্লভ বিষ্ণুরূপ মহানিধি, অতিপ্রবল কাম ক্রোধাদি ছয়জন রিপুরূপ মহাভীষণ সর্পদ্বারা রক্ষিত হইয়া আছে। যে ব্যক্তি সাধু মহোৎসবের জন্য জ্ঞানবলে সেই মহানিধির সাধনা করেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ৪২ ॥

"বিষ্ণুর আরাধনা অত্যন্ত দুষ্কর" এইরূপ ভাবিয়া যে লঘু-চেতাঃ ব্যক্তি উদাসীন থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় কিন্তু যিনি নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধির জন্য, নিকটে গিয়া সেই শরণাগতপালক হরির অর্চ্চনা করেন, নিশ্চয়ই তিনি মুক্ত-পুরুষ ॥ ৪৩ ॥

যঃ শ্রদ্ধাবান্ শুদ্ধভাবেন বিষ্ণুং
চেতঃ সেব্যং সেব্যতে বীতরাগঃ।
নাসৌ বিঘ্নৈঃ স্পৃশ্যতে দোষমূলৈ-
র্যদ্বদ্ধান্তৈরুজ্জ্বলাত্মা প্রদীপঃ॥ ৪৪॥
যস্ত্বেতদ্ধ্রুবচরিতং শৃণোতি ধীমান্
ন ভ্রশ্যেৎ স নিজপদাদ্ধ্রুবো যথেতি।
নিত্যশ্রীর্বিজয়তি চাপদঃ সমস্তাঃ
প্রহ্লাদাসুরবদজে চ ভক্তিমান্ স্যাৎ॥ ৪৫॥
॥ *॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিতং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ *॥ ৭॥ *॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত এবং বীতরাগ হইয়া হৃদয়দ্বারা আরাধনীয় বিষ্ণুকে বিশুদ্ধভাবে আরাধনা করেন, দোষের মূলীভূত বিঘ্ন সকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেরূপ সমুজ্জ্বল প্রদীপ অন্ধকার দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ যাহার আত্মরূপ প্রদীপ উজ্জ্বল হইয়াছে, অজ্ঞানরূপ তিমিরে তাহার কি করিতে পারে? ॥ ৪৪॥

যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই ধ্রুব চরিত শ্রবণ করেন, ধ্রুবের ন্যায় তিনি নিজপদ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন না এবং নিত্য সম্পত্তিসমস্ত বিপত্তিজাল অতিক্রম করিয়া থাকেন। অতএব ঐ ব্যক্তি প্রহ্লাদ নামক অসুরের ন্যায় নারায়ণের প্রতি ভক্তি যুক্ত হইবেন॥ ৪৫॥

॥ *॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে ধ্রুবচরিত নাম সপ্তম অধ্যায়॥ *॥ ৭॥ *॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

—✻—

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ॥

ততঃ প্রহ্লাদচরিতং স তৈঃ পৃষ্টোঽবদম্মুদা।
ধন্যাঃ শৃণুত বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্রাব্যং ভাগবতং যশঃ॥ ১॥
বারাহকল্পে যদ্বৃত্তং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
শ্রীমান্ পরাশরঃ প্রাহ সম্যগেব মহামতিঃ॥ ২॥
পাদ্মকল্পেতু চরিতং তস্যৈতদ্বর্ণ্যতে ময়া।
ভবন্তি প্রতিকল্পং হি বিষ্ণোর্লীলাধিকারিণঃ॥ ৩॥

শ্রীনারদ কহিলেন, অনন্তর সেই সকল ব্রাহ্মণেরা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সহর্ষে প্রহ্লাদচরিত বলিতে লাগিলেন। হে প্রশস্ত বিপ্রবরগণ! তোমরা সুশ্রাব্য নারায়ণের যশ শ্রবণ কর॥ ১॥

বারাহকল্পে মহাত্মা প্রহ্লাদের যেরূপ চরিত্র ঘটিয়াছিল, মহামতি শ্রীমান্ পরাশর মুনি ঐ চরিত্র সম্যক্‌রূপেই বর্ণনা করিয়া ছিলেন॥ ২॥

আমি পাদ্মকল্পে তাঁহার এই চরিত্র বর্ণন করিতেছি। প্রতিকল্পেই বিকারপ্রাপ্ত ভগবান্ নারায়ণের লীলার অধিকারি পুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ৩॥

নমঃ পুণ্যবিশেষায় তস্মৈ যেন মমাশ্রয়ং ।
প্রাপ্য মে সুখিতা জিহ্বা হরিকীর্ত্তনলম্পটা ॥ ৪ ॥
জিহ্বাং লব্ধ্বাপি যো বিষ্ণুং কীর্ত্তনীয়ং ন কীর্ত্তয়েৎ ।
লব্ধ্বাপি মোক্ষনিঃশ্রেণীঃ স নারোহতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ৫ ॥
তস্মাদ্গোবিন্দমাহাত্ম্যমানন্দরসসুন্দরং ।
শৃণুয়াৎ কীর্ত্তয়েন্নিত্যং স কৃতার্থো ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
ভক্তস্য বৈষ্ণবং শ্রুত্বা যদঙ্গং পুলকাঞ্চিতং ।
তত্তস্য দিব্যকবচং দুরিতাস্ত্রনিবারণং ॥ ৭ ॥
শৃণ্বন্ হরিকথাং হর্ষাদ্যদশ্রূণি বিমুঞ্চতি ।

যে পুণ্যবিশেষ আমার আশ্রয় পাইয়া হরিগুণ-গান-পরায়ণ আমার রসনাকে সুখী করিয়াছে, সেই পুণ্য বিশেষকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি জিহ্বা পাইয়াও কীর্ত্তনীয় হরিনাম গান করে না, সেই দুর্ম্মতি মানব মোক্ষের সোপান সকল লাভ করিয়াও তাহাতে আরোহণ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

অতএব যে ব্যক্তি আনন্দরসে মনোহর হরিমাহাত্ম্য নিত্য শ্রবণ এবং নিত্য কীর্ত্তন করেন, তিনি যে মোক্ষ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুর গুণকীর্ত্তন শুনিয়া ভক্তের যে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়, তাহাই তাঁহার দিব্য কবচ তুল্য এবং তাহা দ্বারা পাপরূপ অস্ত্র নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

হরিকথা শুনিয়া আনন্দভরে যে অশ্রু মোচন করা হয়, সেই অশ্রুজল দ্বারা নিজের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক

তন্নির্ব্বাপয়তি স্বস্য তাপত্রয়মহানলং ॥ ৮ ॥
তস্মাদিমাং কথাং দিব্যাং প্রহ্লাদচরিতাশ্রিতাং।
অনন্তমাহাত্ম্যপরাং শৃণুধ্বমৃষিসত্তমাঃ ॥ ৯ ॥
হিরণ্যকশিপুর্নাম পুরাভূদ্দিতিজেশ্বরঃ।
যন্নামাদ্যাপি সংশ্রুত্য নূনং বিভ্যতি দেবতাঃ ॥ ১০ ॥
যদাজ্ঞয়া মুনিগণাস্ত্যক্তবেদপরিগ্রহাঃ।
ধ্যানযজ্ঞজপৈর্ব্বিষ্ণুং নার্চ্চয়ন্ যদ্বশে স্থিতাঃ ॥ ১১ ॥
হুঙ্কৈর্নির্জ্জিতঃ শক্রো যস্য নাম্নৈব নির্জ্জিতঃ।
প্রশশংসুর্গুরুগণৈঃ সুরা বিদ্রুত্য নির্জনে ॥ ১২ ॥

এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপরূপ অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায় ॥ ৮ ॥

অতএব হে ঋষিগণ! তোমরা অনন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ-প্রহ্লাদ-চরিত সংক্রান্ত এই দিব্য কথা শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥

পুরাকালে হিরণ্যকশিপু নামে এক দৈত্যরাজ হইয়াছিল। অদ্যাপি যাহার নাম শ্রবণ করিয়া দেবতাগণ নিশ্চয়ই ভীত হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

যাহার আজ্ঞাক্রমে মুনিগণ বেদপরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এবং যাহার বশবর্ত্তী হইয়া ধ্যান যজ্ঞ এবং জপদ্বারা হরিপূজা করিতে পারেন নাই ॥ ১১ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র যাহার হুঙ্কারেই পরাজিত হইয়া ছিলেন, অন্যান্য দেবতাগণ তাহার নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই পরাস্ত হয়েন। অবশেষে অমরগণ নির্জন স্থানে পলায়ন করিয়া মহা-গুণ সমূহ দ্বারা তাহার প্রশংসা করিয়া ছিলেন ॥ ১২ ॥

সুদুর্বৃত্তোঽপি বিপ্রর্ষে জ্ঞানিভির্ন হি দৃশ্যতে।
নৃসিংহকরজৈঃ পুণ্যৈর্যঃ সাক্ষাল্লব্ধবান্ গতিং ॥ ১৩ ॥
তস্য সূনুরভূন্মুক্তঃ প্রহ্লাদো নাম বৈষ্ণবঃ।
হিরণ্যকশিপোর্মুক্তির্যতো জন্মদ্বয়ান্তরা ॥ ১৪ ॥
তং বিষ্ণুভক্তিঃ স্বীচক্রে প্রহ্লাদং জন্মনঃ পুরা।
জন্মান্তরকৃতৈঃ পুণ্যৈর্যথা যাতি স্বমাশ্রয়ং ॥ ১৫ ॥
সোঽবর্দ্ধতাসুরকুলে নির্ম্মলো মলিনাশ্রয়ে।
মহতি গ্রাহদুষ্টেঽব্ধৌ বিষ্ণোর্ব্বক্ষোমণির্যথা ॥ ১৬ ॥
স বর্দ্ধমানো বিররাজ বালঃ

হে বিপ্রবর! যদিচ হিরণ্যকশিপু এইরূপ দুর্বৃত্ত ছিল, তথাপি জ্ঞানিগণ তাহাকে দেখিতে পান না। কারণ, দুর্ম্মতি পবিত্র নৃসিংহদেবের করজ অর্থাৎ নখরদ্বারা সাক্ষাৎ পরমগতি (মোক্ষ) লাভ করিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

বিষ্ণুভক্ত ও মুক্তপুরুষ প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মিয়া ছিলেন। ঐ পুত্র হইতে হিরণ্যকশিপুর ইহার পর দুই জন্মের পর মুক্তি হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

জন্মিবার পূর্ব্বেই বিষ্ণুভক্তি আসিয়া, সেই প্রহ্লাদকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জিত যেরূপ পুণ্যসমূহ থাকে তদনুসারে সেইরূপ আশ্রয় হয় ॥ ১৫ ॥

ভীষণ-গ্রাহকলুষিত মহাসমুদ্রে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলের মণি যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেইরূপ মলিন স্বভাবসম্পন্ন দৈত্যকুলে ঐ নির্ম্মলচেতাঃ প্রহ্লাদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥১৬॥

সেই বালক প্রহ্লাদ ত্রয়ীনাথ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-

সহ ত্রয়ীনাথপদাব্জভক্ত্যা।
পরিস্ফুরন্ত্যা স্বপুরঃ পুরোত্থং
ফলং দদত্যাগ্রত এব তত্ত্বং ॥ ১৭ ॥
বালোঽল্পদেহো মহতীং মহাত্মা
বিস্তারয়ন্ ভাতি স বিষ্ণুভক্তিং।
সিদ্ধিং মহিষ্ঠামিব মন্ত্ররাজো
মহালতাং বীজমিবাণুমাত্রং ॥ ১৮ ॥
স বিষ্ণুপাদাব্জরসেন ভক্তিং
প্রবর্দ্ধয়ামাস ফলেন সা চ।
সমীহিতেনৈনমজস্রমিত্থং
তয়োঃ প্রবৃদ্ধিঃ প্রগুণী বভূব ॥ ১৯ ॥

সেবিতা ও শোভমানা ভক্তিদেবীর সহিত দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। এবং আপনার সম্মুখে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যরূপ তত্ত্বও প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

যেরূপ মন্ত্ররাজ মহাসিদ্ধি বিস্তার করেন এবং যেরূপ অণুমাত্র (অতিসূক্ষ্ম) বীজ মহালতা বিস্তার করে, সেইরূপ ক্ষুদ্রকায় সেই মহামতি বালক মহতী বিষ্ণুভক্তি বিস্তার করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

সেই প্রহ্লাদ হরিপাদপদ্মের রসদ্বারা ভক্তিকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং সেই হরিভক্তি ও অভীষ্ট ফলদ্বারা প্রহ্লাদকেও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এইরূপে উভয়ের বৃদ্ধি অবিরত সজ্জিত হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

অমুকৃতী ক্ষেমকরীচ নিত্যং
প্রবৃদ্ধমানা চরিতেন তস্ত।
জ্ঞানামৃতস্তন্যরসেন বালং
পুপোষ মাতেব তমীশভক্তিঃ॥ ২০॥
প্রবর্দ্ধিতা কল্পলতেব ভক্তিঃ
শ্রীকৃষ্ণকল্পদ্রুমসংশ্রয়াস্মৈ।
অকুণ্ঠিতাগ্রাহরহর্নবানি
জ্ঞানানি দিব্যানি দদৌ ফলানি॥ ২১॥
স বাললীলা সুরহান্যভিস্তৈঃ
প্রহেলিকাক্রীড়নকেষু নিত্যং।
কথাপ্রসঙ্গেষু চ কৃষ্ণমুক্তং

হরিভক্তি প্রহ্লাদকে ছাড়িতেন না, নিত্যই উঁহার মঙ্গল করিতেন এবং তাঁহার হরিচরিত্রদ্বারা ঐ হরিভক্তি বৃদ্ধি পাইতেন। এইরূপে হরিভক্তি জননীর ন্যায় জ্ঞানামৃতরূপ স্তন্যরস দ্বারা সেই বালকের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন॥২০॥

হরিভক্তি কল্পলতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণরূপ কল্পতরু অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং ইহাঁর অগ্রভাগ কখন কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপে হরিভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া,নব নব দিব্য জ্ঞান রূপ ফল সকল প্রহ্লাদকে দান করিয়াছিলেন॥ ২১॥

সেই বালক প্রহ্লাদ বাল্যলীলার সহচর মনোহর অন্যান্য বালকদিগের সহিত, প্রহেলিকা (হেঁয়ালী) ও নানাবিধ ক্রীড়া কার্য্যে এবং সর্ব্বদাই কথা প্রসঙ্গে কৃষ্ণ

নোবাচ কিঞ্চিৎ স হি তৎ স্বভাবঃ ॥ ২২ ॥
ইত্থং শিশুত্বেঽপি বিচিত্রকারী
ব্যবর্দ্ধতেশ-স্মরণামৃতার্দ্রঃ।
স কল্পবৃক্ষাঙ্কুরবদ্ভবিষ্য-
ম্মাহাত্ম্যসংসূচকর-ম্যমূর্ত্তিঃ ॥ ২৩ ॥
তং পদ্মবক্ত্রং দৈত্যেন্দ্রঃ কদাচিল্ললনাবৃতঃ।
বালং গুরুগৃহায়াতং লালয়ন্ প্রাহ সস্মিতং ॥ ২৪ ॥
সুধীস্ত্বমিতি তে মাতা নিত্যং প্রহ্লাদ তুষ্যতি।
সেয়ং তথা বয়ং কিঞ্চিৎ পশ্যামো গুরুশিক্ষিতং ॥ ২৫ ॥
অথাহ পিতরং হর্ষাৎ প্রহ্লাদো জন্মবৈষ্ণবঃ।

ব্যতীত অন্য কিছুই বলিতেন না। কারণ, বালকের ঐরূপ স্বভাব ছিল ॥ ২২ ॥

এইরূপে বাল্যকালেও সেই বৈচিত্রীকারক বালক, হরি স্মরণরূপ অমৃতদ্বারা আর্দ্র হইয়া কল্পতরুর অঙ্কুরের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন। বালকের মনোহর মূর্ত্তি, ভাবী মহিমার বিষয় সূচনা করিয়া দিত ॥ ২৩ ॥

একদা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া, গুরুগৃহ হইতে সমাগত, সেই কমলবদন বালককে সমাদর পূর্ব্বক মৃদুহাস্যে বলিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

প্রহ্লাদ। তুমি পণ্ডিত হইয়াছ বলিয়া তোমার এই জননী সর্ব্বদাই তুষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব আমরা সকলে তোমার গুরু হইতে শিক্ষিত বিষয় কিঞ্চিৎ দেখিব ॥ ২৫ ॥

অনন্তর জন্মাবধি বিষ্ণুপরায়ণ প্রহ্লাদ সহর্ষে পিতাকে

গোবিন্দং ত্রিজগদ্বন্দ্যং গুরুং নত্বা ব্রবীমি তে ॥ ২৬ ॥
ইতি শক্রস্তবং শ্রুত্বা পুত্রোক্তং স্ত্রীবৃতঃ খলঃ।
খিন্নোঽপি তং বঞ্চয়িতুং জহাসোচ্চৈঃ প্রহৃষ্টবৎ ॥ ২৭ ॥
আলিঙ্গ্য চ স তং প্রাহ সাধু কিং কিং পুনর্ব্বদ।
হাস্যং গোবিন্দ কৃষ্ণেতি সাধুদ্বিজবিড়ম্বনা ॥ ২৮ ॥
এবং বদন্তি সত্যং তে মম রাজ্যাৎ পুরা খলাঃ।
শাসিতা স্তে ময়েদানীং ত্বয়েদং ক শ্রুতং বচঃ ॥ ২৯ ॥

বলিতে লাগিলেন আমি ত্রিভুবনের বন্দনীয়, সর্ব্বগুরু গোবিন্দকে নমস্কার করিয়া আপনাকে বলিতেছি ॥ ২৬ ॥

স্ত্রীগণপরিবেষ্টিত দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু, এইরূপে পুত্রের মুখোচ্চারিত শক্রর (হরির) স্তুতিবাদ শুনিয়া, খেদান্বিত হইলেও তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার জন্য অত্যন্ত আহ্লাদিত ব্যক্তির ন্যায় উচ্চস্বরে হাস্য করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "তুমি কি কি ভাল শিক্ষা করিয়াছ, পুনর্ব্বার বল।" প্রহ্লাদ কেবল হাস্য করিয়া "গোবিন্দ কৃষ্ণ" এই নাম বলিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ ইহাতে কেবল শিক্ষক ব্রাহ্মণদিগকে প্রতারণাই করা হইল ॥ ২৮ ॥

আমার রাজত্বের পূর্ব্বে সেই সকল নৃশংস ব্রাহ্মণগণ, সত্যই এইরূপ হরিকৃষ্ণ নাম বলিত। আমি এক্ষণে তাহাদিগকে শাসন করিয়া দিয়াছি। তুমি এই বাক্য কোথায় শুনিলে ॥ ২৯ ॥

পিতুর্দ্দুষ্টবচঃ শ্রুত্বা শ্রীমান্ সভয়সম্ভ্রমঃ।
প্রহ্লাদঃ প্রাহ হা হার্য্য নৈবং ক্রয়াঃ কদাচন॥ ৩০॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং মন্ত্রং ভবাগ্নেঃ স্তম্ভনং তথা।
হাস্যং কৃষ্ণেতি কো ক্রয়াদাদ্যো মন্ত্রো যতোঽভয়ং॥৩১॥
কৃষ্ণনিন্দাকৃতং পাপং গঙ্গয়াপি ন পূয়তে।
কৃষ্ণেতি শতকৃত্বস্ত্বং জপ ভক্ত্যাত্মশুদ্ধয়ে॥ ৩২॥
অহো অবিদ্যাপ্রাবল্যং স্বয়ং যেনৈব লীলয়া।
দারুদারা যথোৎসৃষ্টো জনোঽজ্ঞাতনিজস্থিতিঃ॥ ৩৩॥

ধীশক্তিসম্পন্ন প্রহ্লাদ পিতার এইরূপ দুষ্টকথা শ্রবণ পূর্ব্বক ভয়চকিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। হায়! হায়! হে পূজ্য! আপনি কখন এরূপ কথা বলিবেন না॥ ৩০॥

যে মন্ত্র সকলপ্রকার ঐশ্বর্য্য দান করে এবং যে মন্ত্রের প্রভাবে ভববহ্নি স্তম্ভিত বা নির্ব্বাণ হইয়া যায়, কোন্ ব্যক্তি সেই কৃষ্ণমন্ত্র, হাস্য জনক বলিতে পারে। ইহাই আদি মন্ত্র এবং ইহা হইতেই অভয় পাওয়া যায়॥ ৩১॥

কৃষ্ণনিন্দা করিলে যে পাপ হয়, গঙ্গাস্নানেও সেই পাপের ক্ষয় হয় না। অতএব আপনি নিজ শুদ্ধির নিমিত্ত ভক্তিসহকারে একশতবার কৃষ্ণমন্ত্রের জপ করুন॥ ৩২॥

অহো! আপনার অবিদ্যার কি প্রবলতা! এই অজ্ঞানের প্রভাবে নিজেই মানব কাষ্ঠনির্ম্মিত রমণীর ন্যায়, অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন আপনাকেও অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করে। অবিদ্যাবশতঃ লোকে আপনার মর্য্যাদা জানিতে পারে না॥ ৩৩॥

বিনা যচ্ছক্তিমুন্মেষনিমেষেঽপ্যপ্রভুঃ স্বতঃ।
বিষ্ণুং তমেব হসতি স্বয়ং হাস্যস্তু বস্তুতঃ ॥ ৩৪ ॥
গুরবেঽপি ব্রবীম্যেতদযতো হিতকরং পরং।
শরণং ব্রজ সর্ব্বেশং পুরা যদ্যপি পাপকৃৎ ॥ ৩৫ ॥
অথাহ প্রকটক্রোধঃ সুরারির্ভৎসয়ন্ সুতং।
ধিক্ ধিক্ চপল তে শীলং মমাপ্যগ্রে প্রগল্ভসে ॥ ৩৬ ॥
উক্তেতি পরিতো বীক্ষ্য পুনরাহ শিশোর্গুরুঃ।
বধ্যতামেষ দৈতেয়া ন শুভং হি দ্বিজেঽনৃতে ॥ ৩৭ ॥

যাঁহার শক্তিব্যতিরেকে মানব স্বতঃ নিমেষ এবং উন্মেষ কার্য্যেও সক্ষম নহে, সেই বিষ্ণুকেও যে ব্যক্তি উপহাস করে, বাস্তবিক সেই ব্যক্তি নিজেই উপহাসের যোগ্য ॥ ৩৪ ॥

আপনি গুরু, আপনাকেও বলিতেছি, যেহেতু ইহা অতিশয় হিতজনক যদিচ আপনি পূর্ব্বে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তথাপি আপনি সেই পরম মঙ্গলময়, সর্ব্বপ্রভু হরির শরণাপন্ন হউন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর দেবরিপু হিরণ্যকশিপু উৎকট ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক পুত্রকে তিরস্কার করিতে করিতে বলিল, রে চপল! তোর এইরূপ স্বভাবকে ধিক্, ধিক্ তুই আমার সম্মুখেও প্রগল্ভতা প্রকাশ করিতেছিস্ ॥ ৩৬ ॥

দৈত্যপতি এই কথা বলিয়া, চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল। হে দৈত্যগণ! তোমরা এই বালকের গুরুকে বধ কর। মিথ্যাবাদি ব্রাহ্মণের কাছে মঙ্গল হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

অথ দৈত্যৈর্দ্রুতং নীতো নিবধ্য কুশলো দ্বিজঃ।
ধীমানূচে খলং দেব দেবান্তকপরীক্ষতাং ॥ ৩৮ ॥
লীলয়ৈব জিতং দেব ত্রৈলোক্যং নিখিলং ত্বয়া।
অসকৃন্ন হি রোষেণ কিং ক্রুধ্যস্যল্পকে ময়ি ॥ ৩৯ ॥
কৃশক্রোধোঽথ দেবারিস্তচ্ছ্রুত্বোবাচ ধিক্ দ্বিজান্।
বিষ্ণোঃ স্তবং মৎসুতং ত্বং বালপাঠমপীপঠঃ ॥ ৪০ ॥
ইত্যুক্তেনাথ গুরুণা প্রহ্লাদঃ পার্শ্বতঃ স্থিতঃ।
সখেদং বীক্ষিতঃ প্রাহ তাত বাচ্যো ন মে গুরুঃ ॥ ৪১ ॥

অনন্তর দৈত্যগণ সেই নিপুণ ব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া দ্রুত আনয়ন করিল। জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ দুরাচার দৈত্যরাজকে বলিতে লাগিলেন। হে দেবমর্দ্দন! হে মহারাজ! আপনি পরীক্ষা করুন ॥ ৩৮ ॥

প্রভো! অবলীলাক্রমে বারম্বার এই নিখিল ভূমণ্ডল জয় করিয়াছেন, কিন্তু কোপ প্রকাশ করিয়া নহে। অতএব আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে কেন কোপ প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

তাহা শুনিয়া দৈত্যপতির কোপ ক্ষীণ হইয়া আসিল। এবং তিনি বলিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণদিগকে ধিক্! হে পাপিষ্ঠ! তুমি আমার বালক পুত্রকে বিষ্ণুর স্তব পাঠ করাইয়াছ ॥৪০ ॥

দৈতরাজ এই কথা বলিলে, গুরু খেদের সহিত পার্শ্ববর্ত্তি প্রহ্লাদকে দেখিতে লাগিলেন। তখন প্রহ্লাদ বলিলেন, পিতঃ! আপনি আমার গুরুকে তিরস্কার করিবেন না ॥ ৪১ ॥

ত্রিজগদ্গুরুণৈবেত্থং কারুণ্যাচ্ছিক্ষিতোঽস্ম্যহং।
অসাধু ভাষসে নাথ ত্বঞ্চ তেনৈব শিক্ষিতঃ॥ ৪২॥
ন সোঽস্তি তনুভৃল্লোকে যোঽনন্তাৎ প্রেরিতঃ স্বয়ং।
ব্রবীতি ভুঙ্ক্তে পিবতি চেষ্টতে চ শ্বসিত্যপি॥ ৪৩॥
উক্তমেব বদাম্যেতত্ত্যজেমাং তামসীং ধিয়ং।
পূর্ব্বং ত্বয়ার্চ্চিতো বিষ্ণুর্ভক্ত্যৈশ্বর্য্যৈককারণং॥ ৪৪॥
ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যমেতত্তে যৎপ্রসাদাদিহাভবৎ।

প্রভো! ত্রিভুবনের অধীশ্বর হরি, অনুকম্পা করিয়া এইরূপেই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আপনি ইহা অযোগ্য কথা বলিতেছেন। অধিক কি আপনাকেও তিনি (হরি) শিক্ষা দিয়াছেন॥ ৪২॥

জগতে এমন কোন শরীরধারী জীব নাই, যে ব্যক্তি অনন্ত বিশ্বময় হরি কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া স্বয়ং বলিতে পারে, ভোজন করিতে পারে, পান করিতে পারে, শারীরিক কোন প্রকার চেষ্টা করিতে পারে বা নিশ্বাস পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারে॥ ৪৩॥

শাস্ত্রে যে কথা উক্ত হইয়াছে, আমি সেই কথাই বলিতেছি। আপনি এইরূপ তামসিক জ্ঞান পরিত্যাগ করুন। আপনি পুরাকালে ভক্তিযোগে আপনার একমাত্র ঐশ্বর্য্যের হেতু বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন॥ ৪৪॥

পিতঃ! যাঁহার প্রসাদে এই জগতে আপনার ত্রিভুবনের আধিপত্য হইয়াছে, সেই বিষ্ণুকে যদি আপনি অর্চ্চনা

তমনর্চ্চয়তো বিষ্ণুং ব্যক্তা তাত কৃতঘ্নতা ॥ ৪৫ ॥
যদ্বাত্মভাবং ন জনস্ত্যক্তুং শক্নোতি সর্ব্বথা।
সর্ব্বেশকল্পিতং তস্মাদিতোঽন্যন্ন ব্রুবে গুরো ॥ ৪৬ ॥
গুরুরপ্যঙ্গুলিং মোহাদহিদংষ্ট্রান্তরেঽর্পয়ন্।
নিষেধ্য ইতি মন্বোক্তং যৎকিঞ্চিত্তৎ ক্ষমস্ব মে ॥ ৪৭ ॥
উক্তেতি পাদাবনতং রাজা সাম্নামলং সুতং।
তদ্গুরুং মোচয়িত্বাহ বৎস কিং ত্বং ভ্রমস্থলং ॥ ৪৮ ॥
মমাত্মজস্য কিং জাড্যং তবাশক্তদ্বিজাতিবৎ।

না করেন, তাহা হইলে আপনার কৃতঘ্নতা প্রকাশ পাইবে॥৪৫

অথবা সর্ব্বময় হরি যাহার যেরূপ স্বভাব সৃষ্টি করিয়াছেন, মানব সর্ব্ব প্রকারে সেই নিজস্বভাব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। অতএব হে গুরো! তাঁহার নাম ব্যতীত আর আমি অন্য কিছুই বলিতে পারি না ॥ ৪৬ ॥

গুরুও যদি অজ্ঞানবশতঃ সর্পের দন্তের মধ্যে অঙ্গুলি সমর্পণ করেন, তাঁহাকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, আপনি আমার সেই সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করুন ॥ ৪৭ ॥

এই কথা বলিয়া প্রহ্লাদ চরণতলে নিপতিত হইলেন। সামগুণে পুত্র অতিশয় বিমলচিত্ত হইয়াছে দেখিয়া রাজা তদীয় গুরুর বন্ধনমোচন করত বলিতে লাগিলেন। বৎস! তুমি কেন নিতান্ত ভ্রমজালে পতিত হইতেছ? ॥ ৪৮ ॥

তুমি আমার পুত্র। অক্ষম ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমার কি এইরূপ জড়তা শোভা পায়?। বিষ্ণুপক্ষীয় প্রবঞ্চক মানব-

বিষ্ণুপক্ষৈর্ধ্রুবং ধূর্ত্তৈর্গূঢ়ং নিত্যং প্রতার্য্যসে ॥ ৪৯ ॥
ত্যজ দ্বিজপ্রসঙ্গং ত্বং জড়সঙ্গো হ্যশোভনঃ।
অস্মৎকুলোচিতং তেজস্তব যেন তিরোহিতং ॥ ৫০ ॥
যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ ॥ ৫১ ॥
মৎসুতত্বোচিতং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুপক্ষীয়নাশনং।
স্বয়মেব ভজন্ বিষ্ণুং মন্দ কিং ত্বং ন লজ্জসে ॥ ৫২ ॥
বিশ্বনাথস্য মে সূনুর্ভূত্বান্যং নাথমিচ্ছসি।

গণ নিশ্চয়ই গুপ্তভাবে নিত্যই তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছে ॥ ৪৯ ॥

তুমি জড় ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ কর। কারণ জড় সংসর্গ কখন মনোহর নহে। দেখ এই জড়সঙ্গ করিয়া আমাদের বংশসমুচিত তেজ তোমার সম্বন্ধে অন্তর্হিত হইয়াছে॥৫০

যে মানবের যাহার সহিত সঙ্গ হইবে, মণির ন্যায় সেই সংসর্গ জনিত গুণ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজকুলের বৃদ্ধি নিমিত্ত স্বজাতীয় লোকদিগের সহিত সংসর্গ করিবে ॥ ৫১ ॥

হে মূঢ়! তুমি যখন আমার পুত্র, তখন তোমার উচিত বিষ্ণুপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করা। তুমি তাহা পরিত্যাগ করিয়া, স্বয়ংই বিষ্ণুকে ভজনা করিতেছ, ইহাতে কি লজ্জিত হইতেছ না? ॥ ৫২ ॥

আমি বিশ্বের অধীশ্বর। তুমি আমার পুত্র হইয়া অপরকে অধীশ্বর বলিতে ইচ্ছা করিতেছ?। কারণ, যে ব্যক্তি,

আরূঢ়স্য যতো হস্তী হ্রস্ব ইত্যস্তি লোকবাক্ ॥ ৫৩ ॥
শিশুর্বা ত্বং ন জানীষে বর্ত্তমানঃ পরোক্তিভিঃ।
শৃণু বৎস জগত্তত্ত্বং নাত্র কশ্চিজ্জগৎপ্রভুঃ ॥ ৫৪ ॥
যঃ শূরঃ স শ্রিয়ং ভুঙ্‌ক্তে যঃ প্রভুঃ স মহেশ্বরঃ।
স দেবঃ সকলারাধ্যঃ সচাহং ত্রিজগজ্জয়ী ॥ ৫৫ ॥
বিষ্ণুনামাস্তি দেবেষু সত্যং দেবোত্তমশ্চ সঃ।
মায়ী শম্বরবৎ কিন্তু সোঽসকৃন্নির্জ্জিতো ময়া ॥ ৫৬ ॥
বালস্ত্বং তান্ দ্বিজানিত্থমুপদেষ্টুমিহানয়।

হস্তির পৃষ্ঠে আরোহণ করে, তাহার কাছে হস্তী ক্ষুদ্র হইয়া থাকে, এইরূপ লৌকিক বাক্য আছে ॥ ৫৩ ॥

অথবা তুমি বালক। তুমি পরের কথায় প্রকৃত বিষয় জানিতে পার নাই। বৎস! তুমি জগতের তত্ত্ব শ্রবণ কর। এই জগতে জগতের কেহ প্রভু নাই ॥ ৫৪ ॥

যে ব্যক্তি বীর, সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ করে। যে ব্যক্তি অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ করিতে সমর্থ, সেই ব্যক্তিই মহেশ্বর, সেই ব্যক্তিই সকলের আরাধ্য দেবতা, এবং সেই ব্যক্তিই আমি, সুতরাং আমি ত্রিভুবনের জয় কর্ত্তা ॥ ৫৫ ॥

দেবতাদিগের মধ্যে সত্যই বিষ্ণুনামে একজন দেবতা আছে। সেই বিষ্ণু দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠও বটেন এবং শম্বর নামক অসুরের মত বিষ্ণু অত্যন্ত মায়াবী। কিন্তু আমি তাহাকে বারম্বার জয় করিয়াছি ॥ ৫৬ ॥

তুমি বালক। তুমি এই প্রকার উপদেশ দিবার জন্য সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর। আমি যে

তেষামহং প্রবক্ষ্যামি যথা বিষ্ণোরহং পরঃ ॥ ৫৭ ॥
ত্যজ জাড্যমতঃ শৌর্য্যং ভজস্ব স্বকুলোদ্ভবং।
উত্তিষ্ঠ কেশরিশিশো জহি দেবমৃগব্রজং ॥ ৫৮ ॥
ইত্যাকর্ণ্য সুধীঃ প্রাহ পিতরং রচিতাঞ্জলিঃ।
তাতৈবমেতচ্ছূরশ্চ বিশ্বনাথশ্চ নান্যথা ॥ ৫৯ ॥
ত্বাং নাহং প্রাকৃতং মন্যে ত্রিজগজ্জয়িনং পরং।
ধ্রুবং ত্বং ত্রিজগদ্ভর্ত্তুর্ব্বিষ্ণোরেবাংশসম্ভবঃ ॥ ৬০ ॥
ইদং শৌর্য্যমিয়ং শক্তিরীদৃশ্যঃ সম্পদঃ প্রভোঃ।

বিষ্ণু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা আমি সেই সকল ব্রাহ্মণদের সম্মুখে বর্ণন করিব ॥ ৫৭ ॥

অতএব তুমি জড়তা পরিত্যাগ কর এবং স্বকীয় বংশের সমুচিত বীরত্ব অবলম্বন কর। হে সিংহশাবক! তুমি গাত্রোত্থান কর এবং দেবতারূপ হরিণকুল বিনষ্ট কর ॥ ৫৮ ॥

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানবান্ প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতাকে বলিতে লাগিলেন। পিতঃ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা এইরূপই বটে। আপনি যে বীর এবং আপনি বিশ্বের অধীশ্বর, ইহাতে আর অন্যথা নাই ॥ ৫৯ ॥

আপনি ত্রিভুবনের জেতা এবং আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব আমি আপনাকে সাধারণ লোক বলিয়া বিবেচনা করি না। আপনি নিশ্চয়ই ত্রিভুবনের অধীশ্বর, বিষ্ণুর অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

প্রভো! এই প্রকার বীরত্ব, এই প্রকার শক্তি এবং ঐই-

অনন্তশক্তেরংশত্বাৎ সূচয়ন্ত্যন্যদুর্লভাঃ ॥ ৬১ ॥
কিন্ত্বন্যদবিচার্য্যোক্তং দ্বিজসঙ্গং ত্যজেতি যৎ।
প্রসীদার্য্য তমস্যন্ধে ভ্রমন্ দীপং ত্যজেৎ কথং ॥ ৬২ ॥
অজ্ঞানধ্বান্তদুর্লক্ষবিষয়াবটসঙ্কটে।
ব্রজন্ ভববিলে দীপং দ্বিজসঙ্গং ভজেৎ সুধীঃ ॥ ৬৩ ॥
মাৎসর্য্যাদ্বা বৃথাদ্বেষাদ্দ্বিজসঙ্গং হি যস্ত্যজেৎ।
সন্মার্গদর্শনং মূঢ়ঃ স হন্যাৎ স্বে চ চক্ষুষী ॥ ৬৪ ॥
দ্বিজসঙ্গং কথং জহ্যাদমৃতাস্বাদসৎফলং।

রূপ সম্পত্তি সকল, অনন্তশক্তিসম্পন্ন বিষ্ণুর অংশসম্ভূত বলিয়া, অপরের দুর্লভরূপে পরিচিত হইতেছে ॥ ৬১ ॥

কিন্তু "তুমি ব্রাহ্মণসঙ্গ পরিত্যাগ কর" এই বিষয় আপনি অবিচার পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে পূজ্য! আপনি প্রসন্ন হউন। যে ব্যক্তি গাঢ় তিমিরে পতিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, সে ব্যক্তি কি প্রকারে প্রদীপ পরিত্যাগ করিবে? ॥ ৬২ ॥

অজ্ঞানরূপ তিমির দ্বারা আবৃত, এবং বিষয় রূপ গর্ত্তময় স্থান দ্বারা এই সংসার-বিল অত্যন্ত সঙ্কট হইয়াছে। ইহাতে ভ্রমণশীল সুধী ব্যক্তি দ্বিজ-সংসর্গ রূপ প্রদীপ আশ্রয় করিবেন ॥ ৬৩ ॥

যে ব্যক্তি মাৎসর্য্য বশতঃ অথবা বৃথা দ্বেষ করিয়া সৎপথের পরিদর্শক দ্বিজসঙ্গ পরিত্যাগ করে, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি স্বকীয় নেত্রযুগল ক্ষয় করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

পণ্ডিত লোকে অমৃতের মত আস্বাদযুক্ত উৎকৃষ্ট ফল

খলসঙ্গং কথং কুর্য্যাদ্ভবাগ্ন্যুদ্দীপনানিলং ॥ ৬৫ ॥
বিষ্ণোঃ সর্ব্বময়স্যাপি প্রধানাস্তনবো দ্বিজাঃ।
কথং জন্ম বৃথা কুর্য্যাং ত্যক্ত্বা তৈঃ সঙ্গতিং গুরো ॥ ৬৬ ॥
গোব্রাহ্মণাঃ পরং দৈবং হবির্মন্ত্রাত্মকা যতঃ।
বিষ্ণুশক্তিস্তদাধারা সমস্তজগদাশ্রয়া ॥ ৬৭ ॥
সর্ব্বদৈবোপজীবন্তি যানষ্টৌ দেবযোনয়ঃ।
দেবানামপি দেবেভ্যস্তেভ্যঃ কো ন নমেদ্বুধঃ ॥ ৬৮ ॥

স্বরূপ দ্বিজসঙ্গ কি রূপে পরিত্যাগ করিবেন? এবং কি প্রকারেই বা সংসাররূপ অনলের উত্তেজক বায়ু স্বরূপ, খলজনের সংসর্গ করিতে পারিবেন? ॥ ৬৫ ॥

হে গুরো! যদিচ বিষ্ণু সর্ব্বময় তথাপি তাঁহার প্রধান শরীর ব্রাহ্মণগণ। আমি সেই ব্রাহ্মণদিগের সহিত সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে জন্ম নিরর্থক করিতে পারি? ॥ ৬৬ ॥

গো হইতে ঘৃত হয়। এই ঘৃতদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ করিতে হয়। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুযজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া থাকেন। অতএব ঘৃত এবং মন্ত্রাত্মক গো ব্রাহ্মণ সকল পরম দেবতা। সমস্ত জগতের অবলম্বন স্বরূপ বিষ্ণু-শক্তি, সেই গো ব্রাহ্মণের আধার ॥ ৬৭ ॥

বিদ্যাধর প্রভৃতি আট প্রকার দেবযোনি বিশেষ, সর্ব্বদাই যে সকল ব্রাহ্মণদের সাহায্য অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে, দেবগণ অপেক্ষাও পরম দেবতা, সেই সকল ব্রাহ্মণ-দিগকে কোন্ জ্ঞানী না প্রণাম করিয়া থাকেন? ॥ ৬৮ ॥

জগদ্রথস্যাঙ্গভূতা ধৃত্যৈ গোব্রাহ্মণা ধ্রুবং।
পূজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতা যে রক্ষন্তি সদা জনান্॥ ৬৯ ॥
গোবিপ্রসদৃশং নান্যদ্দৃষ্টাদৃষ্টং হিতং নৃণাং।
বস্তু যদ্দর্শনস্পর্শকীর্ত্তনৈঃ কল্মষাপহং ॥ ৭০ ॥
নিত্যোপচীয়মানশ্চ পাপাগ্নিরবশৈর্জনৈঃ।
সদ্যো গিলেদিমাঁল্লোকান্ গোবিপ্রৈর্ব্বারিতো নচেৎ ॥৭১॥
বিপ্রা এব ভবব্যাধেঃ ক্লিষ্টং স্বশরণাগতং।
দিব্যজ্ঞানৌষধং দত্ত্বা রক্ষন্ত্যৌষধবেদিনঃ ॥ ৭২ ॥
বিপ্রা এব বিজানন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।

গো ব্রাহ্মণগণ জগৎরূপ রথ ধারণ করিবার জন্য নিশ্চয়ই চক্র স্বরূপ। গো ব্রাহ্মণদিগকে পূজা, প্রণাম এবং ধ্যান করিলে তাঁহারা লোকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥

গোব্রাহ্মণের তুল্য মানবদিগের দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ে এমন কোন হিতকর বস্তু নাই। গো ব্রাহ্মণগণের দর্শন, স্পর্শন এবং কীর্ত্তন দ্বারা পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে ॥৭০ ॥

যদি গোব্রাহ্মণগণ নিবারণ না করিতেন, তাহা হইলে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদ্বারা নিত্য বর্দ্ধিত হইয়া পাপরূপ বহ্নি তৎক্ষণাৎ এই ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে পারিত ॥ ৭১ ॥

ভবব্যাধি হইতে ক্লেশ পাইয়া যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে ঔষধবেত্তা ব্রাহ্মণেরাই দিব্য জ্ঞানরূপ ঔষধ দিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥

প্রভো। ব্রাহ্মণেরাই কেবল বিষ্ণুর সেই পরমপদ দর্শন

কিমসিদ্ধা বিজানন্তি নিধিং গূঢ়তমং প্রভো ॥ ৭৩ ॥
তস্মাদ্দ্বিজা জনৈঃ পূজ্যা জ্ঞানসিদ্ধ্যৈ বিশেষতঃ।
দেব বুদ্ধ্যা যদজ্ঞানী ন নির্ব্বিণ্ণঃ পরঃ পশুঃ ॥ ৭৪ ॥
ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা হিরণ্যকশিপুঃ ক্রুধা।
মিথ্যা বিহস্য প্রাহেদমহোঽদ্ভুতমিদং মহৎ ॥ ৭৫ ॥
অসুরোঽয়ং দ্বিজান্ স্তৌতি মার্জ্জার ইব মূষিকান্।
দ্বেষ্যান্ শিখীব ফণিনো দুর্নিমিত্তমিদং ধ্রুবং ॥ ৭৬ ॥
লব্ধ্বাপি মহদৈশ্বর্য্যং লাঘবং যান্ত্যবুদ্ধয়ঃ।

করিয়া থাকেন। যাহারা সিদ্ধ পুরুষ নহে, অথবা যাহাদের যোগসিদ্ধি হয় নাই, তাহারা কি নিধি (অমূল্য রত্ন বিশেষ) জানিতে পারে ? ॥ ৭৩ ॥

অতএব ব্রাহ্মণদিগকে, বিশেষতঃ জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত পূজা করিতে হইবে। দেব ! বুদ্ধি থাকিয়াও যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে জানিতে পারে না এবং না জানিয়াও দুঃখিত হয় না, সেই ব্যক্তি পরম পশু ॥ ৭৪ ॥

পুত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অধীর হইয়া মিথ্যা হাস্য পূর্ব্বক এইরূপ বলিতে লাগিল। অহো ! ইহা অতীব আশ্চর্য্য ? ॥ ৭৫ ॥

বিড়াল যেরূপ মূষিকদিগকে স্তব করে এবং ময়ূর যেরূপ নিজের শত্রু ভুজঙ্গদিগকে স্তব করিয়া থাকে, সেইরূপ আমার পুত্র এই অসুর, ব্রাহ্মণদিগকে স্তব করিতেছে। এই সকল কিন্তু নিশ্চয়ই অশুভের চিহ্ন, সন্দেহ নাই ॥ ৭৬ ॥

মূর্খগণ মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও লঘুতা প্রাপ্ত হইয়া

যদয়ং মৎসুতঃ স্তুত্যঃ স্তাবকান্ স্তৌতি নীচবৎ ॥ ৭৭ ॥
রে মূঢ় দৃষ্ট্বাপ্যৈশ্বর্য্যং মম ক্রুষে হরিং মুহুঃ।
কাকঃ স্মরতি বা নিম্বফলং চূতবনে স্থিতঃ ॥ ৭৮ ॥
কস্তে বহুমতো বিষ্ণুর্যং জানন্তি দ্বিজা বদ।
অস্মাদৃশস্য তু হরেঃ স্তুতিরেষা বিড়ম্বনা ॥ ৭৯ ॥
অবিদ্যমানং ত্বং বিষ্ণুং বর্ণয়ন্ বহুধা মুদা।
তন্তূন্ বিনাম্বরং চিত্রং বয়ন্মত্ত ইবেক্ষ্যসে ॥ ৮০ ॥

থাকে, কারণ,আমার পুত্র সকলের স্তুতিযোগ্য। আজ যাহারা আমার পুত্রকে স্তব করিবে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার পুত্র ইতর লোকের মত সেই স্তবকারক ব্যক্তিদিগকেই স্তব করিতেছে ॥ ৭৭ ॥

অরে মূর্খ! তুই আমার মহৎ ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়াও বারম্বার হরির কথা বলিতেছিস্। যেমন কাক আম্রবনে থাকিয়াও নিম্বফল স্মরণ করিয়া থাকে ইহাও তদ্রূপ ॥ ৭৮ ॥

ব্রাহ্মণেরা যাহার স্তব করে, সেই বিষ্ণু কে, বল দেখি? যাহাকে তুই এত আদর করিয়া স্তব করিতেছিস্, আমাদের ন্যায় লোকের এইরূপ হরির স্তুতি করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ৭৯ ॥

বিষ্ণু বিদ্যমান নাই। অথচ তুই সহর্ষে বারম্বার সেই বিষ্ণুর বিষয় বর্ণনা করিতেছিস্। এখন দেখিতেছি, তন্তু (সূত্র) রাশি ব্যতীত বস্ত্র বয়ন করিতে ইচ্ছা করাতে তোকে উন্মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে ॥ ৮০॥

অভিত্তি-চিত্রকর্ম্মেব খপুষ্পস্যেব সৌরভং ।
মূঢ় নির্ব্বিষয়ং বিষ্ণোঃ কিং ন জানাসি সংস্তবং ॥ ৮১ ॥
ত্বং পশ্যসি শিশুর্ব্বিষ্ণুমপি সূক্ষ্মদৃশো বয়ং ।
বীক্ষমাণা ন পশ্যামো মত্তঃ পশ্যতি কোঽপরঃ ॥ ৮২ ॥

নিন্দন্তমিত্থং তমুবাচ বালো
জ্ঞানার্ণবঃ স্বং পিতরং সরোষঃ ।
অভীরখিন্নঃ স পিধায় কর্ণৌ
গুরুশ্চ বাচ্যঃ পরগুর্ব্বমিত্রঃ ॥ ৮৩ ॥

অরে মূর্খ! ভিত্তিশূন্য স্থানে তুই চিত্রকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্! তুই আকাশকুসুমের আঘ্রাণ লইতে বাসনা করিয়াছিস্। তুই কি জানিস্ না যে, বিষ্ণুর স্তব বা পরিচয়ের কোন মূল নাই, তাহা কেবল অলীকমাত্র ॥ ৮১ ॥

তুই বালক বলিয়া বিষ্ণুকে দেখিতেছিস্। কিন্তু আমরা সূক্ষ্মদর্শী হইয়া এবং তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পাইতেছি না, বস্তুতঃ আমি ভিন্ন আর অন্য কোন্ স্থূলদর্শী তাহাকে দেখিতে পাইবে ? ॥ ৮২ ॥

হিরণ্যকশিপু যখন এইরূপ বিষ্ণুনিন্দা করিতে লাগিল, তখন সেই জ্ঞানসিন্ধু বালক প্রহ্লাদ, কুপিত হইয়া আপনার পিতাকে বলিতে লাগিলেন। বলিবার কালে বালকের কোন ভয়, অথবা খেদ উপস্থিত হইল না। কিন্তু পিতার কথা শুনিয়া অঙ্গুলি দিয়া কর্ণযুগল আচ্ছাদন করিল। প্রহ্লাদ নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, "যিনি পরমগুরু নারায়ণের শত্রু, তিনি পিতা হউন্, তথাপি তাঁহাকে তিরস্কার করা কর্ত্তব্য" ॥ ৮৩ ॥

সত্যং ন জানাসি মুনীন্দ্রগুহ্যং
জড়স্বভাবোঽস্য জড়স্বভাবং।
অকম্পনং ত্বং বহুকম্পনস্ত্বং
নিগূঢ়তত্ত্বং প্রকটার্থদর্শী। ৮৪।
জ্ঞানেন যেষাং বিদধে বিধাতা
পরায়ণং কেবলচক্ষুরাদি।
কারুণ্যপাত্রং বত দেহিনস্তে
কথং বিজানীয়ুরতীন্দ্রিয়ং ত্বং ॥ ৮৫ ॥
মনস্তু তদ্বেদকমস্তি লব্ধং

পিতঃ! আপনি জড়প্রকৃতির লোক, এই সংসারে আপনি নানাবিধ তরঙ্গে পড়িয়া অনেকবার কম্পিত হইয়াছেন। আপনি কেবল এই প্রকাশ্য বাহ্য বিষয় সকল দর্শন করিয়া থাকেন। আপনার সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই। সুতরাং যাঁহার স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ, তিনি কিছুতেই কম্পমান নহেন, মুনীন্দ্রগণ ধ্যান করিয়া যাঁহার মহিমা অবগত হইতে পারেন না এবং যাঁহার তত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ়, সত্যই আপনি তাঁহাকে (হরিকে) জানেন না ॥ ৮৪ ॥

সেই জগদীশ্বর হরি, জ্ঞান দ্বারা যে সকল মানবের, কেবল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে পরম অবলম্বন স্বরূপ করিয়াছেন, হায়! সেই সমস্ত দেহধারী জীবগণ কিরূপে সেই দয়াসিন্ধু এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর হরিকে জানিতে পারিবে? ॥৮৫

সাধারণ মানবের এক মন আছে সত্য। অথচ এই মনই কেবল বিষ্ণুকে জানিতে পারে। দুঃখের বিষয় এই, মানব-

মাৎসর্য্যদম্ভস্মরপঙ্কলিপ্তং।
পুংসাং মনস্তৎ সমলং বিশুদ্ধং
বিষ্ণুং কথং বেদয়িতুং প্রভু স্যাৎ ॥ ৮৬ ॥
বিচক্ষণাস্তস্য মলানি সম্যগ্-
বিধূয় বৈরাগ্যজলেন কেচিৎ।
শুদ্ধেন তেনাথ বিদন্তি শুদ্ধং
স গোচরঃ স্যাৎ কথমস্মদাদেঃ ॥ ৮৭ ॥
মাৎসর্য্যলোভস্মররোষশিষ্যাঃ
পশ্যেম বিষ্ণুং যদি তং বয়ঞ্চ।

গণের মন, মাৎসর্য্য, কাম ও অহঙ্কাররূপ পঙ্কে লিপ্ত হইয়াছে। সুতরাং মানবদিগের এইরূপ মন নিতান্ত মলিন। এইরূপ মলিন ও অপবিত্র মন কিরূপে পবিত্র এবং বিমল বিষ্ণুকে জানিতে সক্ষম হইবে? ॥ ৮৬ ॥

বিচক্ষণ জ্ঞানিগণ কোন এক অপূর্ব্ব অগাঢ পবিত্র, বৈরাগ্য রূপ জল দ্বারা সম্যক্‌রূপে সেই মনের মলরাশি প্রক্ষালন করিয়া, পরে সেই পবিত্র মনোদ্বারা বিশুদ্ধ বিষ্ণুকে জানিতে পারেন। তখন বিষ্ণু সেই পবিত্রচেতাঃ মানবের নেত্রপথে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অতএব তিনি আমাদের ন্যায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকটে আবির্ভূত হইবেন কেন? ॥৮৭॥

আমরাও যদি কাম, ক্রোধ, লোভ ও মাৎসর্য্যের অধীন বা দাস হইয়া, সেই বিষ্ণুকে দেখিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠমুনিগণ গলিতপত্র ভোজন করিয়া কেনই বা অতীব

তৎ কিং বৃথাষ্টাঙ্গকযোগতন্ত্রৈঃ
ক্লিশ্যন্ত্যলং পর্ণভুজো মুনীন্দ্রাঃ ॥ ৮৮ ॥
অহঞ্চ তং তাত ন বেদ্মি সম্যক্
জ্ঞাতঃ স চেৎ সর্ব্বময়ঃ সুখাত্মা।
পুনর্ন ভেদপ্রবণেন পুংসাং
ভাব্যং বিভুস্তর্হি বিমুক্তিরেষা ॥ ৮৯ ॥
বয়স্তু তাদৃক্স্থিতিকাঙ্ক্ষিণোঽপি
বৃথা হতাশাস্তমজং ন বিদ্মঃ।
কিঞ্চিৎ কদাচিদ্যদি তাত বিদ্ম-
স্তস্যৈব মায়া পুনরাবৃণোতি ॥ ৯০ ॥
তদ্ভাবদাস্তাং ভূয়োঽপি কারণং বিষ্ণুদর্শনে।

ক্লেশ পাইবেন এবং কেনই বা বৃথা অষ্টাঙ্গযাগের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ৮৮ ॥

পিতঃ! আমিও সেই বিষ্ণুকে সম্যক্‌রূপে জানি না। সেই সর্ব্বময়, সুখস্বরূপ, মহাপ্রভু হরিকে জানিতে পারিলে আর মানবের পুনর্ব্বার ভেদজ্ঞান থাকে না, এবং তাহা হইলেই মুক্তি হইল ॥ ৮৯ ॥

আমরাও সেইরূপে থাকিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক আছি সত্য, কিন্তু বৃথা নিরাশ হইয়া সেই বিষ্ণুকে জানিতে পারিলাম না। পিতঃ! যদি কখন কিছু জানিতে পারি, আবার তাঁহার মায়া আসিয়া আবরণ করে, অর্থাৎ তত্ত্ববস্তু জানিতে দেয় না ॥ ৯০ ॥

বিষ্ণুকে না দেখিবার যে সকল কারণ আছে, এক্ষণে

শৃণু মাৎসর্য্যবস্ত্রং হি জ্ঞানাঙ্গাবরণং দৃঢ়ং ॥ ৯১ ॥
মাৎসর্য্যাদ্বীক্ষ্যসে বিষ্ণুং তত এনং ন পশ্যসি।
লোচনে সুদৃঢ়ং বদ্ধা দিদৃক্ষুঃ কিমিহেক্ষতে ॥ ৯২ ॥
ভক্তিপূতো দিদৃক্ষুস্তং তদ্দ্রক্ষ্যসি জগন্ময়ং।
দিব্যাঞ্জনাক্তনয়নঃ সিদ্ধোঽদৃশ্যমিবৌষধং ॥ ৯৩ ॥
স্বমায়য়া জগৎ কৃৎস্নং বশীকুর্ব্বন্নপীশ্বরঃ।
বিষ্ণু র্ভক্ত্যৈকয়া চিত্রং বশো ভবতি দেহিনাং ॥ ৯৪ ॥
তমনিচ্ছন্ সুখাত্মানং সর্ব্বদুঃখাশ্রয়ঃ স্বয়ং।

পুনর্ব্বার তত্তৎ কারণ থাকুক। যাহা দ্বারা জ্ঞানের অঙ্গ দৃঢ়রূপে আবরণ করা যায়, সেই মাৎসর্য্যরূপ আবরণ বস্ত্রের বিশদ শ্রবণ করুন ॥ ৯১ ॥

আপনি মাৎসর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিষ্ণুকে দেখিতেছেন তাহাতেই দেখিতে পাইতেছেন না। দেখুন দর্শনাভিলাষী ব্যক্তি দৃঢ়রূপে বস্ত্র দ্বারা নেত্রযুগল বাঁধিয়া কি এই জগতে কিছু দেখিতে পায়? ॥ ৯২ ॥

যেরূপ দিব্য অঞ্জন (কাজল) চক্ষে মাখাইলে সিদ্ধপুরুষ অদৃশ্য ঔষধ দর্শন করিতে পারেন, সেইরূপ আপনি ভক্তিপূত হইয়া যদি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সেই বিশ্বময় বিষ্ণুকে দেখিতে পাইবেন ॥ ৯৩ ॥

যদিচ তিনি আপনার মায়াদ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড বশীভূত করিয়া থাকেন সত্য, তথাপি এই আশ্চর্য্য যে, তিনি দেহিদিগের একমাত্র ভক্তিদ্বারা বশীভূত হইয়াথাকেন ॥ ৯৪॥

যে ব্যক্তি সুখস্বরূপ এবং সুসেব্য বিষ্ণুকে স্বয়ং ইচ্ছা

জনঃ সুসেব্যং মূঢ়াত্মা শোচ্য এব কিমুচ্যতে ॥ ৯৫ ॥
ইতি প্রহ্লাদবচনং নিশম্য সুরকণ্টকঃ।
ভ্রূকুটীবিকটাটোপঃ স্ফুটক্রোধোদ্ভটাননঃ ॥ ৯৬ ॥
ববর্ষ বৈষ্ণবে সূনৌ ভর্ৎসনাশনিসঞ্চয়ং।
তমেব ভাবং নৃহরৌ সূচয়ন্নখিলাত্মনি ॥ ৯৭ ॥
মূঢ়ঃ স্বশরণাচ্চৈনং গোবিন্দশরণং দ্বিজাঃ।
নির্ব্বাসয়ামাস ভটৈরায়ুঃশেষমিবাত্মনঃ ॥ ৯৮ ॥
জিহ্মাং নিরীক্ষ্য চ প্রাহ চাধরং কম্পয়ন্নুষা।

না করে, সেই ব্যক্তি সকল দুঃখের আধার হইয়া থাকে এবং সেই মূঢ়মতি যে সকলের শোচনীয় হইবে, তাহা কি আর বলিতে হয়? ॥ ৯৫ ॥

দেবশত্রু হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহার মুখে স্পষ্ট ক্রোধচিহ্ন লক্ষিত হইল এবং ভ্রূকুটী দ্বারা তাঁহার মুখের বিকট ভঙ্গী প্রকাশ পাইল ॥ ৯৬ ॥

তখন দৈত্যপতি বিষ্ণুপরায়ণ পুত্রের উপরে তিরস্কার-রূপ বজ্র সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইল যেন, দৈত্যরাজ বিশ্বময় বিষ্ণুর প্রতিই সেই ভাব সূচনা করিয়া দিতেছে ॥ ৯৭ ॥

মূঢ়মতি দৈত্যরাজ সৈন্য দ্বারা বিষ্ণুশরণাগত প্রহ্লাদকে নিজ গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল, ইহাতে বোধ হইল যেন বিষ্ণুর শরণাগত প্রহ্লাদকে বহির্গত করাতে নিজের পরমায়ুরই অবশিষ্টাংশ বহির্গত করিয়া দেওয়া হইল ॥ ৯৮ ॥

তখন তিনি ক্রোধে অধর কম্পিত করিয়া এবং সেই

যাহি যাহি দ্বিজপশো সাধু শাধি শিশুং মম ॥ ৯৯ ॥
প্রসাদ ইত্যেব বদন্ স বিপ্রো
জগাম গেহং খলরাজসেবী।
বিষ্ণুং বিসৃজ্যাম্বচরচ্চ দৈত্যং
কিং বা ন কুর্য্যুর্ভরণায় লুব্ধাঃ ॥ ১০০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদ-চরিতেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

কুটিলভাবে (অথবা কুটিল ব্রাহ্মণকে) নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। অরে ব্রাহ্মণপশো! যাও যাও, আমার পুত্রকে ভাল করিয়া শাসন কর ॥ ৯৯ ॥

"ইহা আপনার অনুগ্রহ" এই কথা বলিয়া, নৃশংসরাজ-সেবী ব্রাহ্মণ গৃহে গমন করিলেন। তিনি বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই দৈত্যেরই সেবা ও অর্চ্চনাদি করিতে লাগিলেন। লুব্ধ ব্যক্তিগণ ভরণ পোষণ হইবে বলিয়া, কি অকার্য্যই না করিয়া থাকে? ॥ ১০০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ-বিদ্যারত্নানুবাদিতে প্রহ্লাদচরিতে অষ্টম অধ্যায় ॥ ৮ ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ ॥

সোঽপ্যাশু নীতো গুরুবেশ্ম দৈত্যৈ-
র্দৈত্যেন্দ্রসূনুর্গুরুভক্তিভূষঃ।
অশেষবিদ্যানিবহেন সাকং
কালেন কৌমারমবাপ যোগী ॥ ১ ॥
প্রায়েণ কৌমারমবাপ্য লোকঃ
পুষ্ণাতি নাস্তিক্যমসদ্রতিঞ্চ।
তস্মিন্ বয়স্যস্য বহির্বিরক্তিঃ
কৃষ্ণে ত্বভূচ্চিত্রমজে চ ভক্তিঃ ॥ ২ ॥
যদা কলাভিঃ সকলাভিরেষ

শ্রীনারদ কহিলেন, দৈত্যগণ যখন শীঘ্র দৈত্যপতির পুত্র সেই প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে লইয়াগেল, তখন প্রহ্লাদের গুরু-ভক্তি অলঙ্কার হইয়াছিল। অবশেষে যোগনিষ্ঠ প্রহ্লাদ, যথাকালে নানাবিধ বিদ্যার সহিত কৌমার অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১ ॥

প্রায়ই সাধারণ লোকে কৌমার দশা প্রাপ্ত হইয়া নাস্তি-কতা অবলম্বন করে এবং অসৎ বিষয়ে অনুরক্তি দেখাইয়া থাকে। কিন্তু সেই কৌমার বয়সে এই বালকের বাহ্য-পদার্থে বৈরাগ্য এবং সেই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি জন্মিয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্য ॥ ২ ॥

যে সময়ে নিজের সকল প্রকার (চতুঃষষ্টি প্রকার নৃত্য গীতাদি) কলাদ্বারা এই বালক, সম্যক্‌রূপে পরিপূর্ণ হয়

পূর্ণো ভবেন্নৈব তদাস্য সম্যক্।
প্রকাশিতানন্তপদঃ সমস্তাঃ
প্রজ্ঞানচন্দ্রস্তু কলাঃ পুপোষ ॥ ৩ ॥
ক্ষয়িষ্ণুতারাহুভয়ব্যতীতং
প্রজ্ঞানসংজ্ঞং বিভুগস্তদোষং।
সদোদিতং প্রাপ্য নবং স চন্দ্রং
রেজেহকলঙ্কং হৃতসর্ব্বতাপং ॥ ৪ ॥
দৈত্যেন্দ্রভীত্যা গুরুণাপ্যনুক্তং

নাই, তখন বালকের অনন্তপদ প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশেষে সেই জ্ঞানরূপ শশধর (প্রহ্লাদ) সমস্ত কলা ধারণ করিলেন ॥ ৩ ॥

তখন প্রহ্লাদ সে নূতন চন্দ্র পাইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন, সেই চন্দ্র স্বর্গীয় চন্দ্র অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। আকাশস্থ চন্দ্রের রাহুভয় ও কলাক্ষয় আছে, কিন্তু এই চন্দ্রের ক্ষয়রূপ রাহুভয় অতীত হইয়াছে। এই চন্দ্রের নাম প্রজ্ঞান, ইহা বিভু তুল্য এবং ইহার সকল দোষ অপগত হইয়াছে। আকাশে শশী সর্ব্বদা উদিত হন না এবং তাঁহার কলঙ্ক আছে, এই প্রজ্ঞান চন্দ্র সর্ব্বদাই সমুদিত এবং নিষ্কলঙ্ক। আকাশের চন্দ্রদ্বারা কেবল বাহ্য তাপ দূরীভূত হয়, কিন্তু এই চন্দ্রদ্বারা হৃদয়ের সকল প্রকার তাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

দৈত্যরাজের ভয়ে প্রহ্লাদের গুরু, পরব্রহ্মের কথা

ব্রহ্মাস্য সাক্ষাদপরোক্ষমাসীৎ।
হরেঃ প্রসাদেন সহস্ররশ্মৌ
স্থিতে হি দীপেন ন দৃশ্যদৃষ্টিঃ ॥ ৫ ॥
গুরূপদেশাংশ্চ বৃথৈব মন্যে
মহামতেমূ‍র্ঢমতেভৃ‍র্শঞ্চ।
নিরাময়স্যেহ কিমৌষধেন
পুংসস্তথৈবোৎকটযক্ষ্মভাজঃ ॥ ৬ ॥
অথ সম্পূর্ণবিদ্যং তং কদাচিদ্দিতিজেশ্বরঃ।
আনায্য প্রণতং প্রাহ প্রহ্লাদং দৈত্যপুঙ্গবঃ ॥ ৭ ॥

বলেন নাই, তথাপি সেই হরির অনুগ্রহে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। কারণ দিবাকর বিদ্যমান থাকিতে, নিশ্চয়ই দীপদ্বারা দৃশ্যবস্তু দেখিতে হয় না। ॥ ৫ ॥

মহাজ্ঞানি এবং অত্যন্ত মূঢ়মতি ব্যক্তিকে অতিশয় গুরূপদেশ প্রদান করা আমার মতে কেবল বৃথামাত্র। দেখ, যে ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত নহে, এই জগতে তাহাকে ঔষধ প্রদান করা অনর্থক। অথচ যে ব্যক্তি অসাধ্য যক্ষ্মরোগে অভিভূত, তাহাকেও ঔষধ দান করিলে কোন ফলোদয় হয় না ॥ ৬ ॥

অনন্তর একদা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে আনাইলেন। তখন প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া হরির প্রসাদে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদ যখন দৈত্যরাজের নিকটে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন ঐ দৈত্যরাজ তাঁহাকে বলিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

জ্ঞাতং দ্বিজোক্তং তৎকৃৎস্নমসদিত্যদ্য কিং ত্বয়া।
যেনার্ব্বাক্ ছাদিতো হ্যাসীর্ভস্মন্যেবাগ্নিরপ্রভঃ ॥ ৮ ॥
সাধ্বজ্ঞাননিধের্ব্বাল্যান্মুক্তোঽসি সুরসূদন।
ইদানীং ভ্রাজসে ভাস্বান্নীহারাদিব নির্গতঃ ॥ ৯ ॥
বাল্যে বয়ঞ্চ ত্বমিব দ্বিজৈর্জাড্যায় মোহিতাঃ।
বয়সা বর্দ্ধমানেন পুত্রৈকৈবং সুশিক্ষিতাঃ ॥ ১০ ॥
তদদ্য ত্বয়ি ধূর্য্যেঽহং সর্ব্বকণ্টকতাধুরং।
বিন্যস্য স্যাং চিরধৃতাং সুখী পশ্যন্ শ্রিয়ং তব ॥ ১১ ॥

তুমি অদ্য যে সকল ব্রাহ্মণের বাক্য জানিয়াছ, তাহা কি মিথ্যা ?। কারণ, ভস্মদ্বারা যেরূপ অগ্নি আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমি ব্রাহ্মণের কথা জানিয়া পশ্চাৎ আচ্ছাদিত হইয়াছ ॥ ৮ ॥

হে দৈতকুলের বংশধর ! হে দেবনাশন প্রহ্লাদ ! অজ্ঞানের আস্পদস্বরূপ বাল্যকাল হইতে যে উত্তীর্ণ হইয়াছ, ইহা ভালই হইয়াছে। এক্ষণে তুমি হিমনির্ম্মুক্ত দিবাকরের মত দীপ্তি পাইতেছ ॥ ৯ ॥

হে পুত্র ! বাল্যকালে তোমার মত ব্রাহ্মণগণ আমাদিগকেও জড়তায় মোহিত করিয়াছিল। পরে যখন বয়স্ বাড়িতে লাগিল, সেই সঙ্গে আমরাও এইরূপে সুশিক্ষিত হইয়াছি ॥ ১০ ॥

এক্ষণে তুমি ভারবহন ক্ষম হইয়াছ। অতএব অদ্য তোমার উপরে সমস্ত কণ্টকময় রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া এবং যখন এই রাজলক্ষ্মী তুমি বহুকাল বহন করিতে থাকিবে, তখন তোমার সেই শ্রী দেখিয়া আমি সুখী হইব ॥ ১১ ॥

গুরুশ্চ নীতিনৈপুণ্যং মমাগ্রেঽবর্ণয়ত্তব।
ন চিত্রং পুত্র তচ্চোক্তং বিচিত্রং বাঞ্ছতঃ শ্রুতীঃ ॥ ১২ ॥
নেত্রয়োঃ শত্রুদারিদ্র্যং শ্রোত্রয়োঃ সুতসূক্তয়ঃ।
যুদ্ধব্রণঞ্চ গাত্রাণাং মানিনাং হি মহোৎসবঃ ॥ ১৩ ॥
শ্রুত্বেতি নিকৃতিপ্রজ্ঞ-রক্ষঃপতিবচস্ততঃ।
জগাদ যোগী নিঃশঙ্কং প্রহ্লাদঃ প্রণতো গুরুং ॥ ১৪ ॥
সূক্তয়ঃ শ্রোত্রয়োঃ সত্যং মহারাজমহোৎসবঃ।
কিন্তু তা বৈষ্ণবীর্বাচো মুক্ত্বা নান্যা বিচারয় ॥ ১৫ ॥
নীতিঃ সূক্তিকথাশ্রাব্যা শ্রাব্যং কাব্যঞ্চ তদ্বতঃ।

বৎস! পূর্ব্বে তোমার গুরুও "তোমার যে নীতি শাস্ত্রে নৈপুণ্য হইয়াছে" তাহা বলিয়াছিল। তুমি যখন নানাবিধ শ্রুতি জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তখন তোমার পক্ষে নীতি শাস্ত্রের দক্ষতা বিচিত্র নহে ॥ ১২ ॥

দুই চক্ষে শত্রুগণের দরিদ্রতা দর্শন, দুইকর্ণে পুত্রের নীতিশাস্ত্রসঙ্গত বাণী সকল শ্রবণ এবং শরীরে যুদ্ধজনিত অস্ত্র-ক্ষত এই গুলি মানিলোকের মহোৎসব জানিবে ॥ ১৩ ॥

অনন্তর শঠবুদ্ধিসম্পন্ন দৈত্যরাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগপরায়ণ প্রহ্লাদ, প্রণত হইয়া নির্ভীক-চিত্তে পিতাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

মহারাজ! সত্যই পুত্রের সুন্দর উক্তি সকল কর্ণযুগলের মহোৎসব। কিন্তু আপনি সেই সকল বিষ্ণুসংক্রান্ত বাক্য পরিত্যাগ করিয়া, অন্যান্য বাক্যের বিচার করিবেন না ॥ ১৫ ॥

সূক্তিকথা শ্রবণ করিতে হইবে, ইহাই নীতি। [illegible]

যত্র সংসৃতি দুঃখৌঘরুক্ষাগ্নির্গীয়তে হরিঃ ॥ ১৬ ॥
দুর্ব্বদ্ধং বা সুবদ্ধং বা বচস্তৎ সদ্ভিরীড্যতে।
অচিন্ত্যঃ শ্রূয়তে যত্র ভক্ত্যা ভক্তেপ্সিতপ্রদঃ ॥ ১৭ ॥
অর্থশাস্ত্রেণ কিং তাত যৎ স্বসংসৃতিবর্দ্ধনং।
শাস্ত্রশ্রমেণ কিং তেন যেনাত্মৈব বিহিংস্যতে ॥ ১৮
নীতিভিঃ সম্পদস্তাভির্বহ্ব্যঃ স্যুর্মমতা দৃঢ়াঃ।
তাভির্ব্বদ্ধো ভবাম্ভোধৌ নিমজ্জত্যেব দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৯ ॥

যে কাব্যে সংসার জনিত দুঃখরাশির ভীষণ অগ্নি সদৃশ হরি-কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই কাব্যই যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে হইবে ॥ ১৬ ॥

অচিন্তনীয় মহিমাসম্পন্ন এবং ভক্তজনের অভীষ্টদাতা হরির কথা, যে কাব্যে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করা যায়, সেই কাব্যের বাক্য ভালরূপে রচিত হৌক, অথবা মন্দভাবে ..., পণ্ডিতেরা সেই বাক্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

পিতঃ! যাহা দ্বারা নিজের সংসারপথ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেই অর্থশাস্ত্রে প্রয়োজন কি? এবং যাহা দ্বারা আত্মহিংসা উপস্থিত হয়, তাদৃশ শাস্ত্র পাঠে পরিশ্রম করিয়া কি হইবে? ॥ ১৮ ॥

ঐ প্রকার নীতিশাস্ত্র দ্বারা মমতার আশ্রয় স্বরূপ সম্পত্তি সকল বদ্ধ হইয়া আছে। দুরাচার মানব মমতার আস্পদ-স্বরূপ সেই সমস্ত সম্পত্তি দ্বারা বদ্ধ হইয়া ভবসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

দরিদ্রাণাং স্বং ভূয়াংসি মমতাবন্ধনানি হি।
কদাচিদুত্তরেয়ুস্তে বিরক্তা ভববারিধেঃ ॥ ২০ ॥
সুস্থেন সম্পদস্তস্মান্ন কাম্যা নীতিশাস্ত্রতঃ।
ব্যাধয়ঃ প্রার্থনীয়াঃ কিং বৃথা দুষ্টৌষধাদনাৎ ॥ ২১ ॥
তৎ স্বীকুর্ব্বন্তি বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রং যেন ভবাভিধঃ।
অনাদির্হন্যতে শক্রুর্মহাস্ত্রং সুভটা যথা ॥ ২২ ॥
কিঞ্চ সাধনভূতা হি নীতয়ঃ সম্পদঃ ফলং।
ফলসাধনভেদাদি লোকে বিষ্ণুময়ে কুতঃ ॥ ২৩ ॥

দরিদ্রগণ কখন মমতাবন্ধনে বদ্ধ হয় না। কারণ, ঐরূপ মমতাবন্ধনে অধিকপরিমাণে আত্মতত্ত্ব বিবৃত হয় নাই। সেই সকল দরিদ্রেরা কখন বিরক্ত হইয়া ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াথাক ॥ ২০ ॥

অতএব নীতিশাস্ত্র পড়িয়া সুস্থচিত্তে ঐশ্বর্য্য [illegible]র কামনা করিবে না, আপনি সুস্থ ব্যক্তি হইয়া বৃথা দুষ্ট ঔষধ ভক্ষণ করিয়া কেন আরব্যাধি [illegible] প্রার্থনা করিবেন ॥ ২১॥

যেরূপ সুযোদ্ধৃগণ মহাস্ত্র অবল[illegible]নীয় বলিয়া স্বীকার করেন, সেইরূপ যাহাদ্বারা ভবনামক [illegible] এই অনাদি শত্রু বিনষ্ট হইতে পারে, পণ্ডিতেরা তাহাকে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

অপিচ, সাধনরূপ নীতি সমুদায়ই সম্পদের ফল জানিবেন। এই বিষ্ণুময় জগতে ফলভেদ এবং সাধনভেদ কি রূপে হইতে পারে ? ॥ ২৩ ॥

চেতনাচেতনং কৃৎস্নং জগদ্বিষ্ণুময়ং যদা।
কর্ত্তুঃ সাধনসাধ্যা হি ভেদাস্তে তে তদা বৃথা ॥ ২৪ ॥
সন্তু বা সম্পদঃ সাধ্যাস্তাসু কিং সৎফলং ভবেৎ।
ত্যক্ত্বা তদর্জ্জনে ক্লেশং ক্লেশঞ্চ তদপায়জং ॥ ২৫ ॥
ধনবন্ধুময়ী লক্ষ্মীর্ব্বিদ্যুল্লোলা ন চেত্ততঃ।
যুজ্যেতাপ্যর্জ্জনং তস্যা দৃষ্টসারা চ সা তদা ॥ ২৬ ॥
যদি বা দুর্ম্মতিঃ কশ্চিদ্বাহ্যলক্ষ্মীমবেক্ষতে।
তথাপি নীতিভিঃ কিং স্যাৎ সেব্যঃ শ্রীশো হি সর্ব্বদঃ ॥২৭॥

যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই নিখিল বিশ্বমণ্ডল বিষ্ণুময়, তখন যে সকল ভেদ কর্ত্তার সাধনদ্বারা সাধ্য হইয়াথাকে, সেই সকল ভেদরাশি নিশ্চয়ই বৃথা জানিবেন ॥ ২৪ ॥

অথবা সম্পত্তি সকল সাধনায়ত্ত হইলেও তাহার উপার্জ্জন ও তাহার ক্ষয় হইলে যে ক্লেশ হয়, তদ্ব্যতীরেকে ঐ সকল সম্পত্তিতে কি সৎ ফল হইতে পারে? ॥ ২৫ ॥

যদি স্ত্রী পুত্ত্রাদি পরিজনরূপ ধন এবং সম্পত্তি বিদ্যুতের মত চঞ্চল (অস্থায়ী) না হইত, তাহা হইলে এক দিন ইহার উপার্জন যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিতাম এবং যদি তাহার সারভাগ দেখিতাম, তাহা হইলেও সম্পত্তি অবলম্বন করা উপযুক্ত ভাবিতাম, ॥ ২৬ ॥

অথবা যদি কোন মূঢ়মতি মানব বাহ্য সম্পত্তি দেখিতে পায়, তাহা হইলেও নীতিদ্বারা তাহার কি হইতে পারে। বরং লক্ষ্মীপতি নারায়ণের সর্ব্বদা সেবা করা তাহার উচিত॥২৭॥

দদাত্যভ্যন্তরাং লক্ষ্মীং বাহ্যাং বা সুধিয়ার্চ্চিতঃ।
ভক্তিচিন্তানুসারেণ প্রভুঃ কারুণ্যসাগরঃ ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞং মনসা সেব্যং লীলাসৃষ্টজগত্ত্রয়ং।
অক্ষোভ্যং করুণাসিন্ধুং কৃষ্ণং কস্তাত নাশ্রয়েৎ ॥ ২৯ ॥
বৈষ্ণবং বাঙ্ময়ং তস্মাৎ সেব্যং শ্রাব্যঞ্চ সর্ব্বদা।
মুমুক্ষুভির্ভবক্লেশান্মোচেন্নৈব সুখং ক্বচিৎ ॥ ৩০ ॥

যদি কোন সুমতি মানব ভক্তি পূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা করেন, তাহা হইলে দয়ার সাগর সেই মহাপ্রভু ভক্তজনের চিন্তানুসারে (অর্থাৎ ভক্ত যেরূপ চিন্তা করিযাছে, সেই প্রকারে) দাস, দাসী, যান, প্রাসাদ প্রভৃতি বাহ্য সম্পত্তি এবং যম ও নিয়মাদি ধ্যান সমাধি তথা জ্ঞানোন্নতি প্রভৃতি আন্তরিক ঐশ্বর্য্যরাশি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

পিতঃ! যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহাকে হৃদয় দ্বারা উপাসনা করিতে হয়, যিনি অবলীলাক্রমে এই ত্রিভুবনের সৃষ্টি করিয়াছেন, কেহই যাঁহাকে কোন প্রকারে ক্ষোভযুক্ত করিতে পারে না, সেই দয়ার সাগর বিষ্ণুকে কোন ব্যক্তি না অবলম্বন করে? ॥ ২৯ ॥

অতএব যে সকল ব্যক্তি সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের কামনা করিয়া থাকেন, সেই সকল ব্যক্তি সর্ব্বদাই হরিকথা সংক্রান্ত কাব্য শ্রবণ করিবেন এবং সেই সকল প্রবন্ধ অবলম্বন করিবেন। নচেৎ আর কোথাও সুখ হইতে পারে না ॥ ৩০ ॥

ইতি তস্য বচঃ শৃণ্বন্ সরোষোঽমৃতসন্নিভং।
জজ্বাল দৈত্যঃ সন্তপ্তং সর্পিরদ্ভিরিবাধিকং ॥ ৩১ ॥
প্রহ্লাদস্য গিরং পুণ্যাং জনসম্মোহনাশিনীং।
নাসহতাসুরঃ ক্রুদ্ধোলূকো ভানুপ্রভামিব ॥ ৩২ ॥
পরিতো বীক্ষ্য স প্রাহ ক্রুদ্ধো দৈত্যভটানিদং
হন্যতামেষ কুটিলঃ শস্ত্রঘাতৈঃ সুভীষণৈঃ।
উৎকৃত্যোৎকৃত্য মর্ম্মাণি রক্ষত্বেনমতো হরিঃ ॥ ৩৩
পশ্যত্বিদানীমেবৈষ হরিসংস্তবজং ফলং।
কাকোল-গৃধ্র-কঙ্কেভ্যো হ্যস্যাঙ্গং সংবিভজ্যতাং ॥

যেরূপ উত্তপ্ত ঘৃত জলসংযোগে অত্যন্ত অধিক উঠে, সেইরূপ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু পুত্রের [illegible]প আত্ম- এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপানলে জ্বলিয়া [illegible]মরূপধারী পেচক যেরূপ দিবাকরের আলোক সহ্[illegible] উপরে অকারণ না, সেইরূপ অসুরপতি লোকদিগের [illegible] হইয়া থাকে দের এইরূপ পবিত্র বাক্য শ্রবণ কর[illegible]ই হউক, সকল কার্য্যেই না ॥ ৩২ ॥

ঐ অসুররাজ চ[illegible] দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এ দৈত্যযোদ্ধৃগণকে ক[illegible] কার্য্যের অনুসারিণী বুদ্ধি দ্বারা বদ্ধ ঘাতদ্বারা ইহার [illegible]তাহারা সর্ব্বদাই পরাধীন, সুতরাং স্বয়ং প্রাণ সংহার ক[illegible] করিতে পারে? নারায়ণ যেরূপে মানব- এই বা[illegible]সারে চালিত করিতেছেন, তাহারা সেইরূপ এখনই [illegible] অনুষ্ঠান করিতেছে। মানবের স্বাধীনতা বি[illegible]? ॥ ২৪ ॥

[illegible]মি পিতা এবং পূজ্য। যাহাতে আপনার মনের [illegible]কার্ত্তি হয়, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আমার কিছুতেই

মা ভূয়ঃ কর্ণপদবীং জনয়ন্তো মনো মম।
যথা গচ্ছেদ্ধরিকথা তথৈনং নয়ত ক্ষয়ং॥ ৩৫॥

অথোদ্যতাস্ত্রা দৈতেয়াস্তর্জয়ন্তঃ স্বগর্জ্জিতৈঃ।
অচ্যুতাদচ্যুতং ধীরং তং জঘ্নুঃ পতিচোদিতাঃ॥ ৩৬॥
প্রহ্লাদোঽথ প্রভুং নত্বা ধ্যানবজ্রং সমাদধে।
স্থিরচিত্তস্ত দেবেশপ্রসাদাৎ পূততাং গতঃ॥ ৩৭॥
স সর্ব্বশক্তেরীশস্য প্রসন্নস্য ঘৃণানিধেঃ।
করাম্বুজেন শ্লক্ষ্নেন সর্ব্বাঙ্গেষু প্রমার্জিতঃ॥ ৩৮॥

হং

হরির কথায় আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। অতএব ই হরিকথা পুনরায় আমার কর্ণগোচর না হয়, তোমরা ইহাকে মারিয়া ফেল॥ ৩৫॥

ত্যগণ প্রভুর আদেশে প্রেরিত হইয়া অস্ত্র র্জন গর্জন করিতে করিতে প্রহ্লাদের প্রহ্লাদ কিন্তু নারায়ণের প্র...দে ...ন দুরাত্মা দৈত্য... সেই ধীর- ...॥ ৩৬॥

...রিয়া ধ্যানরূপ বজ্র ...ণের অনুগ্রহে

...যা, আপ- ...মার্জন ...র

দধৌ চ তৎ প্রসাদেন বজ্রীভূতং নিজং বপুঃ।
অভেদ্যং সুদৃঢ়ং বিষ্ণোর্মহিম্নৈব ঘনীকৃতং ॥ ৩৯ ॥
অকৃত্রিমরসং ভক্তং তমিত্থং ধ্যাননিশ্চলং।
ররক্ষ ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রহ্লাদং পরমেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥
অথালব্ধপদান্যস্য গাত্রে শস্ত্রাণি রক্ষসাং।
লীলাব্জসকলানীব পেতুশ্ছিন্নান্যনেকধা ॥ ৪১ ॥
কিং প্রাকৃতানি শস্ত্রাণি করিষ্যন্তি হরিপ্রিয়ং।
তাপত্রয়-মহাস্ত্রৌঘঃ সর্ব্বোহপ্যস্মাদ্বিভেতি হি ॥ ৪২ ॥

তাঁহার প্রসাদে তিনি বজ্রের ন্যায় নিজের শরীর করিলেন। বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বশতঃ প্রহ্লাদের দেহ অত্যন্ত দৃঢ় এবং ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৯ ॥

হরিভক্ত প্রহ্লাদের হরির প্রতি অকৃত্রি... এখন তিনি এইরূপে ধ্যানমগ্ন হই... ভগবান্ হরি প্রহ্লাদকে রক্ষা ক...

অনন্তর দৈত্যগণ প্রহ্লাদের... করিল, সেই সকল... লীলা-কমলের দলর... পতিত হইল ॥ ৪১ ॥

হরিভক্ত... ভৌতিক...

হিমমগ্নিং তমঃ সূর্য্যং পন্নগাঃ পতগেশ্বরং।
নাসাদয়ন্ত্যেব যথা তথাস্ত্রাণি হরিপ্রিয়ং॥ ৪৩॥
অন্তকাৎ কালকূটাচ্চ কালবাত্যা লয়ালয়াৎ।
বৈষ্ণবানাং ভয়ং নাস্তি রক্ষোভির্ম্মসকৈশ্চ কিং॥ ৪৪॥
পীড়য়ন্তি জনাংস্তাবদ্ব্যাধয়ো রাক্ষসা গ্রহাঃ।
যাবদ্গুহাশয়ং বিষ্ণুং সূক্ষ্মং চেতো ন বিন্দতি॥ ১৫॥
তস্মিন্ পরাবরে দৃষ্টে নৃণাং কিং দুর্জ্জয়ং দ্বিজ।

যেরূপ হিম অগ্নির কাছে থাকিতে পারে না, যেরূপ
ার সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং যেরূপ
পতগরাজ গরুড়কে প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেইরূপ
হরিভক্তি-পরায়ণ মানবের কাছে যাইতেও সমর্থ

হইতে, কালকূট বিষ হইতে, ...
... প্রলয়ের আনয় হ... ও বৈষ্ণব-
... এব ... কের তুল্য দৈত্যগণ

...বিষ্ণুকে মানবগণের
...তাবৎকাল নানা-
মানবদিগকে

...রিতে

তদাবিশঙ্কজাতফলং শ্রীভাগবতপীড়য়া ॥ ৫০ ॥
স সম্ভ্রান্তো দৈত্যরাজঃ কিমেতদিতি বিস্মিতঃ।
তস্থৌ তূষ্ণীং ক্ষণং ভীতঃ পন্নগেনেব বেষ্টিতঃ ॥ ৫১ ॥
পুনস্তস্য বধোপায়ং চিন্তয়ত্যেব দুর্ম্মতিঃ।
স্বকর্ম্মপ্রের্য্যমাণো বা কিং কুর্য্যাদবশো জনঃ ॥ ৫২ ॥
সমাদিশৎ সমাহূয় দন্দশূকান্ সুদুর্ব্বিষান্।
অশস্ত্রবধযোগ্যোঽয়মনার্য্যচরিতোঽঘকৃৎ ॥ ৫৩ ॥
তস্মাদ্ভবদ্ভির্নচিরাদ্ধন্যতাং গরলায়ুধাঃ।

কিন্তু তদ্ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদের পীড়ন করাতে তদীয় ...বলবেগে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল ॥ ৫০ ॥

...দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু সম্ভ্রমের সহিত "ইহা কি ... আশঙ্কা করিয়া, সর্পবেষ্টিত মানবের ন্যায় ... মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করি...

...প্রহ্লাদে... বধোপায় চিন্তা ... পরিচালিত হইয়া ... কে? ॥ ৫২ ॥

...ডাকিয়া আদেশ ... শস্ত্রদ্বারা বধ ... শস্ত্র দ্বারা

দষ্টং স্বভুজমপ্যাশু ছিন্দ্যাদেব কুলদ্রুহং ॥ ৫৪ ॥
ঘাতয়িষ্যাম্যমুং পুত্রং সদা কৃতপরস্তবং ।
হিরণ্যকশিপোঃ শ্রুত্বা বচনং তদ্ভুজঙ্গমাঃ ॥
তস্যাজ্ঞাং জগৃহুর্মূর্দ্ধ্না প্রহর্ষাদ্বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৫৫ ॥

অথ জ্বলদ্গরলকরালদংষ্ট্রিণঃ
স্ফুটস্ফুরদ্দশনসহস্রভীষণাঃ ।
অকর্ণকা হরিগহিমস্বকর্ণকা
হরিপ্রিয়ং দ্রুততরমাপতন্ ক্রুধা ॥ ৫৬ ॥
সমীক্ষ্য তান্ পরিপততঃ ফণীশ্বরা

পাপিষ্ঠকে বধ কর। সর্পদষ্ট নিজবাহুকেও শীঘ্র
করা কর্ত্তব্য। অতএব এই বংশনাশক দুরাত্মা
করা উচিত ॥ ৫৪ ॥

যে সর্ব্বদাই আমার শত্রুর স্তব করি
এই কুলাঙ্গার পুত্রকে বধ করাইব। দু
ভুজঙ্গগণ হিরণ্যকশিপুর সেই বাক্য
মস্তক দ্বারা তাহার আজ্ঞা॥

তৎপরে প্রজ্বলিত
ভীষণ হইয়া উঠিল
সকল দীপ্তি পাই
কর্ণ ছিল না,
হইয়াছিল
হরিভ

ন সম্ভ্রমঃ ফণিরিপুকেতনং ধিয়া।
যযৌ স্তুতোদিতিজপতেঃ সচ স্মৃতঃ
স্থিতোঽভবদ্ধৃদি সহ সর্পশত্রুণা ॥ ৫৭ ॥
অথাদশন্ গরলধরাঃ সহস্রশো
বিধায় তং বিষশিখিধূমধূসরং।
ন তেঽবিদন্ হৃদি গরুড়ধ্বজং ধৃতং
ধৃতব্রতং দ্বিজ নিজভক্তরক্ষণে ॥ ৫৮ ॥
স চাস্মরদ্ধরিধৃতশঙ্খনিঃসরং-
সুধারসপ্লুতমখিলং নিজং বপুঃ।
অথাচ্যুতস্মরণসুখামৃতার্ণব-
স্থিতো বহির্ন চ স বিবেদ কিঞ্চন ॥ ৫৯ ॥

ভাবে মনে মনে গরুড়বাহন নারায়ণের শরণাপন্ন
বান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি গরু-
হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৫৭ ॥
স্র বিষধরগণ বিষানলের ধ
দংশন করিতে

তদা বভৌ ফণিনিকরৈর্ব্বৃথাশ্রমৈ-
র্ব্বৃতঃ সুখী দ্বিজ স হি বিস্ফুরদ্বিষৈঃ।
যমস্বসুর্জলপটলে যদূদ্বহঃ
স্বলীলয়াবৃত ইব কালিয়ানুগৈঃ ॥ ৬০ ॥
গরায়ুধাস্ত্বচমপি ভেত্তুমক্ষিকাং
বপুষ্যজস্মৃতিবলদুর্ভিদীকৃতে।
অলং ন তে হরিপুরুষস্য কেবলং
বিদশ্য তং নিজদশনৈর্ব্বিনা কৃতাঃ ॥ ৬১ ॥
ততঃ স্ফুটৎস্ফুটমণিরত্নমস্তক-
স্রবন্মহারুধিরভৃশার্দ্রমূর্ত্তয়ঃ।

তৎকালে সর্পগণের পরিশ্রম বৃথা হইয়া গেল,
বিষধরগণ প্রহ্লাদকে বেষ্টন করিয়া রহিল।
তখন প্রহ্লাদ পরমসুখে দীপ্তি পাইতে লাগি[illegible]
[illegible]বোধ হইতে লাগিল যেন, যমুনার জ[illegible]
[illegible]চরগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত
[illegible]হয়াছি।

অলক্ষিতৈর্গরুড়শতৈশ্চ খণ্ডিতাঃ
প্রদুদ্রুবুদ্রুতমনিলাশনা ভয়াৎ ॥ ৬২ ॥
ররক্ষ তং নিজপদভক্তমচ্যুতঃ
ফণিব্রজাদ্দ্বিজ ন চ তত্র বিস্ময়ঃ।
মৃকণ্ডুজং সকললয়ে ত্বপালয়-
ত্ততোঽপি কিং ত্রিজগদভূদ্যদৃচ্ছয়া ॥ ৬৩ ॥
ততঃ স্রবৎক্ষতজবিষণ্ণমূর্ত্তয়ো
দ্বিধা কৃতোদ্গতদশনা ভুজঙ্গমাঃ।
সমেত্য তে দনুজপতিং ব্যজিজ্ঞপন্

তৎকালে অলক্ষিত ভাবে শত শত গরুড় অ..সিয়া
' সর্প) দিগকে খণ্ড খণ্ড করিলে, অবশিষ্ট সর্পগণ
করিল ॥ ৬২ ॥
নারায়ণ যে আপনার পাদপদ্মসেবি প্রহ্লা
ক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বিস

বিনিঃশ্বসৎ প্রচলফণাঃ সুবিহ্বলাঃ ॥ ৬৪ ॥
তবাত্মজং ন চ বয়মর্দ্দিতুং ক্ষমাঃ
কথং প্রভো জিতসুররাজকেশরী।
সৃজেৎ সুতং পরমৃগবাধ্যমীদৃশং
মহদ্বলং তবচ সুতস্য নাদ্ভুতং ॥ ৬৫ ॥
অস্মাংস্তু জিজ্ঞাসসি চেৎ সমুদ্রান্
দৃষ্টৈব্যব কুর্ম্মো বিষবহ্নিদগ্ধান্।
প্রভো মহাদ্রীনপি ভস্মশেষাং-
স্তস্মিন্নশক্তাস্তু তবৈব বধ্যঃ ॥ ৬৬ ॥
মহানুভাবস্য তবাত্মজস্য

দৈত্যরাজের নিকটে আসিয়া এই কথা নিবেদন কি

প্রভো! আপনি দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় ক

কিন্তু আমরা কিছুতেই আপনার পুত্রকে পীড়

হি। হে মৃগেন্দ্র! এই প্রকার পুত্র

বাধ্য করিতে পারিবেন। ক

ইরূপ আ

য়।

বধে প্রযুক্তা গরুড়ৈর্হতাঃ স্মঃ।
ক্বাপ্যাগতৈস্তত্তনুবজ্রঘাতাৎ
স্বামিদ্রুহাং নো দশনাশ্চ ভিন্নাঃ॥ ৬৭॥
তদদ্ভুতং দেব তদীয়গঙ্গ-
মঙ্ক্ষোর্ম্মিণালং মুহুরুদ্বিভাতি।
বিদশ্যমানং প্রখরৈস্তু দংষ্ট্রৈ-
র্দম্ভোলিসারাত্রিগুণং কঠোরং॥ ৬৮॥
ইত্থং দ্বিজিহ্বাঃ কৃতিনো নিবেদ্য
যযুর্ব্বিসৃষ্টাঃ প্রভুনা কৃতার্থাঃ।
বিচিন্তয়ন্তঃ পথি বিস্ময়েন

র্থ্য নিযুক্ত হইয়া গরুড়গণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছি।
...ল কোন্ স্থান হইতে যে কোথায় আসিল,
...রিলাম না। তাঁহার শরীরে বজ্রাঘা...
...অনিষ্ট করিয়াছি। তাঁ...
॥ ৬৭ ॥

প্রহ্লাদসামর্থ্যনিদানমেব ॥ ৬৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদ-চরিতে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

সামর্থ্য কি প্রকারে হইল, তাহার কারণ চিন্তা করি করিতে দৈত্যরাজ বিদায় দিলে, তাহারা ভগ্ন-মনোরথ হই প্রস্থান করিল ॥ ৬৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারা বিদ্যারত্নানুবাদিতে প্রহ্লাদচরিতে নবম অধ্যায় ॥ * ॥ ৯ ।

সামিচ্ছয়ানুগ্রহনিগ্রহাণাং
কর্ত্তারমিত্থং নহি বেৎসি পূর্ব্বং।
যতস্ত্বমস্মান্ পরিমুচ্য বাল্যাদ-
নামরূপং হরিমাশ্রিতোঽসি ॥ ৩ ॥
ইতঃ পরং ত্বং ত্যজ পুত্র শত্রুং
দয়া হি রাজ্ঞাং ন সদাস্ত্যবুদ্ধে।
নাকার্য্যকার্য্যে বিমৃষন্তি রোষে
হনিষ্যসে শত্রুরতো বৃথা ত্বং ॥ ৪ ॥
কিম্বা ফলং তে পরসংশ্রয়েণ
কিম্বা ন সাধ্যং স্বতএব পুত্র।

আমি ইচ্ছা করিলেই লোকের অনুগ্রহ করিয়া থাকি। তুমি আমাকে এইরূপে ক... ...র্ব্বে জানিতে পার নাই। কারণ, তুমি ...াকেও পরিত্যাগ ক...ইয়াছ॥

স্বাধীনমেবাঙ্গ বলং বিচার্য্য
বিসৃজ্য মৌর্খ্যং ত্যজ শক্রপক্ষং ॥ ৫ ॥
পিতুর্ব্বচস্তৎ পরিভাব্য দুষ্টং
মুকুন্দদাসঃ স সুধীর্জগাদ।
এতৎ করিষ্যামি সহস্রকৃত্ব-
স্ত্বয়োদিতং শ্লক্ষ্ণতরং হি পশ্চাৎ ॥ ৬ ॥
পরাশ্রয়ৈঃ কিং স্ববলং বিচার্য্য
ত্যজারিপক্ষানিতিকৃত্যমেতৎ।
সতাং হি বিঘ্নৈঃ সদনিচ্ছতাঞ্চ
বচঃ সদৈবাপ্যবশাদুদেতি ॥ ৭ ॥
বিচার্য্যতামার্য্য স চারিপক্ষঃ
প্রৌঢ়ারিষড়্‌বর্গমৃতে ন কশ্চিৎ।

...র নিজের আয়ত্ত দৈহিক-বল বিচার করিয়া
...ক শক্রপক্ষ পরিত্যাগ কর ॥ ৫ ॥
...কুন্দদাস প্রহ্লাদ পিতার
...এইরূপ

স্বাধীনমানন্দময়ৌ হি পাপো-
রুণদ্ধ্যভোগায় জনস্য নিত্যং ॥ ৮ ॥
কামাদিভির্বঞ্চিত এষ লোক-
স্ত্যজত্যনন্তং প্রকৃতিপ্রযুক্তৈঃ।
কুস্ত্রীপ্রযুক্তৈরিব দুষ্টযোগৈঃ
ভ্রান্তঃ পুমান্ স্বং পিতৃমাতৃপক্ষং ॥ ৯ ॥
একঃ সহস্রেষু ভবাদ্বিরক্ত-
স্ত্রিতাপখিন্নো যদি বিষ্ণুমেতি।
হ্রদং যথা গৌস্তৃনিতস্ততস্তং
নিবারয়ন্ত্যাশ্বহরয়ঃ স্মরাদ্যাঃ ॥ ১০ ॥

প্রবল ছয়টি শত্রু ব্যতীত আর কেহই শত্রুপক্ষ না
ঐ পাপিষ্ঠ শত্রু সকল লোকের যাহাতে
তাহার জন্য নিত্যই স্বাধীন আনন্দ রুদ্ধ ক[illegible]
[illegible] যেরূপ দুষ্ট স্ত্রীপ্রযুক্ত দুষ্ট কার্য[illegible]
[illegible] হইয়া নিজের পি[illegible]

ত্যজামি চৈনং রিপুপক্ষমার্য্য
শৃণুষ্ব চাত্মীয়বলং যদুক্তং।
বিষ্ণোর্বলং সহ্যহখিলাত্মভূত-
স্তদন্য এবাপরসংশ্রয়শ্চ ॥ ১১ ॥
ইয়ঞ্চ মে তাত সদা প্রতিজ্ঞা
ত্যজামি শত্রূনপরান্ ভজিষ্যে।
বলং ভজিষ্যে নিজমৈশমেব
সত্যাশিষো মে ভবতঃ প্রসাদাৎ ॥ ১২ ॥
যদ্দোষবচ্চোক্তমনাসরূপং
হরিঃ শ্রিতোহস্মীতি গুণঃ পরোহয়ং।

আমি এই শত্রুপক্ষ পরিত্যাগ করিলাম।
...ন বলের কথা বলিয়াছেন; সেই বিষয়ে
...র। ...নই আত্মীয়বল। কারণ, তিনিই এক-
...ক ...প। বিষ্ণু ব্যতীত আর যাঁহারই
...তিনিই শত্রু বা অন...
...বদ...

সনামরূপেণ সনামরূপঃ সেব্যঃ
কথং স্যাৎ স্বসমানরূপঃ ॥ ১৩ ॥
অবৈকৃতৈঃ সেব্যমনামরূপং
সনামরূপশ্চ বিকারযুক্তৈঃ।
কার্পণ্যমুক্তৈঃ কৃপণো ন সেব্যঃ
কার্পণ্যহীনো ধনবান্ হি নান্যঃ ॥ ১৪ ॥
অস্থূলমহ্রস্বমনস্বদীর্ঘ-
মনামরূপং যদনন্তবস্তু।
তদেব সেব্যং ভবভীরুণার্য্য
তদ্ব্রহ্ম বিষ্ণুঃ স তমেব কাঙ্ক্ষ ॥ ১৫ ॥

পদার্থের নামরূপ থাকাতে তিনিও নামরূপবিশি
তাঁহারই ভজনা করা কর্ত্তব্য। এই সংসারে হরির
বিশিষ্ট আর কে হইতে পারে? অতএব এক
কর্ত্তব্য এবং অপরের সেবা অকর্ত্তব্য ॥ ১
...বিকৃত নহেন, তাঁহা
...।

যদ্বাঽতিগুহ্যা স্থিরযোগিযোগ্যা
কথেয়মাস্তাং পরতত্ত্বনিষ্ঠা।
তাত স্ববক্ত্রাদধিকপ্রমাণং
ভক্ষ্যং গ্রহীতুং নহি শক্যমত্তুং॥ ১৬॥
অনামরূপো ন স মঞ্জুকেশী-
মহাঘভিৎ পুণ্যসহস্রনামা।
লীলাধৃত শ্রীমদনন্তরূপো
দুষ্টান্তকঃ শিষ্টজনেষু দাতা॥ ১৭॥

।, সেই অনন্ত বস্তুই পরব্রহ্ম এবং সেই পরব্রহ্মই বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুকেই ইচ্ছা করিতেছি॥ ১৫॥

ঃ! অথবা আমাদের এখন যে কথা হইতেছে, অত্যন্ত গোপনীয়, ধ্যানমগ্ন যোগিগণ স্থিরভাবে র আলোচনা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ দ্বারা পরিপূর্ণ। সুতরাং এই কথার । আপনি নিজের

নাম্নাং সহস্রেষু চতুর্ভুজস্য
যঃ কীর্ত্তয়েদেকমপি স্মরেদ্বা।
বাচাং ফলং যে তুলয়ন্তি তস্য
দ্বিষন্তি দেবাঃ কিল তদ্বিদস্তান্ ॥ ১৮ ॥
তথা হৃদি ব্রহ্মপরে স্বরূপং
হৌতাশনং বৈষ্ণবমৈশ্বরং বা।
ভিন্নোপদেশা মুনয়ঃ স্মরন্তঃ
সহস্রমূর্ত্তেরমৃতত্বমাপুঃ ॥ ১৯ ॥
তথৈব রূপাণ্যপরে স্মরন্তো
বিধানতঃ কালমৃতীর্জিগীষুঃ।
কিঞ্চাত্র যানি স্থিরজঙ্গমানাং
নামানি রূপাণি পৃথগ্বিধানি ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি নারায়ণের সহস্র নামের মধ্যে
উচ্চারণ করেন, অথবা স্মরণ করেন ও
...কোর ফল তুলনা করে,
...গণ নি...

তস্যৈব বিষ্ণোঃ সকলানি তানি
—রূপক্ষভূতো হি বিরাট্ স এব।
অবিস্ময়ত্বাদিদমপ্রশস্যং
যদন্ত্যধৃষ্যাঃ ফণিভিশ্চ দৈত্যৈঃ ॥ ২১ ॥
বিষ্ণোর্হি মায়াচরিতো জনোঽয়ং
তস্যৈব শক্তিং কথমাক্রমেত।
নহীন্দ্রজালজ্ঞনরেণ সৃষ্টা-
স্তদ্ভীতয়েঽলং ফণিনোঽন্যভীমাঃ ॥ ২২ ॥
তমিত্থমিষ্টপ্রদনামরূপং
বৃথা দ্বিষন্তঃ শরণং ভবাব্ধেঃ।

কল রূপ আছে, সেই সমস্ত নাগ এবং রূপ সেই
ই জানিবেন। কারণ, তিনিই বিশ্ব প্রপঞ্চের অধি-
ই বিরাট্ মূর্ত্তিধারী। অতএব আমি ইহাতে
না, বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, আপনার
এবং দৈত্যসমূহ, আমাকে সে
[illegible] সা[illegible]

আত্মদ্রুহস্তাত ভবন্তি শোচ্যাঃ
অজ্ঞাঃ খগাঃ পক্কবনং বৃথৈব ॥ ২৩
যদ্বা প্রভুপ্রেরণয়ৈব সর্ব্বে
প্রবর্ত্তমানাঃ সতি গর্হিতে বা।
বিচিত্রকর্ম্মানুগবুদ্ধিবদ্ধাঃ
কুর্য্যুঃ স্বয়ং কিং সততাস্বতন্ত্রাঃ ॥ ২৪ ॥
গুরোস্তব ক্ষোভকরং ন বাচ্যং
ময়া কথঞ্চিত্তদলং বচোভিঃ।
কুরুষ্ব মেহনুগ্রহমার্য্য যদ্বা
তদ্বা করোমি স্বকৃতঞ্চ ভোক্ষ্যে ॥ ২৫ ॥

করিয়া কেবল উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্ম-হিংসাপরায়ণ মানবগণ এইরূপে অভীষ্টপ্রদ নামরূপধারী এবং ভবসিন্ধুর উদ্ধারকর্ত্তা সেই হরির উপরে অকারণ দ্বেষ করিয়া কেবল শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৩ ॥

অথবা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সকল কার্য্যেই সকলেই নারায়ণের প্রেরণ দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এ সকল লোকে বিচিত্র কার্য্যের অনুসারিণী বুদ্ধি দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বদাই পরাধীন, সুতরাং স্বয়ং তাহারা কি কার্য্য করিতে পারে? নারায়ণ যেরূপে মানব-দিগকে কর্ম্মানুসারে চালিত করিতেছেন, তাহারা সেইরূপ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেছে। মানবের স্বাধীনতা কোথায়? ॥ ২৪ ॥

আপনি পিতা এবং পূজ্য। যাহাতে আপনার মনের ক্ষোভ হয়, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আমার কিছুতেই

উক্তেতি গৌরবাজ্জোষং স্থিতে ধর্ম্মপরে সুতে।
দৈত্যনাথঃ পরিতো বীক্ষ্য মায়ী খেদাদিবাব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥
অহো পশ্যত পুত্রস্য বর্দ্ধিতস্য ক্রিয়াফলং।
মমৈব প্রতিকূলানি খেদায় বদতি চ্ছলাৎ ॥ ২৭ ॥
হে মন্ত্রিসত্তমা ক্রত ভবদ্ভির্ব্বা বিচার্য্যতাং।
যদ্যেতদুক্তে বাগ্‌জালে কিঞ্চিৎ সারং ছলং বিনা ॥ ২৮ ॥
রে মূঢ় পুত্রকাকথ্যং ভাষসে ত্বমনর্গলং।
মত্তো মন্ত্রিবরেভ্যশ্চ কয়া যুক্ত্যাসি বুদ্ধিমান্ ॥ ২৯ ॥

উচিত নয়। অতএব এই সকল বাক্যে কোন ফল নাই। হে আর্য্য! আপনি আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। অথবা আমি তাহাই করিব এবং নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিব ॥ ২৫ ॥

ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র প্রহ্লাদ গৌরব হেতু প্রীতি পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, মায়াবী দৈত্যপতি চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া যেন সখেদে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

হায়! এই পুত্রকে এত বড় করিলাম, এক্ষণে তোমরা এই পুত্রের কার্য্যফল দর্শন কর। আমাকে কষ্ট দিবার জন্য ছল পূর্ব্বক আমারই প্রতিকূল বিষয় সকল বলিতেছে ॥ ২৭ ॥

হে অমাত্য প্রবরগণ! তোমরা বল এবং বিচার করিয়া দেখ, যদি ইহার কথিত বাক্য সমূহের মধ্যে ছল ব্যতীত কোন সার আছে কি না ॥ ২৮ ॥

অরে! মূঢ় পুত্র! তুমি অনর্গল অবাচ্য বলিতেছ। তুমি কোন্ যুক্তি দ্বারা আমা অপেক্ষা এবং মন্ত্রিবর্গ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ হইতেছ ॥ ২৯ ॥

জরয়া নৈব জীর্ণাঙ্গো ব্যাধিভির্নৈব কর্ষিতঃ।
সর্ব্বত্রানুপযোগী বা ন ত্বং যেন ভজস্যজং॥
দুর্লভং মৎসুতত্বঞ্চ যৌবনঞ্চেদৃশীং শ্রিয়ং।
লব্ধাপি ভোক্তুং নেশস্ত্বং জাড্যাৎ ক্লীব ইবোর্ব্বশীং॥
মন্দ ধর্ম্মজ্ঞমাত্মানং মন্যসে সততং ছলাৎ।
বদসি প্রতিকূলং মে তবৈব হিতবাদিনঃ॥ ৩২॥
ভজস্ব বিষয়ান্‌রম্যান্ কান্তাকেলিরসোজ্জ্বলান্।

জরা বা বার্দ্ধক্য দ্বারা তোমার অঙ্গ জীর্ণ হয় নাই এবং ব্যাধিসমূহ দ্বারা তুমি কৃশতা প্রাপ্তও হও নাই। অথবা তুমি সকল বিষয়ে কি অনুপযুক্ত, যেহেতু বিষ্ণুর ভজনা করিতেছ? ॥ ৩০॥

ক্লীব যেরূপ উর্ব্বশীকে উপভোগ করিতে পারে না। সেইরূপ তুমি অতিদুর্লভ আমার পুত্রপদে অধিরূঢ় হইয়া, এইরূপ যৌবন এবং এইরূপ অসামান্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও কেবল নিজের জড়তা অর্থাৎ মূর্খতা বশতঃ এই সকল সুখ-সেব্য বিষয় ভোগ করিতে সমর্থ হইলা না। ইহা অপেক্ষা আর তোমার কষ্টের বিষয় কি হইতে পারে॥ ৩১॥

অরে মূর্খ! তুমি কেবল ছল করিয়া সর্ব্বদাই আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া বিবেচনা করিতেছ। আমি তোমারই হিত-বাদী, অথচ আমারই তুমি প্রতিকূল বিষয় বলিতেছ॥ ৩২॥

যে সকল বিষয় রমণীগণের কেলিরসে সমুজ্জ্বল, তুমি সেই সকল মনোহর বিষয় সেবা কর। তুমি বিষয়শূন্য ব্রহ্মা-নিষ্ঠ. শুষ্ক বা নীরস বাক্য সকল পরিত্যাগ কর। তুমি যে

ত্যজ নির্ব্বিষয়া ব্রাচস্ত্বমায়ুর্মা বৃথা কৃথাঃ ॥ ৩৩ ॥
...তর্ষাধিদৃশঃ ক্ষীবাঃ কামিনীরিচ্ছয়া ভজন্।
পুনর্ব্রহ্ম সুখং শ্লাঘ্যমিতি নৈব বদিষ্যসি ॥ ৩৪ ॥
মৃগয়াদ্যূতগীতেষু রসমাস্বাদয়ন্নবং।
বিবেকশিক্ষাগুরুষু পূর্ব্ববন্নৈব বক্ষ্যসি ॥ ৩৫ ॥
ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাংশ্চ দিব্যাংস্ত্বং বিষয়ান্ মদ্বলাহৃতান্।
মূঢ় সেবধিমারুহ্য পৈত্রং ত্যজসি কিং বৃথা ॥ ৩৬ ॥
ময়া দত্তং সুখং হিত্বা ত্বমুপেন্দ্রাদ্দুখেচ্ছসি।

পরমা[য়ু] পাইয়াছ, তাহা বৃথা ব্যয় করিও না, ভোগ করিয়া সেই জীবনের সার্থকতা কর ॥ ৩৩ ॥

যে সকল কামিনী সতৃষ্ণ নয়নে তোমার উপরে দৃষ্টি-পাত করিতেছে, সেই সমস্ত মদমত্তা কামিনীদিগকে ইচ্ছা কর। ঐ সমস্ত কামিনীদিগকে ভজনা করিলে, "ব্রহ্ম সে প্রশংসনীয়" এই কথা আর তুমি কখন বলিবে না ॥ ৩৪ ॥

মৃগয়াকার্য্যে, পাশক্রীড়ায় এবং সঙ্গীতবিষয়ে, তুমি যদি নূতন রস আস্বাদন কর, তাহা হইলে আর তুমি বিবেক-শিক্ষার গুরুগণের উপরে কখনও পূর্ব্বের মত অনুরক্ত হই-বেনা ॥ ৩৫ ॥

আমি নিজের ক্ষমতায় যে সকল বিষয় উপার্জ্জন করি-য়াছি,তুমি সেই সকল দিব্য ভোগ্যবস্তু উপভোগ কর। অরে মূর্খ! তুমি পৈতৃক নিধি আরোহণ করিয়া, কেন বৃথা ভ্রমা-ন্ধকারে পতিত হইতেছ ॥ ৩৬ ॥

আমি যে সুখ দান করিয়াছি, তুমি সেই সুখ পরিত্যা[গ] করিয়া, বিষ্ণুর নিকট হইতে কি বৃথা সুখ কামনা করিতে[ছ]

কিং ন পশ্যসি দেবেন্দ্রং মদাজ্ঞালাভতোষণং ॥ ৩৭ ॥
ইত্যুক্তে দানবেন্দ্রেণ জগদুর্দৈত্যমন্ত্রিণঃ।
প্রসাদং রাজরাজস্য রাজপুত্রাভিনন্দয় ॥ ৩৮ ॥
সহর্ষং দীয়মানেষু প্রসাদং যস্য দেবতাঃ।
আশীর্ব্বাদেষু যাচন্তে সদা দুর্লভমীপ্সিতং ॥ ৩৯ ॥
ভূষাকালে চ যস্য দ্রাক্ চন্দ্রো দর্পণতাং গতঃ।
হন্যতে স্বেচ্ছয়াগচ্ছন্ যদি কিঞ্চিদ্বিলম্বতে ॥ ৪০ ॥
যস্য যোগ্যং প্রযত্নেন জলেশঃ কলসে ধৃতং।
পানীয়মানয়েন্নিত্যং মন্যতেঽনুগ্রহং পরং ॥ ৪১ ॥

তুমি কি দেখিতেছ না, দেবরাজ ইন্দ্র আমার আজ্ঞা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে, অতএব অবিলম্বে তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর ॥ ৩৭ ॥

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু এই কথা বলিলে পর, দৈত্য মন্ত্রীগণ বলিতে লাগিল। রাজকুমার! তুমি রাজাধিরাজের প্রসাদ অভিনন্দন কর ॥ ৩৮ ॥

দৈত্যরাজ সহর্ষে যখন আশীর্ব্বাদ সকল দান করেন, তখন দেবতাগণ যাঁহার প্রসাদ সর্ব্বদা দুর্লভ অভীষ্ট বস্তু বোধ করত প্রার্থনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

যাঁহার অলঙ্কার ধারণের কাল উপস্থিত হইলে, চন্দ্রমা শীঘ্র দর্পণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি শশধর আপনার ইচ্ছাক্রমে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করে, তবে তাহাকে বধ করা হয় ॥ ৪০ ॥

জলেশ্বর বরুণ যাঁহার কলস স্থিত উপযুক্ত জল যত্ন সহকারে নিত্য আনয়ন করিয়া দেন এবং তাহাই পরম অনুগ্রহ হয়া বোধ করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

যস্ত দূরস্থকৃত্যেষু দূতো গচ্ছন্ সদাঽনিলঃ।
ন তিষ্ঠতি ক্ষণং তেন সত্যাখ্যোঽভূৎ সদাগতিঃ ॥ ৪২ ॥
ঈদৃশস্যৈকবীরস্য প্রিয়ঃ পুত্রোঽসি ভাগ্যবান্।
ত্যজ তেষ্বেব দেবেষু ক্ষীণেষ্বেকতমং হরিং ॥ ৪৩ ॥
ইত্থং বিশৃঙ্খলধিয়াং গিরঃ শৃণ্বন্মহামতিঃ।
প্রহ্লাদো গুরুবাক্যানি মেনে তদ্বিঘ্নমাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥
নারদ উবাচ ॥
অথাব্রবীৎ স তান্নত্বা প্রতিবক্তুং ন মেঽস্তি ধীঃ।
অনাদরক্ষোভভয়াত্তূষ্ণীং স্থাতুং নচ ক্ষমঃ ॥ ৪৫ ॥

যাঁহার দূরবর্ত্তী কার্য্যে পবন দূতের ন্যায় সর্ব্বদা গমন করিয়া থাকেন, অথচ সেই স্থানে ক্ষণকালও বিলম্ব করেন না। এই কারণে পবন "সদাগতি" এই সত্য নাম ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

যিনি জগতে এইরূপ শক্তিশালী এবং একমাত্র বীর, তুমি তাঁহার প্রিয়পুত্র, সুতরাং অত্যন্ত ভাগ্যবান্। এই সমস্ত ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন দেবতাদিগের মধ্যে একজন সামান্য দেবতা হরিকে পরিত্যাগ কর ॥ ৪৩ ॥

মহামতি প্রহ্লাদ বিশৃঙ্খলমতি (দুর্ম্মতি) মন্ত্রিগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া, গুরুবাক্যকে আপনার বিঘ্ন বলিয়া মনে করিলেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, অনন্তর প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া কহিলেন। ইহার প্রত্যুত্তর দিতে আমার বুদ্ধি আসিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ অবজ্ঞা জনিত ক্ষোভের ভয়ে আমি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেও সক্ষম নহি ॥ ৪৫ ॥

আরাধনে সর্ব্বদস্থ বিঘ্না দৈবকৃতাস্তমী।
তত্ত্বপ্রবৃত্তং পুরুষং গুরবো বারয়ন্তি যৎ ॥ ৪৬ ॥
বৃতানি বিঘ্নৈঃ শ্রেয়াংসি প্রভো সর্ব্বাণি সর্ব্বদা।
শ্রেয়স্তমা কথং সিদ্ধ্যেন্নির্বিঘ্না হরিভাবনা ॥ ৪৭ ॥
কদাচিৎ কস্যচিদ্বিষ্ণৌ রমতে চঞ্চলং মনঃ।
দ্রাবয়ন্ত্যথ তদ্বিঘ্নাঃ শার্দ্দূলা হরিণং যথা ॥ ৪৮ ॥
সর্ব্বেশভাবনানিষ্ঠং লোভয়ন্তীষ্টদাঃ সুরাঃ।
রক্ষাংসি বা ভীষয়ন্তি গুরবো বারয়ন্তি বা ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বাভীষ্টদাতা নারায়ণের আরাধনা কার্য্যে এই সকল দৈবকৃত বিঘ্ন বলিতে হইবে। যেহেতু গুরুলোক সকল হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া আমাকে নিবারণ করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

হে প্রভো! সমস্ত মঙ্গল কার্য্য, সর্ব্বদাই বিঘ্নজালে পরিবৃত। সত্যই মঙ্গল কার্য্যের বহু বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অতএব সাতিশয় শুভদায়িনী হরিচিন্তা কি প্রকারে নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হইবে ॥ ৪৭ ॥

কখন কোন লোকের চঞ্চল চিত্ত নারায়ণের প্রতি আসক্ত হয়। অনন্তর শার্দূলগণ যেরূপ হরিণকে তাড়াইয়া দিয়া থাকে, সেইরূপ হরিচিন্তার বিঘ্ন সকল সেই মানবকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে ॥ ৪৮ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর নারায়ণের ভাবনায় নিমগ্ন হইয়াছেন, অভীষ্টদাতা অমরগণ তাঁহাকে লোভ দেখাইয়া থাকেন, অথবা রাক্ষসগণ তাহাকে ভয় দেখাইয়া থাকে, কিম্বা গুরুলোকেরা তাঁকে নিবারণ করেন ॥ ৪৯ ॥

দুর্লঙ্ঘ্যানীদৃশান্ বিঘ্নান্ ধিয়া নির্জিত্য যঃ সুধীঃ।
তমেব ভাবয়ন্নাথং স তস্য পদমশ্নুতে ॥ ৫০ ॥
ত্বয়া মন্ত্রিবরৈশ্চোক্তমবিচার্য্যৈব কেবলং।
বাক্যৈশ্চারুতরাভাসৈস্তদ্বৈ বিঘ্নায় নান্যথা ॥ ৫১ ॥
বিচার্য্য বদতো বক্ত্রাৎ কথং বাগিয়মুচ্চরেৎ।
বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব পুত্রেতি পিতুঃ সুতহিতার্থিনঃ ॥ ৫২ ॥

এই সকল বিঘ্নজাল অনিবার্য্য এবং অবশ্যম্ভাবী। যে জ্ঞানী ব্যক্তি বিবেক সম্পন্ন সুবুদ্ধি প্রয়োগে এই সকল বিঘ্ন বিপত্তি জয় করিয়া, সেই আরাধ্য দেবতা হরিরই ধ্যান করেন, সেই ব্যক্তি তাঁহর পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

আপনি এবং অমাত্যগণ বিচার না করিয়াই কেবল এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। আপনারা যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, তাহা অতিশয় অসার এবং অবিচার পূর্ণ। কিন্তু আপাততঃ ঐ সকল বাক্য মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই সকল বাক্য দ্বারা যে আমার বিঘ্ন ঘটিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৫১ ॥

যে ব্যক্তি বিচার করিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহার মুখ হইতে কেন এইরূপ বাক্য উচ্চারিত হইবে। পিতা যদি পুত্রের হিতৈষী হন্ এবং পুত্রের হিত সাধন করাই পিতার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে "হে পুত্র! তুমি বিষয় সকল উপভোগ কর" এই প্রকার বাক্য কি মুখ দিয়া উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য? না এইরূপ অন্তঃসারশূন্য বাক্য পুত্রের নিকটে উচ্চারণ করিতে আছে? ॥ ৫২ ॥

স্বতএব দহত্যগ্রে জনৌঘং বিষয়ানলে।
কথঞ্চিদ্বিদ্রুতং তাত কথং মাং ক্ষেপ্তুমিচ্ছসি।
স্বয়মেব জনাঃ সর্ব্বে পতন্তি বিষয়াবটে।
অন্ধা ইব পুরঃ কূপে পরৈরপ্রেরিতা অপি ॥ ৫৪ ॥
যস্তু তানুক্ষতি ক্লিষ্টান্ জ্ঞানমার্গোপদেশতঃ।
স লোকস্য পিতা জ্ঞেয়ো মাতা বন্ধুর্গুরুশ্চ সঃ ॥ ৫৫ ॥
বিষয়াননুধাবন্তি তর্ষাৎ সুখধিয়ো জনাঃ।
অতৃপ্তাশ্চ নিবর্ত্তন্তে মৃগতৃষ্ণাং মৃগা ইব ॥ ৫৬ ॥

পিতঃ! ভীষণ বিষয়ানল স্বতই লোকদিগকে দগ্ধ করিতেছে, আমি তাহা দেখিয়া দূরে পলায়ন করিতেছিলাম। আপনি কেন আমাকে সেই বিষয়ানলে নিক্ষেপ করিতেছেন ॥ ৫৩ ॥

অন্য ব্যক্তি প্রেরণ না করিলেও যেমন অন্ধলোকগণ সম্মুখস্থিত কূপমধ্যে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত লোক স্বয়ংই বিষয়রূপ গর্ত্তে নিপতিত হইতেছে ॥ ৫৪ ॥

যে ব্যক্তি জ্ঞানপথের উপদেশ দিয়া বিষয়গর্ত্তপতিত এবং ক্লেশযুক্ত সেই সকল মনুষ্যদিগকে রক্ষণ করেন, তাঁহাকেই লোকের পিতা, মাতা, বন্ধু এবং গুরু বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৫৫ ॥

যেরূপ মৃগকুল জল পাইবার আশায় মৃগতৃষ্ণার অনুসরণ করে এবং পরে জল না পাইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করে, সেইরূপ মনুষ্যগণ সুখ হইবে বোধ করিয়া লোভে বিষয়পদার্থের অনুগমন করে এবং অবশেষে পরিতৃপ্ত না হইয়া তথা হইতে ফিরিয়া আইসে ॥ ৫৬ ॥

ভবাব্ধৌ বিষয়গ্রাহভয়াদ্বিষ্ণুপ্লবাশ্রিতং।
নাস্তি তে তাত পুনর্মাং ক্ষেপ্তুমিচ্ছসি ॥ ৫৭ ॥
স্বভাবাদ্বিষয়াসক্তং প্রোৎসাহয়তি যো জনঃ।
সাজ্যমগ্নিজিঘৃক্ষন্তং বালং তত্র স পাতয়েৎ ॥ ৫৮ ॥
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু চালয়ন্নবুধো জনঃ।
অশিক্ষিতৈর্হি তৈরেব কুপুত্রৈরিব পীড্যতে ॥ ৫৯ ॥
বিষয়ার্থী পরাবৃত্তিঃ প্রত্যাগাত্মানমীশ্বরং।

ভবসাগরে বিষয়রূপ ভীষণ জলচরাদি জন্তুর ভয়ে আমি বিষ্ণুরূপ প্লব (ভেলা) অবলম্বন করিয়াছি, পিতঃ! আপনার করুণা নাই। আপনি পুনর্ব্বার সেই ভবসাগরে আমাকে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

যে ব্যক্তি স্বাভাবিক বিষয়াসক্ত মনুষ্যকে বিষয়ের উৎকর্ষ ও প্রলোভন দেখাইয়া সমধিক উৎসাহিত করে, সেই ব্যক্তি ঘৃতযুক্ত-অগ্নিগ্রহণেচ্ছু-বালককে সেই অনলে নিক্ষেপ করে ॥ ৫৮ ॥

যে অজ্ঞ ব্যক্তি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়বেদ্য বিষয়ের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা এবং ত্বক্ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে চালিত করে, আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহের মধ্যে বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে প্রেরণ করে, সেই ব্যক্তি অশিক্ষিত কুসন্তান দ্বারা পিতার মত অনিযন্ত্রিত, ঐ সকল ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

যেরূপ উত্তরদিগ্বর্ত্তি সুমেরুপর্ব্বতের নিকটে গমন করিলে লোকে দক্ষিণদিক্ দেখিতে পায় না, সেইরূপ

নৈব পশ্যেদ্দিশং যাম্যাং গচ্ছন্মেরুগিরিং যথা ॥ ৬০ ॥
বিষয়-ব্রহ্মণোর্মার্গৌ বিশুদ্ধৌ হি [illegible]।
অত্রান্যমার্গনিরতো যাতি নান্যং পরং নরঃ ॥ ৬১ ॥
তস্মাদ্বিষয়াসক্তানাং তাত দুঃখপরম্পরা।
ন কদাচিদ্ভবেচ্ছান্তির্ব্রহ্মৈবৈকং হি শান্তিদং ॥ ৬২
প্রশংসিতং ত্বয়া যত্তু সুখং বিষয়সম্ভবং।
বহুদুঃখবিমিশ্রত্বাদল্পত্বাদ্দুঃখমেব তৎ ॥ ৬৩ ॥
। নাশদাহাপহরণশঙ্কামিশ্রিতমল্পকং।

ব্যক্তি বিষয়াভিলাষী এবং পরব্রহ্মে অনাসক্ত, সেই ব্যক্তি প্রত্যেক জীবনিষ্ঠ আত্মস্বরূপ নারায়ণকে দেখিতে পায় না ॥ ৬০ ॥

বিষয় এবং ব্রহ্ম এই উভয়ের পথ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ, তন্মধ্যে যে মনুষ্য এক পথে যাইতে উদ্যত বা আসক্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি অন্য কোন পথে যাইতে পারে না। বিষয়াভিলাষী ব্রহ্মপথে এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বিষয়-পথে গমন করেন না ॥ ৬১ ॥

অতএব হে পিতঃ! যে সকল ব্যক্তি বিষয়াসক্ত তাহা-দের নিরবচ্ছিন্ন কেবল দুঃখই ঘটিয়া থাকে, ঐ দুঃখের কদাচ অবসান হয় না। একমাত্র পরব্রহ্মই কেবল শান্তি-দাতা ॥ ৬২ ॥

এবং আপনি যে বিষয়সম্ভূত সুখের এত প্রশংসা করিয়া-ছেন, সেই সুখও অসীম দুঃখমিশ্রিত বলিয়া এবং অল্প বলিয়া কেবল দুঃখেই পরিণত হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

বৈষয়িক সুখ নিশ্চয়ই নাশ, অপহরণ এবং দাহ, আশঙ্কা

বহুপ্রয়াসসংসাধ্যং ধিক্ সুখং বিষয়োদ্ভবং ॥ ৬৪ ॥
নিম্বচূর্ণকৃতং পিণ্ডমন্তঃস্বল্পগুড়ং নরঃ।
ভক্ষয়ন্ কো লভেৎ প্রীতিং তাদৃগ্বৈষয়িকং সুখং ॥ ৬৫ ॥
পর্ব্বতং সর্ব্বতঃ খাত্বা চিরং শ্রান্তঃ কৃশোজনঃ।
বিন্দ্যেৎ কাচমণিং যদ্বৎ তদ্বৎ কামী বহিঃ সুখং ॥ ৬৬ ॥
তাবদ্বাহ্যসুখং শ্লাঘ্যং মন্যতে কৃপণো জনঃ।
যাবদ্বেদান্তবাক্যেষু বাধির্য্যং ন নিবর্ত্ততে ॥ ৬৭ ॥
ত্বাদৃশস্য মহারাজ যৎ সুখং দ্বিপদামসৌ।
আনন্দঃ পরমঃ সোহয়ং গুণিতো বহুকটিভিঃ ॥ ৬৮ ॥

মিশ্রিত ও অল্প। দ্বিতীয়তঃ এই সুখের উপার্জ্জন করিতে বহু প্রয়াস পাইতে হয়। অতএব বিষয়সম্ভূত সুখকে ধিক্ ॥৬৪॥

নিম্ব চূর্ণ (গুঁড়া) করিয়া যদি তাঁহার পিণ্ড (গোলাকার বস্তু) করা যায় এবং তাহার মধ্যে অল্পমাত্র গুড় দেওয়া হয়, তাহা ভক্ষণ করিয়া কোন্ মনুষ্য প্রীতি লাভ করিয়া থাকে। বৈষয়িক সুখও সেইরূপ জানিবেন ॥ ৬৫ ॥

যেরূপ পর্ব্বতের সকল পার্শ্ব খনন করিয়া মনুষ্য চির পরিশ্রান্ত এবং কৃশ হইয়া কাচমণি লাভ করে, সেইরূপ বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি বাহ্যসুখ প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৬ ॥

যে পর্য্যন্ত বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বাক্য শুনিতে লোকের বধিরতা না নিবৃত্ত হয়, তাবৎকাল দুঃখিত মনুষ্য বাহ্য-বৈষয়িক সুখ প্রশস্ত বলিয়া বিবেচনা করে ॥ ৬৭ ॥

মহারাজ! দ্বিপদ মনুষ্যদিগের মধ্যে আপনার মত মহোদয় মনুষ্যের যে প্রকার সুখ, সেই পরমানন্দ ইহা বহু কোটিগুণে অধিক ॥ ৬৮ ॥

প্রাজাপত্যঃ শ্রুতঃ সোঽয়ং ব্রহ্মানন্দমহাম্বুধেঃ।
উদ্ধৃতৈককণার্দ্ধার্দ্ধকোটিভাগেন নো... ॥
অনন্তমজরং সত্যমসমং তদমিশ্রিতং।
সুখমাবির্ভবেদ্ব্রাহ্ম্যমচ্যুতস্মৃতিমাত্রতঃ ॥ ৭০ ॥
গোবিন্দস্মৃতিমাত্রেণ সংপ্রাপেঽত্যুত্তমে সুখে।
সুখেনাল্পেন কস্তুষ্যেৎ ক্ষীণচিত্তং বিনা নরং ॥ ৭১ ॥
দ্বিপাত্ত্বং জ্ঞানলেশঞ্চ জনোলব্ধাতিদুর্ল্লভং।
আশ্রয়েদ্বিষ্ণুমাশ্বর্ব্বাক্ জরারোগাদ্যুপদ্রবাৎ ॥ ৭২ ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির যে আনন্দ শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা অতিসামান্য এবং তুচ্ছ বিষয়। ব্রহ্মানন্দ-রূপ মহাসমুদ্র হইতে যে এক কণা আনন্দ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার এক চতুর্থাংশকে কোটিভাগে বিভক্ত করিলে যে সূক্ষ্মভাগ হয়, তাহারও সমান প্রাজাপত্যপদের আনন্দ নহে ॥ ৬৯ ॥

নারায়ণকে স্মরণ করিবামাত্র যে ব্রহ্মসুখের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই সুখ অনন্ত, অজর, সত্য, অতুল্য এবং অবিমিশ্রিত ॥ ৭০ ॥

গোবিন্দকে স্মরণ করিবামাত্র যে অত্যুত্তম সুখ উপস্থিত হয়, লঘুচেতা ব্যক্তি ব্যতীত কোন্ মনুষ্য অল্প সুখে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

দ্বিপদ মনুষ্য জন্ম পাইয়া এবং অতিদুর্লভ জ্ঞানকণা লাভ করিয়া জরা এবং ব্যাধি প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণের জন্য মনুষ্য অবিলম্বে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইবে ॥ ৭২ ॥

সুস্থো যো ন স্মরেদ্বিষ্ণুং কথং দেহান্তে স তং ভজেৎ।
আদিতো যদশক্যন্তং তৎকালে ক ইহাচরেৎ॥ ৭৩॥
পূর্ব্বং রক্ষামনাদৃত্য মন্দঃ কান্তারমাবিশন্।
সহসা দস্যুভির্ব্যাপ্তো বিহ্বলঃ কেন রক্ষ্যতে॥ ৭৪॥
তস্মাৎ সুস্থো ভজেদ্বিষ্ণুং ভাবি দুস্থিতিহানয়ে।
ভক্তকান্তং পদ্মনেত্রং সততং মানসোৎসবং॥ ৭৫॥
কিং বাত্র বহুনোক্তেন মন্মনস্ত্বীদৃশং প্রভো।
প্রসীদার্য্য বিচার্য্যৈতৎ প্রসীদন্তু চ মন্ত্রিণঃ॥ ৭৬॥
ইতি রম্যং বচঃ শৃণ্বন্ বভুনোদস্তবঃ শিবঃ।

যে ব্যক্তি সুস্থ থাকিয়া বিষ্ণুকে স্মরণ করিল না, সে ব্যক্তির দুর্গতি উপস্থিত হইলে কি প্রকারে তাঁহাকে ভজনা করিবে। প্রথমে যে বিষয় অনভ্যস্ত ছিল, এই জগতে কোন্ ব্যক্তি সেই সময়ে তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিবে॥ ৭৩॥

মূঢ়মতি মনুষ্য পূর্ব্বে রক্ষার বিষয় অবজ্ঞা করিয়া কান্তারপ্রদেশে গমন করিয়া থাকে, পরে যখন দস্যুগণ আসিয়া সহসা তাহাকে আক্রমণ করে, তখন সেই ব্যক্তি ব্যাকুল হইলেও কে তাহাকে রক্ষা করিবে॥ ৭৪॥

অতএব ভাবী দুর্গতি বা দুঃখের বিনাশের নিমিত্ত সুস্থচিত্তে ভক্তবৎসল কমলপত্রাক্ষ এবং মনের উৎসব স্বরূপ বিষ্ণুকে সর্ব্বদাই অবলম্বন করিবে॥ ৭৫॥

হে প্রভো! অথবা এই বিষয়ে আর অধিক বলিয়া কি হইবে, আমার মন কিন্তু এইরূপ। এতএব হে আর্য্য! আপনি প্রসন্ন হউন এবং মন্ত্রিগণও প্রসন্ন হউন॥ ৭৬॥

যেরূপ উষ্ট্র নিজের অপ্রিয় আম্ররস ভোজন করিয়া

অমৃষ্যমাণো দায়েরো জগ্মেশাত্রমসংপ্রিয়ঃ ॥ ৭৭ ॥
পূর্ব্বাপরপরামর্ষশূন্যঃ ক্রোধানলাকুলঃ ।
দিগ্‌গজান্ স সমাহুয় ব্যাদিদেশাতিদুর্ম্মদান্ ॥ ৭৮ ॥
বালোপ্যয়ং দিগ্‌গজেন্দ্রাঃ স্বকুলং দগ্ধুমিচ্ছতি ।
ভবদ্ভির্হন্যতাং ধূর্ত্তঃ প্রবৃদ্ধঃ কোহপ্রযোক্ষ্যতে ॥ ৭৯ ॥
অস্মচ্ছত্রুং হরিং পূর্ব্বমাশ্রিতা যে ময়া হতাঃ ।
তানেব পশ্যতু হতো ভবদ্ভির্বৈষ্ণবপ্রিয়ান্ ॥ ৮০ ॥
নিযুক্তাঃ স্মোঽল্পকে কৃত্যে ইতি কার্য্যা নচ ত্রপা ।

মস্তক কাঁপাইয়া থাকে, সেইরূপ পুত্রের এইরূপ মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অসুর-রাজ মস্তক কাঁপাইতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥

তখন তাঁহার পূর্ব্বাপর জ্ঞান তিরোহিত হইল। তিনি কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া অত্যন্ত মদান্বিত দিক্‌হস্তীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন ॥ ৭৮ ॥

হে দিগ্‌গজসকল! এই প্রহ্লাদ বালক হইলেও নিজের কুল দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তোমরা এই ধূর্ত্তকে বিনাশ কর। প্রবল কোন্ ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে আছে? পুত্র হইলেও প্রহ্লাদ প্রবল শত্রু, ইহাকে ক্ষমা করিতে নাই ॥ ৭৯ ॥

পূর্ব্বে যাহারা আমার শত্রু বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়াছিল এবং আমি যাহাদিগকে বধ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমরা প্রহ্লাদকে বধ করিলে প্রহ্লাদও হত হইয়া সেই সকল বৈষ্ণবপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে দর্শন করুক ॥ ৮০ ॥

আমরা অতিসামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছি বলিয়া

ভবন্ত এব নিপুণাশ্চিত্রে শক্রবধে যতঃ ॥ ৮১ ॥
[illegible]শুণ্ডালা মহেভাস্তৎ প্রিয়েচ্ছবঃ।
অহংপূর্ব্বিকয়া জগ্মুর্হন্তুং দৈত্যেন্দ্রসেবকাঃ ॥ ৮২ ॥
মদান্ধো জগৃহুঃ সর্ব্বে প্রাপ্য বিশ্বম্ভরপ্রিয়ং।
প্রহ্লাদং তং কিলোৎক্ষেপ্তুং ফুৎকারমুখরৈঃ করৈঃ ॥৮৩॥
অথ ত্রৈলোক্যভর্ত্তারং বিভ্রাণো হৃদ্যধোক্ষজং।
প্রহ্লাদঃ সকলস্যাস্য গুরুং গুরুতরোঽভবৎ ॥ ৮৪ ॥
যেষাং কন্দুকলীলায়ৈ ন পর্য্যাপ্তাঃ কুলাচলাঃ।
তেষাং চালয়িতুং নালং দিগ্‌গজা বিশ্বধৃক্‌প্রিয়ং ॥ ৮৫ ॥

লজ্জা করিও না। কারণ, বিচিত্র শক্রবধকার্য্যে তোমরাই নিপুণ ॥ ৮১ ॥

দৈত্যরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং দৈত্যপতির সেবক সেই সকল মহাগজ, সেই বাক্য শুনিয়া শুণ্ডাদণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক "আমি অগ্রে যাইব, আমি অগ্রে যাইব" এইরূপে সবেগে প্রহ্লাদকে বধ করিতে গমন করিল ॥ ৮২ ॥

মদমত্ত দিক্‌মাতঙ্গ সকল হরিপ্রিয় প্রহ্লাদকে পাইয়া ফুৎকারশব্দযুক্ত শুণ্ডাদণ্ড দ্বারা তাঁহাকে তুলিয়া লইতে গ্রহণ করিল ॥ ৮৩ ॥

অনন্তর প্রহ্লাদ ত্রিভুবনের ঈশ্বর এবং এই সকল হস্তী প্রভৃতি অপেক্ষাও গুরু নারায়ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া গুরুতর হইলেন ॥ ৮৪ ॥

যে সকল দিক্‌হস্তিদিগের কাছে মহেন্দ্র প্রভৃতি কুল-পর্ব্বতগণও কন্দুকলীলার মধ্যেও পরিগণিত নহে, সেই সকল মহাগজ বিশ্বম্ভরপ্রিয় প্রহ্লাদকে কম্পিত করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৮৫ ॥

যঃ সপ্তসিন্ধুপতিভির্দিগিভৈর্বরৈশ্চ
সর্ব্বৈর্ধৃতং স্বকৃতমেতদজাণ্ডমীশঃ
লীলাফলঃ শিশুরিবামলকং বিভর্ত্তি
তস্মিন্ স্থিতে হৃদি কথং দিগিভৈঃ স ধৃষ্যঃ ॥ ৮৬ ॥
তমিত্থমুৎক্ষেপ্তুমশক্নুবন্তঃ
প্রবৃদ্ধরোষাঃ পৃথুদন্তশূলৈঃ।
দিক্কুঞ্জরাস্তে নতপূর্ব্বকায়া
মত্তা নিজঘ্নুঃ সকলেশরক্ষ্যং ॥ ৮৭ ॥
অথ ক্ষণাদ্দিগ্‌গজদন্তমালা-
শ্ছিন্নাঃ সমূলং ন্যপতন্ ধরণ্যাং।

বালক যেরূপ অনায়াসে নিজ করে আমলকীফল ধারণ করে, সেইরূপ যে পরমেশ্বর হরি সপ্ত সমুদ্রের পতি এবং প্রধান২ দিগ্‌গজ সকল কর্ত্তৃক ধৃত, নিজের রচিত এই ব্রহ্মাণ্ডকে লীলাফলের ন্যায় ধারণ করিয়া থাকেন, সেই বিশ্বময় হরি প্রহ্লাদের হৃদয়কমলে অধিরূঢ় হইলে কিরূপে দিক্‌হস্তী সকল প্রহ্লাদকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৮৬ ॥

এইরূপে দিক্‌হস্তী সকল তাঁহাকে উর্দ্ধে তুলিয়া লইতে অসমর্থ হইলে তাহাদের কোপানল প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল, তখন তাহারা শরীরের পূর্ব্বভাগ নত করিয়া মত্তভাবে স্থূল দন্তরূপ শূলাস্ত্র দ্বারা বিশ্বনাথের রক্ষিত বালককে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর ক্ষণকালের মধ্যে দিক্‌হস্তিদিগের দন্তপঙ্‌ক্তি সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন তাহা-

মদোরুধারাঃ সহসা নিবৃত্তা-
স্তথা প্রবৃত্তাঃ ক্ষতজোরুধারাঃ ॥ ৮৮ ॥
আর্ত্তাঃ স্বনৈর্দ্যাং পরিপূরয়ন্তো
দিশো বিভেজুর্দিগিভাস্ততস্তে।
দৈত্যেশচিত্তঞ্চ ভুবঞ্চ পাদৈঃ
প্রকম্পয়ন্তো ভয়ভূরি বেগৈঃ ॥ ৮৯ ॥
ইত্থং দ্বিজেন্দ্রাচ্যুতভক্তিনিষ্ঠ-
মাশা গজাস্তে দদৃশুর্ন ধীরং।
দংশা ইবাদ্রিং শলভা ইবাগ্নিং
শোকা ইবাত্মজ্ঞমজা ইবেভং ॥ ৯০ ॥

দের মদজলের প্রবলধারা নিবৃত্ত হইল এবং সহসা রক্তের প্রবলধারা বহির্গত হইল ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর সেই সকল দিগ্গজগণ কাতর হইয়া বৃংহণ ধ্বনি দ্বারা স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়া এবং ভয়হেতু প্রবলবেগযুক্ত পাদ দ্বারা দৈত্যপতির হৃদয় ও ভূতল কম্পিত করিয়া নানা-দিকে পলায়ন করিল ॥ ৮৯ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দংশ (ডাঁশ) সকল যেরূপ পর্ব্বত দেখিতে পায় না, পতঙ্গকুল যেরূপ অগ্নি দর্শন করিতে পায় না। শোক যেরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখিতে পায় না এবং মেষ সকল যেরূপ হস্তিকে দর্শন করিতে পায় না, সেইরূপ সেই সকল দিক্‌হস্তী এই প্রকারে অচ্যুত-ভক্তিপরায়ণ প্রহ্লাদকে দর্শন করিতে পারিল না ॥ ৯০ ॥

ততো হিরণ্যকশিপুঃ পুত্রং দৃষ্ট্বা তমব্রণং।
অচ্যুতাদচ্যুতং মূঢ়ো দগ্ধুং দৈত্যানচোদয়ৎ ॥ ৯১ ॥
চোদিতাশ্চাসুরা বহ্নৌ সমীরণসমেধিতে।
সাধুং নিক্ষিপ্য কাষ্ঠৌঘৈশ্ছাদয়াঞ্চক্রিরে ভৃশং ॥ ৯২ ॥
অথ জ্বালামহাজিহ্বঃ প্রচণ্ডঃ সর্পিষানলঃ।
দেবান্ ব্যদ্রাবয়ৎ স্বর্গাদযুগান্তোগ্ন ইবোল্বণা ॥ ৯৩ ॥
তাদৃশস্য মহাবহ্নেঃ প্রহ্লাদঃ সোঽন্তরে স্থিতঃ।
অলক্ষিতস্তদা ধীরঃ সস্মার জলশায়িনং ॥ ৯৪ ॥
মহাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে শয়ানং যন্ত্রমন্দিরে।
অন্তর্জ্জলে জগন্নাথং সোঽহমস্মীত্যচিন্তয়ৎ ॥ ৯৫ ॥

তাহার পর মূঢ়মতি হিরণ্যকশিপু সেই পুত্রকে অক্ষত এবং নারায়ণের একান্ত পরায়ণ দেখিয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিবার জন্য দৈত্যদিগকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৯১ ॥

অসুরগণ তাঁহার আদেশে পবন দ্বারা প্রবর্দ্ধিত অনল মধ্যে সাধু প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করিয়া কাষ্ঠরাশি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদন করিল ॥ ৯২ ॥

অনন্তর সেই অগ্নি শিখারূপ ভীষণ রসনা বিস্তার করিল, ঘৃত দ্বারা অধিক ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। প্রলয়কালীন অনলের মত উত্তাপ দ্বারা স্বর্গ হইতে অমরদিগকেও তাড়াইয়া দিল ॥ ৯৩ ॥

তখন সেই প্রহ্লাদ ঐরূপ ভীষণ অনলের মধ্যে অবস্থান করিলে লোকে যখন তাঁহাকে দেখিতে না পাইল, তখন জ্ঞানবান্ প্রহ্লাদ জলশায়ী নারায়ণকে স্মরণ করিলেন ॥ ৯৪॥

মহাসমুদ্রের মধ্যে অনন্তশয্যায় যন্ত্ররূপ মন্দিরে জলের

ইত্থং ধ্যানাচলে তস্মিন্ শশাম সহসানলঃ।
মহাজলপ্রবাহেণ সংপ্লাবিত ইবাভিতঃ॥ ৯৬॥
নিঃশেষমসুরাবহ্নৌ হঠাচ্ছান্তে সবিস্ময়াঃ।
পুনশ্চ জ্বালয়ামাসুর্নৈবাচেষ্টত হব্যভুক্॥ ৯৭॥
গুরুং দৃষ্ট্বেব সচ্ছিষ্যঃ সর্পো বাগদধারিণং।
ধ্যানাদ্বিষ্ণুময়ং জ্ঞাত্বা তং নৈবোচ্চৈরভূচ্ছিখী॥ ৯৮॥
যেষাং ভবমহাবহ্নির্নালং তাপায় দুর্জ্জয়ঃ।
কথন্তে বৈষ্ণবাস্তাত তপ্যন্তে প্রাকৃতাগ্নিনা॥ ৯৯॥

মধ্যে নারায়ণ শয়ন করিয়া আছেন, আমিই সেই নারায়ণ। তখন প্রহ্লাদ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৯৫॥

এইরূপে প্রহ্লাদ ধ্যানযোগে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিলে যেন চারিদিকে মহাজলপ্রবাহ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া সহসা সেই অনল উপশম প্রাপ্ত হইল॥ ৯৬॥

অসুরগণ হঠাৎ অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে সেই নিঃশেষিত অনলকে পুনর্ব্বার প্রদীপ্ত করিল, কিন্তু অগ্নির আর কোন চেষ্টা হইল না॥ ৯৭॥

গুরুকে দেখিয়া সাধুশিষ্য যেরূপ নত হয়, অথবা ঔষধধারী মনুষ্যকে দেখিয়া সর্প যেরূপ ফণা উত্তোলন করে না, সেইরূপ ধ্যানযোগে প্রহ্লাদকে বিষ্ণুময় জানিতে পারিয়া অগ্নির শিখা আর ঊর্দ্ধে উঠিল না॥ ৯৮॥

মান্য! ভবরূপ ভীষণ মহাবহ্নি যে সকল বৈষ্ণবদিগকে অতিশয় সন্তাপ দান করিতে পারে না, সেই সমস্ত বৈষ্ণবগণ কিরূপে সাধারণ লৌকিক অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত হইবেন॥ ৯

অথ শান্তে মহাবহ্নৌ নির্ব্বিকারং নিরীক্ষ্য তং।
দৈত্যেন্দ্রঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ স্বয়ং খড়্গমুদৈক্ষত ॥ ১০০ ॥
ততস্তূর্ণং সমুত্থায় দৈত্যরাজপুরোহিতাঃ।
মূর্খং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রাহুর্দ্বিজাঃ শাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ১০১ ॥
ত্রৈলোক্যং কম্পতে দেব ভৃশং ত্বয্যসিকাঙ্ক্ষিণি।
প্রহ্লাদস্ত্বাং ন জানাতি ক্রুদ্ধং স্বল্পো মহাবলং ॥ ১০২ ॥
তদলং দেব রোষেণ ন নিহন্তুং শশং হরিঃ।
বিদধাতি স্বয়ং যত্নং বয়ং তত্র যতামহে ॥ ১০৩ ॥
নাশক্যো হন্তুমস্মাভিরিতরোঽত্যনুকম্পিতঃ।
বতৈষ করুণাপাত্রং ত্বংসুতোঽপ্যসুধীর্জড়ঃ ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর অনন্ত মহাবহ্নির মধ্যে সেই প্রহ্লাদকে নির্ব্বিকার দেখিয়া তৎকালে দৈত্যপতি ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া স্বয়ং খড়্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০০ ॥

অনন্তর শাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ দৈত্যপতি পুরোহিতগণ শীঘ্র উঠিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া মূঢ়মতি দৈত্যপতিকে বলিতে লাগিল ॥ ১০১ ॥

মহারাজ! আপনি খড়্গ আকাঙ্ক্ষা করিলে ত্রিভুবন অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে। ক্ষুদ্রাশয় প্রহ্লাদ মহাবলশালী আপনার ক্রোধ অবগত নহে ॥ ১০২ ॥

অতএব হে মহারাজ! আর ক্রোধের প্রয়োজন নাই, সিংহ শশককে বধ করিবার জন্য স্বয়ং কখনও যত্ন করে না। অতএব সেই বিষয়ে আমরাই যত্নবান্ হইতেছি ॥ ১০৩ ॥

এই প্রহ্লাদ ইতর এবং অত্যন্ত দয়ার পাত্র, এই কারণে আমরা ইহাকে বধ করিতে পারিব না। হায়! এই বালক

তদিতঃ পরমপ্যেবং বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমতাং প্রভো।
উপায়ৈর্যোজয়িষ্যামো বয়ং যস্য হিতেরতাঃ ॥ ১০৫ ॥
যদ্যস্মদ্বচনং পথ্যং ন শ্রোষ্যতি তবাত্মজঃ।
নির্ব্বিচারং হনিষ্যামস্ততস্ত্বং ভূপ মাক্রুধ ॥ ১০৬ ॥
শস্ত্রাস্ত্রৈর্যদবধ্যোঽসৌ নতু তত্রাস্তি বিস্ময়ঃ।
বলং হ্যস্য বিজানীমঃ কৃৎস্নং তত্র চ ভেষজং ॥ ১০৭ ॥
অলং বহূক্ত্যা পশ্যাস্মদ্বলং ক্রোধং ত্যজ প্রভো।
ত্বৎক্রোধস্য ন যোগ্যোঽয়ং দেব ত্রৈলোক্যভীষণ ॥১০৮॥

দয়ার পাত্র সত্য, কিন্তু আপনার পুত্র হইয়াও প্রহ্লাদ মূর্খ এবং জড়প্রকৃতি ॥ ১০৪ ॥

হে জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য! অতএব ইহার পরও আমরা বুদ্ধিবলে নানাবিধ উপায়ে ইহাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিব। কারণ, আমরা আপনার হিতানুষ্ঠানে অনুরক্ত ॥ ১০৫ ॥

আপনার পুত্র যদি আমাদের হিতকর বচন না শ্রবণ করে, তাহার পর আমরা নির্ব্বিচারে ইহাকে বধ করিব। মহারাজ! আপনি কিন্তু তাহাতে কুপিত হইবেন না ॥১০৬

যদিচ প্রহ্লাদ অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা বধ্য হয় নাই, সেই বিষয়ে কিন্তু কিছুই আশ্চর্য্যের কারণ নাই। আমরাও ইহার সমস্ত বল অবগত হইব, তাহার ঔষধও আছে ॥১০৭॥

প্রভো! অধিক বলিয়া আর কি হইবে। আপনি আমাদের বল দেখুন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। নাথ! আপনি ত্রিভুবনের ভয়দাতা, এই বালক আপনার ক্রোধের যোগ্যপাত্র নহে ॥ ১০৮ ॥

উক্তেতি কুটিলপ্রজ্ঞা দৈত্যং দৈত্যপুরোধসঃ ।
আদায় তদনুজ্ঞাতাঃ প্রহ্লাদং ধীধনং যযুঃ ॥ ১০৯ ॥
ব্যচিন্তয়ন্মহাত্মানো বশীকর্ত্তুন্তু তে নিশং ॥ ১১০ ॥
বিপৎ প্রনাশন হরিং বিচিন্তয়ন্ বিমৎসরঃ ।
সচাপি বিষ্ণু তৎপরো গুরোরুবাসমন্দিরে ॥ ১১১ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদ-চরিতে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥

কুটিলমতি দৈত্যপুরোহিতগণ তাঁহাকে এই কথা বলিয়া অবশেষে দৈত্যপতির অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক জ্ঞান-ধনসম্পন্ন প্রহ্লাদকে লইয়া প্রস্থান করিল ॥ ১০৯ ॥

মহামতি পুরোহিতগণ প্রহ্লাদকে বশীভূত করিবার জন্য অবিরত চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ১১০ ॥

বিষ্ণুপরায়ণ এবং মাৎসর্য্যবিহীন সেই প্রহ্লাদও বিপত্তিভঞ্জন হরিকে চিন্তা করিয়া গুরুগৃহে বাস করিয়া রহিলেন ॥ ১১১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে প্রহ্লাদচরিতে দশম অধ্যায় ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ ॥

অথ সগুরুগৃহেঽপি বর্ত্তমানঃ
সকলবিদচ্যুতরক্তপুণ্যচেতাঃ।
জড় ইব বিচচার বাহ্যকৃত্যে
সততমনন্তময়ং জগৎ প্রপশ্যন্ ॥ ১ ॥
শ্রুতি বিহরণ পান ভোজনাদৌ
সমমনসং সততং বিবিক্তভাজং।
সহ গুরুকুলবাসিনঃ কদাচি-
চ্ছ্রুতিবিরতাববদন্ সমেত্য বালাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়াও নারায়ণের প্রতি তাঁহার পবিত্র চিত্ত অনুরক্ত হইল এবং এই বিশ্বসংসার সর্ব্বদা বিষ্ণুময় দর্শন করিয়া বাহ্যিক সকল কার্য্যে জড়ের মত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

শ্রবণ, বিহার, পান এবং ভোজন ইত্যাদি সকল কার্য্যে প্রহ্লাদের মন একরূপই ছিল, তিনি সর্ব্বদাই লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসিতেন। কোন এক দিবস প্রহ্লাদ যখন শ্রবণ হইতে বিরত হইলেন, যে সকল বালক প্রহ্লাদের সহিত একসঙ্গে গুরুগৃহে বাস করিত, তাহারা একত্র মিলিত হইয়া প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিল ॥ ২ ॥

তব চরিতমহো বিচিত্রমেতৎ
ক্ষিতিপতিপুত্র যতোঽস্যভোগিলুব্ধঃ।
হৃদি কিমপি বিচিন্ত্য হৃষ্টরোমা
ভবসি যদাচ বদাঙ্গ যদ্যগুহ্যং ॥ ৩ ॥
প্রতিভয়ভটনাগভোগিবহ্নীন্
দিতিজপতিপ্রহিতান্ বিজিত্য সুস্থঃ।
কথমসি বলবানপীদৃশস্ত্বং
সুখবিমুখঃ পরমত্র কৌতুকং নঃ ॥ ৪ ॥
ইতি গদিতবতঃ সমন্ত্রিপুত্রা-
নবদদিতি দ্বিজ সর্ব্ববৎসলত্বাৎ।

হে রাজকুমার! তোমার চরিত্র পরম আশ্চর্য্যজনক, কারণ, তুমি রাজপুত্র হইয়াও ভোগ্যবস্তুতে বীতরাগ হইতেছ। তোমার হৃদয়ের মধ্যে যেন কোন এক অপূর্ব্ব বস্তু আছে, সেই বস্তু ধ্যান করিয়া তোমার দেহ সর্ব্বদা রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। অতএব এই বস্তু যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে বল ॥ ৩ ॥

তোমাকে বধ করিবার জন্য দৈত্যপতি সৈন্য, হস্তী, সর্প এবং অগ্নি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তুমি অনায়াসে সেই সকল জয় করিয়া সুস্থচিত্তে বাস করিতেছ। তুমি কি করিয়া এইরূপ বলবান্ হইলে, অথচ দেখিতে পাই, তোমার সুখভোগে একেবারেই লালসা নাই। এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমাদের পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে ॥ ৪ ॥

হে ব্রাহ্মণ! মন্ত্রিপুত্রগণ এই কথা বলিলে পর প্রহ্লাদ সকলের প্রতি বাৎসল্য হেতুক তাহাদিগকে বলিতে

শৃণুত সুমনসঃ সুরারিপুত্রা
মম্মনস্থরীতির্বদামি পৃষ্টঃ ॥ ৫ ॥
ধনজনতরুণীবিলাসরম্যো
ভববিভবঃ কিল ভাতি যস্তমেনং।
বিমৃশত সুবুধৈরুতৈয সেব্যো
দ্রুতমথবা পরিবর্জ্য এষ দূরাৎ ॥ ৬ ॥
প্রথমমিহ বিচার্য্যতাং যদদ্য-
জঠরগতৈরনুভূয়তে সুদুঃখং।
কুটিলিততনুভিঃ সদাগ্নিতপ্তৈ-
র্বিবিধপুরা জননানি সংস্মরদ্ভিঃ ॥ ৭ ॥

লাগিলেন, হে দৈত্যকুমারগণ! তোমরা যে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি একমনে সেই কথা বলিতেছি, তোমরাও সুস্থচিত্তে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

এই যে ধন, দাসদাসী, আত্মীয় স্বজন এবং স্ত্রী প্রভৃতি বিলাস দ্বারা মনোহর হইয়া সংসারের বৈভব শোভা পাই-তেছে, তোমরা পণ্ডিতগণের সহিত সেই ভববৈভবের বিষয় পরামর্শ করিয়া দেখ। প্রথমতঃ এই সকল বৈভবের সেবা করা কর্ত্তব্য অথবা কি শীঘ্র দূর হইতেই ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে ॥ ৬ ॥

প্রথমে এই স্থানে বিচার করিয়া দেখ, যে নিমিত্ত জীব-গণ জঠরস্থিত হইয়া অতিশয় কুটিলদেহে সর্ব্বদাই জঠরানলে সন্তপ্ত হইয়া এবং নানাবিধ পূর্ব্ব-জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সাতিশয় দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অহমিহ নিবসাম্যমেধ্যপঙ্কে
জঠরগৃহে গত পূর্ব্বগস্মৃতেশঃ।
বহুবিধ-বহুজন্মভিশ্চ খিন্নো
ন নিজহিতং কৃতবানহোঽতিমূঢ়ঃ ॥ ৮ ॥
বপুরিহ পরিতপ্যতে যদুগ্রৈঃ
কটুলবণাম্লরসৈশ্চ মাতৃভুক্তৈঃ।
অচলমনবকাশতঃ সুখদুঃখং
ফলমিদমচ্যুতবিস্মৃতেঃ সুঘোরং ॥ ৯ ॥
করাগৃহে দস্যুরিবাস্মি বদ্ধো
জরায়ুনা বিট্ কৃমিমূত্রপূয়ে।

হায়! আমি অপবিত্র কর্দ্দমময় জননীর এই জঠররূপ গৃহে বাস করিতেছি, পূর্ব্বে জগদীশ্বর নারায়ণকে স্মরণ করিতে পারি নাই। বহুবার বহু জন্ম হইয়াছিল, তাহাতেও আমি বিশেষ খেদান্বিত হইয়াছিলাম। অহো! আমি অতিশয় মূঢ় বলিয়া নিজের হিত চিন্তা করিতে পারি নাই॥৮

এই সংসারে জননীর ভুক্ত অতিভীষণ কটু, লবণ ও অম্ল-রস দ্বারা শরীর যে সন্তাপিত হইতেছে এবং অবকাশ না থাকাতে সুখ দুঃখ স্থিরভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা নারায়ণকে বিস্মরণ হইবার ইহাই নিদারুণ ফল ॥ ৯ ॥

দস্যু যেরূপ কারাগার মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া ক্লেশানুভব করে, আমিও সেইরূপ বিষ্ঠা, মূত্র এবং কৃমিপূয়াদি দ্বারা অতিদুর্গন্ধময় ও অপবিত্র মাতৃগর্ভে জরায়ু দ্বারা বদ্ধ হইয়া

ক্লিশ্যামি গর্ভেঽপ্যসকৃন্মুকুন্দ-
পাদাব্জয়োরস্মরণেন কষ্টং ॥ ১০ ॥
ইতঃ পরং ত্বচ্যুতমেব যত্নাৎ
সদা ভজিষ্যে বিগতান্যতৃষ্ণঃ।
স্যান্নির্গমো মে জঠরাৎ কদান্নু-
ন পূর্ব্ববন্মোঢ্যমহং ভজিষ্যে ॥ ১১ ॥
ইত্থং মহোগ্রোদরতশ্চ জন্তু-
র্বিনির্গমং বাঞ্ছতি পথ্যকৃত্যে।
বদ্ধঃ পশুর্বা নিজবন্ধমুক্তিং
পশ্যন্নদূরাত্তৃষিতস্তড়াগং ॥ ১২ ॥
তস্মাৎ সুখং গর্ত্তশয়স্য নাস্তি
গর্ভান্ততো নিষ্পাতিতশ্চ দুঃখং।

ক্লেশ পাইতেছি। নারায়ণের পাদপদ্ম দুইটী স্মরণ না করাতে বারম্বার কষ্ট ভোগ করিতেছি ॥ ১০ ॥

ইহার পর অন্য বিষয়ের কামনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই আমি যত্নসহকারে নারায়ণেরই আরাধনা করিব। হায়! কবে আমার জঠর হইতে নিঃসরণ হইবে? আর আমি পূর্ব্বের মত মূঢ়তা অবলম্বন করিব না ॥ ১১ ॥

এইরূপে জীব অতিভীষণ জঠর হইতে আপনার হিতের জন্য নির্গমন ইচ্ছা করিয়া থাকে। যেমন বদ্ধ-তৃষ্ণাতুর পশু অদূরে তড়াগ দেখিয়া নিজের বন্ধন হইতে মুক্তি কামনা করে তদ্রূপ ॥ ১২ ॥

অতএব গর্ত্তশায়ী জীবের সুখ নাই। অনন্তর গর্ত্ত হইতে

বাহ্যানিলস্পর্শমবাপ্য মূর্চ্ছাং
প্রাপ্নোতি মাত্রা সহ ভূরিদুঃখং ॥ ১৩॥
বিচেষ্টমানোঽথ চিরেণ জন্তু-
র্গর্ব্ভে যথা বেত্তি ন কিঞ্চিদত্র।
আশাশ্চ তাস্তা বিফলা ভবন্তি
পুরস্থমৃত্যোরিব ভোগবাঞ্ছাঃ ॥ ১৪ ॥
যুক্তো মুনির্বেত্তি যথা স সর্ব্বং
গর্ব্ভং গতো ব্যুত্থিতবান্ন বেত্তি।
জাগ্রদ্যথা বেত্তি হিতং স গর্ব্ভে
সুষুপ্তবচ্চাত্র গতো ন বেত্তি ॥ ১৫ ॥

নির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ বাহ্য-পবনের স্পর্শ পাইয়া জননীর সহিত অতিশয় দুঃখে মূর্চ্ছা পাইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অনন্তর জীব বহুকাল পরে চেষ্টা করিয়া থাকে, জননীর জঠরে যেমন জানিতে পারে, তেমন এখানে আর কিছুই জানিতে পারে না। আসন্নমৃত্যু মনুষ্যের ভোগাভিলাষ যেরূপ বৃথা, সেইরূপ তখন জীবের তত্তৎ সমস্তই আশা বৃথা হইয়া যায় ॥ ১৪ ॥

যোগযুক্ত মুনি যেরূপ সমস্ত বিষয় জানিতে পারেন, সেইরূপ জীব গর্ব্ভগৃহে সকল বিষয় জানিতে পারে। যোগ হইতে উত্থিত হইলে অর্থাৎ সমাধিভঙ্গ হইলে যেমন মুনি কিছুই জানিতে পারেন না, সেইরূপ গর্ব্ভ-নিঃসৃত জীব কিছুই অবগত হয় না। জাগ্রদবস্থায় যেমন মনুষ্য সকল বিষয় বুঝিতে পারে, গর্ব্ভাবস্থায় জীব সেইরূপ সমস্তই জানিতে পারে। সুষুপ্তিদশায় যেমন কিছুই জানা যায় না,

অথাস্য বাহ্যানিলখড়্গছিন্ন-
জ্ঞানোরুবৃক্ষাৎ পুনরঙ্কুরাভং।
অকল্পনং জ্ঞানমুদেতি বাল্যে
তদ্বর্দ্ধতে তদ্বপুষৈব সার্দ্ধং ॥ ১৬ ॥
জ্ঞানাঙ্কুরন্তং পরিবর্দ্ধয়ন্তি যে
সচ্ছাস্ত্রসৎসঙ্গতিতোয়সেকৈঃ।
তেঽতিপ্রবৃদ্ধাৎ ফলমাপ্নুবন্তি
মোক্ষাভিধং জ্ঞানতরোর্দুরাপং ॥ ১৭ ॥
যেত্বর্থকামাননুযান্তি তেষাং
তর্ষাগ্নিতপ্তং নহি বৃদ্ধিমেতি।

সেইরূপ এই স্থানে প্রাণি......কিছু জানা যাইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

অনন্তর এই জীবের বাহ্য-পবনরূপ খড়্গ দ্বারা জ্ঞানরূপ মহাবৃক্ষ ছিন্ন হইয়া যায়, সেই ছিন্নবৃক্ষ হইতে পুনর্ব্বার অঙ্কুরাকৃতি যৎসামান্য জ্ঞান বাল্যকালে উদিত হয় এবং তাহার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥ ১৬ ॥

যে সকল ব্যক্তি সাধুশাস্ত্র এবং সাধুসঙ্গরূপ জলসেক দ্বারা সেই জ্ঞানাঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত করেন, তাঁহারাই শেষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জ্ঞানবৃক্ষের অতিদুর্লভ মোক্ষ নামক ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥ ॥

কিন্তু যে সকল মনুষ্য অর্থ ও কামের অনুসরণ করে, তাহাদের জ্ঞানাঙ্কুর বাসনারূপ অনল দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং সেই জ্ঞানাঙ্কুর ফলোৎপাদন

জ্ঞানাঙ্কুরং তেন কলায় নালং
তচ্ছিদ্যতেহথামরণাসিপাতাৎ ॥ ১৮ ॥
পুনশ্চ গর্ব্ভে ভবতি প্রবৃদ্ধ-
মেবং হ্যনন্তাজনিমৃত্যুমালা।
জন্যস্তু তস্মাৎ পরিবর্দ্ধয়েত্তজ্-
জ্ঞানাঙ্কুরং তৎফলমীশভক্তিঃ ॥ ১৯ ॥
দুঃখং স্ত্রীকুক্ষিমধ্যে প্রথমমিহ ভবেদ্গর্ব্ভবাসে নরাণাং।
বালত্বেচাতিদুঃখমললুলিততনুস্ত্রীপয়ঃপানমিশ্রং ॥
তারুণ্যেচাতিদুঃখং ভবতি বিরহজং বৃদ্ধভাবোহপ্যসারঃ।
সংসারে বা মনুষ্যা যদি বদত সুখং স্বল্পমপ্যস্তি কিঞ্চিৎ ॥২০

অত্যন্ত অসমর্থ অবশেষে মৃত্যুরূপ খড়্গাঘাতে সেই জ্ঞানাঙ্কুর ছিন্ন হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥

পুনর্ব্বার সেই জীব গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে, এইরূপে আবার তাহার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সুতরাং জীবের জন্মমৃত্যু অনন্ত, অতএব সেই জ্ঞানাঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত করিবে। নারায়ণের প্রতি ভক্তিই তাহার ফল ॥ ১৯ ॥

প্রথমে এই জগতে মনুষ্যগণের নারীজঠর মধ্যে দুঃখ হইয়া থাকে, তৎপরে গর্ব্ভবাস দুঃখ ঘটিয়া থাকে। বাল্যকালে মলমূত্র দ্বারা শরীর লিপ্ত থাকে এবং স্ত্রীলোকের স্তন্যদুগ্ধ পানে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়, যৌবনকালেও বিরহজনিত অত্যন্ত দুঃখ ঘটে। বৃদ্ধাবস্থাও সর্ব্বাপেক্ষা অসার, অতএব হে মনুষ্যগণ! বল দেখি, এই সংসারে অল্পমাত্রও কি সুখ আছে? ॥ ২০ ॥

উক্তং প্রসঙ্গাদিদমার্য্যপুত্রাঃ
শৃণ্বন্তু বাল্যেঽপি জনস্য দুঃখং।
অপ্যাধির্ব্যাধিভিরর্দ্যমানো
নাখ্যাত্তুমীশঃ সহি বেদনার্ত্তঃ ॥ ২১ ॥
পরেচ্ছয়া ভোজনমজ্জনাদৌ
ক্লিশ্যত্যথ ক্রীড়নকেষু সক্তঃ।
করোতি হাস্যং পুরুষার্থবুদ্ধ্যা
যৎকিঞ্চিদন্যৈঃ স বৃথাশ্রমার্ত্তঃ॥ ২২ ॥
বাল্যেঽজ্ঞতা সা হি সুখদুঃখহেতু-
র্যূনশ্চ শৃণ্বন্ত্বসুখং ভবন্তঃ।
স বাধ্যতে পঞ্চশরেণ নিত্যং
পঞ্চেন্দ্রিয়ৈশ্চাধিসহস্রর্দুঃখৈঃ ॥ ২৩ ॥

হে গুরুপুত্রগণ! আমি প্রসঙ্গ ক্রমে যে কথা বলিয়াছি, তাহা তোমরা শ্রবণ কর। বাল্যকালেও যে মনুষ্যের দুঃখ হয়, তাহা আমি বলিয়াছি। বাল্যকালে মনুষ্য নানাবিধ আধি (মনোব্যথা) এবং বিবিধ ব্যাধিদ্বারা ক্লেশ পাইয়া থাকে। তখন সে কিছুই বলিতে পারে না। অধিকন্তু সে কেবল যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া পরে ॥ ২১ ॥

তাহার পর ঐ বালক পরের ইচ্ছায় স্নান ভোজনাদি কার্য্যে অনেক ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। যখন সে নানাবিধ খেলায় আসক্ত থাকিয়া পুরুষার্থ বোধে হাস্য করিয়া থাকে, তখন সে অপরের সহিত যৎকিঞ্চিৎ কার্য্য করিয়াও বৃথা পরিশ্রমে কাতর হয় ॥ ২২ ॥

এইরূপে বাল্যকালে মূর্খতার পূর্ণবিকাশ দেখাযায় এবং

পরাৎ পরং দুর্লভমেব বাঞ্ছন্
সদৈব সীদন্ত্যবিনীতচিত্তঃ ॥
স্বৈরর্থদারৈর্নহি তোষমেতি
প্রায়ঃ স্বভাবোহ্যয়মেব যূনাং ॥ ২৪ ॥
যেহপি স্বকৈর্দারধনৈঃ সুতুষ্টা-
স্তেষাঞ্চ নাস্ত্যেব সুখং ভবেহস্মিন্।
সর্ব্বেহ্যনিত্যা বিভবাস্তদেষাং
নাশে সুখাৎ কোটিগুণং হি দুঃখং ॥ ২৫ ॥

সেই অজ্ঞতাই অত্যন্ত দুঃখের কারণ। এক্ষণে তোমরা যুবার সুদুঃখ অর্থাৎ অতিশয় ক্লেশ শ্রবণ কর। যুবা পুরুষ সর্ব্বদাই কামশরে এবং পঞ্চ প্রবল ইন্দ্রিয়ের প্রাদুর্ভাবে পীড়িত হইয়া থাকে। তখন তাহার সহস্র ২ মানসিক পীড়া আবির্ভূত হইয়া তাহাকেই ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ ২৩ ॥

যুবা পুরুষের চিত্ত কখন বিনীত হয় না। ঐ পুরুষ কেবল পরে পরে দুর্ল্লভ বস্তুরই বাঞ্ছা করিয়া অবসন্ন হইতে থাকে, তাহার মনের সুখ আর পূর্ণ হয় না। যুবা পুরুষ আপনার স্ত্রী এবং আপনার অর্থে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। প্রায়ই যুবা পুরুষদের এইরূপ স্বভাব হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যদিচ কোন কোন যুবা পুরুষ স্বকীয় স্ত্রী এবং অর্থে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহাদেরও এই সংসারে সুখ নাই জানিবা। কারণ, সমস্ত বিভবই অনিত্য। সুতরাং সুখাপেক্ষা স্ত্রী এবং অর্থাদির বিনাশে কোটিগুণ দুঃখই উপস্থিত হয় ॥ ২৫ ॥

জনোঽত্র যঃ স্নিহ্যতি দারপুত্র-
ধনেষু তদ্দুঃখমহাতরূণাং।
বীজানি ধত্তে হৃদি তে চ কালে
বিদারয়ন্তস্তমমুদ্ভিদন্তি ॥ ২৬ ॥
পর্য্যন্তদুঃখান্ ধনদারপুত্রা-
ননাত্মবান্ ক্রীড়তি যৎ প্রগৃহ্য।
অমন্ত্রবিদ্ব্যালশিশুং প্রগৃহ্য
মৌঢ্যেন যৎক্রীড়তি দৈত্যপুত্রাঃ ॥ ২৭ ॥
নাবং শ্রয়েদ্বা জরতীং মহাব্ধৌ
শাখাং মহোচ্চামপি ছিদ্যমানাং।
ধ্রুবং প্রণাশান্ বিষয়ান্ দুরাপান্
বিশ্বস্য যঃ দুঃখপারমিচ্ছেৎ ॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি এই সংসারে স্ত্রী পুত্র ও ধনের প্রতি আসক্ত হয়, সে ব্যক্তি আপনার হৃদয়ের মধ্যে সেই দুঃখরূপ মহা-বৃক্ষের বীজ সকল ধারণ করে। ঐ সকল দুঃখরূপ মহাবৃক্ষ, কালে শরীর বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ২৬ ॥

হে দৈত্যপুত্রগণ! যে ব্যক্তি মন্ত্র জানে না এরূপ মনুষ্য মূর্খতাবশতঃ ভুজঙ্গশিশুকে গ্রহণ করিয়া যেরূপ ক্রীড়া করে, সেইরূপ অনাত্মদর্শী মনুষ্য পরিণামবিরস স্ত্রী পুত্র ধন গ্রহণ করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি অপার দুঃখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি মহাসাগরে জীর্ণতরী অবলম্বন করিবে, অথবা অত্যন্ত উচ্চ হইলেও যে শাখা ছেদন করা হইতেছে, সেই শাখা

তস্মান্ন যূনং সুখমস্তি দৈত্যাঃ
বৃদ্ধস্য শোকাস্তু ন বর্ণনীয়াঃ।
সহ্যাধিরুগ্‌দুঃখমহানদীনাং
মহার্ণবত্বে বিধিনা প্রযুক্তাঃ ॥ ২৯ ॥
কিঞ্চাহত্র জন্তোঃ সুখকারণং হি
সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি নান্যদস্তি।
পরন্তু যেহগী বিষয়ান্ দুরাপান্
হিত্বৈব তং যান্তি চ তত্র ধীরাঃ ॥ ৩০ ॥
অপুত্রতা দুঃখমতীবদুঃখং
কুপুত্রতাদুঃখতরং ততোহপি।

অবলম্বন করিবে, কিম্বা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিত ক্ষণভঙ্গুর বিষয় সকল অবলম্বন করিবে ॥ ২৮ ॥

অতএব হে দৈত্যগণ! যুবা পুরুষদিগের একেবারেই সুখ নাই। বৃদ্ধলোকের যে সকল শোক আছে, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। বিধাতা আধিব্যাধি-জনিত দুঃখরূপ মহানদীর মহাসমুদ্ররূপে বৃদ্ধদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥২৯

অপিচ, এই সংসারে সকল অবস্থাতেই জীবের অন্য কোন সুখের কারণ নাই, কিন্তু যে সকল মনুষ্য দুর্লভ বিষয়-রাশি বিসর্জ্জন দিয়া কেবল সেই নারায়ণেরই শরণাপন্ন হয়, এই সংসারে তাহারাই জ্ঞানী ॥ ৩০ ॥

প্রথমতঃ পুত্র না হইলে মনুষ্যের যে দুঃখ হয়, সেই দুঃখ অসীম। তৎপরে পুত্র হইলে সেই পুত্র যদি কুসন্তান হয়, তাহা আবার অধিকতর কষ্টদায়ক। এইরূপে পুত্র

লব্ধেষু পুত্রেষ্বপি সংসু কাল-
ধর্ম্মং গতেম্বার্ত্তিজুষাং শ্রিয়া কিং ॥ ৩১ ॥
নষ্টে সুতাদৌ হি নৃণাং সুরম্যা
লক্ষ্মীরপি প্রত্যুত দুঃখহেতুঃ।
বসন্তমন্দানিলচন্দ্রিকাদি
পশ্যন্ হি তপ্তো বিরহী সুতপ্তঃ ॥ ৩২ ॥
জনস্য কিঞ্চাত্র সমক্ষদৃষ্ট্যা
সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি মৃত্যুভীতিঃ।
কথং ক বা কেন কদা মমেতি
বিভূয়তাং কিং বিষয়ৈঃ সুখং স্যাৎ ॥ ৩৩ ॥

সকল পাইলেও পরে যদি তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন মনুষ্যগণ অসীম ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব এইরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত মনুষ্যগণের বৈভবে প্রয়োজন কি ৩১॥

যেরূপ কোন বিয়োগী ব্যক্তি অদৃষ্টের দোষে বসন্তকালের মলয়সমীরণ এবং সুধাময়ী কৌমুদী প্রভৃতি সুখকর বস্তু দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ স্ত্রীপুত্রাদি বিনষ্ট হইলে মনুষ্যগণের অতিশয় মনোরম ঐশ্বর্য্যও (সুখের কথা দূরে থাকুক) প্রত্যুত কেবল দুঃখের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

অপিচ, এই জগতে প্রত্যক্ষ অবলোকন কর, মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়। অতএব কোন্ ব্যক্তি, কোন্ কালে, কোন্ স্থানে, কি প্রকারে, আমার বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে? এবং ভাবিয়া দেখ, তবে বৈষয়িক পদার্থ দ্বারা কি সুখ হইতে পারে? ॥ ৩৩ ॥

নদ্যম্বুপানান্ন মৃগাহিপক্ষি-
পশ্বাদিভিশ্চাত্র মৃতির্হি দৃষ্টা।
কিং সংখ্যয়া বা ন তদস্তি বস্তু
জনস্য যেনাত্র ন নাশশঙ্কা॥ ৩৪॥
দেশশ্চ কালশ্চ ন সোঽস্তি দৈত্যা
জনস্য যেনাত্র ন নাশশঙ্কা।
বিচারয়ংশ্চৈতদিহার্থদারৈঃ
কো বা সুখী জর্জ্জরিতান্তরঃ স্যাৎ॥ ৩৫॥
বাধির্য্যমান্ধ্যং বিকলাঙ্গভাবা
রোগাঃ সুঘোরা যদি বা হঠাৎ স্যুঃ।
তদা নৃণাং জীবনমপ্যনিষ্টং
বতাতিদূরে বিষয়েষু রাগঃ॥ ৩৬॥

দেখ, এই সংসারে পশু, পক্ষী, মৃগ ও সর্প প্রভৃতি জীবগণ কেবলমাত্র নদীর জলপান করিয়া কি মৃত্যুপথ দর্শন করে না? অথবা ইহাদের বিষয় গণনা করিয়া কি হইবে। কারণ, এই জগতে এরূপ বস্তুই নাই যে, যাহা দ্বারা মনুষ্যের মরণশঙ্কা নিবৃত্তি হইতে পারে॥ ৩৪॥

হে অসুরগণ! জগতে এরূপ দেশ এবং এরূপ কাল নাই, যাহা দ্বারা মনুষ্যের মৃত্যুভয় হয় না। এই জগতে কোন্ ব্যক্তিই বা স্ত্রী এবং বৈষয়িক পদার্থে সুখী হইয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিলেই তাহার অন্তঃকরণ জর্জ্জরিত হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

যদি সহসা বধিরতা, অন্ধতা, অঙ্গের ন্যূনাধিক্যরূপ বিকলতা এবং অসাধ্য কঠোর পীড়া সকল আসিয়া উপস্থিত

দৃষ্টং ভবদ্ভি[illegible]যদুক্তমেতৎ
যে ত্বত্র সক্তা বিষয়ে রমন্তে।
অজ্ঞানিনস্তে ন বিচারয়ন্তি
কামাদিবশ্যা ন চ তে প্রমাণং ॥ ৩৭ ॥
এবং ভবো দুঃখময়ঃ সদৈব
সেব্যঃ কথং দৈত্যসুতাঃ প্রবুদ্ধৈঃ।
কিন্তু দ্বিপাত্ত্বেঽপ্যধিকেয়মার্ত্তিঃ
স্বপ্রাপমেতচ্চ ন কর্ম্মিণোঽস্য ॥ ৩৮ ॥
গন্তব্যমেবং হ্যবশেন যোনী-
র্নানাবিধাঃ কর্ম্মবিপাকভেদাৎ।

হয়, তাহা হইলে মনুষ্যদিগের জীবন পর্য্যন্তও অনিষ্ট বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। যেরূপ তখন বৈষয়িক পদার্থে অনুরাগ প্রকাশ করা অনেক দূরের কথা ॥ ৩৬ ॥

আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাও তোমরা দেখিয়াছ। তন্মধ্যে যাহারা অনুরক্ত হইয়া বৈষয়িক পদার্থে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহারা অজ্ঞানী এবং কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া তাহারা বিচার করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

হে দৈত্যকুমারগণ! এইরূপে সংসার সর্ব্বদাই দুঃখময়। জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ কেন সেই দুঃখপূর্ণ সংসারে আসক্ত হইবে, কিন্তু দ্বিপদ জন্তুদিগের ইহা অধিক দুঃখের বিষয়। যে ব্যক্তি কর্ম্মী, তাহার পক্ষে ইহা সুলভ নহে ॥ ৩৮

কর্ম্মফলের পরিণামহেতু জীব অবশ হইয়া নানাবিধ যোনি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে গমন করিবে। তন্মধ্যে আমা-

জীবেন তত্রাপিচ নঃ সমক্ষং
দৃষ্টাঃ সুঘোরা বিবিধাহ্যবস্থাঃ ॥ ৩৯ ॥
ভূত্বা মৃগাঃ কর্ম্মবশেন জীবা
বনে চরন্তো বত নিত্যভীতাঃ।
ব্যাঘ্রৈশ্চ সিংহৈশ্চ খলৈরপাপাঃ
ক্রোশন্তি ভক্ষ্যাঃ কুনৃপৈশ্চ বধ্যাঃ ॥ ৪০ ॥
নিষ্কারণং হস্তিশুকৌ চ বদ্ধৌ
স্মৃত্বা বলং পশ্যত শোকতপ্তৌ।
ভারং পশুর্ভূরি বিভর্ত্তি দুঃখা-
ত্তেনাপরাধঃ কিমকারিভূরি ॥ ৪১ ॥

দের সম্মুখেই নানাপ্রকার ভীষণ অবস্থা সকল দৃষ্ট হই-য়াছে ॥ ৩৯ ॥

হায়! জীবগণ কর্ম্মবশতঃ মৃগযোনি প্রাপ্ত হইয়া বনে বিচরণ করিয়া থাকে। মৃগকুল সর্ব্বদাই ভীত, নৃশংস সিংহ ব্যাঘ্র হিংস্রজন্তুগণ ঐ সকল পাপরহিতদিগকে ভক্ষণ করে, তাহারা তখন ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক ভক্ষ্য হইয়া চীৎকার করিতে থাকে। মৃগয়া বিহার কুৎসিত রাজগণ আবার তাহাদিগকে বধ করে ॥ ৪০ ॥

তোমরা পরাক্রম স্মরণ করিয়া দেখ, হস্তী এবং শুক-পক্ষিকে অকারণে বন্ধন করে এবং তাহারা শোকে সন্তপ্ত হইয়া থাকে। দেখ, পশু দুঃখে অধিক ভার বহন করে, অথচ ঐ পশু এমন কি অধিক অপরাধ করিয়াছে যে, যাহার জন্য তাহাকে এত কষ্ট পাইতে হয় ॥ ৪১ ॥

মেষাশ্চ যুদ্ধে বত কুক্কুটাস্ত
দৃষ্টা হতাস্তে পরখেলনার্থং।
ইত্যাদিকর্ম্মানুগযোনিভাজাং
দুঃখেম্বিয়ত্তাস্তি ন দৈত্যপুত্রাঃ ॥ ৪২ ॥
কিঞ্চৈতদুক্তং খলু জঙ্গমত্বে
সুপ্রাপমেতচ্চ ন কর্ম্মিণোঽঙ্গ।
ব্রজন্তি হি স্থাবরতামবশ্যং
জীবাস্ততঃ কষ্টতরং নু কিম্বা ॥ ৪৩ ॥
এবং ভবেঽস্মিন্ পরিমার্গমাণা
বীক্ষামহে নৈব সুখাংশলেশং।
যথা যথা সাধু বিচারয়াম-
স্তথা তথা দুঃখময়ং হি বিশ্বঃ ॥ ৪৪ ॥

হায়! এইরূপ দেখাগিয়াছে যে, পরের খেলা এবং কৌতুকের জন্য মেষ ও কুক্কুটগণ যুদ্ধে হত হইয়া থাকে। হে দৈত্যকুমারগণ! এইরূপে কর্ম্মানুসারে নানাবিধ যোনি প্রাপ্ত জীবগণের দুঃখের ইয়ত্তা নাই ॥ ৪২ ॥

অপিচ, হে দৈত্যগণ! ইহাও কথিত হইয়াছে যে, জঙ্গমযোনি প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মিষ্ঠ জীবের ইহা সুলভ নহে, অবশেষে জীবগণ অবশ্যই স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হায়! ইহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট আর কি আছে ॥ ৪৩ ॥

এইরূপে এই সংসারে আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছিলাম, জগতে সুখভোগের একমাত্র কণাও বিদ্যমান নাই, আমরা যে যে রূপে ভাল করিয়া বিচার করি না কেন সেইরূপে কেবল জগৎ দুঃখময় বলিয়া জানিতে পারি ॥৪৪॥

তস্মাত্তথৈহাস্মিন্ কিল চারুরূপে
দুঃখাকরে নৈব পতন্তি সন্তঃ।
পতন্তি তেঽতত্ত্ববিদঃ সুমূঢ়া
বহ্নৌ পতঙ্গা ইব দর্শনীয়ে ॥ ৪৫ ॥
যুজ্যেত বাস্মিন্ পতনং সুখাভে
যদ্যস্তি নান্যচ্ছরণং সুখায়।
অবিন্দতামন্নমহো কৃশানাং
যুক্তং হি পিণ্যাকতুষাদিখাদনং ॥ ৪৬ ॥
অস্তু ত্বিদং শ্রীপতিপাদপদ্ম-
দ্বন্দ্বার্চ্চনং প্রাপ্যমনন্তমাদ্যং।
ব্রাহ্ম্যং সুখং সত্যমতাপমিশ্রং
সাধারণং সর্ব্বজনস্য চ স্বং ॥ ৪৭ ॥

অতএব আপাততঃ সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান, কিন্তু বাস্তবিক দুঃখের আকরস্বরূপ, এই সংসারে পণ্ডিতগণ পতিত হয়েন না। যেরূপ পতঙ্গগণ আপাততঃ দর্শনযোগ্য অনলের মধ্যে পতিত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, মূঢ়মতি সেই সকল মনুষ্য সংসারে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

অথবা যদি সুখের নিমিত্ত অন্য কোন অবলম্বন না থাকে, তাহা হইলে বরং সুখসদৃশ এই সংসারে পতন উপযুক্ত হয়। হায়! দেখ, যে ব্যক্তি অন্নলাভ না করিতে পারে, তাহাদেরই পিণ্যাক (খৈল) এবং তুষ প্রভৃতি বস্তুর ভক্ষণ করা উপযুক্ত কার্য্য ॥ ৪৬ ॥

যাহা বলিতেছি, এই কথা থাকুক। কমলাপতির পাদপদ্মযুগলের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহাই অনন্ত এবং

তচ্চার্চ্যতে শ্রীপতিপাদপদ্মং
দ্বন্দ্বং ন বস্ত্রৈর্ন ধনৈঃ শ্রমৈর্নঃ।
অনন্যচিত্তেন নরেণ কিন্তু
ধিয়ার্চ্চ্যতে মোক্ষসুখপ্রদায়ি ॥ ৪৮ ॥
অক্লেশতঃ প্রাপ্যমিদং বিসৃজ্য
মহাসুখং যোঽল্পসুখানি বাঞ্ছেৎ।
রাজ্যং করস্থং স্বগসৌ বিসৃজ্য
ভিক্ষামটেদ্দীনমনাঃ সুমূঢ়ঃ ॥ ৪৯ ॥
যে ত্বত্র সক্তা বিষয়ে রমন্তে
সুসাধনে ব্রহ্মসুখে হি তেঽন্ধাঃ।

আদ্য। এই ব্রহ্মসুখই সত্যসুখ এবং ইহা তাপমিশ্রিত নহে। এই ধন সকল লোকেরই সাধারণ ॥ ৩৭ ॥

ধন দিয়া, বস্ত্র দিয়া এবং বৃথা পরিশ্রম করিয়া কমলাপতি নারায়ণের সেই পাদারবিন্দযুগলের পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু মনুষ্য অনন্য মনে সুবুদ্ধির সহিত নারায়ণের পাদপদ্ম পূজা করিবে, এইরূপে অর্চ্চনা করিলে মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৪৮ ॥

যাহা অক্লেশে পাওয়া যায়, সেই মহাসুখ পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অল্পসুখ ইচ্ছা করে, সেই মূঢ়মতি মনুষ্য করতলস্থিত স্বকীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিত চিত্তে ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করিতে থাকে ॥ ৪৯ ॥

কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এই সংসারে আসক্ত হইয়া বৈষয়িক পদার্থে রত থাকে, সেই সকল ব্যক্তি নিশ্চয়ই সুখসাধ্য ব্রহ্মসুখে অন্ধ জানিবে। যে সকল ব্যক্তি সেই পরাৎ-

বুধৈঃ সুশোচ্যা অপি ...তস্মিং-
স্তুষ্যন্তি যে দৃষ্টপরাবরত্বাৎ॥ ৫০॥
এবং ভবং দুঃখময়ং বিদিত্বা
দৈত্যাত্মজাঃ সাধু হরিং ভজধ্বং।
ততো ভবন্তোঽপ্যপরোক্ষমেব
দ্রক্ষ্যন্তি সংসারফলঞ্চ বঃ স্যাৎ॥ ৫১॥
অসারসংসারতরোরপীদং
কৃষ্ণার্চ্চনং সৎফলমেকমস্তি।
ভবং বিনা চেশ্বরপূজনেঽলং
লয়ে হি জীবাশ্রিতলিঙ্গদেহাঃ॥ ৫২॥

পর পরমেশ্বরকে দেখিতে পায় না, পণ্ডিতগণ তাহাদের প্রতি শোক প্রকাশ করিলেও, তাহারা সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুর প্রতি সন্তুষ্ট নহে॥ ৫০॥

হে দৈত্যবালকগণ! এইরূপে সংসার দুঃখপূর্ণ অবগত হইয়া, তোমরা সম্যক্‌রূপে নারায়ণের সেবা কর। তাহার পর তোমরাও সেই হরিকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে এবং তোমাদের সংসারের ফল তখন পরিপূর্ণ হইবে॥ ৫১॥

এই সংসাররূপ বৃক্ষ অসার হইলেও একমাত্র হরিপূজাই ইহার উৎকৃষ্ট ফল আছে জানিবে। কারণ, সংসার ব্যতীত, ঈশ্বরারাধনা হইতেই পারে না। তাৎপর্য্য এই, সংসার থাকিলেই জীবের উৎপত্তি এবং জীবই ঈশ্বর আরাধনার অধিকারী। যখন লয় হইয়া যাইবে, তখন জীবগণ লিঙ্গদেহ অবলম্বন করিয়া থাকিবে। সেই সময়ে পূজ্য পূজক সম্বন্ধ কিছুই থাকে না॥ ৫২॥

তস্মাত্ত্বং প্রাপ্য জগন্নিবাস-
মারাধয়েদেব বিসৃজ্য রাজ্যং।
এবং জনো জন্মফলং লভেত
নো চেদ্ভবাব্ধৌ প্রপতেদধোধঃ॥ ৫৩॥
সংসারসংস্থা হরিমর্চ্চয়িত্বা
তমেব সংসারমধোনয়ন্তু।
এতাবতা বোঽস্তু কৃতঘ্নতাঽপি
মা বঃ পদং সংসৃতিরাক্রমেত॥ ৫৪॥
তস্মাদ্ভবন্তো হৃদি শঙ্খচক্র-
গদাধরং দেবমনন্তভাসং।

অতএব সংসারে আসিয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করত, সেই জগতের আধারস্বরূপ নারায়ণের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে যদি রাজত্ব পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট। এইরূপ করিলেই মনুষ্যের জন্মগ্রহণ করিবার ফল সার্থক হইয়া থাকে। নচেৎ উত্তরোত্তর কেবল ভব সাগরেই পতিত হইতে হয়॥ ৫৩॥

সংসারে অবস্থিত মানবগণ হরির অর্চ্চনা করিয়া শেষে সেই সংসারকেই অধঃ পাতিত করুক। যদি তোমরা এই রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, তোমাদের কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়, তাহাও তোমাদের ভাল। এইরূপ করিলে আর সংসার তোমাদের পদাক্রমণ করিতে পারিবে না॥ ৫৪॥

অতএব তোমরাও উৎকৃষ্ট ভক্তিসহকারে বাসনার মুখে জলাঞ্জলি দিয়া মনোমধ্যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, অনন্ত

স্মরন্তু নিত্যং বরদং মুকুন্দং
সদ্ভক্তিযোগেন নিবৃত্তকামাঃ ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বেষু ভূতেষু চ মিত্রভাবং
ভজন্ত্বয়ং সর্ব্বগতো হি বিষ্ণুঃ।
কুর্ব্বন্তু রোষং নিজ এব রোষে
কামে চ তাবেব হি সর্ব্বশত্রূ ॥ ৫৬ ॥
অপ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
ক্রুধ্যন্ জনে সর্ব্বময়ং তমেব।
অভ্যর্চ্চ্য পাদে দ্বিজমস্য শিঘ্নি
দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি ॥ ৫৭ ॥
অনাস্তিকত্বাৎ কৃপয়া ভবদ্ভ্যো
বদামি গুহ্যং ভবসিন্ধুসংস্থাঃ।

জ্যোতিঃসম্পন্ন, নিত্য বরদাতা, সেই দেব নারায়ণের ধ্যান কর ॥ ৫৫ ॥

তোমরা সকল জীবে মিত্রভাব ভজনা কর। কারণ, সেই বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বময়। পরে তোমরা নিজের ক্রোধ এবং বাসনার প্রতি কোপ প্রকাশ কর। যেহেতু কাম ও ক্রোধ, এই দুইটী সকলেরই শত্রু ॥ ৫৬ ॥

যে ব্যক্তি লোকের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, অথচ মৃত্তিকা এবং প্রস্তরাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতে সর্ব্বময় সেই বিষ্ণুরই অর্চ্চনা করে এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের চরণে পূজা করে, অথচ তাঁহার মস্তকে আঘাত করিয়া থাকে, সেই মূঢ়-মতি মনুষ্য নিশ্চয়ই নরকে গমন করিবে ॥ ৫৭ ॥

হে ভবসাগরস্থিত দৈত্যকুমারগণ! তোমাদের হৃদয়ে

আম্নেয়মেতন্মুনিবৃন্দজুষ্টং
জ্ঞানং ত্রয়ীসিদ্ধমনন্যভাবৈঃ ॥ ৫৮ ॥
যদ্যন্মনো দর্শয়তীহ নানা
তত্তৎপ্রযত্নাদবশেষমেকং।
ব্রহ্মাত্মতৎকার্য্যতয়া তদেত-
ন্মবিস্মরেদ্দৈত্যসুতাঃ কদাচিৎ ॥ ৫৯ ॥
আত্মানমেতদ্ধি মনো মলাঢ্যং
প্রতারয়ত্যত্র পৃথক্ প্রদর্শ্য।
তেনাপ্রমত্তো মনসঃ স্বভাবং
জ্ঞাত্বাচরেত্তৎপ্রতিকূলমেবং ॥ ৬০ ॥

নাস্তিকতা নাই বলিয়া, আমি দয়া পূর্ব্বক তোমাদিগকে অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় বর্ণন করিব। ঋক্, যজু, সাম এই ত্রিবেদী প্রসিদ্ধ এবং মুনিগণের আরাধিত, এই জ্ঞানের প্রতি তোমরা এক মনে আস্থা প্রকাশ করিবে ॥ ৫৮ ॥

হে দৈত্যকুমারগণ! এই জগতে মন যে যে নানা প্রকার বস্তু দেখাইয়া থাকে, যত্ন পূর্ব্বক সেই সেই বস্তু একমাত্র বস্তুতেই পরিণত করিবে। মনে মনে বুঝিতে হইবে যে, এই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মময় এবং জগৎ সম্বন্ধীয় পদার্থনিচয় পরব্রহ্মেরই কার্য্য, কোন ব্যক্তি কখন যেন ইহা বিস্মরণ না হয় ॥ ৫৯ ॥

এই সংসারে এই মলপূর্ণ মনই পৃথক্ পৃথক্ বস্তু দেখাইয়া আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। অতএব সাবধানে মনের স্বভাব জানিয়া মনের প্রতিকূল বিষয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

প্রোৎসাহয়েদ্‌যস্তু মনো মলাঢ্যং
প্রদর্শয়েদ্বস্তু বিভিন্নমেব।
স বাসনাখ্যং নিদধাতি তস্মিন্
ভূয়ো মলং ভেদবিতানমূলং ॥ ৬১ ॥
ততঃ পুনস্তং সমলং তথৈব
প্রকাশয়েদ্‌যস্তু মনো বিরুদ্ধং।
অভেদদৃক্ স্যাৎ প্রযতঃ ক্রমাৎ স
ভূয়ো মলস্যানুদয়াৎ সুখী স্যাৎ ॥ ৬২ ॥
পূর্ব্বস্থিতে চাপি মলে প্রণষ্টে
দৃঢ়ং মনঃ স্যাৎ প্রভু শুদ্ধবোধে।
তস্য প্রণাশশ্চ নিরোধসাধ্য-
স্তস্মান্নিরোধে মনসো যতেত ॥ ৬৩ ॥

যে ব্যক্তি মলপূর্ণ মনকে উৎসাহিত করে, সেই ব্যক্তিই বিভিন্ন বস্তু দেখাইয়া থাকে। অধিকন্তু সেই ব্যক্তি অধিকতর মলযুক্ত এবং ভেদবিস্তারের মূলস্বরূপ বাসনাকে মনোমধ্যে স্থাপিত করিয়া রাখে॥ ৬১ ॥

যে ব্যক্তি ঈশ্বর এবং জগতের অভেদ জ্ঞান অবগত হইয়া, সংযতচিত্তে চিত্তরোধ করিয়া অবশেষে মলপূর্ণ চিত্তকে পুনর্ব্বার সেইরূপেই প্রকাশিত করে, ক্রমে পুনর্ব্বার মনোমালিন্যের আবির্ভাব না হওয়াতে, সেই ব্যক্তি তখন সুখী হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বে যে মনের মালিন্য ছিল, তাহা বিনষ্ট হইয়া গেলে, মন তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানে দৃঢ় এবং সক্ষম হইয়া থাকে। যোগ দ্বারাই মনের নাশ করিতে হইবে। চিত্তবৃত্তি রোধ না

আহুর্নিরোধং তমেব ধীরা
যচ্চেতসো নির্বিষয়ত্বমস্য।
সুদুষ্করশ্চৈতদিহানুপায়ৈ-
স্তস্মাদুপায়ান্ প্রবদন্তি সন্তঃ॥ ৬৪॥
পঞ্চপ্রকারং সগুণং বদন্তি
ধ্যানং নিরোধে মনসোঽভ্যুপায়ং।
বায়োশ্চ বন্ধে হৃদি নাদসেবা
নিবৃত্তচিত্তস্য বহিঃ প্রপঞ্চাৎ॥ ৬৫॥
দৈত্যাঃ প্রপঞ্চো দ্বিবিধো বাহ্যশ্চাভ্যন্তরস্তথা।
ধনদারাদিকো বাহ্যো গৌণো ধ্যানাদিরান্তরঃ॥ ৬৬॥

হইলে মনের সুস্থিরতা সম্পাদন হইতে পারে না। অতএব চিত্তরোধ বিষয়ে যত্নবান্ হইবে॥ ৬৩॥

বিষয় পদার্থ হইতে মনকে নির্বিষয় করাই পণ্ডিতেরা এই চিত্তের রোধ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। এই জগতে যাহাদের কোন উপায় নাই, তাহাদের পক্ষে চিত্তরোধ করা অতীব দুষ্কর কর্ম্ম। অতএব পণ্ডিতগণ চিত্তরোধের নানাবিধ উপায় বলিয়াছেন॥ ৬৪॥

পণ্ডিতেরা চিত্তরোধ বিষয়ে পাঁচ প্রকার সগুণ ধ্যানই উপায়স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। বায়ুর বন্ধ হইলে, হৃদয়ের মধ্যে বাহ্য প্রপঞ্চ হইতে নাদসেবা করিয়া যখন চিত্ত নিবৃত্ত হয়, তাহাই উপায়॥ ৬৫॥

হে দৈত্যগণ! বাহ্য এবং আন্তরিক ভেদে এই বিশ্ব প্রপঞ্চ দুই প্রকার। স্ত্রী পুত্র ধনাদি বাহ্য প্রপঞ্চ, ইহাকে গৌণ বলে। ধ্যানধারণা প্রাণায়ামাদি আন্তরিক প্রপঞ্চ॥৬৬

তত্রান্তরং সমাশ্রিত্য তাবদ্বাহ্যং ত্যজেৎ সুধীঃ ।
নহি কিঞ্চিদনালম্ব্য বাহ্যত্যাগি মনো ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥
যথা ব্রজান্নীয়মানঃ পশুরেকো বলাজ্জনৈঃ ।
ন ত্যজেদ্ব্রজমভ্যস্তং ভূয়ো ভূয়োঽনুধাবতি ॥ ৬৮ ॥
অথ বদ্ধা সহান্যেন পশুনা নীয়তে শনৈঃ ।
ব্রজবিস্মৃতিপর্য্যন্তং তেনৈব সহ তিষ্ঠতি ॥ ৬৯ ॥
অথ বিস্মৃতগোবিন্দস্তেনাপি স বিযুজ্যতে ।
বিজ্ঞেয়া মনসো রীতিরেবমেব বিচক্ষণৈঃ ॥ ৭০ ॥
গৌণধ্যানাদিযোগেন মনো বাহ্যাৎ সমানয়েৎ ।

তাহার মধ্যে ধীশক্তি সম্পন্ন মনুষ্য আন্তরিক বস্তু অবলম্বন করিয়া বাহ্য বস্তু পরিত্যাগ করিবে। কোন বস্তু অবলম্বন না করিয়া মন কখনও বাহ্য বস্তু ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬৭ ॥

দেখ, যেরূপ একটী পশুকে বল পূর্ব্বক মনুষ্যগণ গোষ্ঠ হইতে আনয়ন করিলে, সেই পশু অভ্যস্ত গোষ্ঠ ছাড়িতে পারে না এবং বারম্বার সেই গোষ্ঠের অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

তৎপরে তাহাকে বাঁধিয়া অন্য পশুর সহিত ক্রমে ক্রমে গোষ্ঠের বিস্মরণ পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া যাইতে হয়। তখন সে তাহারই সহিত অবস্থান করে ॥ ৬৯ ॥

তৎপরে ঐ পশু গোসমূহের বিষয় ভুলিয়া যায়। সেই সকল পশুদের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা মনের রীতিও এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥৭০॥

যে পর্য্যন্ত বাহ্য বস্তুর বিস্মরণ না ঘটে, তাবৎ কাল,

বাহ্যবিস্মৃতিপর্য্যন্তং পুনস্তৈব ত্যাজয়েচ্চ তৎ॥ ৭১ ॥
এবং নির্ব্বিষয়ং চেতঃ ক্রমাদ্ভবতি নান্যথা।
ক্রমং বিসৃজ্য রভসাদারুরুক্ষুঃ পতত্যধঃ॥ ৭২ ॥
তৎকর্ম্ম কুর্ব্বন্ ধ্যায়ংশ্চ শঙ্খচক্রগদাধরং।
যমাদিগুণসম্পন্নঃ ক্রমাদগচ্ছেৎ পরং পদং॥ ৭৩ ॥
সখায়ো বহুনোক্তেন কিং বঃ সারতরং ব্রুবে।
কুরুধ্বং সঙ্গতিং সদ্ভিঃ শৃণুধ্বং বৈষ্ণবীঃ কথাঃ॥ ৭৪ ॥
মৈত্রীং ভজধ্বং সর্ব্বত্র জ্ঞাত্বা বিষ্ণুময়ং জগৎ।
সদৈব বিষ্ণুং স্মরত সর্ব্বক্লেশবিনাশনং॥ ৭৫ ॥

গৌণ (সগুণ) ধ্যান ধারণাদির অনুষ্ঠানে বাহ্য বস্তু হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইবে। এইরূপে কিছুক্ষণ থাকিয়াই মনকে বাহ্য বস্তু হইতে বিয়োজিত করিবে॥ ৭১॥

এইরূপে চিত্ত নির্বিষয় অর্থাৎ বিষয় পদার্থ হইতে চ্যুত হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা নাই। যে ব্যক্তি ক্রম পরিত্যাগ করিয়া সবেগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই নিম্নে পতিত হইয়া থাকে॥ ৭২॥

অতএব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারি বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে এবং যম নিয়মাদি গুণসম্পন্ন হইলে মনুষ্য ক্রমে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৭৩॥

হে বন্ধুগণ! অধিক বলিয়া কি হইবে। আমি তোমাদিগকে অতিশয় সার কথা বলিতেছি। তোমরা সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ কর এবং হরিকথা সকল শ্রবণ কর॥ ৭৪॥

এই জগৎ বিষ্ণুময় জানিয়া, সকল পদার্থে মৈত্রী ভজনা কর, তোমরা সর্ব্বদাই বিষ্ণুর স্মরণ কর, তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত ক্লেশ বিনষ্ট হইবে॥ ৭৫॥

সৎসঙ্গস্তিবিনশ্চেদেক এব সুখং বসেৎ।
নালপেদ্বিষ্ণুবিমুখৈর্ন চ তান্ পরিভূষয়েৎ॥ ৭৬॥
দ্বিজেষু গোষু গুরুষু গুণদৃষ্টিঃ সদা ভবেৎ।
বিষয়েষু চ সর্ব্বেষু দোষদৃষ্টিঃ সদা ভবেৎ।
ইষ্টপ্রাপ্তিবিপত্ত্যোশ্চ মনঃ সাম্যেন ধারয়েৎ॥ ৭৭॥
সঙ্কল্পয়েন্ন যৎকিঞ্চিজ্জিজ্ঞাসেদ্ব্রহ্ম সর্ব্বদা।
সদাচাহপররাত্রেষু সৌচিত্তেন বিভাবয়েৎ॥ ৭৮॥
ক আত্মা কিং ময়ো দেহঃ কিং মনঃ কে দশানিলাঃ।
কীদৃগ্বৃত্তীনি চাক্ষাণি ভেদঃ কঃ পরজীবয়োঃ॥ ৭৯॥
কেনৈতৎ সৃজ্যতে বিশ্বং কিময়ং কেন ধার্য্যতে।

যদি সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই একাকী বাস করিবে। তথাপি বিষ্ণুপরাঙ্মুখ-ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিবে না এবং তাহাদিগকে বিভূষিতও করিবে না॥ ৭৬॥

গো, ব্রাহ্মণ ও গুরুগণের প্রতি সর্ব্বদা গুণদর্শী হইবে, এবং সমস্ত বৈষয়িক পদার্থে সর্ব্বদা দোষ দর্শন করিবে, ইষ্টলাভ এবং বিপদে মনের সাম্য রাখিতে হইবে॥ ৭৭॥

কোন বিষয়ের কিছু মাত্র সঙ্কল্প করিবে না, সর্ব্বদাই ব্রহ্ম জানিবার জন্য ইচ্ছা করিতে হইবে। রাত্রির শেষভাগে (অর্থাৎ ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে) সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ মনে ঈশ্বরচিন্তা করিতে হইবে॥ ৭৮॥

কে আত্মা, দেহ কি প্রকার, মন কিরূপ, দশ প্রকার বায়ুই বা কি, ইন্দ্রিয় সমষ্টির কিরূপ বৃত্তি, ঈশ্বর এবং জীবের প্রভেদ কিরূপ, কে এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন, এই জগৎ কি আকার, কে এই বিশ্ব ধারণ করে, সমস্ত বেদের

বেদানাং ক চ তাৎপর্য্যং বন্ধো মোক্ষশ্চ কীদৃশঃ ॥ ৮০ ॥
শ্রোতা মন্তা তথা দ্রষ্টা কর্ত্তা রসয়িতাত্র কঃ।
আনন্দঃ সর্ব্বগো নিত্যঃ স্বতঃ কস্মান্ন দৃশ্যতে ॥ ৮১ ॥
ইত্যাদি ব্রহ্মগহনমাত্মনৈব বিভাবয়েৎ।
উপগম্য চ সদ্বৃদ্ধান্ ভক্ত্যা পৃচ্ছেৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮২ ॥
স ততং হরিমর্চ্চয়েত্তথা স্তববাক্যৈঃ প্রযতো যতাত্মতঃ।
অবশাচ্চ তমেব কীর্ত্তয়েন্মদমানাদি দশাস্বপি স্বয়ং ॥৮৩॥
সততঞ্চ তমেব ভাবয়েৎ স যথা চিহ্নধরশ্চতুর্ভুজঃ।

তাৎপর্য্য কোথায়, বন্ধ কাহাকে বলে, মুক্তিই বা কি প্রকার এই সংসারে কে শ্রবণ করে, কে মনন করে, কে দর্শন করে, কে কথা কয় এবং কেই বা রসাস্বাদ করে, যিনি স্বত আনন্দময়, সর্ব্বব্যাপী এবং নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, কেন তাঁহাকে দেখা যায় না, ইত্যাদি নিবিড় অর্থাৎ কঠিন ব্রহ্মতত্ত্বের বিষয় আপনার মনে মনেই পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। ধর্ম্মশীল প্রাচীন ব্যক্তিদিগের নিকটে গমন করিয়া, ভক্তিযোগে বারম্বার এই সকল বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ॥ ৭৯—৮২ ॥

সংযতচিত্ত মনুষ্যগণের নিকট হইতে যথাবিধি শিক্ষা করিয়া, সংযতচিত্তে নানাবিধ স্তুতিবাক্য দ্বারা সর্ব্বদা কেবল নারায়ণেরই অর্চ্চনা করিতে হইবে। চিত্ত বশীভূত না হইলেও, দর্প মত্ততা প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই স্বয়ং সেই হরিরই গুণানুকীর্ত্তন করিতে হইবে ॥ ৮৩ ॥

তিনি যে সকল শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন এবং তিনি যেরূপ চতুর্ভুজ, সর্ব্বদা তাঁহাকেই চিন্তা

পরিতুঃ কিল দৃশ্যতে প্রভুঃ প্রকটং স্বপ্নদশাস্বপি প্রিয়ঃ॥৮৪
রময়েচ্চ মনস্তথা হরৌ সততং কান্ততমে যথৈব তৎ।
স্বয়মেব তমঞ্জসাম্বিয়াৎ পশুরভ্যস্তমিবালয়ং স্বকং॥৮৫॥
ইতি সৎপথবর্ত্তিনাং হরিং কৃপয়া মন্ত্রিসুতাঃ প্রসীদতি।
স্বপদঞ্চ দদাতি দুর্লভং বিমলজ্ঞানপুরঃসরং ক্রমাৎ॥৮৬॥
অথ দুর্গমযোগতন্ত্রকে চরতামত্র রতিঃ ক্রমাদ্ভবেৎ।
পরদেশপুরে যথা ততো নহি নির্ব্বিঘ্নমিয়াৎ ফলং মহৎ।৮৭
'হুনা কিমহো ভবাম্বুধৌ হরিরেবাত্র পরায়ণং পরং।

করিবে। সেই সৌম্যদর্শন মহাপ্রভুকে স্বপ্নাবস্থাতেও নিশ্চয় চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়. ৮৪॥

অত্যন্ত মনোহর হরির প্রতি সেইরূপে মন সর্ব্বদা আসক্ত করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে হরি স্বয়ংই (পশু যেরূপ অভ্যস্ত স্বকীয় আলয়ে আসিয়া থাকে) সেইরূপ তাহার কাছে আগমন করেন॥ ৮৫॥

হে মন্ত্রিপুত্রগণ! এইরূপে হরি সুপথগামী মনুষ্যগণের প্রতি কৃপা করিয়া প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং ক্রমে বিমল জ্ঞানের সহিত স্বকীয় দুর্লভপদ সমর্পণ করেন॥ ৮৬॥

অনন্তর এই সংসারে যাহারা যোগশাস্ত্রোক্ত পথে বিচরণ করে, ক্রমে তাহাদের নারায়ণের প্রতি অনুরক্তি জন্মে। দেখ, যাহারা পরের দেশে এবং পরের নগরে বিচরণ করে, সেই স্থানে তাহারা নির্বিঘ্নে মহাফল কয় জন লোকে লাভ করিতে পারিয়াছে?॥ ৮৭॥

দৈত্যবালকগণ! অধিক বলিয়া আর কি হইবে। আহা! এই ভবসাগরে হরিই একমাত্র পরম অবলম্বন-

শতশোহপ বদামি বৈ ত্যজা হরিরেবাত্র পরায়ণং পরং ॥৮৮
হরিঃ পরায়ণং পরং হরিঃ পরায়ণং পরং ।
হরিঃ পরায়ণং পরঃ পুনঃ পুনর্বদাম্যহং ॥ ৮৯ ॥
গদিতঞ্চ ভবদ্ভিরাদরাৎ কথমস্ত্রাদিজিতং ত্বয়েতি যৎ ।
তদবিস্ময়নীয়মীশ্বরস্মৃতিবিঘ্না হ্যণিমাদিসিদ্ধয়ঃ ॥ ৯০ ॥
জনস্য বিষ্ণুসেবনে বিমুক্তিরেব সংফলং ।
তদন্তরায়তাস্ত্বিমা ব্রজন্তি সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ৯১ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদ-চরিতে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ * ॥

স্বরূপ। আমি তোমাদিগকে আবার শত শতবার বলিতেছি, এই সংসারে হরি পরম আশ্রয়স্বরূপ ॥ ৮৮ ॥

হরিই পরম উৎকৃষ্ট অবলম্বন, হরিই পরম উৎকৃষ্ট অবলম্বন এবং হরিই পরম উৎকৃষ্ট অবলম্বন, এই কথা আমি তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি ॥ ৮৯ ॥

ইতি পূর্ব্বে তোমরাও যে আদর পূর্ব্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তুমি কি করিয়া অস্ত্র সর্প অনলাদি জয় করিলে। হে দৈত্যবালকগণ! ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ, অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি যোগসিদ্ধি সকল ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার বিঘ্নজাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥৯০॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুসেবা করে, নির্ব্বাণ মুক্তিই তাহার উৎকৃষ্ট ফল। কিন্তু অণিমাদি যোগসিদ্ধি সকল কেবল হরি আরাধনার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৯১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতানুবাদে প্রহ্লাদচরিতে একাদশ অধ্যায় ॥*॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ॥

ইতি যোগীশ্বরেণোক্তং প্রহ্লাদেন দয়াব্ধিনা।
নিশম্য ধন্যতাং যাতাঃ কেচিত্তৎসহচারিণঃ॥ ১॥
অন্যেতু রক্ষঃপতয়ে শশংসুর্দারকা ভিয়া।
অধ্যাপয়তি যৎকিঞ্চিদ্দেবাস্মানপি তে সুতঃ॥ ২॥
ধ্যানং ধ্যেয়ো হরির্মোক্ষ ইত্যাদি বহুজল্পতি।
ত্বৎসন্নিধাবেব ততো ভীতাস্ত্বাং বয়মাগতাঃ॥ ৩॥

শ্রীনারদ কহিলেন, এইরূপে দয়ারসাগর এবং যোগিগণের ঈশ্বর প্রহ্লাদ যাহা বলিয়াছিলেন, কতিপয় তাঁহার সহচর, সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া বোধ করিল॥ ১॥

অন্যান্য বালকগণ ভয় পাইয়া দৈত্যপতিকে গিয়া বলিল। মহারাজ! আপনার পুত্র আমাদিগকেও কিছু কিছু অধ্যয়ন করাইয়াছে॥ ২॥

হরির ধ্যান কর, হরিই ধ্যেয় বস্তু এবং তিনিই মোক্ষদাতা, প্রহ্লাদ ইত্যাদি নানা কথা আমাদের কাছে বলিয়াছে। তাহার পরে আমরা ভয় পাইয়া আপনার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম॥ ৩॥

অথাতিরোষাদ্দৈত্যেন্দ্রস্তস্মৈ বিষমদাপয়ৎ ।
অনঘায় ন বেদাসৌ তদেব হ্যাত্মনো বিষং ॥ ৪ ॥
অবিজ্ঞাতং দদুঃ সূদাঃ প্রহ্লাদায় মহাত্মনে ।
মহাবিষং সর্ব্বভক্ষ্যে ভূরি দৈত্যেশ্বরাজ্ঞয়া ॥ ৫ ॥
অথ বিষ্ণুঃ স্বভাবেন প্রহ্লাদেন সদা স্মৃতঃ ।
অজ্ঞাতদত্তমজ্ঞাতং জারয়ামাস তদ্বিষং ॥ ৬ ॥
ররক্ষ ভগবান্ ভক্তমজ্ঞাতাদ্দ্বিজ দুর্ব্বিষাৎ ।
মাতা রক্ষতি বালং হি তদজ্ঞাতভয়াদপি ॥ ৭ ॥
বিষং সুধাং বা ভুঞ্জানো ভোক্তারং বিষ্ণুমেব যঃ ।

অনন্তর দৈত্যরাজ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই নিষ্পাপ প্রহ্লাদকে পাচক দ্বারা বিষ প্রদান করিলেন। তাহাই যে আপনার বিষ, তিনি তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই ॥৪॥

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর আজ্ঞাক্রমে পাচক ব্রাহ্মণগণ মহামতি প্রহ্লাদকে সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যে অজ্ঞাতসারে প্রচুর পরিমাণে ভীষণ বিষদান করিয়াছিল ॥ ৫ ॥

প্রহ্লাদ স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই বিষ্ণুর স্মরণ করিয়া থাকেন। তাহাতে বিষ্ণু অজ্ঞাতসারে যে বিষ দান করা হইয়াছিল, সেই বিষ, অজ্ঞাতসারে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬ ॥

হে মহর্ষে শৌনক! ভগবান্ হরি ভীষণ বিষ হইতে ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কারণ, জননী অজ্ঞাত শঙ্কা হইতেও শিশু সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

বিষই হউক, আর অমৃতই হউক, সকল বস্তুই ভোজন করিতে করিতে যে ব্যক্তি কেবল সর্ব্বদা বিষ্ণুকেই ধ্যান

সদা ধ্যায়তি নাত্মানং বিষং তস্য করোতি কিং ॥ ৮ ॥
তৎ ভুক্তং বিষং দৃষ্ট্বা নির্ব্বিকারং ভিয়াঽসুরঃ।
স্বয়ং বিকারমগমৎ সত্যং তদ্ধ্যাত্মনো বিষং ॥ ৯ ॥
অবিজ্ঞাতে বিষে জীর্ণে বিস্ময়ং পরমং যযৌ।
প্রহ্লাদরক্ষকং দেবং সর্ব্বজ্ঞং ন স বেদ যৎ ॥ ১০ ॥
আহূয়াথ দৈত্যেন্দ্রঃ ক্রোধান্ধঃ স্বপুরোহিতান্।
রে রে ক্ষুদ্র দ্বিজা যূয়ং মৎখড়্গবলিতাঙ্গতাঃ ॥ ১১ ॥
হন্যমানো ময়া মূর্খৈর্ভবদ্ভিঃ পরিরক্ষিতঃ।

করিয়া থাকেন, অথচ আত্মচিন্তা করেন না, বিষ তাঁহার কি করিতে পারে ॥ ৮ ॥

অসুরপতি দেখিলেন প্রহ্লাদ বিষপান করিয়াছে, অথচ বিষপান করিয়া তাহার কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে নাই, তখন নিজেই ভীত হইয়া সেই বিকার প্রাপ্ত হইলেন। কারণ, তাহাই নিজের বিষতুল্য হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

প্রহ্লাদের অজ্ঞাতসারে যে বিষ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও জীর্ণ হইয়াগিয়াছে, ইহা দেখিয়া দৈত্যরাজ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বিস্ময়াপন্ন হইবার কারণ এই, হিরণ্যকশিপু জানিতেন না যে, প্রহ্লাদের রক্ষাকর্ত্তা দেব সর্ব্বজ্ঞ ॥ ১০ ॥

অনন্তর দৈত্যরাজ ক্রোধে অন্ধ হইয়া আপনার পুরোহিতদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, অরে! অরে! নীচাশয় ব্রাহ্মণবালকগণ! তোরা আজ্ আমার খড়্গের বশবর্ত্তী হইলি! ॥ ১১ ॥

আমি প্রহ্লাদকে খড়্গ দ্বারা বধ করিতে যাইতেছিলাম,

যন্ত্রবহ্নিমর্যালাপৈর্যুষ্মান্ হত্বা নিহন্মি তং ॥ ১২ ॥
অথ রক্ষঃপতিং ক্রুদ্ধং জগুস্তে সভয়ং দ্বিজাঃ।
দ্রাগিমেঽভিচরিষ্যামো রাজরাজ তবাত্মজং ॥ ১৩ ॥
ক্রুদ্ধৈর্বিধিবদস্মাভিস্তর্পিতোঽদ্য হুতাশনঃ।
কৃত্যাং দাস্যতি নোঘোরাং পশ্য মন্ত্রবলং প্রভো ॥ ১৪ ॥
উক্ত্বেতি বুদ্ধিসম্পন্নাস্তদ্বিসৃষ্টাঃ পুরোহিতাঃ।
ঊচুঃ প্রহ্লাদমেকান্তে বহূপায়ৈর্মহাবলং ॥ ১৫ ॥
রাজপুত্র মহাভাগ দৃষ্টাস্তে বলসম্পদঃ।

তোরা তাহাকে রক্ষা করিয়াছিস্। এখন বুঝিলাম, তোরা সকলেই মিথ্যাবাদী। এক্ষণে অগ্রে তোদের বধ করিয়া পশ্চাৎ প্রহ্লাদকে বধ করিব ॥ ১২ ॥

অনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা দৈত্যপতিকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সভয়ে তাঁহার গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, হে রাজ-রাজেশ্বর! আমরা শীঘ্রই আপনার পুত্রকে অভিচার দ্বারা বিনাশ করিব ॥ ১৩ ॥

অদ্য আমরা কুপিত হইয়া যথাশাস্ত্র অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছি, তিনি আমাদিগকে ভীষণ কৃত্যা অর্থাৎ অভিচারিকা ক্রিয়া দিবেন। হে প্রভো! আপনি আমাদের মন্ত্রবল অবলোকন করুন ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানসম্পন্ন পুরোহিত সকল এই কথা বলিলে, দৈত্যরাজ তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাহারা নির্জ্জনে নানাবিধ উপায় দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

হে মহাভাগ্যসম্পন্ন! রাজপুত্র! আমরা তোমার বল-

সুখেনৈব ত্বয়া সাধু ঘোরাঃ শস্ত্রাদিকা জিতাঃ ॥ ১৬ ॥
আভির্দৈত্যরাজেন ত্বদ্বধে চোদিতৈরপি।
উপেক্ষ্যতে শ্রীশভক্তো দ্বিজৈস্ত্বং তন্নবেৎসি চ ॥ ১৭ ॥
দৈত্যরাজশ্চ সহতে নহি মানী হরিস্তবং।
ত্বয়া চ ন হরিস্ত্যাজ্যো ভক্তেনৈতত্তু সঙ্কটং ॥ ১৮ ॥
স্বযন্ত্রৈস্ত্বাং বধিষ্যন্তি রাক্ষসা ইতি ধীর্ন নঃ।
বন্ধবো ন ত্বদ্বধোহন্যৈর্বয়ং তত্র প্রচোদিতাঃ ॥ ১৯ ॥
সূক্ষ্মবুদ্ধিস্তব পিতা জ্ঞাতবানদ্য নো বলং।

সম্পত্তি সকল নিরীক্ষণ করিয়াছি, তুমি অনায়াসেই ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র সর্পাদি জয় করিয়াছ ॥ ১৬ ॥

তোমাকে বধ করিবার জন্য দৈত্যরাজ আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন। আমরা ব্রাহ্মণ, তুমিও কমলাপতির ভক্ত। তাহাতেই আমরা তোমাকে উপেক্ষা করিয়াছি, তুমি কিন্তু তাহা জান না ॥ ১৭ ॥

মানী দৈত্যরাজ কখনও হরির স্তব সহ্য করিবেন না, তুমিও মহাভক্ত, সুতরাং তুমি হরিকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, এই উভয় সঙ্কট উপস্থিত ॥ ১৮ ॥

আমাদের এরূপ বোধ হয় না যে, দৈত্যগণ স্ব স্ব যন্ত্র দ্বারা তোমাকে বধ করিবে, তুমি বৈষ্ণব, সুতরাং অন্য কোন লোকে তোমাকে বধ করিতে পারিবে না, মহারাজ সেই বিষয়ে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন তোমার পিতা অদ্য আমাদের বল জানিতে পারিয়াছেন। তিনিই আগ্রহ করিয়া আমাদিগকে

আগ্রহাত্তন্নিযুক্তাঃ স্মস্তেন নোপেক্ষিতুং ক্ষমাঃ॥ ২০॥
অস্মাভিস্ত্বদ্য হন্তব্যঃ সাধুস্ত্বং বত নির্ঘৃণৈঃ।
রাজোপজীবিভিঃ পাপৈর্ধিগিমাং পরবশ্যতাং॥ ২১॥
এবং স্থিতেঽপি তে তাত ত্রাণমস্ত্যেকমুত্তমং।
বিসৃজ্যাশু হরিং বাচা রাজানং পিতরং স্তুহি॥ ২২॥
মনসৈবার্চ্চয় হরিং শ্রেয়োহি মনসার্চ্চনং।
তৎকথাং ত্যজ বাচি ত্বমনুবর্ত্ত্যো হি তে পিতুঃ॥ ২৩॥
যদ্বান্যদ্ব্রূমহে পথ্যং যদি নঃ ক্রোধমেষ্যসি।
শ্রীমৎকুলপ্রসূতস্ত্বং রাজরাজস্য চাত্মজঃ॥ ২৪॥

নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব আর আমরা তোমাকে উপেক্ষা করিতে পারিব না॥ ২০॥

হায়! আমরা রাজার অন্নে প্রতিপালিত, তাহাতেই পাপিষ্ঠের মত অদ্য আমরা নির্দ্দয় হইয়া তুমি সাধু হইলেও তোমাকে বিনাশ করিব। এইরূপ পরের অধীনতাকে ধিক্!॥ ২১॥

বৎস! এইরূপ হইলেও, এখনও তোমার পরিত্রাণের এক উত্তম উপায় আছে। তুমি শীঘ্র বাক্য দ্বারা হরিকে ত্যাগ করিয়া তোমার পিতা রাজাকে স্তব কর॥ ২২॥

তুমি মনে মনেই হরির অর্চ্চনা কর। কারণ, মানসিক পূজাই শ্রেয়স্কর। তুমি কথায় হরিকথা ছাড়িয়া দাও। তোমার পিতা যেরূপ বলেন, নিশ্চয়ই তোমার তাঁহার কথানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য॥ ২৩॥

অথবা যদি তুমি আমাদের প্রতি ক্রোধ না কর, তাহা হইলে আমরা অন্য এক হিতবাক্য বলিতে পারি। তুমি

বজ্রকায়ো যুবা ধীমান্ রাজলক্ষণলক্ষিতঃ।
পিতৃদ্বিষি হরৌ ভক্তিমকালে বৎস মা কৃথাঃ ॥ ২৫ ॥
শ্রুত্বেতি যোগী বিপ্রাণাং বাচো দুর্জ্ঞানবৃংহিতাঃ।
অহো হি মায়েত্যুক্ত্বা তাংস্তূষ্ণীং ক্ষণমুদৈক্ষত ॥ ২৬ ॥
বিস্ময়ানিমিষাক্ষঃ সন্ কিঞ্চিদ্বক্রোন্নতাননঃ।
বীক্ষমাণো দ্বিজানজ্ঞান্ প্রহ্লাদোঽকম্পয়চ্ছিরঃ ॥ ২৭ ॥
উবাহ কিং দ্বিজবরাঃ কালোঽস্তি হরিপূজনে।
সা বেদান্তসিদ্ধান্তমার্গোঽসৌ কিং নিরূপিতঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীমান্ দৈত্যকুলে উৎপন্ন হইয়াছ এবং তুমি রাজরাজেশ্বরের পুত্র ॥ ২৪ ॥

তুমি বজ্রের মত দৃঢ়কায়, তোমার এই তরুণ বয়স্, তুমি বুদ্ধিমান্ এবং নরপতির সমুচিত চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত। বৎস! হরি তোমার পিতার বিদ্বেষী, সুতরাং তুমি অকালে হরির প্রতি ভক্তি করিও না ॥ ২৫ ॥

যোগী প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণদিগের দুষ্টবুদ্ধি দ্বারা বর্দ্ধিত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া "আহা! কি মায়া?" এই কথা তাহাদিগকে বলিয়া ক্ষণকাল মৌনী হইয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন ॥ ২৬ ॥

তখন প্রহ্লাদের চক্ষু বিস্ময়ে নিমেষশূন্য হইল। তিনি মুখ কিঞ্চিৎ বক্র এবং উন্নত করিয়া মূঢ়মতি ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া মস্তক কম্পিত করিলেন ॥ ২৭ ॥

পরে প্রহ্লাদ বলিলেন, হে বিপ্রবরগণ! হরিপূজা বিষয়ে কি কাল আছে? আপনারা কি সেই উৎকৃষ্ট বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তপথ নিরূপণ করিয়াছেন? ॥ ২৮ ॥

এবং পুন র্ন বক্তব্যমিতিবক্তুং ন মে ক্ষমা।
গুরবো হি ভবন্তোঽপি তস্মাদ্ব্রুত যথাসুখং॥ ২৯॥
যুক্তমৈশ্বর্য্যমত্তানামজ্ঞানাং বক্তুমিচ্ছয়া।
বিপ্রাণাং বেদবিদুষামপ্যেবং বাক্ প্রসর্পতি॥ ৩০॥
পথ্যং বক্তুং প্রতিজ্ঞায় গুরুভিঃ শিষ্যবৎসলৈঃ।
অকালে বৈষ্ণবীং ভক্তিং ত্যজেত্যুক্তমহো বুধৈঃ॥ ৩১॥
ভবতাপাগ্নিতপ্তস্য বিষ্ণুহ্রদমহাশ্রয়ং।
জনস্য জানতো ব্রূত কঃ কালো দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৩২॥
তাপত্রয়মহাজ্বালামিলিতে দেহমন্দিরে।

"এইরূপ কথা আর পুনর্ব্বার বলিবেন না" এই কথা বলিতেও আমার ক্ষমতা নাই। কারণ, আপনারাও আমার গুরু। অতএব যদৃচ্ছাক্রমে বলিতে থাকুন॥ ২৯॥

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত মূর্খদিগের কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়া এইরূপ বাক্য যে নিঃসৃত হয়, তাহা নিতান্ত অনুচিত অর্থাৎ অযৌক্তিক নহে। কারণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণেরও এইরূপ বাক্য বহির্গত হইয়া থাকে॥ ৩০॥

হায়! আপনারা শিষ্যবৎসল গুরু, তাহাতেই হঠাৎ অকালে হরিভক্তি পরিত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছেন॥৩১॥

হে দ্বিজবরগণ! যে ব্যক্তি ভবতাপানলে দগ্ধ হইয়া হরিকে গভীর জলপূর্ণ জলাশয় বলিয়া জানিতে পারিতেছে, বলুন দেখি, তাহার কাল কি?॥ ৩২॥

এই দেহমন্দিরে আধ্যাত্মিকাদি তিন প্রকার তাপানলের ভীষণ জ্বালায় দগ্ধ হইলে হরিভক্তিরূপ অমৃতরসের দ্বারা

বিষ্ণুভক্তিরসৈঃ শান্তিং জনান্ কঃ কালমীক্ষ্যতে ॥ ৩৩ ॥
কালোঽস্তি যজ্ঞে কালোঽস্তি দানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
সর্ব্বেশভজনে কালং বীক্ষমাণস্তু বঞ্চিতঃ ॥ ৩৪ ॥
আজন্মমরণং বিষ্ণুং ভজমানা মহাধিয়ঃ।
ক্ষণেঽপ্যন্তর্হিতে বিঘ্নৈঃ শোচন্ত্যসি হতা ইব ॥ ৩৫ ॥
পশুর্যথাতিতৃষিতঃ পিবন্ন সহতেঽন্তরং।
ভজমানাস্তথা বিষ্ণুং ভবক্লিষ্টাঃ সুবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তুষ্টাঃ।

সেই জ্বালার নিবৃত্তি জানিয়া কোন্ ব্যক্তি কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকে? ॥ ৩৩ ॥

যজ্ঞে কাল আছে, দানে কাল আছে এবং উৎকৃষ্ট জপেও কাল আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর হরির পূজার নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করে, সেই ব্যক্তি বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

মহাবুদ্ধিমান্ মনুষ্যগণ জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত হরির ভজনা করেন, বিঘ্ন দ্বারা যদি এক মুহূর্ত্তও ভজন তিরোহিত হয়, তবে তাঁহারা খড়্গচ্ছিন্ন মনুষ্যদিগের মত বিলাপ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

যেরূপ অতিতৃষ্ণাতুর পশু জলপান করিবার কালে একতিল কালের ব্যবধান সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ ভবতাপে সন্তাপিত সুবুদ্ধি মানবগণ হরিসেবা করিবার কালে কালের ব্যবধান সহ্য করিতে অক্ষম হয়েন ॥ ৩৬ ॥

হরিভক্ত মনুষ্যগণ বাক্য দ্বারা স্তব করিয়া, মনোদ্বারা স্মরণ করিয়া এবং শরীর দ্বারা অবিরত প্রণাম করিয়াও

ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমস্ত-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥ ৩৭ ॥
তমীশ্বরং সর্ব্বময়ং বরেণ্যং
ত্যজামি বাচা কথমন্যভীতঃ।
কিমস্তি শাস্তা তমৃতে জনানাং
বিপ্রাঃ স এব হ্যখিলস্য শাস্তা ॥ ৩৮ ॥
কিঞ্চান্যভীতেন নরেণ ভূয়ঃ
সর্ব্বেশসঙ্কীর্ত্তনমেব কার্য্যং।
পিতা স এব হ্যখিলস্য নাথো
রক্ষত্যদোষান্ বিনিগৃহ্য দুষ্টান্ ॥ ৩৯ ॥
তৎকীর্ত্তনং স্বল্পফলং হিমত্বা
ত্যজেতি নূনং কথিতং ভবদ্ভিঃ।

পরিতৃপ্ত নহেন। কেবল তাঁহারা সজলনয়নে সমগ্র পরমায়ু হরিকেই দান করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ! যিনি সর্ব্বময়, বরণীয় এবং যিনি পরমেশ্বর, আমি অপরের ভয়ে কাতর হইয়া কিরূপে বাক্যদ্বারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। তিনি ব্যতীত লোকদিগের আর কি কেহ শাসনকর্ত্তা আছে? নিশ্চয় জানিবেন, তিনিই অখিল জগতের শাসনকর্ত্তা ॥ ৩৮ ॥

অপিচ মনুষ্যে অপরের কাছে ভয় পাইয়া কেবল সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুরই সঙ্কীর্ত্তন করিবে। তিনিই পিতা এবং তিনিই অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। তিনিই দুষ্টদিগকে দমন করিয়া শিষ্টদিগকে পালন করেন ॥ ৩৯ ॥

সেই হরির কীর্ত্তনে অল্পমাত্র ফল আছে বলিয়া, "তুমি হরিকীর্ত্তন পরিত্যাগ কর" নিশ্চয়ই আপনারা এই কথা

যস্মিন্ ফলং শ্রাবয়িতুং মহেশো
শ্রোতুঞ্চ তৎপদ্মভবোঽধিকারী ॥ ৪০ ॥
রোষে পিতুর্মে ভবতাঞ্চ হেতুঃ
কঃ পুণ্যকীর্ত্তেঃ কথনে বদন্তু।
দ্বেষ্যঃ কথং বিষ্ণুরথো জনৈঃ স্যাৎ
স চাতকৈর্ম্মেঘ ইবাশু পেয়ঃ ॥ ৪১ ॥
যদ্ যুষ্মদভিপ্রায়ো জরী রোগী হরিং ভজেৎ।
অয়ং দুরাশা জন্তূনাং হঠাদেব মৃতির্যতঃ ॥ ৪২ ॥

করিয়াছেন। হরিকীর্ত্তনে যে ফল আছে, সেই ফল শুনাই-বার অধিকারী একমাত্র মহাদেব এবং পদ্মযোনি ব্রহ্মাই কেবল সেই ফল শুনিবার অধিকারী ॥ ৪০ ॥

আমি সেই পবিত্রকীর্ত্তি নারায়ণের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। তাহার জন্য পিতার এবং আপনাদের ক্রোধ জন্মিয়াছে। এইরূপ কোপের কারণ কি, দ্বিতীয়তঃ কেনই বা বিষ্ণু সকলের শত্রু হইবেন?। চাতকেরা যেরূপ তৃষ্ণার্থ হইয়া আশু মেঘের জল পান করিয়া থাকে, সেইরূপ ভবতাপানলে দগ্ধদেহ জীবগণ তাপশান্তির নিমিত্ত নবনীরদ-দ্যুতি শ্রীহরিরূপ মেঘের গুণগানরূপ অমৃতশ্রাবী মধুর ও সুশীতল সলিল, অতি শীঘ্র পান করিবে ॥ ৪১ ॥

আপনাদের বাক্যের এইরূপ অভিপ্রায় অর্থাৎ তাৎপর্য্য, কেবল জরাগ্রস্ত এবং রোগী ব্যক্তি বিষ্ণুর আরাধনা করিবে। ইহা কিন্তু জীবগণের দুরাশামাত্র, যে হেতু হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে। তাহা হইলে সে ব্যক্তি আপনাকেই বঞ্চনা করিল ॥ ৪২ ॥

দ্বিপাত্বং দুর্লভং লব্ধ্বাহপ্যেবং মূঢ়ো দুরাশয়া।
তালাদিবাধঃপততি তস্মাদ্বিষ্ণুমনর্চ্চয়ন্॥ ৪৩॥
সুস্থঃ কর্ত্তুং ন শক্নোতি যাং মূঢ়ো হরিভাবনাং।
জরী রোগী চ তাং কুর্য্যাৎ কথং যোগীন্দ্রদুষ্করাং॥ ৪৪
জরী রোগী করিষ্যেহহং শ্রেয়স্ত্বদ্যেচ্ছয়াচরন্।
আশাস্ত্বেতা বিমূঢ়ানাং পন্থানঃ স্যুরধোগতৌ॥ ৪৫
গুরূণাঞ্চ প্রিয়ং কার্য্যং ন প্রিয়ং হিতনাশনং।
তস্মাদ্বিষ্ণুং ত্যজেত্যেতন্ন করোম্যহিতং হি যৎ॥ ৪৬
ইত্যুক্তা মান্ত্রিণঃ সর্ব্বে চুক্রুধুর্দৈত্যযাজকাঃ।

অতিদুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও যে মূঢ় ব্যক্তি দুরাশাক্রমে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিল না, সে ব্যক্তি তালবৃক্ষের মত অত্যুচ্চ স্থান হইতে অধোভাগে নিপতিত হইয়া থাকে॥ ৪৩॥

মূঢ় ব্যক্তি সুস্থ থাকিয়াও যে হরিচিন্তা করিতে পারে না, সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ এবং রুগ্ন হইয়া কি প্রকারে যোগীন্দ্রগণের দুরারাধ্য হরিচিন্তা করিতে পারিবে?॥ ৪৪॥

অদ্য আমি ইচ্ছা মত কার্য্য করিয়া পরে যখন জরাজীর্ণ এবং রোগগ্রস্ত হইব তখন মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, মূঢ়গণের এইরূপ আশা কেবল অধোগতির পথ॥ ৪৫॥

গুরুদিগেরও প্রিয়কার্য্য করা কর্ত্তব্য। হিতকর্ম্মের বিনাশ কখনও প্রিয়কার্য্য নহে। অতএব "তুমি বিষ্ণুকে পরিত্যাগ কর" আপনাদের এই কথা পালন করিতে পারি না। যে হেতু তাহা নিশ্চয় অহিত কর কার্য্য॥ ৪৬॥

দৈত্যরাজের পুরোহিত সেই সকল মন্ত্রী এইরূপ কথা

উচুশ্চাগু হতোঽস্মদ্য কৃত্যয়া পাবকোত্থয়া॥ ৪৭॥
স চ সম্ভ্রমতঃ প্রাহ প্রহ্লাদো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ।
অস্থানে নহি মন্ত্রাণাং ক্ষয়ঃ কার্য্যো দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৪৮॥
সন্তি হ্যন্যে বধোপায়াঃ কৃত্যং নাস্ত্যত্র কৃত্যয়া।
অপ্যায়ুষ্মান্ন বধ্যোঽন্যৈঃ কৃত্যয়া চাপি তৎসমং॥ ৪৯॥
কালাত্মনা হতানেব হন্তি কৃত্যাদি ন স্বতঃ।
কিং তাং কৃত্যালয়াগ্নির্বা সামান্যবধসাধনৈঃ॥ ৫০॥
যদ্যর্থিতা মদ্ধননে ভবতাং কারণং বিনা।

তাহা শুনিয়া দৈত্যগণ কুপিত হইলেন এবং তাঁহারা বলিলেন, অদ্য অনলসম্ভূত কৃত্যা দ্বারা শীঘ্রই তোমার প্রাণ বিনাশ হইবে॥৪৭
ব্রাহ্মণের ভক্ত প্রহ্লাদ তখন সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা অস্থানে মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া ইহার ক্ষয় করিবেন না॥ ৪৮॥

নিশ্চয়ই বধ করিবার উপায় অনেক আছে। এই বিষয়ে অনলসম্ভূত কৃত্যা প্রয়োগ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যাহার আয়ু থাকে, সে অন্য কোন অস্ত্র দ্বারা বধ্য নহে। সুতরাং তাহার মত এই অস্ত্র দ্বারাও তাহার প্রাণ ত্যাগ হইবে না॥ ৪৯॥

কাল আসিয়া যাহাদিগকে মারিয়াছে, তাহাদিগকেই এই আগ্নেয়াস্ত্র বিনাশ করিতে পারে। কিন্তু স্বতঃ ঐ অস্ত্র অথবা প্রলয়কালীন অগ্নি সামান্য বধ সাধন দ্বারা কিছুই করিতে পারে না॥ ৫০॥

অতএব যদি অকারণ আমাকে বধ করিতে আপনাদের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা শস্ত্র দ্বারা অথবা

তর্হি শস্ত্রৈর্ব্বতান্যৈর্ব্বা ম্বাভিচারো ন তত্র হি ॥ ৫১ ॥
ক্রোধগ্রস্তবিবেকাস্তে তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রগর্ব্বিতাঃ।
পাবকাদসৃজন্ কৃত্যাং জ্বালারচিতবিগ্রহাং ॥ ৫২ ॥
সা তন্মন্ত্রবলাধ্মাতা ববৃধে চ জগর্জ্জ চ।
ব্রহ্মাণ্ডমুৎক্ষিপন্তীব পাতয়ন্তীব তারকাঃ ॥ ৫৩ ॥
তস্যাঃ সটানাং ভ্রমণাজ্জাতভীত্যা ধ্রুবং দিশঃ।
দূরাদপসৃতাস্তস্মান্নাম্নানন্তাস্ততোঽভবন্ ॥ ৫৪ ॥
সা শূলং ভ্রাময়ামাস জ্বালা ভীমং বিয়ত্তলে।
শঙ্কিতা যেন পপ্রচ্ছুর্দেবা বৃদ্ধান্ যুগাববিং ॥ ৫৫ ॥

অন্য কোন বধসাধন ... আমাকে বধ করুন। বিষয়ে আপনাদের অভিচার কার্য্য উচিত নহে ॥ ৫১ ॥

সেই কথা শুনিয়া মন্ত্রগর্ব্বিত পুরোহিতগণের বিবেক-শক্তি কোপ দ্বারা অন্তর্হিত হইল। তখন তাহারা অগ্নি হইতে অগ্নির শিখা দ্বারা এক ভীষণমূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন ॥৫২

সেই অনলসম্ভূত ভীষণমূর্ত্তি তাঁহাদের মন্ত্রবলে গর্ব্বিত হইয়া বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল এবং গর্জ্জন করিতে লাগিল। দেখিলে বোধ হয় যেন সে ব্রহ্মাণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতেছে, আর যেন আকাশ হইতে তারকাপুঞ্জ ভূতলে নিক্ষেপ করিতেছে ॥ ৫৩ ॥

সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির জটাকলাপ কাঁপিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া দিঙ্মণ্ডল সকল ভয় পাইয়া নিশ্চয়ই দূরে পলাইয়া গেল। এই কারণে তাহার অনন্ত নাম হইয়াছিল ॥ ৫৪ ॥

তখন সে আকাশমণ্ডলে ভীষণ শিখাযুক্ত শূল ঘুরাইতে লাগিল। তাহাতে দেবতাগণ ভয় পাইয়া বৃদ্ধদিগকে যুগের অবসানবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

যত্র যত্র সুধাৎপাদৌ সাথ জ্বালাময়ী ভুবি।
তত্র তত্র প্রজজ্বাল বহ্নিঃ সংক্রামিতশ্চিরং ॥ ৫৬ ॥
তাবৎ পুরজনাঃ সর্ব্বে হাহেতি পরিচুক্রুশুঃ।
তাং দৃষ্ট্বা দৈত্যরাজঞ্চ তপ্যন্তঃ শরণং যযুঃ ॥ ৫৭ ॥
জপদ্ভিরেব তৈর্বিপ্রৈরথ কৃত্যা প্রদর্শিতা।
তং ধ্যাননিষ্ঠং প্রহ্লাদং শূলেনাভিজঘান সা ॥ ৫৮ ॥
তৎ চ জ্বালাময়ং শূলং শ্রীশভক্তিরসাম্বুধিং।
তৎ প্রাপ্যৈব শশামাশু জলরাশিমিবোল্মুকং ॥ ৫৯ ॥
দৈ [illegible] রিতেজো দুর্দ্ধর্ষং তং প্রদীপ্তমিবানলং।

অনন্তর [illegible] নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই সেই স্থানে ভূতলে তাহার অগ্নিশিখাময়ী মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অগ্নি সঞ্চারিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিল ॥ ৫৬ ॥

তৎকালে পুরবাসী লোকগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং সেই অগ্নিময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সন্তপ্তচিত্তে শেষে দৈত্যরাজেরই শরণাপন্ন হইল ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর সেই সকল ব্রাহ্মণ জপ করিতে করিতে সেই ধ্যানমগ্ন প্রহ্লাদকে দেখাইয়া দিল। তখন সেই অগ্নিমূর্ত্তি কৃত্যা শূল দ্বারা প্রহ্লাদকে প্রহার করিল ॥ ৫৮ ॥

যেরূপ প্রজ্বলিত কাষ্ঠ (উল্মুক) সমুদ্র পাইয়া শীঘ্র নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ অগ্নিশিখাময় সেই শূল, হরিভক্তিরসের সাগর স্বরূপ সেই প্রহ্লাদের দেহ স্পর্শ করিয়া আশু শান্তিলাভ করিল ॥ ৫৯ ॥

যেরূপ প্রজ্বলিত অনলের মধ্যে জ্বলিতকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে তাহাকে আর দেখাগায় না, সেইরূপ দৈত্যপতির

প্রাপ্য শূলং ন দদৃশে বহ্নৌ ক্ষিপ্তমিবোল্মুকং ॥ ৬০ ॥
ক্ষিপ্তং তেজোময়ং শূলং বিষ্ণুতেজোময়ে মুনৌ।
পৃথঙ্ন দদৃশে জীবো ব্রহ্মণীব গতোলয়ং ॥ ৬১ ॥
সর্ব্বভুগ্দ্বিজবত্তস্মিন্ ধ্যানহীনজপৌঘবৎ।
নির্ব্বীর্য্যমভবচ্ছূলমব্রতাধীতবেদবৎ ॥ ৬২ ॥
নোপাসর্পত্ততঃ কৃত্যা প্রহ্লাদং দুঃসহাপ্যলং।
বিবেকজ্ঞানসম্পন্নং পুরুষং প্রকৃতির্যথা ॥ ৬৩ ॥
তস্মিন্মোঘীকৃতে শূলে নিষ্পাপং তং নিশম্য সা।

তেজো দ্বারা অনভিভবনীয় এবং প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় সেই প্রহ্লাদকে প্রাপ্ত হইয়া ... সেই শূল অদৃশ্য হইয়া গেল॥ ৬০

যেরূপ জীব পরব্রহ্মে লয় পাইলে আর তাহাকে পৃথক্ বলিয়া দেখা যায় না, সেইরূপ বিষ্ণুর জ্যোতির্ম্ময় যোগিবর প্রহ্লাদের প্রতি যে জ্যোতির্ম্ময় শূল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই শূল ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল ॥ ৬১ ॥

সর্ব্বভোজী ব্রাহ্মণের মত, ধ্যানশূন্য মানবের জপ সমূহের মত এবং ব্রতবিহীন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য বিহীন লোকের নিকট হইতে অধীত বেদের মত, প্রহ্লাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত সেই শূলাস্ত্র নির্ব্বীর্য্য অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়া গেল ॥ ৬২ ॥

অনন্তর যেরূপ প্রকৃতি বিবেক এবং জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের নিকটে যাইতে পারে না, সেইরূপ সেই অগ্নিসম্ভূত ভীষণ মূর্ত্তি অসহ্য হইলেও প্রহ্লাদের সমীপে যাইতে পারে নাই ॥ ৬৩ ॥

সেই ভীষণ শূল নিষ্ফল হইলে সেই শিখাময়ী ভীষণমূর্ত্তি প্রহ্লাদকে নিষ্পাপ জানিতে পারিয়া শিলাসজ্জিত অর্থাৎ

প্রত্যধাবদ্দ্বিজানেব শিলাসঙ্ঘট্টিকাশ্মবৎ ॥ ৬৪ ॥
আলিলিঙ্গে চ তান্ ক্রোধাদস্থানে ক্রোধকারিণঃ।
দ্রুতং জ্বালাময়ী কৃত্যা হীনদক্ষিণযজ্ঞবৎ ॥ ৬৫ ॥
অথ দুর্জ্জানিনো বিপ্রা হন্যমানাঃ স্বকৃত্যয়া।
শিরাংসি হস্তান্ বস্ত্রাণি বিধুন্বন্তঃ প্রচুক্রুশুঃ ॥ ৬৬ ॥
ত্রাতুমর্হসি নো বাল কৌশলং তব বিদ্যতে।
[illegible] ‍াসিং ভ্রাময়ন্ বালশ্ছিদ্যতেঽকুশলঃ স্বয়ং ॥ ৬৭ ॥
[illegible]এ মুৎপাদ্যতে কৃত্যামস্থানে নিহিতা বয়ং ॥ ৬৮ ॥

শিলার উপরে শিলা নিক্ষেপ করিলে সে যেমন নিক্ষেপ-কারির প্রতি ধাবমান হয় তাহার ন্যায় সেই ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ধাবমান হইল ॥ ৬৪ ॥

দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞের মত সেই ভীষণ অগ্নিশিখাময়ী মূর্ত্তি, অযোগ্যপাত্রে ক্রোধকারি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকেই শীঘ্র ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক আলিঙ্গন অর্থাৎ স্পর্শ করিল ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ আপনাদের নির্ম্মিত শিখাময়ী মূর্ত্তি-দ্বারা আপনারাই আহত হইতে লাগিল। তখন মন্দমতি বিপ্রগণ মস্তক, হস্ত এবং বস্ত্র সকল বিধুনন্ অর্থাৎ ঝাড়িতে ঝাড়িতে উচ্চস্বরে রোদন ও শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥

হে বালক! এক্ষণে আমাদিগকে পরিত্রাণ করা তোমার উপযুক্ত। তোমার অনেক কৌশল আছে। যে বালক দীর্ঘ খড়্গ ঘুরাইতে থাকে, সেই স্বয়ংই ছিন্ন হইয়া যায় ॥ ৬৭

এইরূপে আমরা অগ্নি হইতে অগ্নিশিখাময়ী মূর্ত্তি সৃজন করিয়া, এক্ষণে আমরাই অনুপযুক্ত স্থানে অবস্থান করি-তেছি ॥ ৬৮ ॥

প্রহ্লাদোঽথ হঠাচ্ছ্রুত্বা দ্বিজাক্রন্দং কৃপাকুলঃ।
নিরীক্ষ্য দহ্যমানাংস্তান্ সম্ভ্রান্তো ব্যথিতোঽভবৎ॥
স মেনে পরদুঃখন্তৎ স্বকমেব দয়ানিধিঃ।
মনোধর্ম্মং যথাশোকং দেহী সুখময়ঃ স্বয়ং॥ ৭০॥
নির্জ্জিতাঽখিলশোকানামেক এবাস্তি শোককৃৎ।
সতাং কারুণ্যসিন্ধূনাং যোঽয়ং শোকঃ পরাশ্রয়ঃ॥ ৭১॥
স্বদুঃখৈর্মেরুগুরুভির্নৈব সীদন্তি সত্তমাঃ।
অণুনাঽপ্যন্যদুঃখেন ভৃশং ক্লিশ্যন্ত্যহো দ্বিজাঃ॥ ৭২॥
সর্ব্বং বিচার্য্য কুর্ব্বন্তোঽপ্যেবং ন বিমৃশন্ত্যদঃ।
সন্তো যদ্দুঃখিতত্রাণে [illegible] ॥ ৭৩॥

অনন্তর ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রহ্লাদের হৃদয় দয়ার্দ্র হইল এবং তাঁহাদিগকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া ত্বরা পূর্ব্বক ব্যথিত হইলেন॥ ৬৯॥

দয়াময় প্রহ্লাদ সেই পরের দুঃখ আপনার দুঃখ বলিয়াই মানিয়াছিলেন। শোক যেরূপ মনের ধর্ম্ম এবং দেহী যেরূপ সুখময় তাহাও তিনি স্বয়ং জানিতেন॥ ৭০॥

যে সকল লোক সমস্ত শোক দুঃখ জয় করিয়াছেন, সেই সকল দয়াসিন্ধু মনুষ্যদিগের পরাশ্রিত (পরের) একমাত্র শোকই দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে॥ ৭১॥

হে দ্বিজগণ! সাধু সকল সুমেরু পর্ব্বততুল্য অতিদীর্ঘ নিজদুঃখ দ্বারাও কখন অবসন্ন হয়েন না। অথচ অণুমাত্র পরদুঃখ দ্বারাও তাঁহারা ক্লেশানুভব করিয়া থাকেন॥ ৭২॥

সাধুগণ সমস্ত কার্য্য বিচার পূর্ব্বক করিয়া থাকেন কিন্তু দুঃখিত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিবার কালে ইনি গুণবান্

প্রহ্লাদোঽথ দ্বিজত্রাণে যতমানো জগৎপতিং।
তুষ্টাব প্রাঞ্জলির্বিষ্ণুং তদেকশরণো হি সঃ॥ ৭৪॥
দেব যদ্যস্তি সুকৃতং মম ত্বংস্মৃতিসম্ভবং।
তেন রক্ষ জগন্নাথ বিপ্রান্মন্ত্রানলার্দ্দিতান্॥ ৭৫॥
ত্বয়ৈব প্রেরিতা লোকাঃ কুর্ব্বতে সাধ্বসাধু বা।
তস্মাদদোষান্ বিশ্বেশ রক্ষ বিপ্রাননীশ্বরান্॥ ৭৬॥
ত্বাং হি সর্ব্বগতং বেদা বদন্তি পরমেশ্বরং।
তেন সত্যেন রক্ষাদ্য বিপ্রান্মন্ত্রানলার্দ্দিতান্॥ ৭৭॥

এবং ইনি নির্গুণ পুরুষ, কেবল [illegible] একমাত্র বিষয়, তাঁহারা বি[illegible] করেন না॥ ৭৩॥

অনন্তর প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়া কৃতাঞ্জলিভাবে জগদীশ্বর বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। কারণ, একমাত্র নারায়ণই প্রহ্লাদের অবলম্বন ছিলেন॥ ৭৪॥

হে দেব! আপনাকে স্মরণ করিয়া যদি আমার কোন সুকৃতি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে হে জগন্নাথ! আমার সেই পুণ্য দ্বারা মন্ত্রানলদগ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করুন॥৭৫॥

হে বিশ্বেশ্বর! আপনি লোকদিগকে প্রেরণ করিলেই তাহারা সাধু অথবা অসাধু কর্ম্ম করিয়া থাকে। অতএব আপনি রক্ষকশূন্য নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করুন॥ ৭৬॥

বেদ সকল আপনাকেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন। সেই সত্য দ্বারা অদ্য আপনি মন্ত্রানল-দগ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করুন॥ ৭৭॥

অথ প্রসন্নো ভগবান্ প্রহ্লাদেনার্থিতস্তদা।
তমেব বিপ্রদেহস্থং বহ্নিং চক্রে সুশীতলং ॥ ৭৮ ॥
সর্গেঽপ্যুষ্ণস্বভাবোঽয়ং সৃষ্টস্তেনৈব পাবকঃ।
ঈশ্বরেণ তদিচ্ছাতস্তদা শীতাত্মকোঽভবৎ ॥ ৭৯ ॥
ততঃ শশাম দহনঃ কৃত্যা সাচ তিরোদধে।
জহৃষুশ্চ দ্বিজাস্তপ্তাঃ সুধয়েব সমুক্ষিতাঃ ॥ ৮০ ॥
ততঃ প্রহ্লাদমাশীর্ভিরভিনন্দ্য পুরোহিতাঃ।
দৈতেয়াভ্যাসমাগম্য তস্থুর্লজ্জানতাননাঃ ॥ ৮১ ॥
সোঽপি খিন্নোঽথ ধূর্ত্তাগ্র্যো দৃষ্ট্বা কৃত্যাং তথা বধাং।
মায়ী স্বং পুত্রমানায্য প্রণতং প্রাহ হৃষ্টবৎ ॥ ৮২ ॥

অনন্তর তৎকালে ভগবান্ নারায়ণ প্রহ্লাদের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণদিগের দেহস্থিত সেই অনলকে সুশীতল করিলেন ॥ ৭৮ ॥

জগদীশ্বর হরি সর্গে অর্থাৎ সৃষ্টিকালেও এই অগ্নিকে উষ্ণ স্বভাবযুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় সেই অগ্নি সুশীতল হইয়াছিল ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর সেই অগ্নি উপশম প্রাপ্ত হইল এবং সেই শিখাময়ী মূর্ত্তিও অন্তর্হিত হইল। অনলদগ্ধ ব্রাহ্মণগণ যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইল ॥ ৮০ ॥

তৎপরে পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ দ্বারা প্রহ্লাদকে অভিনন্দন করিয়া দৈত্যপতির নিকটে আসিয়া লজ্জায় নতমুখে অবস্থান করিল ॥ ৮১ ॥

অনন্তর মায়াবী, ধূর্ত্তচূড়ামণি সেই দৈত্যপতিও খেদান্বিত হইয়া এবং অগ্নিশিখাময়ী মূর্ত্তিকে নিষ্ফল দেখিয়া লোক দ্বারা আপনার পুত্রকে আনয়ন করাইলেন। প্রহ্লাদ নত

মায়াঃ প্রহ্লাদ সকলা বেৎসি ত্বং সযুবাধিকঃ।
বাগ্নির্জিতা মহাকৃত্যা পুত্র ব্রহ্মবলোত্থিতা ॥ ৮৩ ॥
আসুরং নো বলং শ্রেষ্ঠং বলাদ্ব্রাহ্ম্যাদপি স্ফুটং।
প্রত্যক্ষমদ্য তে দৃষ্টং সংকৃত্যা নাশিতা ত্বয়া ॥ ৮৪ ॥
মমাত্মজত্বমাত্রেণ তবাভূদীদৃশং বলং।
সদাচারং ভজস্বাতো বলী ভূয়ো ভবিষ্যসি ॥ ৮৫ ॥
বৈষ্ণবাসুরয়োঃ শক্ত্যোঃ প্রদর্শয়িতুমন্তরং।
ময়া নিযুক্তাস্ত্বয্যেতে সর্ব্বে বিপ্রা হি বৈষ্ণবাঃ ॥ ৮৬ ॥

হইয়া অবস্থান করিলে দৈত্যরাজ যেন সন্তুষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮২ ॥

হে প্রহ্লাদ! তুমি যুবা হইতেও অধিক, তুমি সমস্ত মায়া জানিতে পারিয়াছ। পুত্র! যে অগ্নিশিখাময়ী মূর্ত্তি ব্রহ্মবলে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই মূর্ত্তি ঐ সকল মায়া দ্বারা পরাস্ত হইয়াছে ॥ ৮৩ ॥

ব্রহ্মবল অপেক্ষাও অসুরদিগের বল যে শ্রেষ্ঠ, স্পষ্টই আজ তোমার প্রত্যক্ষ তাহা দেখিয়াছি। যেহেতু তুমি নিজের আসুরিক বলে ব্রাহ্মণগণের বলসম্ভূত অগ্নিময়ী মূর্ত্তি-কেও বিনাশ করিয়াছ ॥ ৮৪ ॥

দেখ, তুমি কেবলমাত্র আমার পুত্র বলিয়া তোমার এই-রূপ অসামান্য বল হইয়াছে। তুমি শিষ্টাচার অবলম্বন কর, ইহা অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ হইবে ॥ ৮৫ ॥

বৈষ্ণবী শক্তি আর আসুরী শক্তির প্রভেদ দেখাইবার নিমিত্তই আমি তোমার কাছে এই সকল ব্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কারণ, সকল ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব হয়েন ॥ ৮৬ ॥

শস্ত্রসর্পাগ্নি দিগ্দন্তি বৃষকৃত্যাদিভির্ন হি।
সহজং নো বলং নশ্যেদ্বহুমন্যস্ব রাক্ষসান্॥ ৮৭ ॥
ইত্যুক্তো নিকৃতিজ্ঞেন প্রহ্লাদঃ সস্মিতং সুধীঃ।
জগাদ প্রাঞ্জলির্দেবং কিং মাং মোহয়সি প্রভো॥ ৮৮ ॥
মহাকুলপ্রসূতস্ত্বং কিং ন বেৎস্যব্যয়ং পরং।
ক্রমে ত্বং বৈষ্ণবীর্বাচো মম ভাবং পরীক্ষিতুং॥ ৮৯ ॥
বিষ্ণুনাভ্যব্জসম্ভূতো ব্রহ্মা তব পিতামহঃ।
ত্বং ন জানাসি চেদ্বিষ্ণুং কো জানীয়াদতঃ পরং॥ ৯০ ॥
বিষ্ণোঃ প্রভাবে দুর্দ্ধর্ষে বিশ্বাসোঽস্তি তবৈব হি।

অস্ত্র, সর্প, অগ্নি, দিক্‌হস্তী, বিষ এবং অগ্নিময়ীমূর্ত্তি ইত্যাদি দ্বারা আমাদের স্বাভাবিক বল বিনষ্ট হইবে না। অতএব তুমি দৈত্যদিগকে বহু সমাদর কর॥ ৮৭ ॥

বঞ্চনানিপুণ দৈত্যপতি এই কথা বলিলে সুবুদ্ধিসম্পন্ন প্রহ্লাদ মন্দহাস্যে, কৃতাঞ্জলি হইয়া মহারাজকে বলিতে লাগিলেন। হে প্রভো! কেন আর আপনি আমাকে মোহিত করিতেছেন॥ ৮৮ ॥

আপনি মহাবংশে জন্মিয়াছেন, আপনি কি সেই অবিনাশী পরমেশ্বর বিষ্ণুকে জানেন না। আমার মনের ভাব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনি বৈষ্ণববাক্য সকল বলিতেছেন॥ ৮৯ ॥

আপনার পিতামহ ব্রহ্মা, পূর্ব্বে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আপনি যদি বিষ্ণুকে না জানেন, অতঃপর আর কে তাঁহাকে জানিতে পারিবে॥ ৯০ ॥

হে পুত্রবৎসল! বিষ্ণুর সর্ব্বাজেয় মাহাত্ম্যের প্রতি

যৎ সুতপ্রিয় নিঃশঙ্কে ময়ি সর্পাদ্যযোজ যঃ ॥ ৯১ ॥
ত্বয়া নিযোজ্য সর্পাদীন্ বিশ্বাসং গমিতোহস্ম্যহং।
পুত্রপ্রিয়ত্বাৎ কৃতিনা প্রভাবে দুর্জয়ে প্রভোঃ ॥ ৯২ ॥
বিষ্ণুং ত্যজেতি বদতা ত্বয়া হ্যুৎপাদিতো গ্রহঃ।
বালোহহং কৃতিনা তাত বৈষ্ণবে পথি শিক্ষিতঃ ॥ ৯৩ ॥
ইতঃ পরং নহি ত্যক্ষ্যে বিষ্ণোঃ পশ্যন্ স্মৃতেঃ ফলং।
...ং মোক্ষস্ত্ববধ্যত্বং কৃত্যাদের্নান্তরীয়কং ॥ ৯৪ ॥

আপনারও নিশ্চয় বিশ্বাস আছে। কারণ, আমি নির্ভীক, আপনি তাহা জানিয়া আমার কাছে সর্প, বিষ এবং অনলাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ৯১ ॥

আপনি কৃতী, পুত্রবাৎসল্য থাকাতে সর্প, অনল ও বিষাদি প্রেরণ করিয়া বিষ্ণুর অজেয় মাহাত্ম্যবিষয়ে আপনি আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ৯২ ॥

“বিষ্ণু পরিত্যাগ কর” এই কথা বলিয়া নিশ্চয়ই আপনি এক গ্রহ উৎপাদন করিয়াছেন। পিতঃ! আপনি কৃতী, আমি বালক হইলেও আপনি আমাকে বৈষ্ণবপথে শিক্ষা দান করিয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

আমি দেখিতেছি যে, বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে বিষ, অগ্নি, সর্প, দিঙ্মাতঙ্গ এবং অগ্নিময়ী মূর্ত্তি এই সকল বিষয় আমার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে নাই। আর তাহাদেরও কাছে অবধ্য হইয়াছি, বিষ্ণুস্মরণের এই সকল পরম মোক্ষ-ফল প্রত্যক্ষ করিয়া আর আমি ইহার পর বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিব না ॥ ৯৪ ॥

যথামৃতার্থং যততাং সুরাণামব্ধিমন্থনে।
পারিজাতাদিকান্যাসন্ ফলান্যপ্রার্থিতান্যপি ॥ ৯৫ ॥
এবং মোক্ষৈকচিন্তানাং যততামীশসংস্মৃতৌ।
ভবন্তি সিদ্ধয়ো দিব্যাঃ পুণ্যাৎ পুণ্যতরং হি যৎ॥ ৯৬
তাভিস্তুষ্যত্যল্পচিত্তো ন তুষ্যতি মহামতিঃ।
লভতে সৎফলং মুক্তিং সুধাং সুরপতির্যথা ॥ ৯৭ ॥
কিঞ্চাত্রাতিপ্রপঞ্চেন দৃষ্টং তাত ত্বয়াপ্যদঃ।
যদস্ম্যধৃষ্যঃ কেনাপি বিষ্ণুস্মরণরক্ষিতঃ ॥ ৯৮ ॥
মহিমা ত্রিজগৎকর্ত্তুরচিন্ত্য ইতি নিশ্চিতং।

যেরূপ অমৃতের জন্য যত্নবান্ হইয়া দেবতাদিগের সমুদ্র-মন্থনকালে অযাচিত ফলস্বরূপ পারিজাতাদি লাভ হইয়াছিল, সেইরূপ একমাত্র মোক্ষের প্রতি চিত্ত অভিনিবেশ করিয়া যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুর স্মরণে যত্নশীল হয়েন,তাঁহাদের স্বর্গীয় সিদ্ধি সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ, এই সংসারে পুণ্যই পুণ্যের অনুগামী হইয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

ক্ষুদ্রচেতা মনুষ্য ঐ সকল সিদ্ধি দ্বারা তুষ্ট হইয়া থাকে, মহামতি মনুষ্য তাহাতে তুষ্ট হয়েন না। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ অমৃতলাভ করিয়া ছিলেন,সেই প্রকার ঐ ব্যক্তি মুক্তিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া তুষ্ট হয়েন ॥ ৯৭ ॥

অপিচ, হে পিতঃ! এই বিষয়ে অধিক বাক্যজাল বিস্তার করিয়া কি হইবে। আপনিও ইহা দেখিয়াছেন যে, বিষ্ণুর স্মরণ দ্বারা রক্ষিত হওয়াতে আর কেহই কোন রূপে আমাকে পরাভব করিতে পারে নাই ॥ ৯৮॥

হে দেব! জগৎস্রষ্টার মহিমা যে অত্যন্ত চিন্তাতীত,

মনস্তদেব জানাতি বাচান্যদ্বদসি চ্ছলাৎ ॥ ৯৯ ॥
তদ্বাক্যস্থ মহারাজ ত্বন্মনো নৈব তুষ্যতি।
ন ময়াত্রোত্তরং দেয়ং তুষ্টে মনসি পৃচ্ছ মাং ॥ ১০০ ॥
মনস্যরূঢ়মূলা বাগ্বাগ্মিনোঽপি ন শোভতে।
লতেব চ্ছিন্নমূলান্তাং ন বদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১০১ ॥
আত্মাহি দৈবতং পূর্ব্বমাত্মনা নিশ্চিতং হিতং।
বাচা বদেদ্ধীমানাত্মচৌরস্ততোঽন্যথা ॥ ১০২ ॥
যদ্বা কস্তে পরাধোঽত্র চ্ছলমাৎসর্য্যয়োরয়ং।

হা নিশ্চয়ই জানিতে হইবে। আপনার মন ইহা অবগত আছে, কিন্তু আপনি ছল করিয়া বাক্য দ্বারা অন্য প্রকার বলিতেছেন ॥ ৯৯ ॥

মহারাজ! বিষ্ণুর বাক্যে আপনার মন কখনও সন্তুষ্ট নহে, আমারও এই বিষয়ে উত্তর দেওয়া অনুচিত। আপনি সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করুন ॥ ১০০ ॥

যদি তিনি বক্তাও হন্ অথচ তাঁহার মনে বাক্যের মূল না উৎপন্ন হয়, তথাপি সেই মূলশূন্য বাক্য শোভা পাইতে পারে না। মূলশূন্য লতার ন্যায় সেই বাক্য অকিঞ্চিৎকর হয়। পণ্ডিতেরা সেই বাক্যকে ছিন্নমূলা লতার তুল্য বলিয়া থাকেন ॥ ১০১ ॥

প্রথমতঃ আত্মাই দেবতা, আত্ম দ্বারা হিত নিশ্চয় করিয়া, বুদ্ধিমান্ মনুষ্য পশ্চাৎ বাক্য দ্বারা বলিবেন। ইহার অন্যথা হইলে সে আত্মবঞ্চক হয় ॥ ১০২ ॥

অথবা এই বিষয়ে আপনার অপরাধ কি। বিষ্ণুনির্ম্মিত কপট এবং মাৎসর্য্যের এই প্রকার স্বভাব যে, তাহার হৃদয়ে

স্বভাবো বিষ্ণুকৃতয়ো দুঃস্থাদন্যদযদুচ্যতে ॥ ১০৩ ॥
ত্বং বিষ্ণুমায়াসম্বীতশ্ছলমাৎসর্য্যবঞ্চিতঃ।
বিষ্ণোঃ পরোঽস্মীতি বৃথা বদস্যজ্ঞানমোহিতঃ ॥ ১০৪
চরাচরজগদযন্ত্রপ্রবর্ত্তকমগোচরং।
অবিদ্যান্ধাঃ কথং মর্ত্যাস্তাত বিষ্ণুং ভজন্তি তং ॥ ১০৫ ॥
অনন্যমনসস্ত্বেনং যে ভজন্ত্যনিশং বুধাঃ।
তে ভজন্ত্যঞ্জসা বিষ্ণুং ভক্তজেয়োঽপি স প্রভুঃ ॥ ১০৬ ॥
অনিষ্টমপি তে তাত হিতমেতদুদীরিতং।
সর্ব্বথৈতদসহ্যঞ্চেন্মাতো বক্ষ্যামি কঞ্চন ॥ ১০৭ ॥

এক প্রকার থাকে, বাক্য দ্বারা অন্য প্রকার প্রকাশ করে ॥ ১০৩ ॥

আপনি বিষ্ণুমায়া দ্বারা আবৃত হইয়া আছেন। ছল এবং মাৎসর্য্য দ্বারা আপনি প্রতারিত হইয়াছেন। অথচ অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া বৃথা বলিতেছেন যে, আমি বিষ্ণু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ১০৪ ॥

পিতঃ! যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বযন্ত্রের নির্ম্মাণ কর্ত্তা এবং যিনি সকলেরই অগোচর, অজ্ঞানমোহিত মনুষ্যগণ কিরূপে সেই বিষ্ণুকে ভজনা করিতে পারিবে ॥ ১০৫ ॥

যে সকল জ্ঞানবান্ পণ্ডিত এক মনে অবিরত এই বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা শীঘ্রই সেই বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ, ভক্তজনেই সেই মহাপ্রভুকে জয় করিতে পারেন ॥ ১০৬ ॥

হে পিতঃ! ইহা অনিষ্ট হইলেও হিতকর বলিয়া আমি এইরূপ কথা বলিয়াছি। যদি সর্ব্ব প্রকারেই এই বাক্য

ইতি বৈষ্ণববাক্যানি হিরণ্যকশিপোর্মনঃ।
দুষ্টং ন বিবিশুঃ শিষ্টাঃ পতিতস্যেব মন্দিরং ॥ ১০৮ ॥
প্রহ্লাদোক্তিপয়ঃপানপ্রবৃদ্ধঃ ক্রোধদুর্ব্বিষঃ।
অবিদ্যাব্যালদষ্টোঽসৌ দৈত্যো ভৃশমতপ্যতঃ ॥ ১০৯ ॥
অথ ক্রোধমহাবেগবিস্মৃতার্ব্বাক্তনশ্রমঃ।
বৈষ্ণবং সর্ব্বথা বধ্যং হন্তুং তং ক্লিশ্যতি স্ম সঃ ॥ ১১০ ॥
প্রাসাদশিখরে তিষ্ঠন্নিজাসনমহোন্নতে।
সম্ভ্রমাদসুরস্তস্মাদধঃপুত্রমপাতয়ৎ ॥ ১১১ ॥

আপনার অসহ্য হয়, তাহা হইলে ইহার পর আর আমি কিছুই বলিব না। ॥ ১০৭ ॥

সাধুগণ যেরূপ পতিত মনুষ্যের গৃহে প্রবেশ করেন না, সেইরূপ এই সকল বৈষ্ণববাক্য, হিরণ্যকশিপুর দুষ্ট অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে পারিল না ॥ ১০৮ ॥

প্রহ্লাদের বাক্যরূপ দুগ্ধপান করিয়া দৈত্যপতির ক্রোধ-রূপ অসহ্য বিষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন অজ্ঞানরূপ ভুজঙ্গমের দংশনে ঐ অসুরপতি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন॥১০৯

অনন্তর ক্রোধের মহাবেগে তাঁহার পূর্ব্বকৃত পরিশ্রম সকল বিস্মৃতি হইল। তখন বৈষ্ণব সর্ব্ব প্রকারে বধ্য হইলেও তিনি তাঁহাকে বধ করিতে ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১১০ ॥

তখন অসুর অট্টালিকার শিখরস্থ নিজের মহা উন্নত আসনে অবস্থিত থাকিয়া তথা হইতে সবেগে পুত্রকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১১ ॥

স্থগিতার্কপথাদ্ধীরঃ প্রাসাদাৎ সংপতন্নধঃ।
অসম্ভ্রমোঽব্যয়ং বিষ্ণুং সোঽহমস্মীত্যচিন্তয়ৎ ॥ ১১২ ॥
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তশ্চিদানন্দময়স্তদা।
ন বিবেদ নিজং দেহং ব্যথতে স কথং ক্ব বা ॥ ১১৩ ॥
অথ সর্ব্বত্রগো বায়ুস্তং শনৈরবতারয়ৎ।
দধার ভগবদ্ভক্তং স্পর্শাদ্বাঞ্ছন্ পবিত্রতাং ॥ ১১৪ ॥
তং ধৃতং ত্রিজগদ্ভর্ত্তুর্ভক্তং ধন্যেন বায়ুনা।
অধঃশিলাতলং ভিত্ত্বা ধর্ত্তুমাগাদ্বসুন্ধরা ॥ ১১৫ ॥

সূর্য্যপথাচ্ছাদনকারী অত্যুচ্চ অট্টালিকা হইতে ভূতলে পতিত হইবার সময়, জ্ঞানবান্ প্রহ্লাদ স্থিরচিত্তে “আমিই সেই বিষ্ণু হইয়াছি” এইরূপে অবিনাশী নারায়ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ১১২ ॥

তৎকালে সকল প্রকার উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া এবং চিৎ ও আনন্দস্বরূপ হইয়া নিজের দেহ জানিতে পারিলেন না। সেই দেহ কি প্রকারে ব্যথা পাইতেছে, অথবা তাহা কোথায় আছে, তাহাও জানিতে পারিলেন না ॥১১৩॥

অনন্তর সর্ব্বগামী বায়ু তাঁহাকে ধীরে ধীরে অবতারিত করিলেন। পরে স্পর্শ করিয়া আমি পবিত্র হইব, এই ইচ্ছায় হরিভক্ত প্রহ্লাদকে ধারণ করিলেন ॥ ১১৪ ॥

পবন যখন আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিয়া ত্রিভুবনের ঈশ্বর নারায়ণের ভক্ত সেই প্রহ্লাদকে ধারণ করিলেন, তখন ধরণীদেবী অধোদিক্ হইতে শিলাতলভেদ করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিতে আগমন করিলেন ॥ ১১৫ ॥

উদ্ধৃতাদিবরাহেণ দিব্যরূপধরা ধরা।
তদ্ভক্তং সা প্রিয়ং দৈত্যং তং করাভ্যামধারয়ৎ॥ ১১৬॥
স্থাপয়িত্বাতু তং দেবী প্রহ্লাদং প্রণতং মহী।
বিষ্ণুপ্রিয়ং সমুত্থাপ্য প্রাহ পুণ্যাভিভাষিণী॥ ১১৭॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদ-চরিতে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১২ ॥ * ॥

আদিবরাহ মূর্ত্তিধারী নারায়ণ যাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই ধরণীদেবী দিব্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুভক্ত সেই প্রিয় দৈত্যকে দুই বাহু দিয়া ধারণ করিলেন॥ ১১৬॥

অনন্তর ধরণীদেবী সেই প্রণত বিষ্ণুপ্রিয় প্রহ্লাদকে স্থাপিত করিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করত পুণ্যবচনে বলিতে লাগিলেন॥ ১১৭॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে প্রহ্লাদচরিতে দ্বাদশ অধ্যায়॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরণ্যুবাচ ॥

প্রহ্লাদ পুণ্যোসি বসুন্ধরাহং
প্রাপ্তেক্ষিতুং ত্বাং বিধৃতিচ্ছলেন।
স্পৃষ্টং করাভ্যাঞ্চ পবিত্রগাত্রং
বিভর্ত্তি স ত্বাং প্রভুরেব মাঞ্চ ॥ ১ ॥
অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ২ ॥

শ্রীধরণীদেবী বলিতে লাগিলেন, হে প্রহ্লাদ! তুমি অতিশয় পুণ্যাত্মা, আমি পৃথিবী। তোমাকে ধারণ করিব এই ছলে তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আমি দুই বাহু দ্বারা তোমার পবিত্র গাত্র স্পর্শ করিলাম, সেই প্রভু তোমাকে এবং আমাকেও ধারণ করিতেছেন ॥ ১ ॥

তোমার ন্যায় পুণ্যাত্মাকে দর্শন করিলেই দুই চক্ষুর ফল সার্থক হয়, তোমার ন্যায় লোকের গাত্রস্পর্শ করিয়াই শরীরের ফল এবং তোমার ন্যায় লোকের গুণকীর্ত্তন করাই [illegible]র ফল জানিবে। কারণ, জগতে ভগবদ্ভক্ত মনুষ্যগণ [illegible]র্লভ ॥ ২ ॥

প্রক্ষাল্যমানাপি নদীসহস্রৈঃ
সদা ন তুষ্যামি পবিত্রতোয়ৈঃ।
ভূয়ঃ কৃতঘ্নাঘশতাশ্রয়াহং
সুনির্ম্মলা ত্বদ্য তবাঙ্গসঙ্গাৎ॥ ৩॥
শক্তিঃ পুরা যজ্ঞবরাহসঙ্গা-
দ্দিব্যাস্তি মে সাচ চিরাভিভূতা।
ত্বৎস্পর্শনাদদ্য পুনর্নবাভূ-
দ্ধর্ত্তুং সমর্থাস্ম্যপি লোককোটীঃ॥ ৪॥
এতাবতা মে সফলঃ শ্রমোঽস্তু
সমস্তমেতদ্ভুবনং দধত্যাঃ।
যস্ত্বাদৃশা ভাগবতাশ্চরন্তি
দ্বিত্রৈঃ পদৈর্মাং সকলাং পুনন্তঃ॥ ৫॥

পুণ্যসলিলা সহস্র সহস্র নদী আমাকে সর্ব্বদাই স্পর্শ করিয়া থাকে সত্য, তথাপি আমি তাহা দ্বারা সন্তুষ্ট হই না। পুনর্ব্বার কৃতঘ্ন ব্যক্তিগণের অসীম এবং অপার পাপ-রাশি দ্বারা সর্ব্বদা কলুষিত হইয়া থাকি। কিন্তু অদ্য তোমার দেহস্পর্শে অতিশয় পবিত্র হইলাম॥ ৩॥

পূর্ব্বকালে যজ্ঞবরাহের স্পর্শে আমার যে দিব্য শক্তি হইয়াছিল, বহুকাল হইল, সেই শক্তি অভিভূত হইয়া গিয়াছে। অদ্য তোমার দেহস্পর্শে পুনর্ব্বার নূতন হইয়া, কোটি ২ লোকদিগকেও ধারণ করিতে সমর্থা হইলাম॥ ৪॥

আমি এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া থাকি। কিন্তু অদ্য এইরূপেই আমার পরিশ্রম সফল হইতেছে। যেহেতু তোমার সদৃশ হরিভক্ত মনুষ্যগণ দুই তিন পদ নিক্ষেপ দ্বারা

যত্ত্বাদৃশান্ ভাগবতান্ বিভর্মি
বিষ্ণোস্তথার্চ্চাং তুলসীঞ্চ পুণ্যাং।
প্রীত্যানয়া মাং শিরসা বিভর্ত্তি
স শেষরূপী সততং পরেশঃ॥ ৬॥
অহো কৃতার্থঃ সুতরাং নৃলোকো
যস্মিন্ স্থিতো ভাগবতোত্তমোঽসি।
স্পৃশন্তি পশ্যন্তি চ যে ভবন্তং
ভবাংশ্চ যাংস্তে হরিলোকভাজঃ॥ ৭॥
ত্বয্যত্র যাতে বিষয়োঽন্তকস্য
হ্রাসং গতো বৃদ্ধিমনন্তলোকঃ।

সমগ্ররূপে আমাকে পবিত্র করিয়া আমার উপরে বিচরণ করিতেছেন॥ ৫॥

আমি যে তোমার ন্যায় ভগবদ্ভক্তদিগকে, বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তিকে এবং তুলসীবৃক্ষকে ধারণ করিতেছি. এই প্রীতি দ্বারা অনন্তরূপধারী সেই পরমেশ্বর সর্ব্বদাই মস্তক দ্বারা আমাকে ধারণ করিয়া থাকেন॥ ৬॥

আহা! এই নরলোক সুতরাং কৃতার্থ হইল। কারণ, ঐ মর্ত্তালোকে প্রধান হরিভক্ত তুমি অবস্থান করিতেছ। সকল মনুষ্যই তোমাকে স্পর্শন ও দর্শন করিতেছে এবং তুমিও যাহাদিগকে দর্শন ও স্পর্শন করিতেছ, তাহারা সকলেই হরিলোক প্রাপ্ত হইবে॥ ৭॥

তুমি এই নরলোকে বিদ্যমান থাকায় যমের অধিকার হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণুলোকের বৃদ্ধি হইতেছে, যেহেতু তোমার গুণকীর্ত্তন ও তোমাকে দর্শন করিয়া যে সকল

ত্বৎকীর্ত্তনালোকনধূতপাপঃ
সর্ব্বে হি লোকা হরিলোকভাজঃ ॥ ৮ ॥
পাপৈকমিত্রং কলিরেতি চিন্তাং
বৃদ্ধিং ভজিষ্যেঽত্র কথং স্বকালে।
প্রহ্লাদনাম্নো ভগবৎপ্রিয়স্য
পুণ্যা কথা স্থাস্যতি যাবদত্র ॥ ৯ ॥
নাহং সমর্থা ভগবৎপ্রিয়াণাং
বক্তুং গুণান্ পদ্মভুবোঽপ্যগণ্যান্।
ভবৎ প্রভাবং ভগবান্ হি বেত্তি
যথা ভবন্তো ভগবৎপ্রভাবং ॥ ১০ ॥
পিতা তবায়ং বত মূর্খমুখ্যো
ন বেত্তি তে তত্ত্বমচিন্ত্যশক্তেঃ।

লোকের পাপ ধৌত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুলোকে গমন করিবে ॥ ৮ ॥

পাপের একমাত্র বন্ধু কলি এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন যে, আমি কি প্রকারে কলিকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব। প্রহ্লাদনামক হরিভক্তের পবিত্র কথা যত দিন জগতে থাকিবে, তত দিন আমি প্রবল হইতে পারিব না ॥ ৯ ॥

হরিভক্ত মনুষ্যদিগের গুণসমূহ বর্ণন করিতে আমি সমর্থা নহি, পদ্মযোনি ব্রহ্মাও ঐ সকল গুণ অবগত নহেন। তোমরা যেমন ভগবানের প্রভাব অবগত আছ, ভগবান্ হরিও সেইরূপ তোমাদের মহিমা অবগত আছেন ॥ ১০ ॥

হায়! তোমার এই পিতা মূর্খের অগ্রগণ্য। তোমার শক্তি অচিন্তনীয়, কিন্তু তোমার পিতা তোমার মর্ম্ম জানিতে

যে ত্বাং স্মরিষ্যন্ত্যমলং ন তেঽপি
কৈশ্চিৎ প্রধৃষ্যা ত্বয়ি কা কথা স্যাৎ ॥ ১১ ॥
নবেত্ত্যসৌ ভাগবতপ্রভাবং
যদঙ্‌ঘ্রিজা রেণুকণাঃ স্মরন্তঃ।
রক্ষঃপিশাচগ্রহভূতরোগান্
বজ্রোপমান্ দিক্ষু বিলাপ্য যান্তি ॥ ১২।
পিতাপি তেঽঘাম্বুনিধিং সদা হি
প্রবর্দ্ধয়ন্মজ্জতি নৈব তত্র।
ত্বং হ্যস্য পাপার্ণববাড়বাগ্নি-
র্গৃহেস্থিতস্তচ্চ ন বেত্তি দৈত্যঃ ॥ ১৩ ॥

পারিলেন না। তুমি এরূপ পবিত্র, যে সকল ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করিবে, কেহই তাঁহাদিগকে জয় অর্থাৎ পরাভব করিতে পারিবে না। অতএব তোমাতে আর পরাভবের কথা কি আছে! ॥ ১১ ॥

তোমার পিতা নিশ্চয়ই ভগবদ্ভক্তের মহিমা অবগত নহেন। দেখ, মনুষ্যগণ হরিভক্তদিগের পদধূলির কণা স্মরণ করিয়া বজ্রের তুল্য কঠিন কায় রাক্ষস, পিশাচ, গ্রহ, ভূত এবং ব্যাধিদিগকে নানাদিকে তাড়াইয়া দিয়া গমন করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

তোমার পিতাও সর্ব্বদাই পাপরূপ সমুদ্র বর্দ্ধিত করিয়া তাহার মধ্যে অবশ্যই নিমগ্ন হইতেছেন। অথচ তুমি ইহার নিশ্চয়ই পাপ সমুদ্রের বড়বানল। তুমি গৃহে রহিয়াছ, কিন্তু দৈত্য তাহা জানেন না ॥ ১৩ ॥

পাপাত্মকোঽপ্যেষ ভবৎপ্রসাদা-
ন্নিস্তীর্ণপাপো ভবিতা কৃতার্থঃ।
হনিষ্যতি হ্যেনমনন্তরূপঃ
স্বয়ং হরির্দ্রাগভবায় ভূয়ঃ ॥ ১৪ ॥
প্রহ্লাদ যাস্যামি পরেশবক্ষঃ
চিরায় মাং পাবয় সঞ্চরস্ত্বং।
এতে ভবৎপাতনসম্ভ্রমেণ
হ্যায়ান্তি দৈত্যাঃ শতশঃ সমন্তাৎ ॥ ১৫ ॥
উক্ত্বেত্যলক্ষ্যা ধরণী পরৈঃ সা
জগাম দেবী প্রণতা চ তেন।

যদিচ তোমার পিতা অতিশয় পাপাত্মা তথাপি তোমার অনুগ্রহে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন এবং স্বয়ং কৃতার্থ হইবেন। কারণ, অনন্তরূপী হরি স্বয়ং "আর যাহাতে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়, তাহার জন্য" তোমার পিতাকে বধ করিবেন ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ! আমি বহুক্ষণের পর পরমেশ্বরের বক্ষঃস্থলে গমন করিব, তুমি আমাকে পবিত্র কর এবং আমার উপরে বিচরণ করিতে থাক, এই দেখ, তোমাকে সত্বর নিক্ষেপ করিবে বলিয়া, এই সমস্ত শত শত দৈত্য চারিদিক হইতে আগমন করিতেছে ॥ ১৫ ॥

ধরণীদেবী এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অপর কোন লোকেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। প্রহ্লাদ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং আনন্দভরে তাঁহাকে

স্তুতা চ হর্ষাৎ সমুদীক্ষ্যমাণা
পুনঃ পুনর্ভাগবতং তমেব ॥ ১৬ ॥
অথোদ্ভটা দৈত্যভটা দদৃশুঃ সম্ভ্রমাগতাঃ।
তিষ্ঠন্তং তং শিলাপৃষ্ঠে প্রসন্নমুখমক্ষতং ॥ ১৭ ॥
তে ভীতাস্তস্য মাহাত্ম্যাদ্দৈত্যা বিস্ময়কম্পিতাঃ।
ন কিঞ্চিদূচুঃ প্রাসাদং শীঘ্রমারুরুহুস্ততঃ ॥ ১৮ ॥
সুস্থং শশংসুঃ প্রহ্লাদং রাজ্ঞে সোঽথ ভৃশাকুলঃ।
বিষণ্ণশ্চিন্তয়ামাস শঙ্কিতাত্মপরাভবঃ ॥ ১৯ ॥
কো বায়ং পুত্ররূপেণ শত্রুঃ কিম্বা চিকীর্ষতি।
কথমেনং বশীকুর্য্যামচিন্ত্যমহিমাস্পদং ॥ ২০ ॥

স্তব করিতে লাগিলেন। তখন পৃথিবী সেই হরিভক্তকে বারম্বার দেখিতে দেখিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন॥১৬

অনন্তর উদ্ধতস্বভাব দৈত্যসৈন্যগণ সবেগে আগমন করিয়া দেখিল, প্রহ্লাদ শিলাপৃষ্ঠে অক্ষত দেহে এবং প্রসন্ন-মুখে বসিয়া আছেন ॥ ১৭ ॥

সেই সকল দৈত্যগণ প্রহ্লাদের মাহাত্ম্যে ভীত হইয়া এবং বিস্ময়ে কম্পমান হইয়া, কিছুই বলিল না। তৎপরে তাহারা শীঘ্র অট্টালিকায় আরোহণ করিল ॥ ১৮ ॥

তাহারা মহারাজকে নিবেদন করিল যে, প্রহ্লাদ সুস্থ শরীরে বসিয়া আছে। অনন্তর দৈত্যপতি অত্যন্ত ব্যাকুল, বিষণ্ণ এবং আত্মপরাভব আশঙ্কা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

পুত্ররূপে এই বা কে শত্রু হইয়া আসিল। এই শত্রু এখন কি করিতে চাহিতেছে। এই পুত্র চিন্তাতীত মহিমার

ইতঃপরং স্বীকৃতোঽপি নাপরাধান্ ক্ষমিষ্যতি।
হন্তুঞ্চ শক্যতে নৈব তদিদং কষ্টমাগতং॥ ২১॥
ইতি দুষ্টধিয়স্তস্য চিন্তাং বিজ্ঞায় শম্বরঃ।
দুষ্টাত্মা প্রাহ কিং দেব চিন্তয়াত্রাদিশস্ব মাং॥ ২২॥
মায়াভির্মে সুরঘ্নীভিঃ প্রহ্লাদং পশ্য পীড়িতং।
দৈবমস্য বলং সত্যমসত্যেনৈব নশ্যতি॥ ২৩॥
সত্যৈঃ শস্ত্রাদিভির্নায়ং হতঃ সত্যবলস্ত্বয়ং।
ন চাগ্নিরগ্নিনা শাম্যেত্ত্বসত্যেনৈব হন্যতঃ॥ ২৪॥

আস্পদ স্বরূপ। অতএব আমি কি প্রকারে ইহাকে বশীভূত করিতে পারি॥ ২০॥

ইহার পর যদি ইহাকে বশীভূত করিতে পারাযায়, তথাপি সে আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ সকল মার্জ্জনা করিবে না। অথচ দেখিতেছি, কিছুতেই ইহাকে বধ করিতে পারা গেল না। অতএব হায়! এ কি কষ্ট উপস্থিত হইল?॥ ২১॥

দুস্টমতি হিরণ্যকশিপুর এইরূপ চিন্তা জানিতে পারিয়া মূঢ়মতি শম্বর বলিতে লাগিল। প্রভো! এই বিষয়ে চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি আমাকে আদেশ করুন॥ ২২॥

আমার দেববিনাশিনী মায়া দ্বারা প্রহ্লাদ পীড়িত হইবে দেখিতে পাইবেন। আমার মিথ্যা বল দ্বারা প্রহ্লাদের সত্য দৈববল বিনষ্ট হইবে॥ ২৩॥

এই প্রহ্লাদ সত্য বলশালী। এই কারণে সত্য অস্ত্র বিষ, অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা নিহত হয় নাই। অগ্নি কখন অগ্নি

সত্যং বলং হি দেবানামসত্যং নঃ পরং বলং।
জয়ায় চ বলং নৈজং হানিঃ পরবলাশ্রয়ঃ ॥ ২৫ ॥
ইত্যস্য বচনং লব্ধ্বা প্রহৃষ্টঃ শম্বরস্য সঃ।
গর্হিতং গর্হিতমতির্বরাহ ইব কর্দ্দমং ॥ ২৬ ॥
অথ প্রণম্য রাজানং তেন চালিঙ্গিতপ্রিয়াৎ।
বৃতো মায়িকসাহস্রৈঃ শম্বরোঽবাতরত্ততঃ ॥ ২৭ ॥
স দদর্শমহাত্মানং শিলায়ামক্ষতং স্থিতং।
প্রহ্লাদং বীক্ষকজনৈর্বৃতমাশ্চর্য্যসাগরং ॥ ২৮ ॥
অথোৎসার্য্য জনং ভীমঃ শম্বরো মায়িনাম্বরঃ।

দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। এই হেতু আমি অসত্য বল প্রয়োগ করিয়াই ইহাকে বধ করিব ॥ ২৪ ॥

দেবতাদিগের সত্যই বল এবং অসত্যই আমাদের পরম বল। জয় করিতে হইলে নিজ বল অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। শত্রুর বল আশ্রয় করিলে জয়ের প্রত্যাশা থাকে না ॥ ২৫ ॥

বরাহ যেরূপ কর্দ্দম পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ কলুষিতচেতা দৈত্যপতি সেই শম্বরের এইরূপ গর্হিত বাক্য লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর শম্বর রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন, তৎপরে শম্বর শতসহস্র মায়াবী দৈত্য সঙ্গে করিয়া অবতীর্ণ হইল॥২৭

শম্বর দেখিল, আশ্চর্য্যের সমুদ্রস্বরূপ সেই মহাত্মা প্রহ্লাদ, দর্শকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া যে, প্রস্তরের উপরে অক্ষত কলেবরে বসিয়া আছেন ॥ ২৮ ॥

অনন্তর মায়াবির অগ্রগণ্য ভীষণ প্রকৃতি শম্বর প্রহ্লাদের বধ কামনা করত লোকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া এই

মায়া সসর্জ প্রহ্লাদে বধেপ্সুঃ সুরদুর্জয়াঃ ॥ ২৯ ॥
মায়াঃ সৃজন্তং তং প্রাহ প্রহ্লাদঃ সস্মিতঃ সুধীঃ।
অহো তমো বিকারোঽয়ং শম্বর ত্বয়ি বর্দ্ধতে ॥ ৩০ ॥
ময়ি মায়াং সৃজন্ দৈত্যস্ত্বং তাবন্মায়য়া জিতঃ।
বৈষ্ণব্যা ক্রোধমাৎসর্য্যদর্পশিষ্যো হি বীক্ষ্যসে ॥ ৩১ ॥
উক্ত্বেতি মায়াপিহিতং ত্রিজগদ্যন্ত্রমীশ্বরং।
প্রসন্নেনৈব মনসা হৃৎপদ্মে সোঽস্মরদ্ধরিং ॥ ৩২ ॥
শম্বরেণ ততঃ সৃষ্টাঃ পেতুরঙ্গারবৃষ্টয়ঃ।
সহসা শূলবজ্রাসিশক্তিচক্রাদিমিশ্রিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

রূপ মায়ার কার্য্য সকল সৃষ্টি করিল যে ঐ সকল কার্য্য অমরগণেরও দুঃসাধ্য ॥ ২৯ ॥

শম্বরকে মায়াসৃজন করিতে দেখিয়া সুধীবর প্রহ্লাদ মন্দহাস্যে বলিতে লাগিলেন, হে শম্বর! হায়! তোমাতে এই তমোগুণের বিকার বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ৩০ ॥

হে দৈত্য! তুমি আমার প্রতি মায়া সৃজন করিতেছ বটে, কিন্তু তুমি বৈষ্ণবী মায়া দ্বারা পরাভূত হইয়াছ। কারণ, আমি তোমাকে ক্রোধ, মাৎসর্য্য এবং অহঙ্কারাদির শিষ্য বলিয়া নিরীক্ষণ করিতেছি ॥ ৩১ ॥

এই কথা বলিয়া প্রহ্লাদ মায়াকৃত ত্রিভুবনের যন্ত্র স্বরূপ পরমেশ্বর হরিকে, নির্ম্মল চিত্তে হৃৎকমলেই স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

অনন্তর শম্বরাসুরের নির্ম্মিত শূল, বজ্র, খড়্গ, শক্তি এবং চক্র প্রভৃতি অস্ত্রের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া, সহসা অঙ্গার বৃষ্টি সকল পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

প্রহ্লাদহৃদয়স্থোঽথ মহামায়ো জনার্দ্দনঃ।
অঙ্গারবৃষ্টীস্তা এব শম্বরো পর্য্যপাতয়ৎ॥ ৩৪ ॥
স শম্বরঃ স্বসৃষ্টাভির্মায়াভিঃ স্বয়মর্দ্দিতঃ।
দুদ্রাব সবলঃ খিন্নো ভিন্নদগ্ধতনুঃ শ্বসন্॥ ৩৫ ॥
যতো যতো দ্রবত্যেষ হতসৈন্যোঽতিকাতরঃ।
ততস্ততো ভৃশং ঘোরাঃ পেতুরঙ্গারবৃষ্টয়ঃ॥ ৩৬ ॥
দাহার্ত্তঃ শরণার্থী চ স বিবেশ গৃহং গৃহং।
অথ দগ্ধং পুরঞ্চাপি রক্ষসাং বর্ষবহ্নিনা॥ ৩৭ ॥
তেষাঞ্চ দহ্যমানানাং শ্রুত্বা ক্রন্দং স পুণ্যধীঃ।
দয়য়ৈক্ষত তদ্দৃষ্ট্যা সর্ব্বে তে সুখিনোঽভবন্॥ ৩৮ ॥

অনন্তর প্রহ্লাদের হৃদয়স্থিত মহামায়াবী নারায়ণ সেই সকল অঙ্গার বৃষ্টি শম্বরাসুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন॥ ৩৪ ॥

তখন সেই শম্বরাসুর নিজনির্ম্মিত মায়াসমূহ দ্বারা স্বয়ং পীড়িত হইয়া খেদান্বিত বিদীর্ণ ও দগ্ধ কলেবর হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সসৈন্যে পলায়ন করিল॥ ৩৫ ॥

সৈন্যরাশি বিনষ্ট হইলে এই মায়াবী শম্বর অত্যন্ত কাতর হইয়া যে যে স্থান দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানে ভয়ানক অঙ্গার বৃষ্টি সকল অবিরত পতিত হইল॥৩৬॥

শম্বরাসুর বহ্নিদাহে দগ্ধদেহ এবং শরণাপন্ন হইবার জন্য গৃহে গৃহে প্রবেশ করিল, তৎপরে অঙ্গার বৃষ্টি দ্বারা দৈত্যদিগের নগর দগ্ধ হইয়া গেল॥ ৩৭ ॥

দগ্ধদেহ অসুরগণের ক্রন্দন শুনিয়া পুণ্যাত্মা প্রহ্লাদ সদয় ভাবে দর্শন করিলেন। তাঁহার দর্শনমাত্র তাহারা সকলেই সুখী হইল॥ ৩৮ ॥

উত্তস্থুশ্চ হতাঃ ক্লিষ্টাঃ সর্ব্বে প্রহ্লাদবীক্ষিতাঃ।
অসুরাঃ শম্বরমুখাস্তস্থুর্লজ্জানতাননাঃ ॥ ৩৯ ॥
শম্বরং দৈত্যরাজঞ্চ শপতাং স্তুবতাম্বিমং।
জনানামার্ত্তিযুক্তানাং সস্রুর্বাচো নিরঙ্কুশাঃ ॥ ৪০ ॥
অথোপতস্থে রাজানং লজ্জামূকঃ স শম্বরঃ।
রাজাচাবাঙ্মুখস্তপ্তো নিশশ্বাসৈব দুর্ম্মতিঃ ॥ ৪১ ॥
ততো হিরণ্যকশিপো র্মনোঽভ্রমদিতস্ততঃ।
অকার্য্যকূপে ক্রোধান্ধো ভূয়োঽন্যস্মিন্নপাতয়ৎ ॥ ৪২ ॥
সহি সংশোষকং ক্রূরং বায়ুরূপং নিশাচরং।
প্রহ্লাদস্য বধে যোগ্যং মনসাঽচিন্তয়ৎ খলঃ ॥ ৪৩ ॥

সেই সকল হত এবং ক্লেশপ্রাপ্ত দৈত্যগণ প্রহ্লাদের দর্শনমাত্র পুনর্ব্বার উত্থিত হইল। তখন শম্বর প্রভৃতি অসুরগণ লজ্জায় নতমুখে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

যে সকল অসুর পীড়িত হইয়া শম্বর এবং দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে অভিসম্পাত আর এই প্রহ্লাদকে স্তব করিতে লাগিল, তখন তাহাদের অনর্গল বাক্য সকল নির্গত হইল॥৪০

অনন্তর সেই শম্বরাসুর লজ্জায় অবাক্ হইয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইল, দুরাচার দৈত্যপতিও অধোমুখে সন্তপ্তচিত্তে কেবল নিশ্বাসই পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন॥৪১

তাহার পর হিরণ্যকশিপুর মন চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন কেবল রাগান্ধ হইয়া অন্য এক কুকার্য্যরূপ কূপের মধ্যে পুনর্ব্বার আপনার মনকে নিক্ষেপ করিলেন॥৪২

সেই নৃশংস দৈত্যপতি মনে মনে বায়ুরূপী ক্রূর নিশাচরকে প্রহ্লাদের বিনাশে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন ॥ ৪৩ ॥

তাবদ্ঘোররবা কাচিদ্রুদতী রাক্ষসী ভৃশং।
আগত্য দৈত্যরাজস্য পাদয়োঃ পতিতাবদৎ ॥ ৪৪ ॥
হতাস্মি দাসী দেবস্য প্রিয়া শোষকরক্ষসঃ।
প্রভো প্রহ্লাদগাত্রেষু জীর্ণো মম পতির্হতঃ ॥ ৪৫ ॥
অনাজ্ঞপ্তোঽপি দেবস্য প্রিয়ার্থী শোষকোঽবিশৎ।
প্রহ্লাদাঙ্গান্ননিস্তীর্ণস্তপ্তায়ঃসিক্ততোয়বৎ ॥ ৪৬ ॥
ন জানে ত্বৎসুততনৌ কোপ্যাস্তে পুংগ্রহঃ প্রভো।
কালকূটকটুর্যেন গ্রস্তঃ সংশোষকঃ সুখং ॥ ৪৭ ॥

এমন সময়ে কোন এক রাক্ষসী ভীষণ শব্দে অতিশয় রোদন করিতে করিতে তথায় আসিয়া দৈত্যরাজের চরণ যুগলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥

প্রভো! আমি আপনার দাসী এবং শোষক রাক্ষসের পত্নী। আজ আমি মরিলাম। আমার পতি প্রহ্লাদের গাত্রে জীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

আপনি আদেশ না করিলেও আমার পতি শোষক আপনার হিতাভিলাষী হইয়া প্রহ্লাদের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল। তপ্ত লৌহের মত জলসেক করিলে, সেই জল যেমন তাহাতে মিশাইয়া যায় এবং তাহা হইতে আর বহির্গত হয় না, সেইরূপ শোষক প্রহ্লাদের অঙ্গ হইতে নির্গত হয় নাই ॥ ৪৬ ॥

প্রভো! আপনার পুত্রের শরীরে কোন এক পুরুষরূপী গ্রহ (ভূতাদি) অবস্থান করিতেছে, আমি জানি না। সেই গ্রহ বিশেষ, অনায়াসেই কালকূট বিষের ন্যায় অত্যুগ্র শোষককে (আমার পতিকে) গ্রাস করিয়াছে ॥ ৪৭ ॥

নূনং কুমারদেহস্থঃ পর্ব্বতান্ সাগরানপি।
গ্রহো নিগীর্য্য জরয়েদ্যেন জীর্ণঃ স মে পতিঃ॥ ৪৮॥
হতং সংশোষকং শ্রুত্বা হঠাত্ত্বাশাবলম্বিনং।
বিস্ময়ঞ্চ বিষাদঞ্চ দৈত্যরাজোঽবিশদ্ভৃশং॥ ৪৯॥
অঙ্কুরাবস্থ এবাশু হতে কৃত্যে মনোগতে।
তাং সান্ত্বয়িত্বা প্রাহেদমতিভীতো নিশাচরঃ॥ ৫০॥
যাতু যাতু গুরোর্গেহং প্রহ্লাদঃ স্বকুলানলঃ।
অথ দৈত্যৈর্দ্রুতং নীতো গুরুগেহেঽবসৎ সুধীঃ॥ ৫১॥
বিসৃজ্য মন্ত্রিণঃ সোঽথ শ্বসন্ রাজাবিশদ্গৃহং।
নচ পুত্রবধে চিন্তাং জহৌ স্ববধকারিণীং॥ ৫২॥

রাজকুমারের দেহবর্ত্তী গ্রহবিশেষ, নিশ্চয়ই পর্ব্বত ও সমুদ্রদিগকেও গ্রাস করিয়া জীর্ণ করিতে পারে। সেই গ্রহ আমার পতিকে গিলিয়া জীর্ণ করিয়াছে॥ ৪৮॥

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু আশাবলম্বি সংশোষক হত হইয়াছে শুনিয়া সহসা বিস্ময় ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন॥ ৪৯॥

মনোগত ভাব অঙ্কুরাবস্থাতেই আশু বিনষ্ট হইলে দৈত্যপতি ভীত হইয়া সেই রাক্ষসীকে সান্ত্বনা করিয়া পরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন॥ ৫০॥

যাউক, স্বীয় কুলের অগ্নিস্বরূপ গুরুর গৃহে যাউক। অনন্তর দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে শীঘ্র গুরুর গৃহে লইয়া গেল। সুবুদ্ধি প্রহ্লাদ গুরুগৃহে বাস করিয়া রহিলেন॥ ৫১॥

অনন্তর দৈত্যরাজ মন্ত্রিদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু নিজের বিনাশকারিণী পুত্রবধের চিন্তা পরিত্যাগ করিলেন না॥ ৫২॥

দৈত্যভৃত্যৈরথাভ্যেত্য প্রার্থিতো নয়শালিভিঃ।
ভজাত্মজং মহাবীর্য্যমিতি তান্ সোঽভ্যভৎসয়ৎ ॥ ৫৩ ॥
আসন্নমরণো মূর্খঃ কৃত্যমেকং বিমৃশ্য সঃ।
অকৃত্যমেব দেবারীনাহুয়েত্যাদিশদ্রহঃ ॥ ৫৪ ॥
অদ্য ক্ষপায়াং প্রহ্লাদং প্রসুপ্তং দুষ্টগুল্বনৈঃ।
নাগপাশৈর্ভৃশং বদ্ধা মধ্যে নিক্ষিপতাম্বুধেঃ ॥ ৫৫ ॥
তদাজ্ঞাং শিরসাদায় দদৃশুস্তমুপেত্য তে।
হরিপ্রিয়ং সমাধিস্থং প্রবুদ্ধং সুপ্তবৎ স্থিতং ॥ ৫৬ ॥
অন্তঃপ্রকাশশুভগাং প্রবলান্ধ্যকরীং বহিঃ।

তাহার পর নীতিজ্ঞ অসুরকিঙ্কর সকল আসিয়া প্রার্থনা করিল যে, মহারাজ! আপনি মহাবলশালি পুত্রকে গ্রহণ করুন, এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন ॥ ৫৩ ॥

সেই দৈত্যরাজ মূর্খ এবং তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী, অতএব তিনি একটী কার্য্যের অনুসন্ধান করত দৈত্যদিগকে ডাকিয়া নির্জ্জনে কেবল একটী কুকার্য্যই আদেশ করিলেন ॥ ৫৪ ॥

হে দৈত্যগণ! অদ্য রাত্রিকালে ঐ পাপাত্মা প্রহ্লাদ যখন নিদ্রিত থাকিবে, তখন তোমরা ভীষণ নাগপাশ দ্বারা দৃঢ়বন্ধন করিয়া তাহাকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ কর ॥ ৫৫ ॥

দানবগণ দৈত্যরাজের আজ্ঞা মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রহ্লাদের নিকটে আসিয়া দেখিল, সেই হরিভক্ত প্রহ্লাদ সমাধিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। জাগরিত হইয়াও নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

সেই জ্ঞানচক্ষু প্রহ্লাদ অন্তরে প্রকাশ দ্বারা সুন্দর, অথচ

চিত্রাং সোঽভিনবাং নিদ্রামন্বভূজ্জ্ঞানলোচনঃ॥ ৫৭॥
শয়ানস্য মুনেস্তস্য যাবদন্তর্ব্যবর্দ্ধত।
প্রবোধস্তাবদত্যর্থং বহির্নিদ্রাতিবিস্তৃতা॥ ৫৮॥
সংছিন্ন রাগলোভাদি মহাবন্ধং ক্ষপাচরাঃ।
ববন্ধুস্তং মহাত্মানং ফল্গুভিঃ সর্পরজ্জুভিঃ॥ ৫৯॥
গরুড়ধ্বজভক্তং তং বদ্ধাহিভিরবুদ্ধয়ঃ।
জলশায়িপ্রিয়ং নীত্বা জলরাশৌ বিচিক্ষিপুঃ॥ ৬০॥
বলিনস্তেঽচলান্দৈত্যাস্তস্যোপরি নিধায় চ।
শশংসুস্তৎপ্রিয়ং রাজ্ঞে দৃপ্তস্তান্ সোঽপ্যপূজয়ৎ॥ ৬১॥

বাহিরে প্রবল অজ্ঞানকারিণী, সেই বিচিত্র ও অভিনবা নিদ্রা অনুভব করিতে লাগিলেন॥ ৫৭॥

সেই শয্যাশায়ী যোগী প্রহ্লাদের যেমন অন্তঃকরণ বৃদ্ধি পাইল, সেইরূপ জ্ঞানও অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অথচ বাহ্যনিদ্রা অত্যন্ত প্রবল ও বিস্তারিত হইয়াছিল॥ ৫৮॥

যাঁহার রাগ লোভ প্রভৃতি ভববন্ধনের উপায় সকল ছিন্ন হইয়াছিল, সেই মহানুভাব প্রহ্লাদকে রাক্ষসেরা ক্ষুদ্র নাগপাশ দ্বারা বন্ধন করিল॥ ৫৯॥

নির্ব্বোধ রাক্ষসেরা গরুড়ধ্বজ অর্থাৎ বিষ্ণুর ভক্ত এবং জলশায়ী নারায়ণের প্রিয় সেই প্রহ্লাদকে সর্প দ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়া শেষে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিল॥৬০

সেই সকল বলিষ্ঠ দৈত্যগণ প্রহ্লাদের উপর অনেক পর্ব্বত স্থাপন করিয়া সেই প্রিয়সংবাদ রাজাকে গিয়া নিবেদন করিল। অহঙ্কৃত ভূপতিও তাহাদিগকে সমাদরে পূজা করিলেন॥ ৬১॥

প্রহ্লাদং চাব্ধিমধ্যস্থং তমেবাগ্নিমিব স্থিতং।
জ্বলন্তং তেজসা বিষ্ণো র্গ্রাহা দূরাদ্ভিয়া ত্যজন্॥ ৬২ ॥
সচাভিন্নচিদানন্দসিন্ধুমগ্নঃ সমাহিতঃ।
ন বেদ বদ্ধমাত্মানং লবণাম্বুধিমধ্যগং॥ ৬৩ ॥
অথ ব্রহ্মামৃতাম্ভোধিময়ে তস্মিন্মহামুনৌ।
যযৌ ক্ষোভং দ্বিতীয়াব্ধিসংশ্লেষাদিব সাগরঃ॥ ৬৪ ॥
শৈলান্ কেশানিবোদ্ধৃত্য প্রহ্লাদমথ বীচয়ঃ।
নিন্যুস্তীরং ভবাম্ভোধে র্গুরোক্তয় ইবাম্বুধেঃ॥ ৬৫ ॥

প্রহ্লাদ সমুদ্রের মধ্যে অগ্নির মত অবস্থান করিতে লাগিলেন, বিষ্ণুর তেজে প্রজ্বলিত হইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া কুম্ভীরাদি জলচর জন্তুগণ ভয়ে দূর হইতেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল॥ ৬২ ॥

প্রহ্লাদ চিদানন্দসাগরে তন্ময় হইয়া নিমগ্ন আছেন, সমাধিবলে চিত্ত বিষ্ণুর প্রতি একাগ্র হইয়া রহিয়াছে। এই কারণে তিনি যে লবণসমুদ্রের মধ্যে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহা তখন জানিতে পারিলেন না॥ ৬৩ ॥

অনন্তর অন্য এক সমুদ্রের সহিত সংযোগে সমুদ্র যেরূপ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম-সুধার সমুদ্র স্বরূপ মহাযোগী প্রহ্লাদ সমুদ্রের মধ্যে অবস্থান করাতে সমুদ্র ক্ষুভিত হইয়াছিলেন॥ ৬৪ ॥

অনন্তর গুরুমুখোচ্চারিত সদুপদেশ বাক্য সকল যেরূপ মানবকে ভবসাগরের তীরে লইয়া যায়, সেইরূপ তরঙ্গমালা কেশসমূহের ন্যায় শৈলরাশিদিগকে দূর করিয়া দিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ সমুদ্রের তীরে আনিয়া দিল॥ ৬৫ ॥

ধ্যানেন বিষ্ণুভূতং তং ভগবান্ বরুণালয়ঃ।
বিন্যস্য তীরে রত্নানি গৃহীত্বা দ্রষ্টুমাযযৌ ॥ ৬৬ ॥
তাবদ্ভগবতাদিষ্টঃ প্রহৃষ্টঃ পন্নগাশনঃ।
তদ্বন্ধনাহীনভ্যেত্য ভক্ষয়িত্বা পুনর্যযৌ ॥ ৬৭ ॥
অথাবভাষে প্রহ্লাদং গম্ভীরধ্বনিরর্ণবঃ।
প্রণম্য দিব্যরূপশ্চ সমাধিস্থং হরিপ্রিয়ং ॥ ৬৮ ॥
প্রহ্লাদ ভগবদ্ভক্ত পশ্য ত্বমর্ণবোঽস্ম্যহং।
চক্ষুর্ভ্যামথ মাং দৃষ্ট্বা পাবয়ার্থিনমাগতং ॥ ৬৯ ॥
অহো ত্বয়োদিতেনৈতদ্রক্ষসাং মলিনং কুলং।
চন্দ্রেণেবাম্বরং চিত্তং জ্ঞানেনৈবামলীকৃতং ॥ ৭০ ॥

ভগবান্ সমুদ্রদেব ধ্যানযোগে বিষ্ণুর তুল্য সেই প্রহ্লাদকে তীরে স্থাপন পূর্ব্বক রত্ন সকল গ্রহণ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৬ ॥

সেই সময়ে ভগবান্ নারায়ণের আদেশে গরুড় হৃষ্টচিত্ত হইয়া নাগপাশের সর্পদিগের নিকটে উপস্থিত হওত তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার গমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর দিব্যমূর্ত্তিধারী সমুদ্র সমাধিমগ্ন সেই হরিভক্ত প্রহ্লাদকে প্রণাম পূর্ব্বক গম্ভীরশব্দে বলিতে লাগিলেন ॥৬৮॥

হে হরিভক্ত! প্রহ্লাদ! তুমি দেখ, এই আমি সমুদ্র উপস্থিত হইয়াছি। আমি দর্শন প্রার্থনা করিয়া আগমন করিয়াছি, তুমি আমাকে দুই চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া পবিত্র কর ॥ ৬৯ ॥

আহা! চন্দ্র প্রকাশিত হইলে মলিন আকাশ যেরূপ উজ্জ্বল হয় এবং জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞানাবৃত হৃদয় যেরূপ নির্ম্মল হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়া এই মলিন দৈত্যকুল উজ্জ্বল করিয়াছ ॥ ৭০ ॥

ইত্যম্বুধের্গিরং শ্রুত্বা মহাত্মা স মহাত্মনঃ।
উদ্বীক্ষ্য সহসা দেবং নত্বা প্রাহাসুরাত্মজঃ॥ ৭১॥
কদাগতং ভগবতা তমথাম্বুধিরব্রবীৎ।
যোগিন্নজ্ঞাতবৃত্তিস্ত্বমপরাদ্ধং তবাসুরৈঃ॥ ৭২॥
বদ্ধস্ত্বমহিভির্দৈত্যৈর্ময়ি ক্ষিপ্তোঽদ্য বৈষ্ণব।
অথাঙ্গারং নিগীর্য্যেব প্রণিতপ্তোঽস্ম্যহং ভৃশং॥ ৭৩॥
ততস্তূর্ণমপাং তীরে ন্যস্তস্ত্বং ফণিনশ্চ তান্।
ইদানীমেব গরুড়ো ভক্ষয়িত্বা পুনর্যযৌ॥ ৭৪॥
মহাত্মন্নমুগৃহ্ণীষ ত্বং মাং সৎসঙ্গমার্থিনং।

মহাত্মা দৈত্যকুমার প্রহ্লাদ মহানুভব সমুদ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সহসা তাঁহাকে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন॥ ৭১॥

ভগবন্! আপনি কখন আগমন করিয়াছেন? অনন্তর সমুদ্র তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে যোগিবর! তুমি কিছুই জানিতে পার নাই, দৈত্যগণ তোমার অপরাধ করিয়াছে॥৭২

হে বিষ্ণুভক্ত! অদ্য অসুরগণ তোমাকে সর্প দ্বারা বন্ধন করিয়া আমার (সমুদ্রের) মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, তৎপরে অঙ্গার ভক্ষণ করিয়া যেরূপ লোকে সন্তপ্ত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছি॥ ৭৩॥

তাহার পর শীঘ্র আমি তোমাকে জলের তীরে স্থাপিত করিয়াছি, এখনই গরুড় আসিয়া সেই সকল সর্প ভক্ষণ করত পুনর্ব্বার গমন করিয়াছেন॥ ৭৪॥

হে মহোদয়! আমি সাধুসঙ্গ প্রার্থনা করিয়া থাকি.

গৃহাণেমানি রত্নানি পূজ্যস্ত্বং মে হরির্যথা ॥ ৭৫ ॥
অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥ ৭৬ ॥
যদ্যপ্যেতৈর্ন তে কৃত্যং রত্নৈর্দাস্যাম্যথাপ্যহং।
দীপং নিবেদয়ন্ত্যেব ভাস্করায়াপি ভক্তিতঃ ॥ ৭৭ ॥
নিরস্য রাক্ষসত্বং তে বিষ্ণুরেবেতি পূজ্যসে।
জগদ্বন্দ্যোসি জাতির্হি বৈষ্ণবান্নৈব দূষয়েৎ ॥ ৭৮ ॥
ত্বমাপৎস্বতিঘোরাসু বিষ্ণুনৈব হি রক্ষিতঃ।
তাদৃশা নির্ম্মলাত্মানো ন সন্তি বহবোঽর্কবৎ ॥ ৭৯ ॥

তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। বিষ্ণু যেরূপ আমার পূজ্য, সেইরূপ তুমিও আমার পূজনীয় ॥ ৭৫ ॥

যে সকল ব্যক্তি গোবিন্দের পূজা করিয়া তাঁহার ভক্ত দিগকে অর্চ্চনা করে না, সেই সকল দাম্ভিক লোক কখনও বিষ্ণুর অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারে না ॥ ৭৬ ॥

যদিচ তোমার এই সকল রত্নে কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি আমি তোমাকে এই সকল রত্ন দান করিব। দেখ, ভক্তগণ ভক্তিসহকারে সূর্য্যকেও দীপদান করিয়া থাকেন॥৭৭

তুমি এক্ষণে আপনার অসুরভাব পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণ স্বরূপ হইয়াছ, এই হেতু তোমাকে পূজা করিতেছি। তুমি এক্ষণে ত্রিভুবনের বন্দনীয় হইয়াছ, জাতি কখন বৈষ্ণবদিগকে কলুষিত করিতে পারে না ॥ ৭৮ ॥

অতিশয় ভয়ানক বিপদ্কালে বিষ্ণুই তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। সূর্য্য যেরূপ একের অধিক নাই, সেইরূপ তোমার ন্যায় বিশুদ্ধচেতা মহাত্মা অধিক আর কেহ নাই॥৭৯

বহুনা কিং কৃতার্থোঽস্মি যত্তিষ্ঠামি ত্বয়া সহ।
আলপামি ক্ষণমপি নেক্ষেহেতৎ ফলোপমাং ॥ ৮০ ॥
ইত্যব্ধিনা স্তুতঃ শ্রীশমাহাত্ম্যবচনৈঃ স্বয়ং।
যযৌ লজ্জাং প্রহর্ষঞ্চ প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ৮১ ॥
প্রতিগৃহ্য সরত্নানি বৎসলঃ প্রাহ বারিধিং।
মহাত্মন্ সুতরাং ধন্যঃ শেতে ত্বয়ি হি স প্রভুঃ ॥ ৮২ ॥
কল্পান্তেঽপি জগৎ সর্ব্বং গ্রসিত্বা স জগন্ময়ঃ।
ত্বয্যেবৈকার্ণবীভূতে শেতে কিল মহামুনিঃ ॥ ৮৩ ॥

অধিক বলিয়া কি হইবে। আমি যে তোমার সহিত অবস্থান করিতেছি, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম। আমি যে তোমার সহিত এক মুহূর্ত্তের জন্যও আলাপ করিতে পারিয়াছি, নিশ্চয়ই আমি এইরূপ পুণ্যফলের উপমা ত্রিজগতে দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৮০ ॥

এইরূপে সমুদ্র যখন কমলাপতির মাহাত্ম্য পূর্ণ বচন দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন, তখন হরিভক্ত প্রহ্লাদ সেই কথা শুনিয়া স্বয়ং লজ্জিত এবং আহ্লাদিত হইলেন ॥ ৮১ ॥

দয়ালু প্রহ্লাদ সেই সমস্ত রত্ন গ্রহণ করিয়া সমুদ্রকে বলিতে লাগিলেন, হে মহোদয়! সুতরাং আপনি প্রশংসার যোগ্য। যেহেতু সেই মহাপ্রভু হরি আপনাতে শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ৮২ ॥

জগন্ময় মহামুনি নারায়ণ প্রলয়কালেও সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করিয়া একার্ণবময় আপনাতেই কেবল শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ৮৩ ॥

লোচনাভ্যাং জগন্নাথং দ্রষ্টুমিচ্ছামি বারিধে।
ত্বং পশ্যসি সদা ধন্যস্তত্রোপায়ং বদস্ব মে ॥ ৮৪ ॥
উক্তেতি পাদাবনতং তূর্ণমুত্থাপ্য সাগরঃ।
প্রহ্লাদং প্রাহ যোগীন্দ্রং ত্বং পশ্যসি সদা হৃদি ॥ ৮৫ ॥
দ্রষ্টুমিচ্ছস্তথাক্ষিভ্যাং স্তুহি তং ভক্তবৎসলং।
উক্তেতি সিন্ধুঃ প্রহ্লাদমামন্ত্র্য স জলেঽবিশৎ ॥ ৮৬ ॥
গতে নদীন্দ্রে স্থিতৈকো হরিং প্রহ্লাদদৈত্যজঃ।
ভক্ত্যাঽস্তৌদিতি মত্বানস্তদ্দর্শনমসম্ভবং ॥ ৮৭ ॥

হে জলনিধে! আমি দুই চক্ষু দ্বারা জগন্নাথ হরিকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু আপনি সর্ব্বদাই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, এই কারণে আপনি ধন্য। আপনি আমাকে সেই বিষয়ের (সর্ব্বদা দর্শন করিবার) উপায় বলিয়া দিউন ॥ ৮৪ ॥

এই কথা বলিয়া প্রহ্লাদ সমুদ্রের পদতলে পতিত হইলেন, সমুদ্র শীঘ্র তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া বলিলেন। তুমিও ত তাঁহাকে সর্ব্বদা হৃদয়ের মধ্যে দর্শন করিতেছ ॥ ৮৫ ॥

তুমি যদি দুই চক্ষু দিয়া দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই ভক্তবৎসল হরিকে স্তব কর। এই কথা বলিয়া সমুদ্র প্রহ্লাদকে সম্বর্দ্ধনা করত জল মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮৬ ॥

নদীপতি সমুদ্র প্রস্থান করিলে দৈত্যরাজকুমার প্রহ্লাদ একাকী অবস্থান পূর্ব্বক নারায়ণের দর্শন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তিনি ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদ-চরিতে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৩ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদে প্রহ্লাদচরিতে ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ ॥

জ্যোৎস্নাশুভ্রৈঃ শশিভিরচলৈশ্চিন্ত্যতে যোগিভির্যো
বিদ্যুদ্বর্ণঃ প্রণততনুভির্ন্যাসপূতৈর্যথোক্তং।
উদ্দীপ্যাস্তে হৃদয়কমলে যস্ত্রিশক্তিপ্রবুদ্ধে
সূর্য্যেন্দ্বগ্নিত্বিড়ুপরি হরিং দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহো তং ॥ ১ ॥
নাড়ীশুদ্ধ্যুজ্জ্বলিততনুভির্বায়ুচারে বিরুদ্ধে
আত্মেক্ষাণাং শমমুপগতে স্বাসনৈঃ স্যাবধানৈঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন, জ্যোৎস্না দ্বারা শুভ্রবর্ণ অচল চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মলচেতা যোগিগণ অঙ্গন্যাস করাঙ্গন্যাস প্রভৃতি ন্যাসদ্বারা পবিত্র, অথচ প্রণত শরীরে বিদ্যুৎ সম তেজস্বী যে বস্তুকে যথানিয়মে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যিনি ত্রিশক্তি দ্বারা জাগরিত হৃদয়রূপ সহস্রদল কমলের মধ্যে উদ্দীপিত করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নির প্রভার উপরে অবস্থান করিয়া থাকেন, হায়! আমি সেই বস্তুকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

প্রাণায়ামাদি দ্বারা বায়ুর সঞ্চার নিরুদ্ধ হইলে স্বীয় চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য শমতা প্রাপ্ত হইলে সাবধানপূর্ব্বক স্ব স্ব আসনে উপবেশন পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ যোগিগণ নাড়ী-

রাত্রৌ দূরধ্বনিরিব হৃদি জ্ঞায়তে নির্ব্বিকারো
যো নাদাত্মা সততমৃষিভির্দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহো তং ॥ ২ ॥
প্রাণাদি পঞ্চ পবমানচয়ং বিজিত্য
স্বে স্বে পদে শমযমৈর্নিয়মৈশ্চ পূতঃ।
প্রত্যাহৃতেষ্বপি চ যট্ সু রতঃ সুধীরঃ
কশ্চিদ্বিবিৎসতি হি যং স কথং ময়েক্ষ্যঃ ॥ ৩ ॥
বেদান্তবাক্যশতমারুতসংপ্রবৃদ্ধ-
বৈরাগ্যবহ্নিশিখয়া পরিতাপ্য চিত্তং।
সংশোধয়ন্তি যদবেক্ষণযোগ্যতায়ৈ
ধীরাঃ সদৈব স কথং মম গোচরঃ স্যাৎ ॥ ৪ ॥

শুদ্ধি করিয়া, স্ব স্ব কলেবর সমুজ্জ্বল করিয়া রাত্রিকালে দূরবর্ত্তি শব্দের ন্যায় নির্ব্বিকার ও নাদস্বরূপ যে বস্তুকে সর্ব্বদাই হৃদয়ের মধ্যে অবগত হইয়া থাকেন, হায়! আমি সেই পরম পদার্থকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ২ ॥

স্বস্বস্থানস্থিত প্রাণ, অপান ইত্যাদি পাঁচ প্রকার বায়ুবেগ পরাজয় করিয়া যম, নিয়ম ও শমগুণ দ্বারা যিনি পবিত্র হইয়াছেন এবং যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শব্দ স্পর্শাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার (আকর্ষণ) করিয়া থাকেন, এইরূপ তত্ত্বদর্শী যোগী যে বস্তুকে জানিতে ইচ্ছা করেন, আমি কিরূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইব ॥ ৩ ॥

শত শত বেদান্তবাক্যরূপ পবন দ্বারা যে বৈরাগ্যরূপ অনল বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই অগ্নির শিখা দ্বারা চিত্তকে উত্তাপিত করিয়া যে সকল পণ্ডিতগণ বিষ্ণুকে দর্শন করিবার যোগ্যতার নিমিত্ত স্ব স্ব চিত্ত সর্ব্বদাই সংশোধিত করিয়া থাকেন, কিরূপে সেই হরি আমার নেত্রগোচর হইবেন ॥৪॥

মাৎসর্য্যরোষস্মরলোভমোহ-
মদাভিধৈর্যৎ সুদৃঢ়ৈর্দ্বিষদ্ভিঃ।
উপর্য্যুপর্য্যাবরণৈঃ সুবদ্ধ-
মন্ধং মনো মে ক্ব হরিঃ ক্ব বাহং ॥ ৫ ॥
যং ধাতৃমুখ্যা বিবুধা ভয়েষু
শান্ত্যর্থিনঃ ক্ষীরনিধেরুপান্তং।
গত্বোত্তমস্তোত্রকৃতঃ কথঞ্চিৎ
পশ্যন্তি তং দ্রষ্টুমহো মমাশা ॥ ৬ ॥
শ্রীনারদ উবাচ ॥
অযোগ্যমাত্মানমিতীশদর্শনে
স মন্যমানস্তদবাপ্তকামঃ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য এই ছয় জন ভীষণ শত্রু, আবরণের ন্যায় উপর্য্যুপরি আমার মনকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়াছে, অতএব আমার হৃদয় অন্ধ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই জ্ঞানময় হরিই বা কোথায়? আর কামাদি ছয় রিপুর বশীভূত আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিই বা কোথায়? ॥ ৫ ॥

বিধাতা প্রভৃতি দেবগণ ভয়ে শান্তি কামনা পূর্ব্বক ক্ষীরসমুদ্রের সমীপে গিয়া উৎকৃষ্ট স্তব করিতে করিতে অতিকষ্টে যাঁহাকে দর্শন করেন, হায়! তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার আশা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এইরূপে প্রহ্লাদ নারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য আপনাকে অযোগ্য বোধ করত তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় কাতর হই-

উদ্বেলদুঃখার্ণবমগ্নমানসঃ
স্রুতাশ্রুধারো দ্বিজ মূর্চ্ছিতোঽপতৎ ॥ ৭ ॥
অথ ক্ষণাৎ সর্ব্বগতশ্চতুর্ভুজঃ
শুভাকৃতির্ভক্তজনেষ্টদায়কঃ।
দুস্থং তমালিঙ্গ্য সুধাময়ৈর্ভুজৈ-
স্তত্রৈব বিপ্রাবিরভূদ্দয়ানিধিঃ ॥ ৮ ॥
স লব্ধসংজ্ঞোঽথ তদঙ্গসঙ্গা-
দুন্মীলিতাক্ষঃ সহসা দদর্শ।
প্রসন্নবক্ত্রং কমলায়তাক্ষং
সুদীর্ঘবাহুং যমুনাসবর্ণং ॥ ৯ ॥
উদারতেজোনিধিমপ্রমেয়ং
গদারিশঙ্খাম্বুজচারুচিহ্নং।

লেন। তখন তাঁহার মন উচ্ছলিত দুঃখার্ণবে মগ্ন হইল, তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল, অবশেষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন ॥ ৭ ॥

হে বিপ্র! অনন্তর সর্ব্বব্যাপী ও ভক্তজনের অভীষ্টদাতা দয়াময় চতুর্ভুজ হরি মঙ্গলময় দেহে সেই স্থানেই মূর্চ্ছাপন্ন সেই বালককে অমৃতময় চারি হস্তে আলিঙ্গন করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর তদীয় দেহস্পর্শে প্রহ্লাদের চৈতন্য হইল, তখন তিনি দুই চক্ষু মিলিয়া সহসা দেখিতে পাইলেন যে, সম্মুখে নারায়ণ উপস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহার প্রসন্ন বদন, কমলের ন্যায় দীর্ঘ বিশাল লোচন, সুন্দর চারি বাহু, যমুনার জলের ন্যায় নীলবর্ণ দেহকান্তি ॥ ৯ ॥

অপর তিনি মহাতেজস্বিতার আধার স্বরূপ, কিছুতেই

সুদৃশ্যসীমাপরিসেতুভূতং
সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদনদিব্যমূর্ত্তিং ॥ ১০ ॥
মূলং ত্রিলোকীবিততব্রততা্যা
গুরুং গুরূণামপি নাথনাথং।
স্থিতং সমালিঙ্গ্য প্রভুং স দৃষ্ট্বা
প্রকম্পিতো বিস্ময়ভীতিহর্ষৈঃ ॥ ১১ ॥
তং স্বপ্নমেবাথ স মন্যমানঃ
স্বপ্নেঽপি পশ্যামি হরিং কৃতার্থঃ।
ইতি প্রহর্ষার্ণবমগ্নচিত্ত
আনন্দমূর্চ্ছাং স পুনশ্চ ভেজে ॥ ১২ ॥

তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা করা যায় না, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই মনোহর চিহ্ন শোভা পাইতেছে। জগতে যত প্রকার সুদৃশ্য সুন্দর বস্তু আছে, সেই সমস্ত বস্তুর চরম-সীমায় যাইতে হইলে এই ভগবান্ নারায়ণই তাহার সেতু-স্বরূপ এবং তাঁহার মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আনন্দ জন্মে ॥ ১০ ॥

তিনি ত্রিলোকীরূপা বিস্তীর্ণ লতার মূলস্বরূপ, তিনি গুরুদিগেরও গুরু এবং প্রভুদিগেরও মহাপ্রভু। এইরূপে তখন প্রহ্লাদ সেই মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া ভয়, বিস্ময় ও হর্ষে কম্পিত হইতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর তিনি তাহাকে স্বপ্ন বলিয়াই বিবেচনা করিলেন, আমি চরিতার্থ হইলাম, যেহেতু আমি হরিকে স্বপ্নাবস্থাতেও দর্শন করিতেছি। এইরূপে আনন্দসাগরে প্রহ্লাদের চিত্ত নিমগ্ন হইলে পুনর্ব্বার তিনি আনন্দভরে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১২ ॥

ততঃ ক্ষিতাবেব নিবেশ্য নাথঃ
কৃত্বা তমঙ্কে সুজনৈকবন্ধুঃ।
শনৈর্বিধুন্বন্ করপল্লবেন
স্পৃশন্মুহুর্মাতৃবদালিলিঙ্গ ॥ ১৩ ॥

ততশ্চিরেণ প্রহ্লাদস্তম্মুখোন্মীলিতেক্ষণঃ।
আলুলোকে জগন্নাথং বিস্ময়ানিমিষশ্চিরং ॥ ১৪ ॥
স্নিগ্ধোজ্জ্বলমুখং বৎস মাভৈঃ সুস্থো ভবেতি চ।
সান্ত্বয়ন্তং গিরাত্মানং সুধামাধুর্য্যধারয়া ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শসৌরভ্যস্বরূপবচনামৃতৈঃ।
হৃতেক্ষণোঽঙ্গ নো লেভে আত্মসম্ভাবনামসৌ ॥ ১৬ ॥

তাহার পর সাধুজনের একমাত্র পরম বন্ধু, সেই দয়াময় হরি প্রহ্লাদকে ভূতলেই রাখিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করত করপল্লব দ্বারা মৃদু মৃদু কম্পিত করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ পূর্ব্বক জননীর ন্যায় বারম্বার আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর প্রহ্লাদ অনেকক্ষণ নারায়ণের মুখের দিকে চক্ষু বিস্তারিত করিয়া রহিলেন, বিস্ময়ভরে চক্ষুর নিমেষশূন্য হইল, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জগন্নাথকে দর্শন করিতে থাকিলেন॥১৪

তখন নারায়ণ স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বলমুখে অমৃতের মাধুরী-ধারাপূর্ণ বাক্য দ্বারা প্রহ্লাদকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন। বৎস! ভয় নাই, তুমি সুস্থ হও ॥ ১৫ ॥

হে ব্রহ্মন্! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শের সৌরভ, স্বরূপ এবং বচনসুধা দ্বারা প্রহ্লাদের চক্ষু অপহৃত হইল। তখন তিনি আপনার কোনরূপ অবস্থা অনুভব করিতে পারিলেন না ॥ ১৬ ॥

পানায়তি মনোভৃঙ্গে শ্রীশবক্ত্রাব্জসঙ্গিনি।
অতিলুব্ধে ন বেদাসৌ কোঽহং কাস্মি কদেতি বা ॥ ১৭॥
ক্ষণমুন্মীল্য তং দৃষ্ট্বা নেত্রে হর্ষাকুলে ক্ষণং।
আমীল্য পুনরুন্মীল্য ভক্তঃ কামপ্যগাদ্দশাং ॥ ১৮ ॥
ক্ষণমাবিরভূদ্বোধঃ ক্ষণং হর্ষাত্তিরোঽভবৎ।
গোবিন্দং পশ্যতস্তস্য সাভ্রব্যোমেন্দুবদ্বভৌ ॥ ১৯ ॥
অচিন্তয়ৎ ক্ষণঞ্চৈবং স তং পশ্যন্ জগৎস্থজং।
অস্য বাচা পৃথিব্যগ্নী ঘ্রাণেনাস্যাম্বরানিলৌ ॥ ২০ ॥

কমলাপতির মুখকমলের সংসর্গ পাইয়া মনোরূপ মধুকর মধুপানের জন্য অতিশয় লুব্ধ হইলে, প্রহ্লাদ তখন জানিতে পারিলেন না যে, আমি কে এবং কোন কালে কোন স্থানে অবস্থিত আছি ॥ ১৭ ॥

তখন ভক্তাগ্রগণ্য প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া ক্ষণকাল হর্ষাকুলনেত্রযুগল উন্মীলিত করিয়া, ক্ষণকাল বা নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া এবং পুনর্ব্বার উন্মীলন করিয়া কোন এক অপূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥

মেঘযুক্ত আকাশে শশধর যেরূপ শোভা পাইয়া থাকেন, সেইরূপ গোবিন্দকে দর্শন করিয়া প্রহ্লাদের ক্ষণকাল জ্ঞানের আবির্ভাব এবং ক্ষণকাল আনন্দহেতু জ্ঞানের তিরোভাব হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

প্রহ্লাদ সেই জগৎস্রষ্টাকে দর্শন করিয়া ক্ষণকাল এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই নারায়ণের বাক্যদ্বারা পৃথিবী এবং অগ্নি, ইহাঁর নাসিকা দ্বারা আকাশ এবং বায়ু, ইহাঁর চক্ষু দ্বারা সূর্য্য এবং স্বর্গ, ইহাঁর কর্ণ দ্বারা দশ দিক্

চক্ষুষাঽস্য রবির্দ্যৌশ্চ শ্রোত্রেণাস্য দিশঃ শশী।
মনসাস্যাম্বুবরুণৌ সৃষ্টৌ সোঽয়ং বিভূতিমান্॥ ২১ ॥
অর্থঃ সর্ব্বোপনিষদাং সোঽয়ং সোঽয়ং মহাপ্রভুঃ।
ইত্যাদি চিন্তয়ংশ্চাভূদ্ধর্ষাৎ পরবশঃ পুনঃ॥ ২২ ॥
ততশ্চিরাৎ স সম্ভাব্য ধীরঃ শ্রীশাঙ্কশায়িনং।
আত্মানং সহসোত্তস্থৌ সদ্যঃ সভয়সম্ভ্রমঃ॥ ২৩ ॥
প্রণামায় পপাতোর্ব্ব্যাং প্রসীদেতি বদন্মুহুঃ।
সম্ভ্রমাৎ স বহুজ্ঞোঽপি নাস্মাৎ পূজোক্তিমস্মরৎ॥ ২৪ ॥
ততশ্চাভয়হস্তেন গদাশঙ্খারিপদ্মভৃৎ।

এবং চন্দ্রমা। আর ইহাঁরই মনোদ্বারা জল এবং জলেশ্বর বরুণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সৃষ্টিকার্য্যে ইহাঁর এইরূপ অতুল ঐশ্বর্য্য॥ ২০ ॥ ২১ ॥

এই সেই মহাপ্রভু, এই সেই মহাপ্রভু, সমস্ত উপনিষদের ইহাই তাৎপর্য্য, ইত্যাদি চিন্তা করিয়া প্রহ্লাদ পুনর্ব্বার আনন্দের বশবর্ত্তী হইলেন॥ ২২ ॥

অনন্তর ধীরস্বভাব প্রহ্লাদ অনেকক্ষণের পর হঠাৎ বিবেচনা করিলেন যে, তিনি লক্ষ্মীকান্তের ক্রোড়দেশে শয়ন করিয়া আছেন, পরে তৎক্ষণাৎ ভয় ও সম্ভ্রমের সহিত উত্থিত হইলেন॥ ২৩ ॥

"আপনি প্রসন্ন হউন" এই কথা বারম্বার বলিয়া প্রণাম করিবার জন্য প্রহ্লাদ ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি বহুদর্শী ও জ্ঞানী হইয়াও সম্ভ্রমহেতু অল্পমাত্রও পূজার কথা স্মরণ করিতে পারিলেন না॥ ২৪ ॥

অনন্তর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ অভয় হস্তে

গৃহীত্বোত্থাপয়ামাস ভুজৈঃ স্পর্শসুখৈঃ ক্ষিতেঃ॥ ২৫॥
করাব্জস্পর্শনাহ্লাদগলদস্রং সবেপথুঃ।
ভূয়োঽপ্যাহ্লাদয়ৎ স্বামী তং জগাদেতি সান্ত্বয়ন্॥ ২৬॥
সভয়ং সম্ভ্রমং বৎস মদ্গৌরবকৃতং ত্যজ।
নৈষ প্রিয়ো মে ভক্তেষু স্বাধীনপ্রণয়ী ভব॥ ২৭॥
অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ং।
নিঃশঙ্কং প্রণয়াদ্ভক্তো যন্মাং পশ্যতি ভাষতে॥ ২৮॥
নিত্যমুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেন স্নেহরজ্জুভিঃ।

ধরিয়া স্পর্শমাত্র সুখপ্রদ চারি বাহু দ্বারা ভূতল হইতে প্রহ্লাদকে উত্তোলন করিলেন॥ ২৫॥

করকমলের স্পর্শে প্রহ্লাদের আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল এবং দেহ কম্পমান হইল, তখন জগন্নাথ পুনর্ব্বার তাঁহাকে আনন্দিত করিলেন এবং সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন॥ ২৬॥

বৎস! আমার প্রতি গৌরব করাতে তোমার যে ভয় ও সম্ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি পরিত্যাগ কর। যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা যে আমার প্রতি গৌরব করে, ইহা আমার প্রিয় নহে, এক্ষণে তুমি স্বাধীনভাবে প্রণয় প্রকাশ কর॥ ২৭॥

দেখ, আমি নিয়তই পূর্ণ মনোরথ, তথাপি আমার এই-নব নব প্রিয় বিষয় উদিত হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি আমার ভক্ত, সে প্রণয়বশতঃ নিঃশঙ্কভাবে আমাকে দেখিতে পায় এবং আমার সহিত কথা কহিয়া থাকে॥ ২৮॥

দেখ, আমি নিত্যমুক্ত হইয়াও ভক্তগণের স্নেহরূপ রজ্জু দ্বারা তাহাদেরই কাছে বদ্ধ হইয়া থাকি, আমি অজিত

অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈরবশোঽপি বশীকৃতঃ ॥২৯॥
ত্যক্তবন্ধুসুহৃৎস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিং।
একস্তস্যাস্মি সচ মে ন হ্যন্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃৎ ॥ ৩০ ॥
নিত্যঞ্চ পূর্ণকামস্য জন্মানি বিবিধানি মে।
ভক্তসর্ব্বেষ্টদানায় তস্মাৎ কিন্তে প্রিয়ং বদ ॥ ৩১ ॥
অথ ব্যজিজ্ঞপদ্বিষ্ণুং প্রহ্লাদঃ প্রাঞ্জলির্নমন্।
অলৌল্যমুৎপলদৃশা পশ্যন্নেব চ তন্মুখং ॥ ৩২ ॥
নাথান্যবরযাচ্ঞায়াঃ কালো নৈষ প্রসীদ মে।

হইলেও ভক্তগণ আমাকে জয় করিতে পারে এবং আমি বশীভূত না হইলেও কেবল ভক্তগণই আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

যে ব্যক্তি পিতা, মাতা ও পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণ এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাতেই রতি বিধান করিয়া থাকে। একমাত্র আমিই তাহার এবং সে ব্যক্তিও আমার, আমাদের দুই জনের অন্য কোন সুহৃৎ নাই ॥ ৩০ ॥

যদিচ আমার সর্ব্বকাম নিত্যই পরিপূর্ণ, তথাপি ভক্তদিগকে সকল প্রকার অভীষ্টদান করিবার জন্য আমার নানাবিধ জন্ম হইয়া থাকে, অতএব তোমার কি প্রিয় করিব বল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণামপূর্ব্বক নারায়ণকে নিবেদন করিলেন এবং আপনার নীলোৎপল তুল্য লোচন দ্বারা স্থিরভাবে তাঁহার মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

নাথ! অন্য বর প্রার্থনা করিবার এ সময় নহে, আপনি

ত্বদ্দর্শনামৃতাহ্লাদে হ্যন্তরাত্মা ন তৃপ্যতি ॥ ৩৩ ॥
তদ্দর্শনামৃতাতৃপ্তমন্যদ্বাঞ্ছেৎ প্রিয়ং যদি।
চেতস্তদস্তি চেল্লোকে তদ্ধালোচ্যার্থয়ে প্রভো ॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মাদি দেবদুর্লক্ষং ত্বামেবং পশ্যতঃ প্রভুং।
তৃপ্তিং নেষ্যতি মে চিত্তং কল্পাযুতশতৈরপি ॥ ৩৫ ॥
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ৩৬ ॥
কৃত্যং তবাপ্যনীহস্য সম্ভবেদাশ্রিতেষ্টদ।

আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনাকে দর্শন করিয়া যে আনন্দসুধা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার অন্তঃকরণ সেই আনন্দ-সুধায় পরিতৃপ্ত হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥

প্রভো! আপনার দর্শনরূপ অমৃতে তৃপ্ত না হইয়া আমার চিত্ত যদি অন্য অভীষ্ট বস্তু কামনা করে এবং যদি জগতে সেই অভীষ্ট বস্তু বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে আলোচনা করিয়া প্রার্থনা করিতে পারি ॥ ৩৪ ॥

প্রভো! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অতিকষ্টে আপনাকে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি যখন আপনাকে এইরূপে দর্শন করিতে পারিয়াছি, তখন আমার চিত্ত শতকোটি কল্পেও তৃপ্তি লাভ করিবে না ॥ ৩৫ ॥

হে জগদ্গুরো! আপনার সাক্ষাৎকার রূপ নির্ম্মল আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া আমার শত শত ব্রহ্মপদের সুখও গোষ্পদতুল্য বোধ হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

হে আশ্রিতজনের অভীষ্টদায়ক! নারায়ণ! আপনি পূর্ণমনোরথ হইলেও আপনার কার্য্য সম্ভাবিত বটে, কিন্তু

সৈব মে কৃতকৃত্যস্য দৃষ্ট্বা তাত করোমি কিং ॥ ৩৭ ॥
ততঃ স্মিতসুধাপূরৈঃ পূরয়ন্ স্বপ্রিয়ং প্রিয়ঃ।
যোজয়ন্ মোক্ষলক্ষ্ম্যাচ তং জগাদ জগৎপতিঃ ॥ ৩৮ ॥
সত্যং মদ্দর্শনাদন্যদ্বৎস নৈবাস্তি তে প্রিয়ঃ।
অতএব হি সংপ্রীতিস্ত্বয়ি মেহতীববর্দ্ধতে ॥ ৩৯ ॥
অপি তে কৃতকৃত্যস্য মৎপ্রিয়ং কৃত্যমস্তি হি।
কিঞ্চিচ্চ দাতুমিষ্টং মে মৎপ্রিয়ার্থং বৃণুষ তৎ ॥ ৪০ ॥
প্রহ্লাদোহথাভ্যধাদ্ধীমান্ দেব জন্মাযুতেষ্বপি।
দাসস্তবাহং ভূয়াসং গরুত্মানিব ভক্তিমান্ ॥ ৪১ ॥

তাত! আমি আপনাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, আমি এক্ষণে কি করিব ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর সর্ব্বপ্রিয় জগদীশ্বর মন্দহাস্যরূপ অমৃত প্রবাহ দ্বারা আপনার ভক্তকে আপ্লাবিত করিয়া এবং তাঁহাকে মোক্ষরূপ সম্পত্তি দ্বারা নিযুক্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

বৎস! সত্যই আমার দর্শন ব্যতীত তোমার আর অন্য অভীষ্ট নাই, এই কারণেই তোমার প্রতি আমার প্রীতি অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ৩৯ ॥

যদিচ তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ, তথাপি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমিও তোমাকে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আমার প্রিয়কার্য্যের জন্য তুমি তাহা প্রার্থনা কর ॥ ৪০ ॥

অনন্তর ধীশক্তিসম্পন্ন প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন, দেব! ভক্তিমান্ গরুড়ের ন্যায় আমি কোটি কোটি জন্মেও যেন আপনার দাস হইতে পারি ॥ ৪১ ॥

অথাহ নাথঃ প্রহ্লাদং সঙ্কটং খল্বিদং কৃতং।
অহং তবাত্মদানেপ্সুস্ত্বন্তু ভৃত্যত্বমিচ্ছসি ॥ ৪২ ॥
নোৎসেহে তে পৃথগ্‌ভাবং তেহন্যে ভৃত্যতোচিতাঃ।
অস্তু বা তদহং জানে তাবদেব যথেচ্ছসি ॥ ৪৩ ॥
মদ্ভক্তিস্তু ন যাচ্যা তে সিদ্ধৈবাস্তি চ সা স্থিরা।
বরানন্যাংশ্চ বরয় ধীমান্ দৈত্যেশ্বরাত্মজ ॥ ৪৪ ॥
ইতি ব্রুবাণং স প্রাহ সখেদং পরমেশ্বরং।
ত্বয়েদানীং ভবদ্ভক্তির্দত্তা তৎ কিং বৃথা প্রভো ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিলেন, ইহা তুমি নিশ্চয়ই বিষম সঙ্কট ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছ। আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, কিন্তু তুমি আমার দাসত্ব প্রার্থনা করিতেছ ॥ ৪২ ॥

আমি তোমার পৃথগ্‌ভাব সহ্য করিতে পারি না, যাহারা দাসত্বের উপযুক্ত, নিশ্চয়ই তাহারা অন্য ব্যক্তি, অথবা তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ তাহাই হউক এবং আমি তাহা সম্পূর্ণই অবগত আছি ॥ ৪৩ ॥

তুমি আমার প্রতি ভক্তি থাকিবার বর প্রার্থনা করিও না। কারণ, সেই ভক্তি তোমার ত স্থির ভাবে সিদ্ধ হইয়াই আছে, হে দৈত্যরাজকুমার। তুমি জ্ঞানবান্, সুতরাং তুমি অন্যান্য বর সকল প্রার্থনা কর ॥ ৪৪ ॥

জগদীশ্বর নারায়ণ এই কথা বলিলে, প্রহ্লাদ দুঃখিত-ভাবে বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো! ইতি পূর্ব্বে আপনি যে আমাকে স্বীয় ভক্তি (বর) দান করিয়াছেন, তাহা কি বৃথা হইল? ॥ ৪৫ ॥

সা কামধেনুর্দত্তা চেৎ কস্মাদন্যৎ প্রদিৎসসি।
অথ সা নৈব দত্তা চেৎ কিং মে নাথ বরৈঃ পরৈঃ ॥৪৬॥
ভূয়োঽপি যাচে দেবেশ ভক্তিমেব ত্বয়ি স্থিরাং।
যা মোক্ষান্তচতুর্ব্বর্গফলদা সর্ব্বদা লতা ॥ ৪৭ ॥
কাঙ্ক্ষে পরং ভবদ্ভক্তিমিতোর্ব্বাঞ্ছাস্মি ভক্তিমান্।
মহাভয়েভ্যোমুক্তিশ্চেত্তাবতা সা কিমীড্যতে ॥ ৪৮ ॥
হাস্যানাদরমায়াভিরপি ভক্তিকৃতা ত্বয়ি।

নাথ! আপনি যদি আমাকে সেই কামধেনু ("ভক্তি" কামধেনুর ন্যায় সকল ফল প্রসব করেন) দান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেন আপনি অন্য বর দান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আর যদি সেই হরিভক্তিরূপা কামধেনু না দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অন্যান্য বরে কি হইবে, অর্থাৎ যদি বর দিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমাকে সেই ভক্তি (বর) দান করুন ॥ ৪৬ ॥

হে দেব! তথাপি পুনর্ব্বার আমি এই ভিক্ষা করি, যেন আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে। কারণ, ঐ ভক্তি সর্ব্বদাই ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের ফল দান করাতে লতাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

কেবল আমি ইহাই প্রার্থনা করি, যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি থাকে। ইহা ভিন্ন আর আমার কোন বিষয়ে যেন ভক্তি না থাকে। যদি সম্পূর্ণভাবে মহাভয়রাশি হইতে মুক্তি হয়, তাহার জন্যই সেই মুক্তির প্রশংসা ও স্তব করা যায় ॥ ৪৮ ॥

হাস্য, অবজ্ঞা এবং কপটেও যদি আপনার প্রতি ভক্তি করা যায়, তাহা হইলেও সেই ভক্তি প্রভাবে মনুষ্যগণ ইন্দ্র-

নৃণাং দদাতীন্দ্রপদং সাত্ত্বিকী সা কিমীড্যতে ॥ ৪৯ ॥
মজ্জতাং ভবঘোরাব্ধৌ রজ্জুরুত্তারিণী নৃণাং।
ত্বৎপ্রেরিতা যং স্পৃশন্তি ভক্তির্যাতি স তে পদং ॥ ৫০ ॥
গূঢ়ং মায়াতমশ্ছন্নং ব্রহ্মানন্দমহানিধিং।
দিদৃক্ষতাং সতাং নাথ ত্বদ্ভক্তিঃ সিদ্ধিদীপিকা ॥ ৫১ ॥
প্রশাম্য ভবশর্ব্বর্য্যাং জ্ঞানদীপং তমোজুষাং।
ত্বদ্ভক্তিঃ স্বপতাং পুংসাং প্রবোধিন্যর্কদীপবৎ ॥ ৫২ ॥

পদ লাভ করিতে পারে। সাত্ত্বিকভাবে ভক্তি করিলে যে কি ফল ঘটে, তাহা বলা যায় না। সুতরাং সাত্ত্বিকভক্তি সর্ব্বদাই প্রশংসনীয় ॥ ৪৯ ॥

যে সকল মনুষ্য ঘোর ভবসাগরে নিমগ্ন, ভক্তিই তাহাদের উদ্ধারকারিণী রজ্জু স্বরূপ। আপনার প্রেরিত ভক্তি যাহাকে স্পর্শ করেন, সে ব্যক্তি আপনার বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

নাথ! ব্রহ্মানন্দরূপ মহানিধি অত্যন্ত গোপনীয় এবং মায়ারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। যে সকল সাধু মনুষ্য সেই নিধি দর্শন করিতে অভিলাষী হয়েন, আপনার ভক্তিই তাহাদের সিদ্ধিদায়ক প্রদীপ স্বরূপ ॥ ৫১ ॥

যে সকল মনুষ্য ক্ষয়শীলা সংসাররূপ রজনীতে অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছে, আপনার ভক্তি তাহাদের জ্ঞানরূপ প্রদীপ এবং যে সকল লোক ভবরজনীতে মোহনিদ্রায় অভিভূত, সূর্য্যরূপ প্রদীপের ন্যায় আপনার ভক্তিই তাহাদিগকে জাগরিত করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

সেয়ং ভূঃ সকলেষ্টানামনিষ্টানাং জ্বলচ্ছিখা।
মোক্ষশ্রিয়ঃ প্রিয়সখী ন সিদ্ধ্যেত্ত্বয্যদাতরি ॥ ৫৩ ॥
প্রসীদ সাস্তু মে নাথ ত্বদ্ভক্তিঃ সাত্ত্বিকী স্থিরা।
যয়া ত্বাং স্তৌমি হৃষ্যামি নৃত্যামি ত্বৎপুরঃ সদা ॥ ৫৪ ॥
অথাতিতুষ্টো ভগবান্ প্রিয়মাহ প্রিয়ম্বদঃ।
বৎস যদ্যদভীষ্টং তে তত্তদস্তু সুখী ভব ॥ ৫৫ ॥
অন্তর্হিতে চ ময্যত্র মাখিদস্ত্বং মহামতে।
ত্বচ্চিত্তান্নোপযাস্যামি ক্ষীরাব্ধেরিব স্বপ্রিয়াৎ ॥ ৫৬ ॥

এই ভক্তি সকল অভীষ্ট বস্তুর আকরভূমি এবং সমস্ত অনিষ্ট বস্তুর প্রজ্বলিত শিখা স্বরূপ, অধিকন্তু ভক্তি মোক্ষরূপা সম্পত্তির প্রিয়সহচরী। আপনি দান না করিলে, এই ভক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৫৩ ॥

হে নাথ! আপনি প্রসন্ন হউন, আপনার প্রতি আমার সেই সাত্ত্বিকী ভক্তি অচলা হউন। এই ভক্তি দ্বারা আমি সর্ব্বদাই আপনাকে স্তব করিতেছি, আনন্দিত হইতেছি এবং আপনার সম্মুখে নৃত্য করিতেছি ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রিয়বাক্যে নিজপ্রিয় প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিলেন। বৎস! তোমার যাহা যাহা অভীষ্ট, তাহা তাহা হউক এবং তুমি সুখী হও ॥ ৫৫ ॥

হে সুধীবর! আমি অন্তর্হিত হইলে তুমি খেদান্বিত হইও না, আমার প্রিয় ক্ষীরসমুদ্র হইতে যেরূপ আমি অন্য স্থানে গমন করি না, সেইরূপ আমি তোমার হৃদয় হইতে আর কোথায় যাইব না ॥ ৫৬ ॥

ভক্তানাং হৃদয়ং শান্তং সশ্রিয়ো মে প্রিয়ং গৃহং ।
বসামি তত্র শোভৈব বৈকুণ্ঠাব্ধ্যাদি বস্তুনা ॥ ৫৭ ॥
রক্ষো ভয়েভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ভক্তানাং যত্তনূরুহং ।
রক্ষামি তত্তদর্থং নো কিন্তু মন্মন্দিরং যতঃ ॥ ৫৮ ॥
পুনর্দ্বিত্রৈর্দিনৈস্ত্বং মাং দ্রষ্টা দুষ্টবধোদ্যতং ।
অপূর্ব্বাবিষ্কৃতাকারং নৃসিংহং পাপভীষণং ॥ ৫৯ ॥
উক্ত্বেত্যথ প্রণমতঃ পশ্যতশ্চাতিলালসং ।
অতুষ্টস্যৈব তস্যেশো মায়য়ান্তর্দ্দধে হরিঃ ॥ ৬০ ॥

ভক্তগণের প্রশান্তচিত্ত আমার এবং লক্ষ্মীর প্রিয়ভবন, আমি সেই ভক্তহৃদয়ে বাস করিয়া থাকি। বৈকুণ্ঠ এবং ক্ষীরসাগরে যেরূপ সুন্দর পদার্থের শোভা আছে, ভক্তের হৃদয়েও সেই সকল বস্তুর শোভা বিরাজমান ॥ ৫৭ ॥

রাক্ষস এবং ভয় সমুদায় হইতে ভক্তগণের যে রোমাঞ্চ হইয়া থাকে, আমি তত্তৎবিষয়ের জন্য তাহাদের শরীর রক্ষা করি না, কিন্তু তাহা আমার মন্দির বলিয়া আমি তাহা রক্ষা করিয়া থাকি ॥ ৫৮ ॥

আর তুমি দুই তিন দিবসের মধ্যে দেখিবে যে, আমি দুষ্ট বধ করিতে উদ্যত হইব। আমি নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিব, পাপিষ্ঠের পাপাচরণে আমার মূর্ত্তি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইবে এবং আমি অপূর্ব্ব দেহ প্রকটিত করিব ॥ ৫৯ ॥

এই কথা বলিয়া জগদীশ্বর হরি মায়া দ্বারা অন্তর্হিত হইলেন। প্রহ্লাদ তখন প্রণাম করিতেছিলেন, দেখিতেছিলেন এবং অতীব ইচ্ছা পূর্ব্বক দর্শন ও প্রণাম করিয়াও যেন সন্তুষ্ট হয়েন নাই ॥ ৬০ ॥

ততো হঠাদদৃষ্ট্বা তং সম্ভ্রান্তো ভক্তবৎসলং।
আহেত্যশ্রুপ্লুতঃ প্রৌঢ্যে ববন্ধ স চিরাদ্ধৃতিং॥ ৬১॥
অথেশাশ্লেষপুণ্যাঙ্গপ্রহ্লাদস্পর্শনেক্ষণে।
বাঞ্ছন্নিবোৎকরোভাস্বানারুরোহোদয়াচলং॥ ৬২॥
জাতমাত্রৈব বিমলা ভানুদীপ্তিস্তমস্ততিং।
হরিভক্তিরিবাঘৌঘং ব্যধুনোৎ সর্ব্বতো নৃণাং॥ ৬৩॥
অর্কাগস্ত্যেন নিঃশেষং পীতে ধ্বান্তাম্বুধৌ স্ফুটং।
তীর্থসজ্জনরত্নানি তত্র তত্র চকাশিরে॥ ৬৪॥
মুমোদ পূষণং পশ্যন্ চক্রাহ্বস্তমসঃ ক্ষয়ে।
যোগীব পরমাত্মানং নির্ম্মলং চিরকাঙ্ক্ষিতং॥ ৬৫॥

অনন্তর প্রহ্লাদ ভক্তবৎসল হরিকে সহসা দেখিতে না পাইয়া সসম্ভ্রমে হাহাকার করিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্তদেহে অনেকক্ষণের পর ধৈর্য্য ধারণ করিলেন॥ ৬১॥

অনন্তর নারায়ণের আলিঙ্গনে পবিত্রদেহ সেই প্রহ্লাদকে স্পর্শন এবং দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াই যেন দিবাকর ঊর্দ্ধকরে উদয়াচলে আরোহণ করিলেন॥ ৬২॥

যেরূপ হরিভক্তি সর্ব্বপ্রকারে মনুষ্যদিগের পাপরাশি দলন করিয়া থাকেন, সেইরূপ দিবাকরের বিমলকান্তি উদিত হইবামাত্র তিমিররাশি বিনষ্ট হইয়া গেল॥ ৬৩॥

অগস্ত্যমুনিরূপ সূর্য্য নিঃশেষ করিয়া অন্ধকাররূপ সম্পূর্ণ সমুদ্র পান করিলে, তৎস্থলে তীর্থরূপ সজ্জন রত্ন সকল সেই সেই স্থানে সুস্পষ্ট দীপ্তি পাইতে লাগিল॥ ৬৪॥

যেরূপ যোগী চিরবাঞ্ছিত নির্ম্মল পরমাত্মাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, সেইরূপ চক্রবাকপক্ষী অন্ধকার দূরীভূত হওয়াতে সূর্য্যকে দেখিয়া প্রমোদিত হইল॥ ৬৫॥

দৃশ্যোজলাশয়েষ্বেকো নানার্কপ্রতিবিম্বিতঃ।
অনন্য এব ক্ষেত্রেষু ক্ষেত্রী বা তদ্গুণো বভৌ॥ ৬৬॥
পদ্মৈঃ সদ্ভিরিবোদ্বুদ্ধমাসাদ্যার্কদ্যুতিং শুভাং।
কথামিব হরেঃ সুপ্তং নীলাব্জৈস্তামসৈরিব॥ ৬৭॥
শ্রূয়মাণে চ পরিতঃ প্রতিবুদ্ধজনস্বনে।
উত্থায়াব্ধিতটাদ্ধীমান্ প্রহ্লাদঃ স্বপুরং যযৌ॥ ৬৮॥

অথ দিতিজসুতশ্চিরং প্রহৃষ্টঃ
স্মৃতিবশতঃ পরিতস্তমেব পশ্যন্।
হরিনিহিতমতিস্খলংশ্চ হৃষ্যন্
গুরুগৃহমুৎপুলকঃ শনৈরবাপ॥ ৬৯॥

যেরূপ আত্মা প্রত্যেক ক্ষেত্রে (দেহে) অভিন্ন হইয়া এবং দৈহিকগুণাবলী না লইয়াই বিরাজ করেন, সেইরূপ নানাবিধ জলাশয়ে নানাবিধ সূর্য্য দ্বারা প্রতিবিম্বিত একই সূর্য্য দৃশ্য হইল॥ ৬৬॥

হরিকথা পাইয়া সাধুগণ যেরূপ জাগরিত হয়েন, সেইরূপ সূর্য্যের মনোহর কান্তি পাইয়া পদ্ম সকল বিকসিত হইল, অন্ধকার-রাশির ন্যায় নীলপদ্ম সকল মুদ্রিত হইল॥ ৬৭॥

চারিদিকে জাগরিত মনুষ্যগণের কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিয়া জ্ঞানবান্ প্রহ্লাদ সমুদ্রের তট হইতে উত্থিত হইয়া আপনার পুরীতে গমন করিলেন॥ ৬৮॥

অনন্তর দৈত্যকুমার প্রহ্লাদ বহুল পরিমাণে তুষ্ট হইয়া এবং স্মৃতি বশতঃ চারিদিকে কেবল তাঁহাকেই দেখিতে লাগিলেন। হরির প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া স্খলিত-পদে, সন্তুষ্টচিত্তে এবং রোমাঞ্চিতকলেবরে ধীরে ধীরে গুরুগৃহ প্রাপ্ত হইলেন॥ ৬৯॥

ক্ষণং স পশ্যন্নিব বিষ্ণুমগ্রে
হৃষ্যন্ জয়েত্যুচ্চতরং মুদোক্ত্বা।
অথানিরীক্ষ্যার্ত্তমনা ভবংশ্চ
মুহুস্তদানীং বিচচার ভক্তঃ ॥ ৭০ ॥

॥ * ॥ ইতি নারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদ-চরিতে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

ভক্ত প্রহ্লাদ যেন সম্মুখে ক্ষণকাল বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তিনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া 'জয় হউক' এই কথা উচ্চস্বরে আনন্দভরে বলিতে লাগিলেন, পরে যখন তাঁহাকে না দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি কাতরচিত্ত হইয়া তৎকালে বারম্বার বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদে প্রহ্লাদচরিতে চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ॥

ততঃ প্রভৃতিসোৎকণ্ঠো হৃষ্টঃ শ্রীশকৃতান্তরঃ।
অলৌকিকশ্চচারাসৌ জড়বল্লোকজাড্যহৃৎ॥ ১॥
দ্রাবয়ন্ দুরিতান্যুচ্চৈরাহ্বয়ন্মঙ্গলানি সঃ।
নৃত্যন্নন্তনামানি তত্র তত্রেতি গায়তি॥ ২॥
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ কেশব হরে শ্রীবল্লভ শ্রীনিধে।
শ্রীবৈকুণ্ঠ সুকণ্ঠ কুণ্ঠিত খল স্বামিন্নকুণ্ঠোদয়ঃ॥ ৩॥

শ্রীনারদ কহিলেন, তদবধি সেই প্রহ্লাদ উৎকণ্ঠিত এবং সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণের প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া জড়ের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, অথচ প্রহ্লাদ স্বয়ং সকল গুণে অলৌকিক এবং লোকদিগের জড়তা দূর করিতে পারিতেন॥ ১॥

প্রহ্লাদ পাপরাশি অতিশয় রূপে বিনাশ এবং নানাবিধ মঙ্গল আহ্বান করিয়া, ইতস্ততঃ নৃত্য করিতে করিতে অনন্তের নাম সকল গান করিতে লাগিলেন॥ ২॥

হে শ্রীগোবিন্দ! হে মুকুন্দ! হে কেশব! হে হরে! হে শ্রীবল্লভ! হে শ্রীনিধে! হে শ্রীবৈকুণ্ঠ! হে খলনাশন! হে প্রভো! হে পূর্ণপ্রকাশ!॥ ৩॥

শুদ্ধ ধ্যেয় বিধূতধূর্ত্ত ধবল শ্রীমাধবাধোক্ষজ।
শ্রদ্ধালব্ধ বিধেহি নিস্ত্বয়ি ধিয়ং ধীরাং ধরিত্রীধর ॥ ৪ ॥
শ্রীপদ্মনাভ মধুসূদন বাসুদেব
বৈকুণ্ঠনাথ জগদীশ জগন্নিবাস।
নাগারিবাহন চতুর্ভুজ চক্রপাণে
লক্ষ্মীনিবাস সততং মম দেহি দাস্যং ॥ ৫ ॥
অচ্যুত গুণাচ্চ্যুত কলেশ সকলেশ
শ্রীধর ধরাধর বিবুদ্ধ জনবুদ্ধ।
আবরণ বারণ সুনীল ঘননীল
শ্রীকর গুণাকর সুভদ্র বলভদ্র ॥ ৬ ॥

হে শুদ্ধ! হে ধ্যেয়! হে ধূর্ত্তবিনাশন! হে ধবল! হে শ্রীমাধব! হে অধোক্ষজ! হে শ্রদ্ধালব্ধ! হে পৃথিবীর উদ্ধারক! আপনার প্রতি আমাদের বুদ্ধি অচলা করিয়া রাখুন ॥ ৪ ॥

হে শ্রীপদ্মনাভ! হে বাসুদেব! হে বৈকুণ্ঠনাথ! হে জগদীশ! হে জগন্নিবাস! হে গরুড়বাহন! হে চতুর্ভুজ! হে চক্রপাণে! হে লক্ষ্মীনিবাস! আপনি আমাকে আপনার চিরদাসত্ব প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

হে অচ্যুত! আপনি নির্গুণ, আপনি সকল প্রকার কলার ঈশ্বর এবং সকলের অধীশ্বর। হে শ্রীধর! আপনি ধরণী ধারণ করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানবান্ লোকই আপনাকে জানিতে পারে, আপনি মায়ারূপ আবরণ নিবারণ করিয়া থাকেন, আপনার দেহকান্তি সুনীলমেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। আপনি ঐশ্বর্য্য দান করিয়া থাকেন, হে গুণাকর। আপনি সুভদ্র এবং আপনিই বলভদ্র ॥ ৬ ॥

কর্ণসুখবর্ষণ সুখার্ণব মুরারে
স্বর্ণরুচিরাম্বর সুপর্ণরথ বিষ্ণো।
অর্ণবনিকেতন ভবার্ণবভবং নো
জীর্ণয় ভয়ং গুণগণার্ণব নমস্তে॥ ৭॥

গায়ন্নিতি তদপ্রাপ্তিগাঢ়দুঃখাশ্রুগদ্গদঃ।
বিরুত্য রৌত্যথো ভক্তঃ স বৃতো বিস্মৃতৈর্জনৈঃ॥ ৮॥

নরকে পততঃ পুরুষস্য বিভো
ভবতশ্চরণং শরণং তরণং।
ভববৈতরণীপতিতং করুণং
বিরুতং কিমনন্ত ন পশ্যসি মাং॥ ৯॥

হে মুরারে! আপনি কর্ণে সুখবর্ষণ করিয়া থাকেন, হে সুখার্ণব! আপনি কনকের ন্যায় সুন্দর পীতবসন পরিধান করিয়া থাকেন, হে নারায়ণ! গরুড়ই আপনার রথ। হে গুণগণার্ণব! সমুদ্রই আপনার নিবাসভবন, এক্ষণে আপনি আমার ভবসাগরসম্ভূত ভয় ভঞ্জন করুন, আমি আপনাকে নমস্কার করি॥ ৭॥

অনন্তর সেই ভক্ত প্রহ্লাদ এইরূপে হরিকে প্রাপ্ত না হইয়া গাঢ়দুঃখে অশ্রুপাত পূর্ব্বক গদ্গদস্বরে গান করিতে করিতে উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, তৎকালে লোক সকল বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রহ্লাদকে বেষ্টন করিয়া রহিল॥ ৮॥

হে প্রভো! যে ব্যক্তি নরকে পতিত হয়, আপনার চরণই তাহার ত্রাণ ও উদ্ধারকর্ত্তা, হে অনন্ত! আমি ভববৈতরণী নদীতে পতিত হইয়াছি এবং কাতরস্বরে রোদন করিতেছি, আপনি কেন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না॥ ৯॥

ত্বয্যেব ভক্তিং জনয়ংস্ত্বমেব
মামুদ্ধরাস্মাৎ কৃপয়া ভবাব্ধেঃ।
ক্লিষ্টং কৃপালো ন দয়াস্তি তে চে-
ত্তর্হীশ হা কর্ম্মবশোহতোহস্মি॥ ১০॥

কামক্রোধমদাদ্যমিত্রনিবহপ্রোৎসাহিতৈরুন্মদৈ-
রশ্রান্তৈঃ কুটিলৈশ্চলৈরতিবলৈর্দুর্ম্নিগ্রহৈর্দূরগৈঃ।
নাথৈকাদশভির্বতেন্দ্রিয়খলৈঃ কর্ম্মার্জ্জিতে রাশিশো
ভোক্তৈকোহস্মি দয়া ন চেত্তব বিভো যায়াং তদন্তং কদা॥১১

মানো মূর্দ্ধ্নি শিলায়তে গরলবজ্জালায়তেহন্তর্নৃণাং
মাৎসর্য্যং ভ্রমতাং দৃশৌ পিদধতি ক্রোধাভিধা রেণবঃ।

হে দয়াময়! আপনার প্রতি আপনিই ভক্তি উৎপাদন করিয়া সদয়ভাবে এই ব্যথিত দীন ব্যক্তিকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন। হে জগদীশ্বর! আমার প্রতি যদি আপনার দয়া না হয়, তাহা হইলে, হা কষ্ট! আমি কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া হত হইলাম॥ ১০॥

হে নাথ! কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার প্রভৃতি বিপক্ষগণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উন্মত্ত, অপরিশ্রান্ত, কুটিল, চঞ্চল, অতিশয় বলশালী, অবশীভূত এবং দূরগামী একাদশটী ক্রূর ইন্দ্রিয়গণ, যে সকল রাশি রাশি কর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছে, আমি একাকী সেই সকল কর্ম্মের উপভোক্তা হইতেছি। প্রভো! ইহাতেও যদি আপনার দয়া না হয়, তাহা হইলে কবে আমি তাহাদের সীমা প্রাপ্ত হইব॥ ১১॥

যে সকল মনুষ্য অতিশয় দুর্গম, অথচ লোভাকীর্ণ ভব-রূপ কান্তারপ্রদেশে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের মস্তকে

কান্তারে ভবনাগ্নি লোভকলিলে যষ্টিং মনোজো বটু-
র্বুদ্ধ্যাখ্যাং হরতীতি মুক্তিসরণির্দুর্গে সুদূরা বত ॥ ১২ ॥
শ্রুত্বেত্যদ্ভুতবৈরাগ্যাজ্জনাস্তস্যোজ্জ্বলা গিরঃ।
অশ্রূণি মুমুচুঃ কেচিদ্বীক্ষকা ব্যনমংশ্চ তং ॥ ১৩ ॥
লীলয়াগ্নে পরে হাস্যাদ্ভক্ত্যা কেচিচ্চ বিস্ময়াৎ।
জনাস্তং সঙ্ঘশো পশ্যন্ সর্ব্বথা বিহিতৈনসঃ ॥ ১৪ ॥
ততঃ পুনঃ স গোবিন্দকীর্ত্তনানন্দনির্ভরঃ।
নৃত্যন্ গায়ন্ স বভ্রাম জনেষ্বিত্যস্পৃহঃ সদা ॥ ১৫ ॥

অহঙ্কার প্রস্তরের ন্যায় নিক্ষিপ্ত আছে এবং মাৎসর্য্য তাহাদের অন্তঃকরণে বিষের ন্যায় জ্বালা দিতেছে। আর ক্রোধরূপ ধূলিরাশি তাহাদের দুই চক্ষু আচ্ছাদন করিতেছে এবং কামরূপ বটু (ব্রাহ্মণ বালক) তাহাদের বুদ্ধিরূপ যষ্টি হরণ করিতেছে, অতএব হায়! মুক্তিমার্গ তাহাদের অত্যন্ত দূরে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

দর্শক লোক সকল অপূর্ব্ব বৈরাগ্যহেতু তাঁহার এইরূপ উজ্জ্বল বাক্য সকল শুনিয়া ~~অশ্রুপাত করিতে লাগিল~~ এবং কেহ কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিল ॥ ১৩ ॥

যে সকল মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকারে পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্ত মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ লীলাবশতঃ অপার হাস্য করিয়া, কেহ কেহ বা ভক্তিসহকারে এবং অন্যান্য লোকে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যূথে যূথে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

অনন্তর সেই নিঃস্পৃহ ভক্ত প্রহ্লাদ পুনর্ব্বার হরিগুণকীর্ত্তনের আনন্দভরে নৃত্য এবং গান করিতে করিতে সর্ব্বদা লোকদিগের নিকট বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

ধুন্বন্ জনাঘানচরৎ স যোগী নির্ম্মলঃ স্বয়ং।
কিমর্কশ্চরতি স্বার্থং কিন্তু লোকতমোভিদে ॥ ১৬ ॥
অথাগতং তং প্রহ্লাদং দৃষ্ট্বা দৈত্যাঃ সুবিস্মিতাঃ।
শশংসুর্দৈত্যপতয়ে যৈঃ ক্ষিপ্তঃ স মহার্ণবে ॥ ১৭ ॥
সুস্থং সমাগতং শ্রুত্বা দৈত্যরাড়্ বিস্ময়াকুলঃ।
আনীয়তাং স ইত্যাহ ক্রোশন্মৃত্যুবশে স্থিতঃ ॥ ১৮ ॥
অথাসুরৈর্দ্রুতানীতঃ সমাসীনং স দিব্যদৃক্।
আসন্নমৃত্যুং দৈত্যেন্দ্রং দদর্শাত্যূর্জ্জিতশ্রিয়ং ॥ ১৯ ॥

সেই যোগী প্রহ্লাদ স্বয়ং নির্ম্মল, মনুষ্যদিগের পাপরাশি দলন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখ, সূর্য্য কি কখন স্বার্থের জন্য বিচরণ করেন? কখনই নহে, কিন্তু জগতের অন্ধকার নাশ করিবার জন্যই বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

অনন্তর দৈত্যগণ, যাঁহাকে মহাসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই প্রহ্লাদকে আসিতে দেখিয়া অতীব বিস্ময়াপন্ন হওত এবং দৈত্যরাজকে গিয়া নিবেদন করিল ॥ ১৭ ॥

দৈত্যরাজ সুস্থচিত্তে প্রহ্লাদকে আসিতে শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং "তাহাকে আনয়ন কর" এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন মৃত্যুপথে যাইবার জন্য দৈত্যরাজ উদ্যোগ করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর অসুরগণ প্রহ্লাদকে শীঘ্র আনয়ন করিল, দিব্যদর্শন প্রহ্লাদ মহৈশ্বর্য্যশালী এবং আসন্নমৃত্যু দৈত্যপতিকে আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, দর্শন করিলেন ॥ ১৯ ॥

গত্বান্তমায়ুর্জ্জলধে র্বপুস্তর্য্যাবতারণে।
কৃতোদ্যোগং যবনিকামাত্রান্তর্দ্ধিং যমেক্ষণে ॥ ২০ ॥
নীলাংশুমিশ্রমাণিক্যদ্যুতিচ্ছন্নং বিভূষণং।
সধূমাগ্নিশিখাব্যাপ্তমিবাসন্নচিতাস্থিতং ॥ ২১ ॥
মলিনাঙ্গদ্যুতিধ্বান্তচ্ছাদিতাভরণচ্ছবিং।
বিষ্ণুনিন্দাজমূর্ত্তাঘগ্রস্যমানশ্রিয়ং যথা ॥ ২২ ॥
দংষ্ট্রোৎকটৈর্ঘোরঘনৈর্ঘনচ্ছবিভিরুল্বণৈঃ।
কুমার্গদর্শিভির্দৈত্যৈর্যমদূতৈরিবাবৃতং ॥ ২৩ ॥
দবস্পৃষ্টবনান্তস্থকিংশুকাভং সুরারিণং।

বোধ হইল, দৈত্যরাজ পরমায়ুরূপ সমুদ্রের সীমায় গিয়া দেহরূপ নৌকা দ্বারা অবতরণ করিবার জন্য যেন উদ্যোগ করিতেছেন, যমকে দেখিবার নিমিত্ত কেবল যবনিকামাত্র ব্যবধান রহিয়াছে ॥ ২০ ॥

দৈত্যরাজ নীলবর্ণ কিরণমিশ্রিত মাণিক্য প্রভা দ্বারা যেন আচ্ছাদিত রহিয়াছেন, অথচ নানাবিধ আভরণে বিভূষিত, তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন ধূমসংকৃত অগ্নিশিখা দ্বারা ব্যাপ্ত এবং নিকটস্থিত চিতার উপরে যেন অধিষ্ঠিত॥২১

বিষ্ণুর নিন্দাজনিত মূর্ত্তিমান্ পাপ আসিয়া যেন অসুরপতির শোভা গ্রাস করিতেছে, উৎকট দশনযুক্ত ভীষণ মেঘের তুল্য, মেঘের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অতিশয় বিকটাকার, কুপথ প্রদর্শক দৈত্যগণ যেন যমদূতের ন্যায় তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

তৎকালে দেববৈরী হিরণ্যকশিপুর দেহপ্রভা যেন দাবানলদগ্ধ কাননের মধ্যস্থিত কিংশুকবৃক্ষের অবস্থা প্রাপ্ত

অজ্ঞাতসদ্যোনাশং তং দৃষ্ট্বা খিন্নোহভূদ্‌গোঘদৃক্‌ ॥ ২৪ ॥
দূরাৎ প্রণম্য পিতরং প্রাঞ্জলিস্তং দৃশার্পিতে।
পীঠে নিবিষ্টস্তং ক্রুদ্ধং স দৃষ্ট্বাসীদবাঙ্মুখঃ ॥ ২৫ ॥
অথাহাকারণক্রোধঃ খলরাড়্‌ ভর্ৎসয়ন্‌ সুতং।
ভগবৎপ্রিয়মত্যুচ্চৈর্ম্মৃত্যুমেবাহ্বয়ন্নিব ॥ ২৬ ॥
রে মূঢ় শৃণু মদ্বাক্যমেকমেবান্তিকং ধ্রুবং।
ইতোঽন্যচ্চ ন বক্ষ্যামি শ্রুত্বাং কুরু যথেচ্ছসি ॥ ২৭ ॥
উক্ত্বেতি দ্রুতমাকৃষ্য চন্দ্রহাসাসিমুত্তমং।

হইয়াছিল, অথচ দৈত্যপতি জানেন না যে, তিনি অবিলম্বে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন, জ্ঞানদৃষ্টি প্রহ্লাদ পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া খেদান্বিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিভাবে দূর হইতে পিতাকে প্রণাম করিয়া, পরে পিতার নেত্রার্পিত আসনে উপবেশন করিলেন, তখন তিনি পিতাকে কুপিত দেখিয়া অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলেন ॥ ২৫ ॥

অনন্তর খলের রাজা দৈত্যপতি অকারণ ক্রোধ পূর্ব্বক পুত্রকে তিরস্কার করিয়া, যেন উচ্চরবে মৃত্যুকে আহ্বান করত হরিভক্তকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

অরে মূঢ়। আমার নিকটে নিশ্চয়ই একটী কথা শ্রবণ কর, ইহার পর অন্য আর কিছুই বলিব না, আমার কথা শুনিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর ॥ ২৭ ॥

এই কথা বলিয়া সত্বর চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র ও শাণিত উৎকৃষ্ট খড়্গ আকর্ষণ করিয়া, সেই খড়্গ চালাইতে উপক্রম

সম্ভ্রমাদ্বীক্ষিতঃ সর্ব্বৈশ্চালয়ন্নাহ তং পুনঃ।
ভবিষ্যসি দ্বিধাবাদ্য হরিং ত্যক্ষসি বা বদ ॥ ২৮ ॥
ইত্যুক্তবচনে মূর্খে হ্রুৎখড়্গে জ্বলতি ক্রুধা।
হতো হতো হা প্রহ্লাদ ইত্যাসীদ্রক্ষসাং স্বনঃ ॥ ২৯ ॥
কেচিৎ প্রহর্ষং সদয়ং কেচিৎ কেচিৎ সবিস্ময়ং।
কিং বক্ষ্যতীত্যপশ্যংস্তমুদ্গ্রীবানিমিষাসুরাঃ ॥ ৩০ ॥
অথাশঙ্কিতধীর্যাবদ্বিষ্ণুং নত্বা বিবক্ষতি।
শুশ্রুবে সম্ভ্রমস্তাবদ্বহিঃ কোঽপ্যতিভৈরবঃ ॥ ৩১ ॥
অভূতপূর্ব্বো হা হেতি ক্রোশতাং ভয়ঘর্ঘরং।

করিলে সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, তিনিও পুনর্ব্বার প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিলেন, হয় তুই আমার এই খড়্গ দ্বারা অদ্য দ্বিধা খণ্ডিত হইবি, না হয় বল হরিকে ত্যাগ করিবি ॥ ২৮ ॥

এই কথা বলিয়া মূর্খ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া খড়্গ উত্তোলন করিলে "হায়! প্রহ্লাদ মরিল, মরিল" এইরূপে দৈত্যদিগের বাক্য উপস্থিত হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

তখন কেহ আনন্দে, কেহ বা সদয়ভাবে এবং কেহ কেহ বা সবিস্ময়ে প্রহ্লাদকে দেখিতে লাগিল, অসুরগণ প্রহ্লাদ কি বলিবে বলিয়া, গ্রীবা ঊর্দ্ধ করিয়া অনিমিষনয়নে প্রহ্লাদকে দেখিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

অনন্তর নির্ভয়চিত্ত প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া যেমন কিছু বলিতে ইচ্ছা করিবেন, এমন সময়ে বাহিরে হাহাকার করিয়া বিলাপকারী অসুরদিগের অভুতপূর্ব্ব কোন

রক্ষসামাকুলরবো বহ্ন্যুৎপাত ইবাভবৎ ॥ ৩২ ॥
হা মাতস্তাত পুত্রেতি ক্রোশতাং রুদতাং ভৃশং।
মহাস্বনেন ব্রহ্মাণ্ডং ভিত্ত্বেবাস্ফোটিতা দিশঃ ॥ ৩৩ ॥
বহিস্তদদ্ভুতং শ্রুত্বা রাজা সসচিবো হঠাৎ।
সসম্ভ্রমঃ কিং কিমিতি ব্রুবন্ সাসি র্বিনির্যযৌ ॥ ৩৪ ॥
অথায়ান্তং দদর্শারাদ্ঘোরং কালানলপ্রভং।
কথঞ্চিল্লক্ষিতাকারং নৃসিংহং সোঽপ্যপূর্ব্ববৎ ॥ ৩৫ ॥
মত্বালয়াগ্নিমেবার্ব্বাক্ কোঽপি প্রাণীত্যতঃ পরং।

এক অতিশয় ভীষণ ব্যাকুলরব, অনলপাতের ন্যায় উপস্থিত হইল ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

হা মাতঃ! হা পিতঃ! হা পুত্র! এইরূপে দৈত্যগণ যখন উচ্চরবে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল, তখন তাহাদের রোদনের মহাশব্দে ব্রহ্মাণ্ডভেদ করিয়াই যেন দশদিক্ পরিপূর্ণ হইল ॥ ৩৩ ॥

বাহিরে সেই অপূর্ব্ব শব্দ শুনিয়া দৈত্যপতি অমাত্যগণের সহিত সহসা কি হইয়াছে কি হইয়াছে বলিয়া খড়্গ লইয়া সবেগে বহির্গত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর হিরণ্যকশিপু সম্মুখে প্রলয়কালের অনলের ন্যায় অতিশয় তেজস্বী এক ভীষণমূর্ত্তিকে আসিতে দেখিলেন, অতিকষ্টে তাহার আকার লক্ষিত হইতেছে, সম্মুখে এক নৃসিংহমূর্ত্তি, কিন্তু তাহাও যেন অপূর্ব্ব ॥ ৩৫ ॥

দৈত্যপতি প্রথমে প্রলয়কালের অগ্নি ভাবিলেন, তৎপরে কোন এক অপূর্ব্ব প্রাণী বিবেচনা করিলেন, অবশেষে বহু-

চিরান্নৃসিংহং তত্তেজঃ প্লুষ্ট সদ্মাবিদৎ স তং ॥ ৩৬ ॥
সটাধূননকল্পান্তমরুদ্ভ্রামিতভাস্করং।
উরুবাত সমুৎখাত সর্ব্বোপবনপর্ব্বতং ॥ ৩৭ ॥
পাদন্যাসচলৎক্ষৌণীভগ্নহর্ম্ম্যগৃহাবলীং।
জ্বালাপটলমত্যুগ্রং সৃজন্তং দিক্ষু বীক্ষিতৈঃ ॥ ৩৮ ॥
অহো কোঽয়ং মহাসত্ত্বো অদৃষ্টাঽশ্রুতরূপধৃক্।
অস্যার্দ্ধং সিংহমাভাতি মানুষঞ্চার্দ্ধমুদ্ভটং ॥ ৩৯ ॥
কথঞ্চৈতন্মহাসত্ত্বং পুরা নাকলিতং ক্বচিৎ।

ক্ষণের পর তিনি তাঁহাকে নৃসিংহ বলিয়া জানিতে পারিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার তেজে গৃহ দগ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

দেখিলেন, সেই নৃসিংহের জটাকম্পন দ্বারা প্রলয়কালের পবন উপস্থিত হইতেছে এবং সেই পবন দ্বারা দিবাকর ঘূর্ণিত হইতেছেন, উরুদ্বয়ের বায়ু দ্বারা সমস্ত বন এবং পর্ব্বত উৎপাটিত হইতেছে ॥ ৩৭ ॥

তাঁহার পদক্ষেপে পৃথিবী কাঁপিতেছে এবং সেই ভূকম্প দ্বারা অট্টালিকাস্থিত গৃহশ্রেণী ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তিনি দৃষ্টিপাত দ্বারা দশদিকে অতিভীষণ অগ্নিশিখারাশি বর্ষণ করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

কি আশ্চর্য্য! এই মহাপ্রাণী কে? ইহা কখন দেখি নাই এবং শুনিও নাই, এই প্রাণী অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ইহার অর্দ্ধভাগ সিংহের ন্যায় এবং অপর ভাগ ভীষণ মনুষ্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৩৯ ॥

কি প্রকারে এই মহাপ্রাণী আসিল? আমি পূর্ব্বে কখন

যদ্বা দেবর্ষিণাখ্যাত আগতঃ কিং হরিঃ কিল॥ ৪০॥
ত্রিদশৈঃ প্রার্থিতোঽস্তুং সবলং মাং স মায়িকঃ।
কৈটভারির্ভবেদেষ ধ্রুবং চক্রাদিলাঞ্ছিতঃ॥ ৪১॥
অস্ত্বেনং নৃমৃগং হত্বা হন্মি দেবানশেষতঃ।
ইত্যেবং চিন্তয়ন্ যাবৎ সাক্ষাত্তং তীর্থদর্শনং॥ ৪২॥
বীক্ষ্যতে তাবদস্যাঞ্জঃ সর্ব্বং ক্বাপি নিরাকৃতং।
বিষ্ণুনিন্দাকৃতং হিত্বা বৈষ্ণবদ্রোহজং তথা॥ ৪৩॥
সর্ব্বজন্মার্জ্জিতং নষ্টং ভ্রূণহত্যাদ্যঘং ক্ষণাৎ॥ ৪৪॥

কুত্রাপি এইরূপ রূপ দেখি নাই, অথবা দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই হরি কি আগমন করিলেন ?॥৪০॥

অমরগণের প্রার্থনানুসারে সেই মায়াবী হরি সসৈন্যে বধ করিতে আসিয়াছেন, ইনি নিশ্চয়ই সেই মধুকৈটভের বিনাশকর্ত্তা নারায়ণ, যেহেতু ইহাঁর শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন সকল শোভা পাইতেছে॥ ৪১॥

আচ্ছা, ইহা হউক, আমি নৃসিংহকে বিনাশ করিয়া শেষে সমুদায় দেবতাদিগকে বধ করিব, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পবিত্রদর্শন সেই হরিকে দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৪২॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া যেমন তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার সমস্ত পাপ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল কিন্তু বিষ্ণুনিন্দাকৃত ও বৈষ্ণব হিংসা জনিত পাপ তিরোহিত হইল না॥ ৪৩॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত পাপ উপার্জ্জিত হইয়াছিল এবং ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি দ্বারা যে সকল পাপ সঞ্চিত হইয়াছিল, ক্ষণকালের মধ্যে সেই সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল॥৪৪॥

অথাসুরপতির্বীরো ধনুর্জগ্রাহ নিষ্ঠুরং।
তেন প্রোৎসাহিতাঃ কেচিদ্ভটাস্তস্থুঃ স্ম সায়ুধাঃ॥ ৪৫॥
প্রহ্লাদোঽপি তদা দৃষ্ট্বা জজ্ঞে তং পরমেশ্বরং।
পুরোক্তং তদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রণনাম সসম্ভ্রমঃ॥ ৪৬॥
স দদর্শ নৃসিংহস্য গাত্রেষু ভগবৎপ্রিয়ঃ।
লোকান্ সাব্ধিগিরিদ্বীপান্ সসুরাসুরমানবান্॥ ৪৭॥

শিরস্যজাণ্ডোপরিভাগমুগ্রৌ
লয়ার্কবহ্নী প্রতিলোচনস্থৌ।
পাতালমস্যাস্যবিলেচ তস্য
দংষ্ট্রেষু শেষাদি করালবংশং॥ ৪৮॥

অনন্তর বীরবর অসুররাজ অতিভীষণ ধনুক গ্রহণ করিলেন, তখন দৈত্যরাজের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কতিপয় অসুরসৈন্য সশস্ত্রে অবস্থান করিতে লাগিল॥ ৪৫॥

তৎকালে প্রহ্লাদও তাহা দেখিয়া তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলেন, [illegible] ছিলেন, সেই কথা শুনিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন॥ ৪৬॥

তৎপরে হরিভক্ত প্রহ্লাদ নৃসিংহের সর্ব্বাঙ্গে সমুদ্র, পর্ব্বত, দ্বীপ, দেবতা, অসুর ও মনুষ্য সকল দর্শন করিলেন॥ ৪৭॥

নৃসিংহের মস্তকে ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধভাগ, দুই চক্ষে ভয়ঙ্কর প্রলয়কালের সূর্য্য এবং অগ্নি দর্শন করিলেন, তাঁহার মুখের গর্ত্তে পাতাল এবং দন্তপঙ্ক্তির মধ্যে অনন্ত প্রভৃতি ভীষণ সর্পবংশ দেখিতে পাইলেন॥ ৪৮॥

ভুজদ্রুমস্কন্ধগতৌ বিধীশৌ
তদষ্টশাখাসু দিশামধীশান্।
হৃদ্যম্বরং বিস্তৃতমম্বরেঽস্য
বিদ্যুদ্বিলাসং ভুবমঙ্ঘ্রিপদ্মে ॥ ৪৯ ॥
দেহদ্রবে বারিনিধীন্ বনানি
রোমস্বথাস্থিম্বখিলাদ্রিসঙ্ঘান্।
মায়ামভেদ্যাং ত্বচি সর্ব্বগাত্রে
তেজস্যনন্তং নিজমেব তেজঃ ॥ ৫০ ॥
ইত্থং দদর্শাদ্ভুতসিংহতত্ত্ব-
মনন্য দৃশ্যং স হরিপ্রিয়ত্বাৎ।
প্রদর্শিতং তেন দয়াব্ধিনৈব
ভক্তেষু দেবো নহি গূঢ় আস্তে ॥ ৫১ ॥

বিধাতা এবং মহাদেব যথাক্রমে তাঁহার বাহুবৃক্ষের স্কন্ধ-দেশে অবস্থিত, সেই বৃক্ষের অষ্টশাখায় অষ্টদিক্‌পাল বিদ্যমান্, তাঁহার হৃদয়ে বিস্তৃত আকাশ, তাঁহার বসনে বিদ্যুতের প্রকাশ এবং পাদপদ্মে পৃথিবী নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

দেহের দ্রবীভাবে সমুদ্র সকল, রোমের মধ্যে বনসমূহ, অস্থির মধ্যে পর্ব্বতনিচয়, সকল গাত্রের চর্ম্মে অভেদ্য মায়া এবং তেজের মধ্যে নিজের অনন্ত তেজ দর্শন করিলেন ॥ ৫০

এইরূপে প্রহ্লাদ হরির প্রিয় বলিয়া অন্যের অদৃশ্য অপূর্ব্ব সিংহের তত্ত্ব দর্শন করিলেন, দয়ার সাগর হরিও সেই সকল তত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন, বস্তুতঃ ভক্তগণের নিকটে হরি কখনও গুপ্ত থাকেন না ॥ ৫১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদচরিতে নৃসিংহপ্রাদুর্ভাবো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরাম-নারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদে প্রহ্লাদচরিতে নৃসিংহের আবির্ভাব নামক পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ * ॥ ১৫ ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ ॥

অথাসুরেন্দ্র স্তদ্দূরাদসহ্যৌজস মাশুগৈঃ।
আচ্ছাদয়দ্বর্দ্ধমানং পলালৈরিব পাবকং ॥ ১ ॥
বীরাশ্চ রথনাগাশ্বানারুহ্যার্ব্বুদকোটিশঃ।
যোজনাৎ পরিতো বব্রুর্দুরাসদমধর্ষণং ॥ ২ ॥
ব্যথিতাক্ষাস্তু তং দৃষ্ট্বা মীলয়ন্তোঽক্ষিণী মুহুঃ।
ভটাস্তদ্দর্শনে ক্লিষ্টাস্তস্থুর্দূরে বতাহবাৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, অনন্তর অসুরপতি হিরণ্যকশিপু পলাল (তৃণ) দ্বারা যেরূপ অগ্নিকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ অসহ্য প্রতাপসম্পন্ন এবং প্রবল নৃসিংহকে দূর হইতে বাণ দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন ॥ ১ ॥

কোটি কোটি বীরগণ রথ, হস্তী এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া চারিদিকে এক যোজন হইতে সেই দুঃসহ ও শত্রুগণের অজেয় নৃসিংহকে বেষ্টন করিল ॥ ২ ॥

হায়! অসুরসৈন্যগণ তাঁহাকে দেখিয়া তাহাদের চক্ষু ব্যথিত হইল, পরে অবিরত নেত্রযুগল নিমীলিত করিয়া রহিল। অনন্তর যখন তাঁহাকে দেখিতে ক্লেশ পাইল, তখন যুদ্ধস্থান হইতে দূরে গিয়া অবস্থান করিল ॥ ৩ ॥

অথাসংখ্যান্ হরির্বীক্ষ্য যুযুৎসূন্ দূরতোঽসুরান্।
সাট্টহাসং জহাসোচ্চৈর্লয়াশনিসমস্বনঃ ॥ ৪ ॥
অথায়ুধানি হস্তেভ্যো বাহনেভ্যস্তদা ভটাঃ।
বাহনানি চ সন্ত্রাসাৎ সমং পেতুর্হঠাদ্ভুবি ॥ ৫ ॥
ক্ষণাত্তৎ পতিতং সৈন্যমশ্মবর্ষৈর্বনং যথা।
নাচেষ্টন্ত পুনর্বীরাঃ কেচিদেবোত্থিতাশ্চিরাৎ ॥ ৬ ॥
তেঽদ্ভুতনৃসিংহস্য বহ্নীক্ষণকটাক্ষিতাঃ।
নির্ভস্মিতাঃ ক্ষণাদিত্থং নিঃশেষং তদভূদ্বলং ॥ ৭ ॥
নৃকেশরিকটাক্ষোত্থবহ্নিস্তস্যৈব পশ্যতঃ।

অনন্তর হরি অসংখ্য অসুরদিগকে দূরে যুদ্ধাভিলাষী দেখিয়া প্রলয়কালীন বজ্রসম স্বরে উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তাহার পর তৎকালে সৈন্যগণের হস্ত হইতে অস্ত্র, বাহন হইতে যোদ্ধা এবং বাহন সকল ভয়হেতু সহসা এক কালে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৫ ॥

যেরূপ প্রস্তর নিক্ষেপে বন পতিত হয়, সেইরূপ ক্ষণকালের মধ্যে সেই সৈন্য পতিত হইল, বীরগণ পুনর্ব্বার আর চেষ্টা করিতে পারিল না, কেহ কেহ অনেকক্ষণের পর উত্থিত হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

সেই সকল অসুরসৈন্য অপূর্ব্ব নৃসিংহের নেত্রানলের কটাক্ষে অবলোকিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মাবশিষ্ট হইয়া গেল, এইরূপে সেই সৈন্য নিঃশেষিত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

নরসিংহের কটাক্ষসম্ভূত অগ্নি যখন হিরণ্যকশিপু

হিরণ্যকশিপোর্বৈরাদ্দদাহ প্রসভং পুরং ॥ ৮ ॥
সচৈকতো নরং পশ্যন্নেকতঃ সিংহমদ্ভুতং।
বীরো ব্রহ্মবলাধ্মাতো নাবিভেদিষুবর্ষকৃৎ ॥ ৯ ॥
শস্ত্রাণি দৈবতাস্ত্রাণি সর্ব্বদেবময়ং প্রতি।
নরকেশরিণং প্রাপ্য নাক্রামন্ত্যেব তানি তং ॥ ১০ ॥
যথা পলালকাণ্ডানি প্রতিবান্তি মহানিলে।
প্রাপ্তান্যপ্যন্যতো যান্তি মহাস্ত্রাণি তথেশ্বরে ॥ ১১ ॥
চন্দ্রহাসং মহাক্রোধাদাদায়াসিং মহাসুরঃ।
অজেয়ং প্রতিধাবন্তং প্রহ্লাদঃ প্রণতোঽভ্যধাৎ ॥ ১২ ॥

দেখিতে লাগিল, তখন শত্রুতা বশতঃ সহসা তাঁহার নগর দগ্ধ করিয়া ফেলিল ॥ ৮ ॥

বাণবর্ষণকারী সেই বীর হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত হইয়া একদিকে নর এবং অপরদিকে অদ্ভুত সিংহ অবলোকন করিয়া ভীত হইলেন না ॥ ৯ ॥

সেই সকল শস্ত্র এবং দেবাস্ত্র সকল সর্ব্বদেবময় নর-সিংহকে প্রাপ্ত হইয়া কোনক্রমেই আক্রমণ করিতে পারিল না ॥ ১০ ॥

যেরূপ পলাল (তৃণ) রাশি প্রবলভাবে পবন বহমান হইলে সেই বায়ুকে প্রাপ্ত হইয়া অন্যদিকে গমন করে, সেইরূপ জগদীশ্বর নরসিংহের নিকট সেই সকল অস্ত্র শস্ত্র কুণ্ঠিত হইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল ॥ ১১ ॥

মহাদৈত্য হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত কুপিত হইয়া চন্দ্রহাস খড়্গ গ্রহণ করিয়া অজেয় নারায়ণের প্রতি ধাবমান্ হইলে প্রহ্লাদ প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

নামংস্থা প্রতিযোদ্ধারং দৈত্যেশ সকলেশ্বরং।
ইচ্ছয়ৈবাঽখিলাধারস্ত্রৈলোক্যং সংহরত্যয়ং ॥ ১৩ ॥
যচ্ছক্ত্যেবার্য্য চেষ্টন্তে নোন্মেষেঽপি স্বতো জনাঃ।
শক্তাস্তং ত্রিজগৎপ্রাণং কথং প্রতিযুযুৎসসি ॥ ১৪
প্রসাদয়াশু সর্ব্বেশং ত্যজাসিং ত্বং মহামতে।
রক্ষত্যেব দয়াসারো বৎসলঃ শরণাগতান্ ॥ ১৫ ॥
ইতি বিঘ্নায়মানং তং মুমূর্ষুর্ম্মরণে সুতং।
মূর্খো বৈদ্যমিবাধাবদ্ধন্তুং খড়্গী পুরঃ ক্রুধা ॥ ১৬ ॥
তাবৎ ক্ষণাৎ সমভ্যেত্যাত্মজপুত্রবধোদ্যতং।

হে দৈত্যরাজ! আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বরকে প্রতিযোদ্ধা বলিয়া বিবেচনা করিবেন না, অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আধার এই নারায়ণ ইচ্ছা মাত্রই ত্রিভুবন সংহার করিয়া থাকেন॥১৩

আর্য্য! যাঁহার চেষ্টা ব্যতীত মনুষ্যগণ চক্ষুর উন্মেষেও স্বতঃ সক্ষম নহে, সেই ত্রিভুবনের ত্রাণকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতি কিরূপে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

হে মহামতে! আপনি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে শীঘ্র প্রসন্ন করুন এবং খড়্গ ত্যাগ করুন, কারণ, ভক্তবৎসল দয়াময় হরি শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন॥১৫॥

মূর্খ যেরূপ প্রাণদাতা বৈদ্যকে মারিতে যায়, সেইরূপ প্রহ্লাদ যখন এইরূপে মৃত্যুবিষয়ে তাঁহার বিঘ্ন করিতে লাগিলেন, তখন মুমূর্ষু দৈত্যরাজ খড়্গ লইয়া ক্রোধভরে পুত্রকে বধ করিবার জন্য সম্মুখে ধাবমান্ হইলেন ॥ ১৬ ॥

যেরূপ ঘূর্ণিতবায়ু পত্রকে লইয়া নিক্ষেপ করে, সেইরূপ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আসিয়া আত্মজ পুত্রকে বধ করিতে

গৃহীত্বা ক্ষিপ্তবান্ দেবো যথাপর্ণং ভ্রমানিলঃ ॥ ১৭ ॥
আপতন্তং তমাদায় শায়য়িত্বাঙ্ক ঈশ্বরঃ।
অসুস্থস্যাস্য হৃদয়ে নিচখান নখাবলীং ॥ ১৮ ॥
বিষ্ণুতৎপ্রিয়নিন্দোত্থং যদঘোহপ্যস্য শেষিতং।
তত্তীর্থস্যাঙ্গসংস্পর্শাৎ সদ্যঃ সর্ব্বং নিরাকৃতং ॥ ১৯ ॥
তদা ভয়ঙ্করং দৃষ্ট্বা নরসিংহস্য বৈ মুখং।
আক্রন্দং স চকারোচ্চৈর্দ্বিজ মাতেতি দানবঃ ॥ ২০ ॥
প্রহ্লাদস্তু তদা প্রাহ তাত কিং ত্বং ন লজ্জসে।
বরিষ্ঠে মরণে প্রাপ্তে যত্ত্বং ক্লীবং প্রভাষসে ॥ ২১ ॥
মাতস্তাতেতি মাক্রূহি মরণে সমুপস্থিতে।

উদ্যত দৈত্যকে গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭ ॥

নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপু আসিলে তাঁহাকে ক্রোড়দেশে শায়িত করিয়া, সেই অসুস্থ অসুরের বক্ষে নখপঙ্ক্তি প্রোথিত করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তের নিন্দাসম্ভূত যে পাপ দৈত্যপতির অবশিষ্ট ছিল, ভগবানের পবিত্র অঙ্গসংস্পর্শে সেই সকল পাপ তৎক্ষণাৎ দূরীকৃত হইল ॥ ১৯ ॥

হে বিপ্র! তৎকালে সেই দানবরাজ নৃসিংহের ভয়ঙ্কর মুখ দর্শন করিয়া মা বলিয়া উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

তৎকালে প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন, পিতঃ! আপনার এখনও লজ্জা হইল না, যেহেতু এইরূপ উৎকৃষ্ট মরণ উপস্থিত হইলেও আপনি নিষ্ফল বাক্য বলিতেছেন ॥ ২১ ॥

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মা, বাপ! এই কথা বলিবেন

বদ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ২২ ॥
শ্রীনারদ উবাচ ॥
হরের্নামাবলিং শ্রুত্বা মরণে সমুপস্থিতে।
স নির্ম্মলাশয়ো দৈত্যঃ পশ্যন্ সাক্ষাদ্ধরের্ম্মুখং ॥ ২৩ ॥
নখালীভিন্নহৃদয়ঃ কৃতার্থো বিজহাবসূন্।
আজন্ম বিষ্ণুস্মরণং রোষাদপ্যস্তি তস্য হি ॥ ২৪ ॥
সাক্ষান্নৃসিংহাস্মরণং দুর্লভং প্রাপ তৎফলং।
ততো দদার করজৈঃ স তদ্দেহমিতস্ততঃ ॥ ২৫ ॥
ক্রুদ্ধঃ কথং নোৎসহতে স্বভর্ত্তুর্দ্দেহবন্ধনং।

না, কেবল গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! এই কথা বারম্বার বলুন ॥ ২২ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, মৃত্যু উপস্থিত হইলে হরির নামাবলী শ্রবণ করিয়া, সেই দৈত্য সাক্ষাৎ হরির মুখ দেখিয়া তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইল ॥ ২৩ ॥

যখন নৃসিংহ নখপঙ্ক্তি দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন, তখন দৈত্যপতি কৃতার্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যেহেতু দৈত্যপতি ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুতার সহিত জন্মাবধি হরি স্মরণ করিতেন, তাহাতেও চরমে মোক্ষফল ঘটিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

আজন্ম বিষ্ণুস্মরণ করাতে তাঁহার ফলস্বরূপ সাক্ষাৎ নৃসিংহের হস্ত হইতে হিরণ্যকশিপু দুর্লভ মৃত্যু লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পর নৃসিংহদেব নখ দ্বারা তাঁহার দেহের সর্ব্বাঙ্গ বিদারণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি হরিকে স্মরণ করে, হরিক্রুদ্ধ হইয়া কিরূপেই

অন্ত্রালীমুচ্চকর্ষাশু সুদীর্ঘামতিরাগিণীং ॥ ২৬ ॥
তৃষ্ণা ইব তনোর্ভূর্ঘ্নীঃ সাবন্ধায়াপ্তসন্মৃতিঃ।
ইতি হত্বা মহাকায়ো মহাকায়ং নৃকেশরী।
রাক্ষসস্থান্ত্রমালাঙ্গো ভূয়োহভূদ্ভীষণাকৃতিঃ ॥ ২৭ ॥
প্রহ্লাদং সানুগং হিত্বা ভস্মিতে রক্ষসাং বলে।
হৃষ্টা অপি সুরাঃ সিংহং নোপেয়ুর্ভীষণাকৃতিং ॥ ২৮ ॥
অথ শান্তেষু দৈত্যেষু নাশোৎপাতেষু দেবতাঃ।
কৃত্বাগ্রতো ব্রহ্মশিবৌ শনৈঃ স্তোতুং সমাযযুঃ ॥ ২৯ ॥

বা তাহার দেহবন্ধন সহ্য করিতে পারিবেন। পরে তিনি ঐ দৈত্যের সুদীর্ঘ এবং অতিশয় লোহিতবর্ণ অন্ত্রসমূহ উত্তোলন করিয়া লইলেন ॥ ২৬ ॥

তিনি আত্মীয়গণের যাহাতে উৎকৃষ্ট মৃত্যু হয় এবং আর যাহাতে ভববন্ধন না হয়, তাহার জন্য তিনি তৃষ্ণার ন্যায় অন্ত্রাবলী দেহ হইতে তুলিয়া লইলেন, এইরূপে দীর্ঘকায় নরসিংহ দীর্ঘকায় হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলেন। তখন রাক্ষসের অন্ত্রমালা অঙ্গে ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার অতিশয় ভীষণ মূর্ত্তি হইলেন ॥ ২৭ ॥

একমাত্র অনুচর প্রহ্লাদকে ত্যাগ করিয়া দৈত্যসৈন্য ভস্মাবশিষ্ট হইলে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়াও ভীষণাকৃতি নরসিংহের নিকটে আসিতে পারিলেন না ॥ ২৮ ॥

অনন্তর বিনাশের উপদ্রবস্বরূপ দৈত্যকুল নিধন প্রাপ্ত হইলে দেবতাগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবকে অগ্রসর করিয়া তাঁহাকে স্তব করিবার জন্য ধীরে ধীরে আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

তাবৎ সদুন্দুভিরবং পুষ্পবর্ষং ভিয়া সুরাঃ।
নোৎসাহলক্ষণং চক্রুরপ্রসাদ্য মহাহরিং ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বে ত্রৈলোক্যনেতারো দিব্যসিংহং সুরাদয়ঃ।
দূরাৎ প্রাঞ্জলয়স্তস্থুর্নমন্তো যুদ্ধভৈরবং ॥ ৩১ ॥
তে প্রসাদয়িতুং দেবং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং।
প্রহ্লাদমাগম্য শনৈরূচুর্দেবং প্রসাদয় ॥ ৩২ ॥
অনুগৃহ্নীষ নঃ সাধো ত্বং হি নাথস্য বল্লভঃ।
ত্রৈলোক্যস্যাভয়ং দদ্যাদযথা স্বামী তথা কুরু ॥ ৩৩ ॥
দর্শয়াস্মান্মহাভাগ প্রসন্নং পরমেশ্বরং।

তখন অমরগণ নরসিংহকে প্রসন্ন না করিয়া ভয়ে দুন্দুভিবাদ্যের শব্দ এবং পুষ্পবৃষ্টি এই সকল উৎসাহের চিহ্ন প্রকাশ করিতে পারিলেন না ॥ ৩০ ॥

ত্রৈলোক্যের নেতা দেবতা প্রভৃতি স্বর্গবাসী সকলেই দূর হইতে কৃতাঞ্জলি হইয়া যুদ্ধকার্য্যে অতিভীষণ নরসিংহকে প্রণাম করিয়া অবস্থান করিলেন ॥ ৩১ ॥

অমরগণ সেই নরসিংহের মুখ [illegible] জ্বলিতেছে দেখিয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য প্রহ্লাদের নিকটে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তুমি এই নৃসিংহদেবকে প্রসন্ন কর, ॥ ৩২ ॥

হে সাধো! তুমি আমাদিগকে অনুগ্রহ কর, কারণ তুমিই প্রভুর প্রিয়পাত্র, অতএব প্রভু যাহাতে ত্রৈলোক্যের অভয় দান করেন, তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর ॥ ৩৩ ॥

হে মহাভাগ! তুমি পরমেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া আমাদিগকে দর্শন করাও, যেহেতু ইহাঁর বশে সকল লোক আছে

যদ্বশে সর্ব্বলোকোহি ত্বাদৃগ্ভক্তবশোহ্যয়ং ॥ ৩৪ ॥
ইত্যর্থিতঃ স বিবুধৈর্ভগবদর্পিতমানসঃ।
শনৈরুপসসারেশং প্রসীদেতি বদন্নমন্ ॥ ৩৫ ॥
স্রবদ্ধর্ষাশ্রুদত্তার্ঘঃ স পপাতাশু দণ্ডবৎ।
যোগীন্দ্রগুহ্যয়োর্ভক্ত্যা হরেঃ শ্রীপাদপদ্ময়োঃ ॥ ৩৬ ॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ ভক্তে শ্রীপাদশায়িনি।
রক্ষঃশরীরং ক্রোধঞ্চ সমং তত্যাজ বৎসলঃ ॥ ৩৭ ॥
উত্থাপ্যাশ্বাস্য তং ভক্তং পার্শ্বতস্তৎপ্রদর্শিতান্।
সুরান্ ভুবি সুদূরস্থানালুলোকে সুধার্দ্রদৃক্ ॥ ৩৮ ॥

এবং এই ভগবান্ও তোমার ন্যায় ভক্তের বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

অমরগণ এইরূপে প্রার্থনা করিলে নারায়ণার্পিতচিত্ত সেই প্রহ্লাদ আপনি প্রসন্ন হউন, এই কথা বলিয়া এবং প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে পরমেশ্বরের নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

প্রহ্লাদ নেত্রবিগলিত অশ্রুজলে অর্ঘ দান করিয়া যোগীন্দ্রগণের গোপনীয় শ্রীহরির দুই পাদপদ্মে ভক্তিসহকারে আশু দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর ভক্ত শ্রীচরণে পতিত হইলে ভক্তবৎসল সেই ভগবান্ নরসিংহ প্রসন্ন হইয়া অসুরের শরীর এবং ক্রোধ এককালে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

সেই ভক্ত প্রহ্লাদকে তুলিয়া এবং আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থিত ও তাঁহাকর্ত্তৃক প্রদর্শিত অত্যন্ত দূরবর্ত্তী ভূতলস্থ দেবতাদিগকে অমৃতপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিলেন॥ ৩৮

ততো জয়জয়েত্যুচ্চৈঃ স্তুবতাং নমতাং সমং।
তদ্দয়াদৃষ্টিদৃষ্টানাং সানন্দঃ সম্ভ্রমোঽভবৎ ॥ ৩৯ ॥

যৎপাদসম্মার্জ্জনলালসায়া
লক্ষ্ম্যাঃ কটাক্ষাঞ্চলমাত্র দৃষ্টাঃ।
তুষ্যন্তি দেবাঃ সততং কৃতার্থা-
স্তেনৈব সাক্ষাৎ কিমু চারুদৃষ্টাঃ ॥ ৪০ ॥

তং তুষ্টুবুস্তেভ্যুপগম্য ভক্ত্যা
প্রসীদ শান্তিং প্রদিশ ত্রিলোক্যাঃ।
দৃষ্টং মহোজস্তব রূপমীদৃক্
শক্তা বয়ং নেশ বিভো বিভূম্নঃ ॥ ৪১ ॥

অনন্তর তিনি যখন দয়ার্দ্র চক্ষে তাঁহাদিগকে দর্শন করি-লেন, তখন সেই সকল প্রণত ও স্তবকারি দেবতাদিগের এককালে আনন্দভরে অত্যুচ্চরবে জয় জয় ধ্বনির ত্বরা উপস্থিত হইল ॥ ৩৯ ॥

যাঁহার পাদপদ্ম সম্মার্জন করিবার লালসা কারিণী কমলা-দেবী কেবলমাত্র কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে অমরগণ কৃতার্থম্মন্য হইয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, সেই নারায়ণ স্বয়ং সুন্দররূপে দেবতাদিগকে দর্শন করিয়াছেন, অতএব ইহাতে দেবগণ যে কিরূপ তুষ্ট হইবেন, তাহা আর কি বলিব ॥ ৪০ ॥

তাহার পর সেই সমস্ত-দেববৃন্দ নিকটে আসিয়া ভক্তি-সহকারে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন, হে প্রভো! আপনি প্রসন্ন হউন, ত্রিভুবনের শান্তি সংস্থাপন করুন, হে জগদীশ: আমরা অতি নীচাশয়, অতএব আমরা আপনার

তত্তেজসাক্রান্তমনন্ততেজ-
স্তেজস্বিনোরপ্যনলোষ্ণভাস্বোঃ।
পৃথঙ্নভাত্যম্বুধিগীর্ণবাপী
তোয়োপমং কাত্র কথেতরেষাং ॥ ৪২ ॥
ইত্যর্থিতৈস্তৈঃ ক্ষণতো বরেণ্য-
স্তেজো জগদ্ব্যাপি তদেব তীক্ষ্ণং।
নবামলার্দ্রামৃতচন্দ্রিকাভ-
মাহ্লাদনং সর্ব্বময়শ্চকার ॥ ৪৩ ॥
ততোঽতিহৃষ্টাঃ পুনরেব দেবং
প্রতুষ্টুবুর্দেবগণাস্তদেত্থং।

এইরূপ মহাতেজসম্পন্ন ভীষণ আকৃতি দর্শন করিতে সমর্থ নহি ॥ ৪১ ॥

সূর্য্য এবং বহ্নি অত্যন্ত তেজস্বী হইলেও তাঁহাদের অনন্ত তেজ, আপনার তেজোদ্বারা অভিভূত হইয়াছে। সমুদ্রে-প্রবিষ্ট দীর্ঘিকার জল যেরূপ সমুদ্র হইতে পৃথক্‌রূপে বিরাজিত নহে, সেইরূপ সমস্ত তেজই আপনার তেজের অন্তর্গত, অতএব এই জগতে অন্যান্য লোকের কথা আর কি বলিব? ॥ ৪২ ॥

এইরূপে সেই সকল অমরগণ প্রার্থনা করিলে, সেই সর্ব্বময় বরণীয় নারায়ণ আপনার জগদ্ব্যাপী অতিপ্রচণ্ড তেজ ক্ষণকালের মধ্যে নূতন ও বিমল অমৃতরশ্মি চন্দ্রের কিরণতুল্য আনন্দদায়ক করিয়া তুলিলেন ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর তৎকালে অমরগণ, সিদ্ধগণ, নাগগণ এবং মুনি সকল সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নতভাবে অতিসুন্দর এই

সিদ্ধাশ্চ নাগা মুনয়শ্চ নম্রা
স্তুবন্ত্যসৌ দেবমিরবদ্যগদ্যৈঃ ॥ ৪৪ ॥

ভক্তিমাত্রপ্রতীত নমস্তে নমস্তেঽখিলমুনিজন-নিবহ-বিহিত-বিততস্তবন, কদনকর-খরচপল-রচিতভয়-বধ, বলবদসুরপ্রতিকৃত বিবিধপরিভব, ভয়চকিত নিজ-পদচলিত নিখিল মখসুখ বিরহকৃশতর জলজ ভবমুখ সকলসুরনিকর কারুণ্যাবিষ্কৃত দিব্য শ্রীনৃসিংহাবতার। স্ফুরিতোগ্রতার ধ্বনিভিন্নাম্বরতারানিকর। নিজমরণ করণ রণরভস চলিতরণদক্ষ সুরগণ পটুপটহ বিকটরব পরিগত

প্রধান নির্দ্দোষ গদ্য রচনা দ্বারা এইরূপে পুনর্ব্বার সেই নারায়ণ দেবকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

যথা—হে ভক্তিমাত্রগম্য! হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার নমস্কার। অখিল মুনিজনগণ আপনাকে যথাবিধি বিস্তারিতরূপে স্তব করিয়া থাকেন, হিংসা ও অনিষ্টকারী প্রচণ্ড ও চঞ্চলদিগকে আপনি মৃত্যুভয় প্রদান করেন, অতি প্রবল অসুরদিগের প্রতি আপনি নানাবিধ পরাভব করিয়া থাকেন। যজ্ঞসুখের বিঘ্ন ও বিপত্তি ঘটিলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা এবং মহাদেব প্রভৃতি অখিল দেববৃন্দ ভয়াকুল ও ক্ষীণদেহ হইয়া আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের প্রতি করুণা বিস্তার করিবার জন্য আপনি এইরূপ অতিভীষণ নৃসিংহমূর্ত্তির অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি বিস্ফারিত ও ভীষণ উচ্চ ধ্বনি দ্বারা আকাশের তারাসমূহ বিদীর্ণ করিয়াছেন।

আপনাদের মৃত্যু হইবে বলিয়া যে সকল দেবতা যুদ্ধ করিবার জন্য সবেগে যথাশক্তি চলিয়া আসিয়াছিলেন, সেই

চটুল ভটরণিত পরিভবকর ধরণিধর কুলিশঘনঘট্টনো-দ্ভূত ধ্বানান্তকারি শীৎকারনির্জ্জিত ঘনাঘনগর্জ্জিত,উর্জ্জিত বিটঙ্কগর্জ্জিত, সদ্গুণগণোর্জ্জিত সৃষ্টখলতর্জ্জিত, যোগিসুজ-নার্জ্জিত সর্ব্বমলবর্জ্জিত ভক্তজননির্জ্জিত লক্ষ্মীঘনকুচনিকট বিলুণ্ঠন বিলগ্নকুঙ্কুমপঙ্ক শঙ্কাকর বহুলতরুণারুণমণিনিক-রানুরঞ্জিত। বিজিত শশাঙ্কপূর্ণমণ্ডলবৃত্ত স্থূলধবলমুক্তামণি-ঘটিত দিব্য মহাহার। ললিত দিব্যবিহার বিহিত দিতিজ

সকল দেবতাগণের দক্ষতার সহিত পটহবাদ্যের বিকট শব্দ করিলে এবং সেই শব্দে উদ্ভট অসুরসৈন্যগণ পরিব্যাপ্ত হইয়া ভীষণ শব্দ করিলে, আপনি তাহাদের শব্দ পরাভব করিয়া-ছেন। হে ধরণিধর! বজ্রের ঘনঘর্ষণে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, আপনি সেই শব্দের বিনাশকারী শীৎকার রবে বর্ষাকালের মেঘগর্জ্জনও পরাস্ত করিয়াছেন। আপনি পাষাণবিদারণ-কারী অস্ত্রের ন্যায় প্রবল ও ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়াছিলেন। আপনি সদ্গুণরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ, আপনি নৃশংসদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকেন, সাধু যোগিগণই কেবল আপনাকে পাইয়া থাকেন, আপনি সকল প্রকার মালিন্য বা পাপ দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহেন, ভক্তগণ আপনাকে জয় করিতে পারে।

কমলাদেবীর নিবিড় কুচপ্রান্তে লুণ্ঠিতভাবে যে কুঙ্কুম-চূর্ণ সংলগ্ন আছে, তাহার ত্রাসজনক অতিবহুল তরুণ রক্তবর্ণ রত্নরাশি দ্বারা অপনি অনুরঞ্জিত। পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলবিজয়ী বর্ত্তুল অথচ স্থূল, শুভ্রবর্ণ মুক্তা ও মণিময় মনোহর হার আপনার গলদেশে শোভা পাইতেছে। আপনি দৈত্যকে

প্রহার লীলাকৃতজগদ্ব্যবহার, সংসৃতিদুঃখসমুদ্রাপহার, বিহিতদনুজসংহার যুগান্তভুবনাপহার অশেষ প্রাণি-গণবিহিত সুকৃত দুষ্কৃত সুদীর্ঘদণ্ডভ্রামিত বৃহৎকালচক্র-ভ্রমণ কৃতলব্ধপ্রারম্ভ, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল জগজ্জাল-ধারণ সমর্থ, ব্রহ্মাণ্ডনামধেয় মহাভাণ্ডকরণ প্রবীণকুম্ভ-কার। নিরস্ত সর্ব্ববিকার, বিচিত্র বিবিধ প্রকার, ত্রিভুবনপুরপ্রাকার, অনিরূপিত নিজাকার। নিয়মিত ভিক্ষালব্ধগত রসপরিমিত ভোজ্যমাত্রসন্তোষ বলবিজিত-

---

প্রহার করিয়াছেন, আপনি লীলা করিয়া এই জগতের ব্যবহারকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। আপনি সংসাররূপ দুঃখ সমুদ্র অপহরণ করিয়া থাকেন, আপনি দৈত্যসংহার করিয়াছেন। আপনি প্রলয়কালে জগৎ গ্রাস করিয়া থাকেন, সমস্ত জীবগণ যে স্ব-স্ব পাপ পুণ্যরূপ সুদীর্ঘ দণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই দণ্ড দ্বারা ঘূর্ণমান কালচক্রের ভ্রমণবিষয়ে আপনি উপক্রম করিয়া থাকেন। স্থাবরজঙ্গমাত্মক [illegible] বিশ্বরাশি ধারণ সমর্থ, ব্রহ্মাণ্ড নামক মহাভাণ্ড নির্ম্মাণ করাতে আপনি একজন সুদক্ষ কুম্ভকার স্বরূপ। আপনি সকল প্রকার বিকার নিরস্ত করিয়াছেন। আপনি অপূর্ব্ব বিবিধ আকার ধারণ করিয়া থাকেন, আপনি ত্রিভুবনরূপ নগরের প্রাচীর স্বরূপ, অথচ আপনার আকার কেহই নিরূপণ করিতে পারে না।

যাঁহারা নিয়মিত ভিক্ষালব্ধ নীরস ও পরিমিত আহার-মাত্র পাইয়া সন্তুষ্ট থাকেন, যাঁহারা বলপূর্ব্বক কাম, অহঙ্কার,

মদমদন নিদ্রাদিদোষ ধনজনস্নেহলোভ লোল্যাদি দৃঢ়-বন্ধনছেদলব্ধসৌখ্য,সতত কৃতযোগাভ্যাস নির্ম্মলান্তঃকরণ যোগীন্দ্রকৃতসন্নিধান, সকলপ্রধান, ত্রিজগন্নিধান, ক্ষুভিত-প্রধান, স্বশুভাভিধান, মায়াপিধান, মদবিকসদসুরভট-মুকুটবদনবিহারনয়ন, বিচলদসিবিততভুজ, বিকচ কচ-ঘনপলল নররুধির ক্রমকল্পিত ফুল্লকমল মীনচঞ্চল তরঙ্গ মহাজলূক শৈবালজাল দুস্তরপঙ্কজলনিবহ কলিত

নিদ্রাদি দোষ, আত্মীয়জন, ধন, স্নেহ মমতা ও লোভ এই সকল জয় করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাসনা প্রভৃতি দৃঢ়বন্ধন ছেদন করিয়া সুখ লাভ করিয়াছেন। আর যাঁহারা সর্ব্বদা যোগাভ্যাস করিয়া নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছেন, এইরূপ যোগীন্দ্র-গণের নিকটে আপনি সন্নিহিত হইয়া থাকেন। আপনি সকলের প্রধান, আপনি ত্রিভুবনের আশ্রয় স্বরূপ, আপনি ব্যথিত লোকের একমাত্র পরম সহায়। আপনি ভক্তগণের নিকটে মঙ্গলময়, আপনি মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া থাকেন। [illegible]পান [illegible] অসুরসৈন্যদিগের মুকুটশোভিত বদন ও নয়নের নিকটে হস্তে খড়্গ চালনা করিয়া থাকেন, ভীষণ দৈত্যসেনা মৃত হইয়া পতিত হওয়াতে যেন এক প্রকাণ্ড জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই ভীষণ জলাশয়ে অসুরগণের সুন্দর ও ঘনকুঞ্চিত কেশকলাপ, মনুষ্যগণের রক্তপ্রণালী দ্বারা রচিত ফুল্ল মুখপদ্ম, চক্ষুরূপ মৎস্যরাশি বিরাজমান আছে, তাহাতে সাতিশয় তরঙ্গ হইয়া থাকে, বৃহৎ বৃহৎ জলৌকা, শৈবালরাশি এবং গাঢ়কর্দ্দম ও অতল-স্পর্শ জল আছে। আপনি এইরূপ জলাশয়ের আলোড়ন

মহাসুর পৃতনাকমলিনী বিলোড়ন কেলিপ্রিয় বনমত্ত-
বারণ, শিষ্টজনভাবন, দুষ্টজনবারণ, শিশুজনতারণ,
দৈত্যবিদারণ, নিত্যসুবিচারণ, সৃষ্টসুখচারণ, সিদ্ধবল-
কারণ, মুক্তজনধারণ, দুষ্টাসুরবিদারণ, দুষ্টনিবর্হণ।
আতপপ্রবোধিত সুজাতানাময় পদ্মবনোত্তম্ভিত জ্বালা-
সহস্রস্ফাররশ্মিজ্বালাপহ। শশিভাস্কররাগ্নি ভাবিতান্য-
ভয়ঙ্কর, ভাস্বন্নয়ন সদা নিগু‍র্ণনিরঞ্জন, সদাহৃমোঘীকৃত

করিয়া ক্রীড়া করিতে অত্যন্ত ভাল বাসেন, আপনি সেই
জলাশয়ের কমলকুল নির্মূল করিতে বন্য মত্তমাতঙ্গের ন্যায়
কার্য্য করিয়া থাকেন। আপনি দুষ্টদিগের দমন এবং
শিষ্টজনদিগকে পালন করিয়া থাকেন, আপনি শিশুদিগকে
ত্রাণ, দৈত্যগণকে বিদারণ করিয়া থাকেন এবং আপনি নিত্য
সুন্দররূপে বিচরণ করিয়া থাকেন। সুখসঞ্চার করিয়া
আপনিই সিদ্ধপুরুষদিগের বলসম্পাদন করেন, মুক্ত পুরুষ-
দিগের আপনি আশ্রয়, আপনি দুষ্টদৈত্য এবং দুষ্টলোকের
বিনাশ ও নিগ্রহ করিয়া থাকেন।

রৌদ্রবিকাশিত, সুন্দরভাবে সমুৎপন্ন, অশুষ্ক (অমলিন)
কমলবনে প্রবলভাবে মর্দ্দিত, কিরণসহস্রের বিকাশ দ্বারা
আপনি কিরণপ্রভা নাশ করিয়া থাকেন। চন্দ্র, সূর্য্য এবং
অগ্নিরূপে স্বীকৃত, অন্য তেজস্বী বস্তুরও আপনি ভয়োৎপাদন
করিয়া থাকেন। সূর্য্যই আপনার চক্ষু, আপনি সর্ব্বদা
নিগু‍র্ণ এবং নিরঞ্জন। আপনি সর্ব্বদাই ভক্তগণের মনো-
বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, আপনি অপ্রিয় বস্তু সুদূরে

ভক্তবাঞ্ছ সুদূরোৎসারিতাবাঞ্ছ, ধাতৃবিহিতপাদপ্রক্ষালন, বিচিতপাপস্বর্ধুনীধার, সকললোকাধার, নিরাধার, শিততরসুদর্শনধারোৎকৃতকৈটভাদ্যসুরগণ, নালোচ্ছলদ্রুধিরধার, ভুবনসম্মোহকাম, সততসম্পাদিত স্বজনকাম, সদাসম্পূর্ণকাম, সংহত বিপক্ষোৎক্ষেপণ সংস্থাপনাদি বিহিত সকলভুবনক্ষেম, সুরমনুজনিবহনুতচরণ, নিজবিহিতপথততি নিবারিত দুরিতনিবহ,ভয়রহিত বলবদসুরগণদ-

নিরাকৃত করিয়া থাকেন। বিধাতা আপনার পাদপ্রক্ষালন করিয়া থাকেন, আপনি পরিব্যাপ্ত পাপের গঙ্গাজলপ্রবাহ। আপনি সকল লোকের আধার, অথচ আপনার কোন আধার নাই, অত্যন্ত সুশাণিত সুদর্শনচক্র দ্বারা আপনি মধুকৈটভ প্রভৃতি অসুরদিগকে উচ্ছেদ করিয়াছেন। আপনার নাল হইতে রক্তধারা উচ্ছলিত হইতেছে,আপনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া থাকেন। আপনি সর্ব্বদাই আত্মভক্তদিগের অভীষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকেন। আপনি সর্ব্বদাই পূর্ণমনস্কাম, আপনি বিপক্ষ রাশি দলন করিয়াছেন। অবশেষে তাহাদিগকে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ ও সংস্থাপনাদি দ্বারা সমস্ত জগতের মঙ্গল স্থাপিত করিয়াছেন, অমর ও মনুষ্যগণ আপনার চরণের স্তব করিয়া থাকে। আপনি যে সকল পথের বিস্তার করিয়াছেন, সেই সকল পথ দ্বারা পাপরাশি নিবারণ করিয়াছেন, নির্ভীক ও বলিষ্ঠ অসুরদিগকে নিধন করিয়া আপনি সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হইয়াছেন।

আপনি হস্তে সুদর্শনচক্র ধারণ করিয়া আছেন। অমরবর এবং মুনীন্দ্রগণ আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন। আপনার

মন, পরিচিততর, ধৃতরথচরণ, সুরবরমুনিজনবিনুত, বিবিধ-সুচরণ, বিবুধধন, বিবুধজননিকরত্রাণ, সদৃশীকৃতাঞ্জনজন-দোষভঞ্জন, ঘন চিত্‌স্বিরঞ্জন, ভববিশ্বনাটককার, অঙ্ঘ্রি-জম্বঃসিন্ধুধার, গধ্বস্থকৃপ্প্লুতচক্রধার, জনিতকাম, বিগত-কাম, দুর্বৃত্তসমনিশনক্ষম, সততপ্রতীত ত্রিগুণব্যতীত প্রণতবৎসল নমস্তে নমস্তে নমস্তে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

স্তবন্তু ইতি গোবিন্দমানন্দাশ্রুপরিপ্লুতাঃ।
অব্যক্তবাচস্তেন স্বাং প্রাপুরিষ্টবরান্ হরেঃ॥ ৪৬ ॥

সুন্দর চরণ নানাবিধ, আপনি দেবতা ও পণ্ডিতদিগের ধন। আপনি দেবতা এবং পণ্ডিতসমূহের রক্ষাকর্ত্তা, আপনি অঞ্জন সমান করিয়াছেন। আপনি জনগণের অপরাধভঞ্জন করিয়া থাকেন, যাহারা ঘন ঘন চীৎকার করে, আপনি সেই সকল ভক্তের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড-রূপ নাটক সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আপনারই চরণ হইতে সুরধণীর জলধারা উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার চক্রধারা হইতে মধুতুল্য শোণিতধারা নির্গত হইতেছে। আপনি লোকের কাম উৎপাদন করিয়া থাকেন, অথচ স্বয়ং নিষ্কাম। আপনি এককালে দুরাচারদিগকে উন্মূলন করিতে সমর্থ। অধিক কি, সর্ব্বদা প্রতীত, অথচআপনি নিজে ত্রিগুণাতীত, অতএব হে ভক্তবৎসল! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৫ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, সেই সকল দেবতা ও ঋষিগণ এই-

পশ্যৎসু দেবেষু ততোঽতিহর্ষাৎ
প্রহ্লাদমীশোঽভিষিষেচ রাজ্যে।
তদাজ্ঞয়া পূর্ব্ববদেব চক্রে
বহ্নিঃ সুদগ্ধং সসভং পুরাগ্র্যং ॥ ৪৭ ॥

দেবাদিভ্যোঽথ নাথপ্রবরবরচয়ং দৈত্যসূনোশ্চ দত্ত্বা
কৃত্বা শান্তিং ত্রিলোক্যাঃ স্বকৃতনিধনতো রক্ষসাঞ্চাপি শান্তিং।
স্বর্ব্বাদ্যেষু ধ্বনৎসু প্রবিকচ সুমনোবর্ষমুক্ষুন্মুদেষু
প্রীতৈস্তৈস্তূয়মানঃ প্রথিত পৃথুগুণোঽন্তর্দ্দধে দিব্যসিংহঃ ॥ ৪৮

রূপে নরসিংহের স্তব করিয়া অস্ফুটবাক্যে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, হরির নিকট হইতে অভীষ্ট বর সকল প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর সেই সকল অমরগণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত দর্শন করিলে, নারায়ণ প্রহ্লাদকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সেই বহ্নি পূর্ব্বের ন্যায় রাজধানী ও শোভন সভাকে দগ্ধ করিল ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু দেবতা ও ঋষিদিগকে এবং দৈত্যকুমার প্রহ্লাদকে শ্রেষ্ঠ বর সকল দান করিয়া ত্রিভুবনের শান্তি করিলেন। আর স্বয়ং বিনাশ করাতে দৈত্যকুলেরও সংহার করিলেন, তৎকালে বিকসিত পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া প্রবলবেগে স্বর্গীয় বাদ্য সকল শব্দিত হইলে, সেই সকল দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে নিজের অসীম অসামান্য গুণরাশি বিস্তার করিয়া, সেই দিব্য নরসিংহ অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

ততস্তমুদ্দিশ্য জনাঃ সুরাদ্যাঃ
প্রণম্য হৃষ্টাঃ পুলকাশ্রুপূর্তাঃ।
তৎকর্ম্ম চিত্রং কথয়ন্ত ঐশং
ভক্ত্যা স্মরন্তঃ স্বপদানি জগ্মুঃ ॥ ৪৯ ॥
মহর্ষয়স্তত্র সমাগতা যে
তে চিত্রসিংহং ন তথা শশংসুঃ।
যথা মুনীন্দ্রস্পৃহণীয়মৃত্যুং
দৈত্যান্নৃসিংহাদসতঃ কৃতার্থান্ ॥ ৫০ ॥
তে হোচুরদ্ধা বত লোকবাদাঃ
পান্থা যথেচ্ছং বলিনাং সদেতি।
ক্লেশাস্তু সর্ব্বে বশিনাং যদেতে
ভবাব্ধিমুক্তৌ ক মৃতিঃ পরেশাৎ ॥ ৫১ ॥

তাহার পর দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে রোমাঞ্চ এবং অশ্রুজলে পরিব্যাপ্ত হই-লেন, অবশেষে তাঁহার অদ্ভুত কার্য্য বলিতে বলিতে ভক্তি-পূর্ব্বক নারায়ণকে স্মরণ করত নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

সেই স্থানে যে সকল মহর্ষিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে সকল মুনীন্দ্র নৃসিংহ হইতে তাহাদের মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন, সেই সকল দুরাচার অথচ কৃতকার্য্য দৈত্যগণের কথা যেরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই-রূপ অপূর্ব্ব সিংহের কথা আলোচনা করেন নাই ॥ ৫০ ॥

পরে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, হায়! যথার্থই এই-রূপ জনপ্রবাদ সকল বিদ্যমান্ আছে। বলিষ্ঠদিগের পথ

বয়ং ব্রতাঢ্যা উত সচ্চরিত্রা
বহিস্থিতা বিষ্ণুযুজশ্চ দৈত্যাঃ।
মন্যেঽসুরেন্দ্রেণ সহস্রভৃত্যৈ-
র্হর্ম্যাদিভিশ্চার্চ্চিত এব পূর্ব্বং ॥ ৫২ ॥
তথাপি ভক্ত্যা ভগবান্ যদেতে
প্রহ্লাদতশ্চাপ্যধিকং কৃতার্থাঃ।
মৃতিস্তু তেষামিতি সংস্তুবন্তো
মিথো বদন্তো নৃহরিং স্তুবন্তঃ ॥ ৫৩ ॥
যযুশ্চ তীর্থানি তথাশ্রমাংশ্চ
দৃষ্ট্বা তথা পূর্ব্বমঘেন্ধনাগ্নিং।

যদৃচ্ছাক্রমে সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে, যাহারা বশীভূত, তাঁহাদের এই সমস্তই ক্লেশ, অতএব ভবসাগর হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পরমেশ্বর হইতে মৃত্যু কোথায় ? ॥ ৫১ ॥

আমরা ব্রতপরায়ণ অথবা সচ্চরিত্র এবং বহিঃস্থিত দৈত্যগণ বিষ্ণুভক্ত। বোধ হয়, এই দৈত্যপতি সহস্র সহস্র দাস দাসী হস্তী, অশ্ব, রথ এবং অট্টালিকা দ্বারা পূর্ব্বে নিশ্চয়ই বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

তাহারা যে কোন এক অপূর্ব্ব ভক্তিযোগে পূজা করিয়াছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই হেতু ইহারা প্রহ্লাদ অপেক্ষাও অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছে। তাহাদের মৃত্যুও প্রশংসনীয়। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বলিতে বলিতে নরহরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

এইরূপে তাঁহারা অপূর্ব্ব পাপ কার্য্যের অগ্নি নিরীক্ষণ করিয়া, নানাবিধ তীর্থ ও বিবিধ আশ্রমে গমন করিয়াছি-

দৈত্যেন্দ্রপুত্রোঽপি তদাজ্ঞয়ৈব
রাজ্যং পরং বিষ্ণুময়ঃ শশাস ॥ ৫৪ ॥
ন হ্যস্য চিত্তং লঘুরাজ্যতৃষ্ণং
হীত্বাচ্যুতাজ্ঝ্যুত্তমভক্তিরাজ্যং।
পশ্যন্ জগদ্বিষ্ণুময়ং মহাত্মা
মহাত্মভির্গীতগুণঃ পৃথিব্যাং।
কীর্ত্তিং কলের্ভীতিকরীং বিধায়
কালে হরিং প্রাপ স পূতলোকঃ ॥ ৫৫ ॥
শ্রীনারদ উবাচ ॥
ঈদৃক্ প্রভাবোদনুজেন্দ্রসূনু-
র্ময়া ভবদ্ভ্যঃ কথিতো দ্বিজাগ্র্যাঃ।
কথাপি যস্যেশপদাশ্রয়াঢ্যা
পুনাতি গঙ্গেব সদা ত্রিলোকীং ॥ ৫৬ ॥

লেন। তৎপরে দৈত্যরাজকুমারও বিষ্ণুময় হইয়া সেই বিশাল রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

কিন্তু প্রহ্লাদের চিত্ত এইরূপ ক্ষুদ্ররাজ্যে সন্তুষ্ট হয় নাই। কারণ, প্রহ্লাদের অন্তঃকরণ নারায়ণের চরণে উত্তম ভক্তিরাজ্য জানিতে পারিয়াছিল। এই কারণে মহাত্মা প্রহ্লাদ জগৎ বিষ্ণুময় দর্শন করিতেন এবং মহানুভাবগণ পৃথিবীতে তাঁহার গুণবর্ণন করিতেন, তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া কলিও ভয় পাইয়া থাকে। এইরূপে বিশ্বপাবন দৈত্যকুমার কালে হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, হে দ্বিজবরগণ! এইরূপ মাহাত্ম্য-শালী দৈত্যরাজকুমারের কথা আমি তোমাদিগকে বলি-

আপৎসু সর্ব্বাস্বপি তং স্মরন্তঃ
প্রহ্লাদমীশেন ন তাঃ স্পৃশেয়ুঃ।
জনান্ কদাচিন্ননু তৎপ্রিয়ত্বা-
দ্বিষ্ণোঃ সদা সন্নিহিতে কুতস্তাঃ॥ ৫৭॥
শ্রুত্বা নৃসিংহাস্মরণং সুরারেঃ
প্রাপ্নোতি বিষ্ণো স্মরণং নরোঽন্তে।
রোগগ্রহাধ্যাদি তমাংসি দূরে
নৃসিংহতেজঃ স্মরতামনন্তং॥ ৫৮॥
সুমধুরাং জগতামপি সেবতাং
মুদিতহংসকুলাং ধবলামিমাং।

য়াছি। গঙ্গা যেরূপ ত্রিভুবন পবিত্র করেন, সেইরূপ প্রহ্লাদের হরিপাদপদ্মসেবা সংক্রান্ত কথা ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকে॥ ৫৬॥

দেখ, যে সকল লোক সমস্ত বিপদেই সেই নারায়ণের সহিত প্রহ্লাদকে স্মরণ করে, সেই সকল বিপত্তি তাহাদিগকে কখন স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব তাঁহার প্রিয় বলিয়া সর্ব্বদাই যিনি তাঁহার সন্নিহিত, কিরূপে সেই সকল বিপদ্ তাঁহাকে স্পর্শ করিবে॥ ৫৭॥

নৃসিংহের নিকট হইতে অসুরপতির মৃত্যু বিবরণ শ্রবণ করিয়া, মানব জীবনান্তে বিষ্ণুপদ পাইয়া থাকে। যাহারা নৃসিংহের অনন্ত তেজ স্মরণ করে, তাহাদের আধি, ব্যাধি, গ্রহ ও উপদ্রব জনিত অন্ধকার রাশি দূরে পলায়ন করে॥৫৮

যেরূপ ত্রিজগতের সেবিত, হংসকুলের আনন্দদায়িনী, শ্বেতবর্ণা, সুমধুরা, বিষ্ণুপাদপদ্মসমুদ্ভবা এই গঙ্গাকে কোন

ত্যজতি বিষ্ণুপদাশ্রয়বন্দিতা-

মিহ কথাং কৃতধীর্হ্যনদীক্ষকঃ ॥ ৫৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদ-চরিতে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৬ ॥ * ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ ত্রিভুবনের পূজ্য পরমহংস যোগিগণের আনন্দবিধায়িনী, সত্ত্বগুণপ্রযুক্ত নির্ম্মল-শ্রুতিসুখকর বিষ্ণুপাদপদ্মসেবা সংক্রান্ত কথা, এই জগতে কোন্ সুমতি পণ্ডিত পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন ? ॥ ৫৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে প্রহ্লাদচরিতে ষোড়শ অধ্যায় ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি প্রহ্লাদচরিতং নৈমিষীয়া মহর্ষয়ঃ।
নিশম্য হর্ষাদ্দেবর্ষিং প্রোচুর্ভাগবতোত্তমং ॥ ১ ॥
শ্রীশৌনকাদয় উচুঃ ॥
অহো মর্ত্ত্যা অপি স্বামিংস্ত্বৎপ্রসাদাদ্বয়ং সুধাং।
পিবামো দুর্ল্লভাং ধন্যা ইচ্ছয়েশকথাভিধাং ॥ ২ ॥
যদ্বা দোষঃ সুধাসাম্যং কথায়াং বদতাং হরেঃ।
যথামরত্বং নিত্যং স্যান্নহি মন্বন্তরাবধি ॥ ৩ ॥

নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণ এইরূপে শ্রীপ্রহ্লাদের চরিত্র শ্রবণ করিয়া আনন্দভরে ভাগবতশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

শৌনকাদি বলিলেন, আহা! প্রভো! আমরা মানব হইয়াও আপনার কৃপায় যদৃচ্ছাক্রমে নারায়ণের কথারূপ দুর্ল্লভ সুধাপান করিয়া কৃতার্থ হইলাম ॥ ২ ॥

অথবা আমরা যে হরির কথাতে সুধার সাদৃশ্য বলিতেছি, তাহাতে আমাদের কোন দোষ নাই। দেখুন, যেমন অমরগণের অমরত্ব নিত্য নহে, মন্বন্তর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অমরত্ব থাকে এই স্থানেও সেইরূপ জানিবেন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মসূনো সুরাগ্র্যস্ত্বং সুধাবার্ত্তাপরাঙ্মুখঃ।
পিবসীশকথাং নিত্যং সুধায়া স্ফুটমন্তরং ॥ ৪ ॥
ততোঽন্যৎ সর্ব্বতপসাং ফলং কাঙ্ক্ষামহে বয়ং।
ত্যক্ত্বা নৃণাং সঙ্গমস্ত্বৎসঙ্গোভ্যুদয়াবহঃ ॥ ৫ ॥
অহো ভাগবতং ক্ষেত্রং বদ দৈত্যপতেঃ পুরং।
তত্রস্থা যোগিদুষ্প্রাপং সর্ব্বে প্রাপুর্হরিং যতঃ ॥ ৬ ॥
মুনিবর্য্য সহস্রেষু কশ্চিচ্ছক্নোতি বা ন বা।
যং স্মর্ত্তুং গন্তে তং সাক্ষাৎ পশ্যন্তস্তে তনূর্জহুঃ ॥ ৭ ॥

হে ব্রহ্মপুত্র! আপনি দেবতাগণের অগ্রগণ্য, অথচ অমৃত সম্বাদে আপনার রুচি নাই অর্থাৎ আপনি সুধা বিষয়ে পরাঙ্মুখ। আপনি কেবল হরিকথাই পান করিয়া থাকেন। হরিকথা অমৃত হইতে সত্যই অনেক দূরবর্ত্তি জানিবেন ॥ ৪ ॥

আমরা মনুষ্যগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অমৃত ব্যতীত সমস্ত তপস্যার ফলস্বরূপ হরিকথা পার্থনা করিতেছি। কারণ, আপনার সঙ্গ সকল প্রকার অভ্যুদয়ের কারণ ॥ ৫ ॥

আহা দৈত্যপতির নগর যে কিরূপ হরিক্ষেত্র, তাহা আপনি বর্ণনা করুন। কারণ, দৈত্যপুরবাসী সকল লোক যোগীগণের দুর্ল্লভ হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

মুনিবর! সহস্রের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি অন্তকালে যে হরিকে স্মরণ করিতে পারে কি না পারে, দৈত্যপুরবাসী সেই সকল লোক প্রত্যক্ষ হরিকে দর্শন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে ॥ ৭ ॥

মুমূর্ষতাং যঃ শ্রবণে সত্বরৈরুপদিশ্যতে।
স্মর স্মরেশমিত্যাদ্যৈস্তং তেঽগ্রে দদৃশুর্মৃতৌ ॥ ৮ ॥
ধ্রুবং তে দৈত্যবেশেন স্থিতা ভাগবতোত্তমাঃ।
বিজ্ঞায়তে হি মরণে জনানাং সারফল্গুতাং ॥ ৯ ॥
ইহ তাবদ্দুরাচারৈস্তৈঃ স্বামিন্ কিং কৃতং পুরা।
ন হ্যেতদল্পপুণ্যস্য ফলং সর্ব্বজ্ঞ তদ্বদ ॥ ১০ ॥
ভক্তানাং স্ববচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টরোমাথ সন্মুনিঃ।
স্মৃতেশাদ্ভুতমাহাত্ম্যং প্রাহ হর্ষাশ্রুগদ্গদঃ ॥ ১১ ॥
শ্রূয়তাং দেবদেবস্য মহিমা হ্যদ্ভুতঃ প্রভোঃ।

মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগকে কর্ণকুহরে "নারায়ণকে স্মরণ কর স্মরণ কর" ইত্যাদি বচনে সত্বর হইয়া যাঁহার বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়, দৈত্যপুরবাসী লোক সকল মরণ সময়ে সেই হরিকে সম্মুখে দর্শন করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

নিশ্চয়ই দৈত্যরূপে সেই সকল প্রধান ভগবদ্ভক্তগণ বাস করিয়াছিলেন, কারণ, মরণকালেই লোকদিগের সারত্ব এবং ফল্গুত্ব জানিতে পারা গিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

প্রভো! সেই সকল পাপিষ্ঠ দুরাচারগণ ইহ জগতে পূর্ব্বে কি কার্য্য করিয়াছিল, হে সর্ব্বজ্ঞ! ইহা সামান্য তপস্যার ফল নহে, অতএব আপনি তাহা বর্ণন করুন ॥ ১০ ॥

অনন্তর মুনিবর নারদ ভক্তগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিতকলেবরে আনন্দাশ্রুপাত পূর্ব্বক অস্ফুট-স্বরে নারায়ণের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য স্মরণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

যাঁহা দ্বারা সাধুজনের হিংসাকারী দৈত্যগণের সাধুজন-

সংপ্রার্থ্যাতুলগতির্যেন রক্ষসাং সর্ব্বসংক্রহাং ॥ ১২ ॥
ভো বিপ্রাস্তৎকৃতার্থত্বে নপূর্ব্বোগ্রতপোজপঃ।
যোগো যাগোঽথ বা হেতুঃ কিন্তু নিত্যং হরিস্মৃতিঃ ॥১৩
সাচ জিজ্ঞাসয়া স্বার্থমত্যা জ্ঞানেন বা নহি।
কিন্তু মৎসররোষাভ্যাং মহিমাহো হরিস্মৃতেঃ ॥ ১৪ ॥
স হি জন্ম প্রভৃত্যেব হরিং দ্বেষ্টি মহাসুরঃ।
দিবানিশং তং স্মরতি তত এবাতিমৎসরী ॥ ১৫ ॥
মানী মৎসরবাংশ্ছত্রূন্ যথা স্মরতি সর্ব্বদা।
নৈবং প্রিয়ং প্রিয়ো যস্মাদগর্ববহুলা জনাঃ ॥ ১৬ ॥

বাঞ্ছিত সদ্গতি হইয়াছিল, সেই দেবদেব মহাপ্রভু নারায়ণের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন ॥ ১২ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ! তাহারা যে এইরূপ কৃতার্থ হইয়াছিল, সেই বিষয়ে তাহাদের পূর্ব্ব জন্মের কঠোর তপস্যা, জপ, যাগ এবং যোগ কারণ নহে, কিন্তু নিত্য হরিস্মরণই তাহাদের সদ্গতির মুখ্যহেতু জানিবেন ॥ ১৩ ॥

সেই হরিস্মৃতি স্বার্থসাধন জন্য জিজ্ঞাসা অথবা জ্ঞান দ্বারা হয় নাই, কিন্তু মাৎসর্য্য এবং কোপ প্রযুক্ত ঘটিয়াছিল, স্মরণের কি আশ্চর্য্য মহিমা ॥ ১৪ ॥

সেই মহাদৈত্য জন্মাবধি নিশ্চয়ই হরির প্রতি দ্বেষ করিতেন, এই কারণেই অত্যন্ত মাৎসর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক দিবারাত্র তাঁহাকে স্মরণ করিতেন ॥ ১৫ ॥

যেরূপ অহঙ্কারী এবং মাৎসর্য্যযুক্ত মনুষ্য সর্ব্বদা শত্রুদিগকে স্মরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রিয়ব্যক্তি প্রিয়-

স সদা কোপতঃ সাধূন্ হরিবুদ্ধ্যা তদাশ্রয়ান্।
বাধতে সর্ব্বযজ্ঞাংশ্চ তং মত্বাখিলযজ্ঞপং ॥ ১৭ ॥
দেবান্ বিষ্ণুময়ান্ মত্বা দেষ্টি দূষয়তি শ্রুতিঃ।
তজ্জ্ঞাপিকা ইতি ক্রোধাত্তস্যৈবাজ্ঞা ইতি স্মরন্ ॥১৮॥
অশ্নন্ পিবন্ ভজন্ কান্তাস্তাম্বূলাদীন্নদন্ সদা।
স্মরতীশং সুখং স্বীদৃক্ কুতস্তস্যেতি মৎসরী ॥ ১৯ ॥
স্বপ্নেঽপি বদ্ধবৈরত্বাচ্চক্রিণং যুদ্ধনির্জ্জিতং।
দ্রাবয়ন্নিব তং পশ্যন্মোদতেঽধিক্ষিপন্নিব ॥ ২০ ॥

ব্যক্তিকে স্মরণ করে না। যেহেতু মনুষ্যগণ অত্যন্ত মাৎসর্য্য-দোষ পরিপূর্ণ ॥ ১৬ ॥

দৈত্যপতি কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক হরিবুদ্ধি করিয়া হরির আশ্রিত লোকদিগকে সমস্ত যজ্ঞ এবং হরিকে সকল যজ্ঞের ঈশ্বর ভাবিয়া সর্ব্বদা বাধা ও হিংসা করিতেন ॥ ১৭ ॥

অসুররাজ দেবতাদিগকে বিষ্ণুময় ভাবিয়া দ্বেষ করিতেন এবং নারায়ণেরই আজ্ঞা স্মরণ করিয়া হরিবোধিকা শ্রুতি-দিগের প্রতি কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক দোষারোপ করিতেন॥১৮

খাইতে খাইতে, জলপান করিবার সময়, নারীদিগের সহবাসে এবং তাম্বূল ভক্ষণ করিতে করিতেও সেই মাৎ-সর্য্যযুক্ত দৈত্যপতি সর্ব্বদাই হরিকে স্মরণ করিতেন অতএব “তাঁহার এই প্রকার সুখ কোথায়” ॥ ১৯ ॥

এমন কি দৈত্যরাজ শত্রুতা বদ্ধমূল হওয়াতে স্বপ্নাবস্থা-তেও দর্শন করিতেন, যেন চক্রপাণিকে যুদ্ধে জয় করিয়া তাড়াইয়াদিতেছেন এবং যেন তাঁহাকে তিরস্কার করিতে-ছেন, ইহাতেই তাঁহার সন্তোষ হইত ॥ ২০ ॥

শৃণোতি বক্তি চ সদা হাস্যার্থমনুভিঃ কথাঃ।
পুণ্যানি বিষ্ণুনামানি ভৃত্যৈঃ স্বেচ্ছানুগৈঃ সদা ॥ ২১ ॥
ইতি দৈত্যেশ্বরং ক্রোধঃ সর্ব্বকৃত্যেষু সর্ব্বদা।
সঙ্কোদয়তি গোবিন্দস্মরণে সদ্গুরুর্যথা ॥ ২২ ॥
সৈষা হরিস্মৃতির্দৈত্যং ক্রোধাদপি কৃতা সতী।
অনয়ৎ সদ্গতিং বিপ্রাঃ সানুগং কিং নু বর্ণ্যতে ॥ ২৩ ॥
সোঽয়ং দশাননো ভূত্বা চৈদ্যোভূত্বা চ মৎসরী।
হতৌ রাঘবকৃষ্ণাভ্যাং মুক্তোঽতো ন জনিষ্যতে ॥ ২৪ ॥

দৈত্যেশ্বর উপহাস করিবার জন্য স্বেচ্ছাক্রমে অনুগামী ভৃত্যবর্গের সহিত হরিকথা সকল এবং পবিত্র হরিনাম সকল সর্ব্বদা শ্রবণ ও নিরন্তর উচ্চারণ করিতেন ॥ ২১ ॥

যেরূপ সদ্গুরু গোবিন্দকে স্মরণ করিবার জন্য শিষ্যকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ক্রোধ দৈত্যপতিকে সকল কার্য্যে সর্ব্বদাই গোবিন্দস্মরণে প্রেরিত করিত ॥ ২২ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ! দৈত্যপতি যে কুপিত হইয়াও হরিস্মরণ করিতেন, সেই হরিস্মরণফলে অসুররাজ যে অনুচরবর্গের সহিত সদ্গতি পাইয়াছেন, ইহা আর কি বর্ণন করিব ॥ ২৩ ॥

মাৎসর্য্যযুক্ত এই হিরণ্যকশিপু লঙ্কাধিপতি রাবণ এবং চেদিপতি শিশুপাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। দশরথের পুত্র রামচন্দ্র রাবণকে এবং বসুদেবকুমার শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বিনাশ করেন। সুতরাং এই দৈত্যপতি মুক্ত হইয়াছেন, ইহাঁকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না ॥ ২৪ ॥

ইত্থং ক্রোধোঽস্য মোক্ষায় জাতঃ কৃষ্ণাশ্রয়ো দ্বিজাঃ।
নম্নু কামোঽপি গোপীনাং সুচিত্রচরিতো হ্যজঃ॥ ২৫ ॥
কামক্রোধাবধঃপাতে জনানাং কারণং পরং।
তাবেবেশাশ্রয়াবাস্তাং মুক্ত্যৈ গোপীসুরদ্বিষাং॥ ২৬ ॥
সুধামিবাহিদংষ্ট্রাভ্যাং চৌরাভ্যামিব সদ্ধনং।
মোক্ষং তে স্মররোষাভ্যামলভন্তমহাদ্ভুতং॥ ২৭ ॥
যদ্বা কিমদ্ভুতং মুক্তৌ কারণং হি হরিস্মৃতিঃ।
প্রধানং সাস্মরদ্বেষান্ভর্ত্তুর্বাস্ত্ববিকারিণঃ॥ ২৮ ॥

হে দ্বিজগণ! এই প্রকারে হরিসংক্রান্ত ক্রোধ দ্বারাও দৈত্যরাজ মুক্তি লাভ করিয়াছেন। দেখ, কাম বশতঃ গোপী-গণেরও মুক্তি ঘটিয়াছে, যেহেতু সেই হরির চরিত্র অত্যন্ত বিচিত্র॥ ২৫ ॥

কাম এবং ক্রোধ মনুষ্যগণের অধোগতির প্রধান কারণ জানিবেন, কিন্তু সেই কাম এবং ক্রোধ হরিসংক্রান্ত হইয়া নিশ্চয়ই গোপীগণ ও দেবহিংসাকারি অসুরদিগের মোক্ষের কারণ হইয়াছিল॥ ২৬ ॥

যেরূপ সর্পের দুইটী দন্ত হইতে অমৃত লাভ এবং দুইটী তস্করের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট ধন লাভ হয়, সেইরূপ অসুরগণ কাম এবং ক্রোধ হইতে মোক্ষ লাভ করিয়াছিল, ইহাই পরম আশ্চর্য্য॥ ২৭ ॥

অথবা মুক্তিবিষয়ে কি আর আশ্চর্য্য, সেই হরিস্মরণই মুক্তির প্রধান কারণ জানিবেন, কিন্তু সেই স্মৃতি অবিকারী ভর্ত্তা হরির প্রতি কামহেতুকই হউক অথবা দ্বেষহেতুকই হউক উহা মুক্তির প্রতি কারণ হইয়া থাকে॥ ২৮ ॥

দ্বিষন্নপ্যৌষধং পীত্বা রোগী যদ্বৎ সুখী ভবেৎ।
কথমপ্যব্যয়ং স্মৃত্বা সংসারী মুচ্যতে তথা॥ ২৯॥
নিধিস্থানং খনন্ দ্বেষান্মৃদর্থং বাপ্নুয়ান্নিধিং।
অন্তঃ কামাচ্চ রোষাচ্চ স্মৃত্বেশং মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ॥ ৩০॥
রুষ্টেন বা প্রমত্তেন ক্ষিপ্তোঽগ্নিঃ কক্ষমাদহেৎ।
কথমপ্যর্পিতো বিষ্ণুর্হৃদেবং সর্ব্বকিল্বিষং॥ ৩১॥
যথাজ্ঞো বজ্রকায়ঃ স্যাদ্বধার্থ্যপি সুধাং পিবন্।
এবঞ্চাশুদ্ধভাবোঽপি মুচ্যতৈব হরিং স্মরন্॥ ৩২॥
বস্তুস্বভাব এবৈষ যন্মোক্ষায় হরিস্মৃতিঃ।

যেরূপ রোগী দ্বেষ প্রকাশ করিয়াও ঔষধসেবন করিয়া সুখী হইয়া থাকে, সেইরূপ সংসারী ব্যক্তি কোন প্রকারে অবিনাশি হরিকে স্মরণ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে॥২৯

যেরূপ দ্বেষহেতু কোন ব্যক্তি মৃত্তিকার জন্য নিধিস্থান খনন করিতে গিয়া শেষে তাহা হইতে নিধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মূঢ় ব্যক্তিও কাম ও ক্রোধ বশতঃ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারে॥ ৩০॥

কুপিত অথবা মত্ত হইয়া তৃণমধ্যে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে, সেই নিক্ষিপ্ত অগ্নি যেমন তাহাকে দগ্ধ করে, সেইরূপ কোন প্রকারে যদি হৃদয়ে হরিকে সমর্পণ করা যায়, তাহা হইলেও সেইরূপে সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া থাকে॥ ৩১॥

যেরূপ মূঢ় বিনাশ করিতে অভিলাষী হইয়া অমৃত পান করিয়া বজ্রদেহ হইয়া থাকে, সেইরূপ অশুদ্ধভাবেও হরিকে স্মরণ করিলে নিশ্চয় মুক্তি লাভ করিতে পারে॥ ৩২॥

যেরূপ সূর্য্য অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন এবং

পুষেব ধ্বান্তনাশায় শীতনাশায় চানলঃ ॥ ৩৩ ॥
তথা লীলাধৃতবপুঃ সর্ব্বেশো ভক্তবৎসলঃ।
নিয়মোক্ষয়তি দ্বেষ্টৄন্ ভক্তাংস্ত্বিষ্টবরং দদৎ ॥ ৩৪ ॥
অদ্বৈতযোগাদপি চ ভক্তিযোগঃ প্রশস্যতে।
ঘোরেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তান্ পাতি হ্যজঃ স্বয়ং ॥ ৩৫
ঈদৃশং করুণাসিন্ধুং সর্ব্বথাশ্রিতরক্ষকং।
নাশ্রয়েৎ কোঽত্র সংসারী পাপমাত্মদ্রুহং বিনা ॥ ৩৬ ॥
জনস্তাবদয়ং দুঃস্থঃ সদা তাপত্রয়ার্দ্দিতঃ।
নচাস্যচ্ছরণং যেন নির্ভয়ো নাব্যয়ং ভজেৎ ॥ ৩৭ ॥

যেরূপ অগ্নি শীত নিবারণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইহাই বস্তুর স্বভাব যে, হরিস্মরণে মোক্ষ লাভ হইবে ॥ ৩৩ ॥

সেইরূপ ভক্তবৎসল পরমেশ্বর হরি স্বীয় লীলা বশতঃ শরীর ধারণ করিয়া দ্বেষকারি বিপক্ষদিগকে নিধন এবং ভক্তদিগকে অভীষ্ট বর দান পূর্ব্বক মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

অদ্বৈত ব্রহ্মসম্বাদ হইতেও ভক্তিযোগ অধিকতর প্রশস্ত, যেহেতু নারায়ণ ঘোরতর মোক্ষবিঘ্ন সকল হইতে স্বয়ং ভক্তদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

এই সংসারে আত্মঘাতী পাপিষ্ঠলোক ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে এই প্রকার শরণাগত প্রতিপালক, দয়ার সাগর হরিকে অবলম্বন না করে! ॥ ৩৬ ॥

বিশেষতঃ এই সংসারিক ব্যক্তি সর্ব্বদাই দুঃখাকুল এবং নিয়তই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপ দ্বারা পীড়িত হইয়া আছে, যে ব্যক্তি নির্ভীক হইয়া অবিনাশি হরির আশ্রয় গ্রহণ

বহুযোজনসাহস্রং সর্ব্বদার্কঃ ক্ষণাদ্ ব্রজন্।
তদ্বেগাৎ ক্ষপয়ত্যায়ুর্জনানাং সুস্থিতিঃ কথং ॥ ৩৮ ॥
আর্ত্তে প্রমত্তে সুপ্তে বা ক্ষীণে বা নিষ্ক্রিয়ে জনে।
ক্ষণং বিলম্বতে নৈষ হ্রাসয়ন্নায়ুরুষ্ণগুঃ ॥ ৩৯ ॥
ভ্রাম্যমাণঃ সদা জীবঃ কালচক্রেণ বেগিনা।
স্পৃশন্ যোনিসহস্রাণি দ্বিপাত্ত্বে কশ্চিরং বসেৎ ॥ ৪০ ॥
কিঞ্চাদ্যশ্বঃ পরশ্বো বা মৃত্যুর্নেতি বিদুঃ প্রজাঃ।
ধ্রুবাশ্চ নারকাঃ ক্লেশাঃ কথং স্বাস্থ্যমহো বত ॥ ৪১ ॥

না করে, তাহার পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই॥ ৩৭ ॥

দেখ, এই দিবাকর নিয়ত ক্ষণকালের মধ্যে বহু সহস্র-যোজন পরিভ্রমণ করিয়া তাহার বেগে আয়ু ক্ষয় করিতেছেন, অতএব মনুষ্যগণের কি প্রকারে সুখ হইতে পারে ॥ ৩৮ ॥

মনুষ্য যদি পীড়িত, উন্মত্ত, নিদ্রিত, দৈন্যাদি দ্বারা ক্ষীণাঙ্গ অথবা নিস্পন্দ হয়, তথাপি দিবাকর তাহাদের পরমায়ু ক্ষয় করিতে ক্ষণকালের জন্যও বিলম্ব করেন না॥৩৯

দেখ, জীব সর্ব্বদাই প্রবল কালচক্র দ্বারা ঘুরিতেছে এবং সহস্র সহস্র উত্তমাধম যোনি প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং কোন্ জীব মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল বাস করিতে পারে ॥ ৪০ ॥

দ্বিতীয়তঃ অদ্য হউক, কল্য হউক অথবা পরশ্ব হউক, মৃত্যু যে হইবেই হইবে, ইহা জীবগণ জানে না। নরকের যন্ত্রণা সকল অবধারিত রহিয়াছে, অতএব হায়! জীবের স্বাস্থ্য কোথায়! ॥ ৪১ ॥

তস্মাদযাবজ্জনো জীবেত্তাবদাশ্বাশু কেশবং।
অর্চ্চয়েৎ ক্লেশসঞ্জঘ্নং দিবারাত্রৌ চলা স্থিতিঃ॥ ৪২॥
অনন্তযোনিং ব্রজতঃ কর্ম্মভূমৌ মনুষ্যতা।
ভবেৎ কদাচিজ্জীবস্য লব্ধা তাং কো বৃথা বসেৎ॥ ৪৩॥
অহো বিভেমি তান্ স্মৃত্বা যেহত্র লব্ধাপি বিপ্রতাং।
সুদুর্ল্লভাং সাহসিকা রমন্তেহনাদরাদ্বৃথা॥ ৪৪॥
ব্যাধিব্যাঘ্রে ভবারণ্যে মৃত্যুসিংহভয়ে বিনা।
রক্ষান্বেষং ন বৈ কস্য কঃ ক্রীড়াবসরো দ্বিজাঃ॥ ৪৫॥

অতএব জীব যতকাল বাঁচিবে, তত কাল কি দিবসে, কি রজনীতে সর্ব্বক্লেশভঞ্জন মধুসূদনের শীঘ্র শীঘ্র অর্চ্চনা করিবে, যেহেতু থাকিবার স্থিরতা নাই॥ ৪২॥

এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জীব অনন্তযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে কখন একবার অতিকষ্টে মনুষ্য জন্ম লাভ হইতে পারে, সেই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৃথা বসিয়া থাকে॥ ৪৩॥

হায়! যে সকল ব্যক্তিগণ এই জগতে অতিদুর্ল্লভ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ করিয়া বিপ্রত্বের অনাদর করত সাহস পূর্ব্বক বৃথা রমণ করে, আমি তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া ভয় পাইতেছি॥ ৪৪॥

হে বিপ্রগণ! এই সংসাররূপ কাননে ব্যাধি সকল ব্যাঘ্রের ন্যায় এবং মৃত্যু সিংহের ন্যায় ভয় দেখাইতেছে, ইহাতে নিজের রক্ষার অন্বেষণ ব্যতীত কিরূপে ক্রীড়া করিবার অবসর পাওয়া যাইবে॥ ৪৫॥

নিবসন্ বহুকোটরে পুমান্
বিষমৈর্ব্যাধিমহাহিভিঃ সহ।
তন্নুবেশ্মনি নির্ভয়ঃ কথং
রমতেঽনাশ্রিততার্ক্ষ্যবাহনঃ ॥ ৪৬ ॥
তদ্ভূরি বিঘ্নমতিদুর্লভমায়ুরত্র
লব্ধ্বা জনোঽমৃতমিবামৃততাং ভজেত।
বুদ্ধ্যানুভূয় বিভুভাবনয়া চ নৈত-
ন্নিদ্রাদিরুক্ স্মরমদাদিশুনাং বিভোজ্যং ॥ ৪৭ ॥
যা ত্বরা সুররূপেণ রাহোঃ প্রপিবতঃ সুধাং।
বিপ্রাঃ শঙ্কিতবিঘ্নানাং সাস্তু বো ভজতাং হরিং ॥ ৪৮ ॥

এই শরীররূপ গৃহের অনেক (নয়টী) ছিদ্র আছে, ইহাতে ভীষণ ব্যাধিরূপ মহাভুজঙ্গগণ অবস্থান করিতেছে। জীব এই সকল সর্পের সহিত, এই ছিদ্রযুক্ত দেহভবনে বাস করিয়া থাকে, কিন্তু যদি গরুড়বাহন নারায়ণকে অবলম্বন করা না যায়, তাহা হইলে সেই জীব কিরূপে নির্ভয়ে বিহার করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৪৬ ॥

অতএব এই জগতে বহু বিঘ্নসঙ্কুল পরম দুর্লভ পরমায়ু লাভ করিয়া সাংসারিক জীবগণ বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করত হরির ধ্যানযোগে অমৃতের ন্যায় অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিবে কিন্তু নিদ্রাদি রোগ এবং কাম, ক্রোধ, মদ প্রভৃতি কুক্কুরদিগের ভোগ্য কখন লাভ করে না ॥ ৪৭ ॥

হে বিপ্রগণ! দেবরূপধারি রাহুর অমৃত পানকালে যেরূপ ত্বরা হইয়াছিল, বিঘ্ন আশঙ্কা করিয়া হরি ভজনা করিতে সমুদ্যত, আপনাদিগের সেই ত্বরা উপস্থিত হউক ॥ ৪৮

মনসা সংস্মরেদ্বিষ্ণুং দোর্ভ্যাং কুর্য্যাত্তদর্চ্চনং।
শ্রোত্রাভ্যাং তৎকথাঃ শৃণ্বন্ বচোভিস্তদ্যশো গৃণন্ ॥৪৯॥
নেত্রাভ্যাং তৎপ্রিয়ান্ পশ্যন্ পদ্ভ্যাং তৎক্ষেত্রমাব্রজন্।
ইত্থং ভজেৎ সদা ধীমান্ সর্ব্বতঃ সর্ব্বতো মুখং ॥ ৫০ ॥
যাহন্যহানি গতানীশস্মৃত্যা তত্র স জীবতি।
পুংসস্ততোঽন্যথা যানি তত্রাপূর্ব্বশ্বসচ্ছবঃ ॥ ৫১ ॥
মশকা মক্ষিকাঃ কাকা জীবন্ত্যন্যেঽপি কোটিশঃ।
ভুক্তিমেহনকামাঢ্যাস্তথৈবাবৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ৫২ ॥

মনোদ্বারা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, দুই হস্ত দিয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে, দুই কর্ণ দ্বারা হরিকথা সকল শ্রবণ করিবে, বাক্য দ্বারা তাঁহার যশোগান করিবে ॥ ৪৯ ॥

দুই নেত্র দ্বারা হরিভক্তদিগকে দর্শন করিবে, দুই চরণ দ্বারা মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি হরির পুণ্যক্ষেত্রে গমন করিবে, এইরূপে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বব্যাপি নারায়ণের সর্ব্বদা আরাধনা করিবে ॥ ৫০ ॥

এই জগতে যে পুরুষের হরিস্মরণ দ্বারা যে সকল দিবস অতীত হইয়াছে, সেই সকল দিবসে সেই পুরুষই জীবিত আছে জানিবেন এবং যে মনুষ্যের হরিস্মরণ ব্যতীত অন্য কার্য্য করিয়া দিবস সকল গত হইয়াছে, সেই সকল দিবসে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেও তাহাকে অপূর্ব্ব শব বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ॥ ৫১ ॥

যেরূপ ভোজন, মৈথুন ও কামপূর্ণ হইয়া মশক, মক্ষিকা, কাক এবং অন্যান্য কোটি কোটি জীবগণ জীবন ধারণ করিয়া আছে, সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুপরায়ণ নহে, তাহারাও মশক মক্ষিকাদির ন্যায় কেবল বাঁচিয়া রহিয়াছে ॥ ৫২ ॥

সংস্মৃত্য যোজনশতান্তরিতোঽপি মর্ত্যঃ
সদ্যো জহাত্যঘচয়ানিতি সা হ্যনদ্যাঃ।
কীর্ত্তিস্ত্রয়ী বিশদিতা বত সা যদঙ্ঘ্রি-
স্পর্শাত্তমীশমনিশং স্মরতোরুগাথং॥ ৫৩॥
যো গায়তীশমনিশং ভুবি ভক্ত উচ্চৈঃ
স দ্রাক্ সমস্তজনপাপভিদেঽলমেকঃ।
দীপেষ্বসৎস্বপি নমু প্রতিগেহমন্ত-
র্ধ্বান্তং কিমত্র বিলসত্যখিলে হ্যনাথে॥ ৫৪॥
স দর্শনস্পর্শনপূজনৈঃ কৃতী
তমাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেব বৈষ্ণবঃ।

দেখুন মর্ত্ত্য শতযোজন অন্তরে থাকিয়াও যাঁহার নাম স্মরণ করত তৎক্ষণাৎ পাপ সমুদায় পরিত্যাগ করে, এই যে গঙ্গার বেদত্রয় প্রতিপাদিত পবিত্র কীর্ত্তি আছে, সেই কীর্ত্তি যাহার চরণস্পর্শহেতুক হইয়াছে, আপনারা নিরন্তর সেই উরুগায় নারায়ণকে নিরন্তর স্মরণ করুন॥ ৫৩॥

জগতে যে ভক্ত উচ্চরবে অবিরত নারায়ণের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনি একাকী হইলেও তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে সমস্ত দুরিতজাল ছেদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। দেখুন, এই সংসারে নির্ম্মল দিবাকর প্রকাশিত হইলে অথচ যদি দীপমালা না থাকে, তথাপিও কি প্রত্যেক গৃহের মধ্যস্থিত অন্ধকার থাকিতে পারে?॥ ৫৪॥

যেরূপ প্রদীপ কেবল নিতান্ত পরের হিতের জন্য বিরাজ করে, যেরূপ প্রদীপের স্বার্থই পরের হিত কামনা

ধুন্বন্ বসত্যত্র জনস্য যদ্বৎ
স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ ॥ ৫৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদ-চরিতং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৭ ॥ * ॥

করা, সেইরূপ বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি দর্শন, স্পর্শন ও পূজা দ্বারা বিষ্ণুপ্রতিমার ন্যায় শীঘ্র তমোরাশি দলন করিয়া এই জগতে বাস করিয়া থাকেন, পরের অজ্ঞান নাশ করাই বৈষ্ণবের স্বার্থ জানিবেন ॥ ৫৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে প্রহ্লাদচরিতে সপ্তদশ অধ্যায় ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ শৌনকমুখ্যাস্তে বিবুধর্ষিং মহর্ষয়ঃ।
হর্ষাদ্ভূয়ঃ প্রণম্যোচুঃ পুণ্যশ্রবণলালসাঃ॥ ১॥
শ্রীশৌনকাদয় ঊচুঃ॥
সর্ব্বং রুচিকরং বস্তু তর্পয়ত্যেব সেবকং।
ইদং ত্বীশযশো ভূয়স্তর্পয়ত্যেব হর্ষবৎ॥ ২॥
ভবতা কথ্যমানেঽস্মিন্নানন্দাব্ধৌ স্থিতা বয়ং।
কথাবসানেঽম্বাশঙ্ক্য বিভীমো বিরতিং প্রতি॥ ৩॥

অনন্তর শৌনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ পবিত্র হরিকথা শ্রবণে নিতান্ত উৎসুক হইয়া আনন্দভরে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া দেবর্ষি নারদকে বলিতে লাগিলেন॥ ১॥

শৌনকাদি ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন, সমস্ত রুচিজনক বস্তু নিশ্চয়ই সেই বস্তুর সেবককে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে, কিন্তু হরির এই যশ আনন্দের ন্যায় বারম্বার কেবল ঔৎসুক্য দানে মুগ্ধ করিতেছে, ফলতঃ হরিগুণ শ্রবণ করিতে আমাদের লালসা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে॥ ২॥

আপনি এই যে আনন্দসাগরের কথা বলিতেছিলেন, আমরা তাহার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু কথার অবসানে আনন্দের নিবৃত্তি হইবে আশঙ্কা করিয়া ভীত হইতেছি॥ ৩॥

অশ্বত্থস্য তুলস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং সূচিতং পুরা।
ত্বয়ৈব তদ্বদ স্বামিন্ ভূয়ো ভাগবতীঃ কথাঃ ॥ ৪ ॥
স্বাপেক্ষ্যং তদ্বচঃ শ্রুত্বা সুরর্ষিরতিনির্বৃতঃ।
স্বয়ং বিভেতি হ্যাশঙ্ক্য শ্রোতৃতৃপ্তিং হরিপ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥
স তানাহাথ যাবদ্বঃ শুশ্রূষাত্র প্রবর্ত্ততে।
স্বামিপ্রসাদস্তাবন্মে বর্দ্ধতে নূনমিষ্টদঃ ॥ ৬ ॥
বিবক্ষুন্ শ্রোতুকামাংশ্চ বিষ্বক্সেনযশঃ শুভং।
অন্বেষ্টুমেব ত্রৈলোক্যং সততং পর্য্যটাম্যহং ॥ ৭ ॥
দ্বিজাঃ সর্ব্বেঽপ্যতোভ্রাজন্মঞ্জুকেশিকথামৃতং।

পূর্ব্বে আপনি অশ্বত্থ এবং তুলসীর মাহাত্ম্য সূচনা করিয়াছিলেন, অতএব প্রভো! পুনর্ব্বার হরিসংক্রান্ত কথা সকল বর্ণনা করুন ॥ ৪ ॥

দেবর্ষি নারদ সেই বাক্য আপনার সাপেক্ষ শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন, অবশেষে হরিভক্ত নারদ শ্রোতৃগণের তৃপ্তি হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া স্বয়ং ভয়ও প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫ ॥

অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, যে পর্য্যন্ত আপনাদের এই বিষয়ে শ্রবণ বাসনা প্রবৃত্ত থাকিবে, তাবৎকাল নিশ্চয়ই আমার স্বামির অভীষ্টপ্রদ অনুগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ॥ ৬ ॥

আমি শ্রোতৃগণের অভীষ্টবিষয় বলিতে ইচ্ছা করিয়া নারায়ণের শুভ যশ অন্বেষণ করিবার নিমিত্তই সর্ব্বদা ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥

অতএব হে দ্বিজগণ! আসুন আমরা অবিরত হরিকথা-

পিবামো নারতং ক্লান্তং স্ম জীবামো বৃথা ক্ষণং ॥ ৮ ॥
যাবৎ স্মরামো বিশ্বেশং বয়ং বিপ্রাঃ কথাচ্ছলাৎ।
তাবদ্ধন্যাঃ স্ম জীবেষু নান্যদা কিং বিরম্যতে ॥ ৯ ॥
অশ্বত্থস্য তুলস্যাশ্চ বৈষ্ণবানাঞ্চ সর্ব্ববিৎ।
মহর্ষিঃ প্রাহ মাহাত্ম্যং মুনিভ্যোর্বাঙ্মৃকণ্ডুজঃ ॥ ১০ ॥
পুরা বসিষ্ঠমুখ্যানামৃষীণামভবৎ সদঃ।
গঙ্গায়াঃ পুলিনে শ্রেয়ো নৃণাং জিজ্ঞাসতাং সতাং ॥ ১১ ॥
কিং শ্রেয়ঃ কিং প্রিয়ং বিষ্ণোঃ সফলং কোঽত্র জীবতি।
কোঽর্চ্চিতঃ সর্ব্বদোষঘ্ন ইতি বাদাস্তদা ভবন্ ॥ ১২ ॥

মৃত পান করি, যেন ক্লেশ পাইয়া বৃথা ক্ষণকালের জন্যও জীবন ধারণ করিতে না হয় ॥ ৮ ॥

হে বিপ্রগণ! যাবৎকাল আমরা কথার ছলে নারায়ণকে স্মরণ করিব, তাবৎকাল আমরা জীবগণের মধ্যে ধন্য জানিবেন। অন্য সময়ে আমরা কিছুতেই ধন্য নহি, অতএব কেন আমরা বিরত হইব ॥ ৯ ॥

সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি মার্কণ্ডেয় পশ্চাৎ অশ্বত্থ, তুলসী এবং বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য মুনিদিগকে বলিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

পুরাকালে গঙ্গার পুলিনে বসিষ্ঠ প্রভৃতি প্রধান মুনি-গণের এবং জিজ্ঞাসু সাধু মনুষ্যদিগের এক শুভ সভা হইয়া-ছিল ॥ ১১ ॥

সেই সভায় মঙ্গল কি, বিষ্ণুর প্রিয় কি, কোন্ ব্যক্তি এই জগতে সফলভাবে জীবন ধারণ করিতেছে, কাহাকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বদোষ অপহৃত হইয়া থাকে, তৎকালে এইরূপ নানাবিধ বাদানুবাদ হইয়াছিল ॥ ১২ ॥

তাবন্মৃকণ্ডুজোঽভ্যায়াৎ সপ্তকল্পস্থিতো মুনিঃ।
সর্ব্বসংশয়ভিদ্ধৃষ্টৈস্তৈঃ পূজিত উপাবিশৎ॥ ১৩॥
তেষাং শুশ্রূষিতং জ্ঞাত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ সততো মুনিঃ।
আলোক্য পরিতোঽপশ্যদ্বসিষ্ঠাঙ্কে পরাশরং॥ ১৪॥
উপেতং সপ্তবর্ষীয়ং ধন্যং প্রকৃতিবৈষ্ণবং।
ক্ষণার্দ্ধমপি যচ্চিত্তং ন বিস্মরতি কেশবং॥ ১৫॥
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় সভাং বিস্মাপয়ন্মুনিঃ।
মুনীনাং বোধনার্থায় প্রণনাম পরাশরং॥ ১৬॥
শক্তিসূনুরথো ভীতং প্রীত্যাশুপ্রণতং মুনিং।

সেই সময়ে সপ্তকল্প পর্য্যন্ত মার্কণ্ডেয়মুনি আগমন করিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত সন্দেহ নিরস্ত করিতে পারেন। তখন বসিষ্ঠাদি ঋষিগণ তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি হৃষ্টচিত্তে আসনে উপবেশন করিলেন॥ ১৩॥

তৎপরে সেই সর্ব্বজ্ঞ মুনিবর মার্কণ্ডেয় তাঁহাদের শ্রবণযোগ্য বিষয় জানিতে পারিয়া চারিদিক্ অবলোকন করত শেষে বসিষ্ঠের ক্রোড়ে পরাশর মুনিকে দর্শন করিলেন॥১৪॥

পরাশরের বয়ঃক্রম তখন সাত বৎসর, তিনি প্রশংসনীয় এবং স্বভাবত বিষ্ণুপরায়ণ, ক্ষণার্দ্ধের জন্যও তাঁহার চিত্ত নারায়ণকে স্মরণ করিতে বিস্মৃত হইত না॥ ১৫॥

মুনিবর তাঁহাকে দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সভাস্থ সকল লোককে বিস্ময়ান্বিত করিয়া, মুনিদিগের প্রবোধের নিমিত্ত পরাশরকে প্রণাম করিলেন॥ ১৬॥

অনন্তর শক্তিপুত্র পরাশর ভীত হইলেন এবং প্রীতিবশতঃ আশু প্রণাম করিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে তুলিয়া

উত্থাপ্যাহ ন ভীঃ কার্য্যা বন্দ্যোঽসি বয়সাধিকঃ॥ ১৭ ॥
গণ্যতামায়ুরিত্যুক্তঃ স প্রাহাহো বিড়ম্বনা।
ক্ব মুনিঃ সপ্তকল্পায়ুঃ কাহং সপ্তাব্দিকঃ শিশুঃ॥ ১৮ ॥
মার্কণ্ডেয়োঽথ বিহসন্ প্রাহ মধ্যে তপস্বিনাং।
আয়ুষো গণনং নৈবং ব্রহ্মংস্তচ্ছৃণু তত্ত্বতঃ॥ ১৯ ॥
যাবন্তো হি ক্ষণা জাতা হরিস্মৃত্যৈব দেহিনাং।
একীকৃত্যৈব তানেব গণনং কার্য্যমায়ুষঃ॥ ২০ ॥
সর্ব্বং তুষং সমুদ্ধৃত্য ধান্যরাশির্হি মীয়তে।
ত্যক্ত্বা বন্ধ্যক্ষণানেবং বুধৈরায়ুশ্চ গণ্যতে॥ ২১ ॥

বলিলেন, কোন ভয় করিবার আবশ্যকতা নাই, আপনি অধিক বয়স্ক, সুতরাং আমাদের বন্দনীয় হইয়াছেন॥ ১৭ ॥

"পরমায়ু গণনা করুন" এই কথা বলিলে পরাশর বলিলেন, হায়! এ কি বিড়ম্বনা। সপ্তকল্পান্তজীবী এই মার্কণ্ডেয় মুনিই বা কোথায়? আর আমি সপ্তম বর্ষীয় শিশুই বা কোথায়?॥ ১৮ ॥

অনন্তর মার্কণ্ডেয়মুনি হাস্য করিয়া তপস্বিগণের মধ্যে বলিতে লাগিলেন, এইরূপে পরমায়ুর গণনা হইতে পারে না, অতএব হে ব্রহ্মন্! যথার্থরূপে শ্রবণ করুন॥ ১৯ ॥

দেহধারি জীবগণের হরিস্মরণ করিয়া যে সকল ক্ষণ অর্থাৎ একমুহূর্ত্তের দ্বাদশভাগ জন্মিয়াছে, সেই সমস্ত একত্র করিয়াই পরমায়ুর গণনা করিতে হইবে॥ ২০ ॥

দেখুন, সমস্ত তুষ উত্তোলন করিয়া (ঝাড়িয়া) লইয়াই তণ্ডুলরাশির পরিমাণ করিতে হয়, এইরূপে বন্ধ্য অর্থাৎ নিষ্ফল ক্ষণ সকল পরিত্যাগ করিয়াই পণ্ডিতেরা পরমায়ুর গণনা করিয়া থাকেন॥ ২১ ॥

এবং যো জীবতি চিরং স বন্দ্যো বয়সাধিকঃ।
তদায়ুষি বিভো তীবৎ ক্ষণার্দ্ধমপি নাফলং ॥ ২২ ॥
অস্মাকমলসানাস্তু মহত্যায়ুসি শোধিতে।
সফলং ভগবৎস্মৃত্যা ভবেন্নো বাব্দপঞ্চকং ॥ ২৩ ॥
যদায়ুঃ শ্রেয়সে তদ্ধি মানুষ্যং জীবিতং বিদুঃ।
মনুষ্যতান্যথা কস্মাদন্যপ্রাণিষ্বধর্ম্মিণঃ ॥ ২৪ ॥

ভোজন্ মেহন মৈথুন নিদ্রাঃ
ক্রোধন শোচন মোহন লীলাঃ।
জন্তুষু কেষু ন সন্তি ন বস্তু
শ্রীশপদার্চ্চনয়াধিক উক্তঃ ॥ ২৫ ॥

প্রভো! এইরূপে যে চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সেই ব্যক্তিই বন্দনীয়। আপনার পরমায়ুর মধ্যে ক্ষণার্দ্ধও বিফলে অতিবাহিত হয় নাই॥২২॥

কিন্তু আমরা এইরূপ অলস যে, আমাদের দীর্ঘায়ু পরিশোধিত হইলে হরিস্মরণ করিয়া পাঁচ বৎসরও সফল হইবে না ॥ ২৩ ॥

যে পরমায়ু মঙ্গলসাধন করিতে পারে, নিশ্চয়ই সেই আয়ু মনুষ্যদিগের জীবন বলিয়া গণ্য। নতুবা কিরূপে অন্য জীবের সহিত অধার্ম্মিক মনুষ্যের প্রভেদ হইবে, তাহার নিদ্রাদি অংশে পশুদিগের সহিত মনুষ্যের পার্থক্য নাই॥২৪

সমস্ত জন্তুদিগেরই আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, ক্রোধ, শোক, মোহ ইত্যাদি লীলা হইয়া থাকে, সকল জীবেরই এইরূপ সধর্ম্ম, কেবল নারায়ণের পাদপদ্ম আরাধনা করিয়াই মনুষ্য অন্যান্য জীব অপেক্ষা উৎকর্ষ প্রাপ্ত বলিয়া কথিত॥২৫

সমস্ত শ্রেয়সাং মূলং হিত্বোরুক্রমসেবনং।
বর্ত্তমানং নরং বক্তুং জীবতীতি ন শক্নুমঃ॥ ২৬॥
দারু কিং ন চলত্যঙ্গৈঃ কিং ন শ্বসিতি ভস্ত্রিকা।
কিং স্বিদ্বীণা ন বদতি সজীবত্বং ন তাবতা॥ ২৭॥
বালো ভাগবতঃ শ্রেষ্ঠো বৃথোচ্চৈশ্চিরজীব্যপি।
নেতরোঽভ্যেতি তুলসীং সুমহানপি বৃক্ষকঃ॥ ২৮॥
পারিজাতস্রজং হিত্বা যাং বিভর্ত্তি মুদা হরিঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া সা তুলসী কথং বীরুৎসু গণ্যতে॥ ২৯॥
শ্রূয়তাঞ্চ পুরাবৃত্তং তুলসীগৌরবাশ্রয়ং।
কর্ষকোঽভূদ্দ্বিজঃ কশ্চিন্মূর্খোঽনাদৃতসংক্রিয়ঃ॥ ৩০॥

নারায়ণের পদসেবাই সমস্ত মঙ্গলের মূল, ইহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন বর্ত্তমান মনুষ্যকে "বাঁচিয়া আছে" এই কথা বলিতে আমরা সক্ষম নহি॥ ২৬॥

কাষ্ঠ কি অঙ্গচালনা করে না? ভস্ত্রা (চর্ম্মপ্রসেবিকা অর্থাৎ কামারের হাপর) কি নিশ্বাস পরিত্যাগ করে না? এবং বীণা কি সুমধুর স্বর বলে না? কিন্তু তাহাতেও সজীবত্ব সপ্রমাণ হয় না॥ ২৭॥

ভগবদ্ভক্ত বালক হইলেও শ্রেষ্ঠ এবং দীর্ঘজীবী বৃদ্ধের জীবনও বিফল, দেখুন, অন্য অতিবিশাল বৃক্ষও তুলসীবৃক্ষের নিকটে আসিতে পারে না॥ ২৮॥

হরি পারিজাতপুষ্পের মালা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে সহর্ষে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই হরিপ্রিয়া তুলসী কিরূপে সামান্য লতা সকলের মধ্যে গণ্য হইবেন?॥ ২৯॥

তুলসীর গৌরব এবং উৎকর্ষসংক্রান্ত এক পুরাবৃত্ত

স কদাচিৎ পলালার্থী ভক্তপর্য্যুসিতাশনঃ।
দাত্রং রজ্জুং সমাদায় বিনির্যাতঃ স্বমন্দিরাৎ ॥ ৩১ ॥
প্রাতর্গত্বাটবীং ভূরি যবসংহৃর্জ্জয়দ্বলী।
ভ্রমন্নথ স শাকার্থী দদর্শ তুলসীবনং ॥ ৩২ ॥
পুণ্যং হিরণ্মণিশ্যামং কোমলত্বান্মনোরমং।
সোঽচিন্তয়ৎ সস্পৃহোঽথ যদি ভক্ষ্যা ভবেদিয়ং ॥ ৩৩ ॥
নৃণাং গবাং বা তুলসী তর্হি ধন্যো হরাম্যহং।
তথাপ্যল্পাং গৃহীত্বেমাং দাস্যাম্যদ্য তদর্থিনে ॥ ৩৪ ॥

(ইতিহাস) শ্রবণ করুন। পুরাকালে কোন এক মূর্খ ব্রাহ্মণ কৃষিকার্য্য করিত, সেই ব্রাহ্মণ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিত না ॥ ৩০ ॥

একদা সেই ব্রাহ্মণ পলাল অর্থাৎ তৃণের জন্য পর্য্যুষিত (বাসী) খাদ্য ভক্ষণ করিয়া দাত্র এবং রজ্জু লইয়া নিজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রভাতকালে বনে গিয়া যথেষ্ট তৃণ (ঘাস) উপার্জ্জন করিয়াছিল। অনন্তর শাকপ্রার্থী হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তুলসীবন দেখিতে পাইল ॥ ৩২ ॥

সেই তুলসীবন পরম পবিত্র, মরকতমণির ন্যায় শ্যামল এবং কোমলতা বশতঃ অতীব মনোহর। অনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি লোভ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

যদি এই তুলসী মনুষ্য এবং গোসমূহের খাদ্য হয়, তাহা হইলে আমি ধন্য হই এবং তুলসী আহরণ করি। যাহা হউক আমি অল্প পরিমাণে এই তুলসী গ্রহণ করিয়া তুলসী-

অস্মৎপার্শ্বগৃহস্থায় কিমর্থন্বা স দীচ্ছতি।
অথাস্মিন্নন্তরে তস্য দৈবাৎ পূর্ণায়ুষোঽন্তিকং॥ ৩৫॥
আগম্য সর্পমিত্যূচুরদৃশ্যা যমকিঙ্করাঃ।
দংশৈনমাশু কৃষ্ণাহে ত্বদেবাগেমোঽয়ং দ্বিজাধমঃ॥ ৩৬॥
ন স্পৃশেত্তুলসীং যাবদসাধ্যোঽতঃ পরং হি নঃ।
ইত্যাশু বোধিতং সর্পমায়ান্তং সোঽবিদন্নপি॥ ৩৭॥
জগ্রাহ তুলসীং পূর্ব্বং মনাগ্দৈববশাদ্দ্বিজঃ।
ততঃ কুতশ্চিদাগত্য বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনং॥ ৩৮॥
অদৃশ্যমেব তং যান্তং সর্ব্বতো রক্ষদন্বগাৎ।

প্রার্থী পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থকে অদ্য প্রদান করিব। সেই গৃহস্থই বা কি অর্থ দিতে ইচ্ছা করে। অনন্তর এই অবসরে দৈব বশতঃ তাহার পরমায়ু পরিপূর্ণ (শেষ) হইয়াছিল॥ ৩৪॥৩৫॥

যমদূতগণ অদৃশ্যভাবে তাহার নিকটে আসিয়া কোন সর্পকে বলিয়াছিল, হে কৃষ্ণসর্প! তুমি ইহাকে আশু দংশন কর, এই অধম ব্রাহ্মণ তোমারই উপযুক্ত॥ ৩৬॥

যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ তুলসীস্পর্শ না করে, তাহার মধ্যে ইহাকে দংশন কর। তাহার পর (অর্থাৎ তুলসীস্পর্শ করিলে) নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ আমাদের অসাধ্য হইবে, এই-রূপে যমকিঙ্করগণ আশু সর্পকে বলিলে সর্প আসিতে লাগিল, অথচ ব্রাহ্মণ তাহা জানিতে পারিল না॥ ৩৭॥

সেই ব্রাহ্মণ তাহা না জানিয়াও দৈববশতঃ পূর্ব্বে অল্প পরিমাণে তুলসী গ্রহণ করিল, তৎপরে কোন এক অলক্ষ্য স্থান হইতে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র উপস্থিত হইল॥ ৩৮॥

বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র অদৃশ্যভাবে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া

অথাগ্রহিঃ পুরা গত্বা তৃণভারোহন্তরেহবিশৎ ॥ ৩৯ ॥
হন্তুং তং তুলসীত্যাগে যাম্যাশ্চারাস্তমন্বয়ুঃ।
তৃণভারং দৃঢ়ং বদ্ধা ততো জিগমিষুর্বনাৎ ॥ ৪০ ॥
দ্বিজোহপ্যজ্ঞাত তদ্বৃত্তঃ পলালং সাহিমুদ্বহন্।
গৃহগাগাজ্জ্বলচ্চক্রভীতৈর্দূরাদ্বৃতো ভটৈঃ ॥ ৪১ ॥
তদাশ্চর্য্যমথো দৃষ্ট্বা গৃহদ্বারে স দিব্যদৃক্।
কৃষ্ণার্চ্চকো যদর্থং সা তুলসী বিস্মিতোহভবৎ ॥ ৪২ ॥
কৌতুকাৎ পৃচ্ছতে তস্মৈ প্রণম্যাথ যমানুগাঃ।

ব্রাহ্মণ যখন চলিতেছিল, তখন তাহার অনুগমন করিয়াছিল। অনন্তর সেই কৃষ্ণসর্প শীঘ্র অগ্রে গমন করিয়া তৃণরাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিল ॥ ৩৯ ॥

তুলসী পরিত্যাগ করিলেই ইহাকে বধ করিতে হইবে, তাহার জন্য যমদূত সকল ব্রাহ্মণের অনুগমন করিতে লাগিল, তৎপরে ব্রাহ্মণ দৃঢ়ভাবে তৃণরাশি বন্ধন করিয়া বন হইতে গমন করিতে উদ্যত হইল ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণ এই সকল বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারে নাই, তথাপি সর্পের সহিত তৃণরাশি বন্ধন করিয়া গৃহে আগমন করিল। তখন যমকিঙ্কর সকল প্রজ্বলিত সুদর্শনচক্রের নিকট ভীত হইয়া, দূর হইতে ব্রাহ্মণকে বেষ্টন করিয়াছিল ॥ ৪১ ॥

অনন্তর একজন কৃষ্ণপূজক দিব্যদৃষ্টি ব্রাহ্মণ গৃহ দ্বারে সেই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিলেন। হরিপূজার নিমিত্ত যে তুলসী আহরণ করা হইয়াছিল, সেই তুলসী সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৪২ ॥

তৎপরে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যখন জিজ্ঞাসা

আগতং তস্য চক্রেণ রক্ষাঞ্চোচুঃ স্ম কারণং ॥ ৪৩ ॥
ত্যক্তভারং ততো বিপ্রং ত্যজন্তং তুলসীমপি।
সর্পদষ্টং মৃতং পশ্চান্নয়ামো যমমন্দিরং ॥ ৪৪ ॥
ততোঽস্য দয়য়া বিপ্রো রক্ষোপায়মচিন্তয়ৎ।
অজ্ঞানীবাথ স মুনিঃ প্রিয়ং প্রাহান্তকানুগান্ ॥ ৪৫ ॥
ভো ব্রুতাস্য মহাত্মনো রক্ষোপায়ং কৃপালবঃ।
নহ্যেনং তুলসীত্যাগে চক্রং রক্ষেদ্দ্বিজং ধ্রুবং ॥ ৪৬ ॥
উক্তং ভবদ্ভিরস্মদ্ভৈর্দ্রুহৃংপ্রীত্যাস্য ত্বহের্ভয়ং।
মদর্থানীততুলসী রক্ষতৈনং নতোঽস্মি বঃ ॥ ৪৭ ॥

করিলেন, তখন যমদূতগণ প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণের আগমন এবং সুদর্শনচক্র দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা, এই বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর ব্রাহ্মণ মস্তকের ভার নামাইলে এবং তুলসীকেও পরিত্যাগ করিলে, ইহাকে সর্প দংশন করিবে, ব্রাহ্মণ পঞ্চত্ব পাইবে, পশ্চাৎ আমরা যমালয়ে লইয়া যাইব ॥ ৪৪ ॥

তৎপরে ব্রাহ্মণ করুণা করিয়া ইহার রক্ষার উপায় চিন্তা করিলেন। অনন্তর সেই মুনি যেন অজ্ঞানীর ন্যায় প্রিয়বচনে যমদূতদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

হে দূতগণ! তোমরা সদয় হইয়া এই মহাত্মার রক্ষার উপায় নির্দ্দেশ কর। তুলসী ত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই সুদর্শনচক্র এই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৪৬ ॥

আপনারা সহোদয়, আমার প্রতি প্রীতি করিয়া আপনারা বলিয়াছেন, এই ব্রাহ্মণের সর্প হইতে ভয় হইবে, এ ব্যক্তি আমার নিমিত্ত তুলসী আনয়ন করিয়াছে, ইহাকে রক্ষা করুন

অথোচুঃ প্রেতরাড়্ দূতাঃ কিমস্মদ্দয়য়া বিভো।
ত্বদ্গৌরবাৎ পলায়ামো বয়ং কালস্য কিঙ্করাঃ ॥ ৪৮ ॥
ইতোঽর্দ্ধযামাৎ প্রাগস্য পূর্ণমায়ুর্মৃতিস্ত্বহেঃ।
ত্বয়ার্চ্চ্য স্তুলসীলুব্ধঃ সর্ব্বগো রক্ষতিত্বমুং ॥ ৪৯ ॥
নিত্যং সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ সস্পৃহস্তুলসীবনে।
অপি মে পত্রমাত্রৈকং কশ্চিদ্ধন্যোঽর্পয়িষ্যতি ॥ ৫০ ॥
যদি স্থিত্বৈব তত্রায়ং শ্রীশায় দলমর্পয়েৎ।
তর্হি চক্রং তদৈবাস্মান্ ভস্মীকুর্য্যান্নসংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥

আমি আপনাদিগকে প্রণাম করি ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর যমদূতগণ বলিতে লাগিল, প্রভো! আমাদের দয়ায় কি হইবে। আমরা যমের কিঙ্কর, কেবল আপনার গৌরব হেতু আমরা পলায়ন করিব ॥ ৪৮ ॥

ইহার পর অর্দ্ধপ্রহরের পূর্ব্বে ইহার পরমায়ু পরিপূর্ণ (শেষ) হইবে। তাহার পরে সর্পদংশন করিলে ইহার মৃত্যু ঘটিবে। আপনি তুলসীলুব্ধ হরিকে অর্চ্চনা করিবেন। তাহা হইলে সেই সর্ব্বগামী হরি ইহাকে রক্ষা করিবেন ॥ ৪৯ ॥

নারায়ণ অত্যন্ত অভিলাষযুক্ত হৃদয়ে তুলসীকাননে সর্ব্বদাই সন্নিহিত আছেন। কোন মহাত্মা ব্যক্তি এই তুলসীর একটীমাত্র পত্র আমাকে দান করিতে পারেন ॥ ৫০ ॥

যদি এই ব্রাহ্মণ তুলসীবনে থাকিয়া কমলাপতিকে তুলসীপত্র দান করে, তাহা হইলে সুদর্শনচক্র সেই সময়েই আমাদিগকে ভস্মীভূত করিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই॥৫১

সুকৃতী দুষ্কৃতী বাপি তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং।
তস্যান্তে হি বয়ং নেশা বিষ্ণুদূতৈঃ স নীয়তে ॥ ৫২ ॥
কস্মাদিতি ন জানীমস্তুলস্যা হি প্রিয়ো হরিঃ।
গচ্ছন্তং তুলসীহস্তং রক্ষয়েবানুগচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥
যদ্যেষ সর্ব্বদা রক্ষ্যস্ত্বয়া তর্হি সকৃৎ কৃতা।
দীয়তাং তুলসীপূজা বিপ্রস্যায়ুঃপ্রবৃদ্ধয়ে ॥ ৫৪ ॥
ইত্যুক্তোঽথ তথা কৃত্বা সোঽরক্ষত্তং দ্বিজং মুদা।
যাম্যা যথাগতং জগ্মুস্তয়োঃ সর্পশ্চ পশ্যতোঃ ॥ ৫৫ ॥
বোধয়িত্বাথ তং মূর্খং সহ তেনৈব বৈষ্ণবঃ।

পুণ্যাত্মা হউক, আর পাপিষ্ঠই হউক, যে ব্যক্তি তুলসী-পত্র দিয়া বিষ্ণুপূজা করে, তাহার নিকটে যাইতে আমাদের অধিকার নাই। তাহার মৃত্যু হইলে বিষ্ণুদূত সকল তাহাকে বৈকুণ্ঠপুরে লইয়া যায় ॥ ৫২ ॥

কিহেতু যে নারায়ণ তুলসীর প্রিয়, ইহা নিশ্চয়ই আমরা জানি না, তুলসী হস্তে করিয়া গমন করিলে হরি তাহাকে রক্ষা করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিয়া থাকেন ॥৫৩॥

যদি আপনার ইহাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য একবার অনুষ্ঠান করিয়া তুলসীপূজা দান করুন ॥ ৫৪ ॥

যমদূতগণ এই কথা বলিলে তিনি সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করত সহর্ষে সেই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিলেন, পরে যমদূতগণ এবং ঐ সর্প সেই দুই জন ব্রাহ্মণ দেখিতে থাকিলে যে স্থান হইতে আসিয়াছিল, সেই স্থানেই গমন করিল ॥৫৫

অনন্তর সেই বৈষ্ণব সেই মূর্খকে প্রবোধ দিয়া এবং

স গত্বা বৈষ্ণবং তীর্থং তুলস্যা চার্চ্চয়দ্ধরিং ॥ ৫৬ ॥
অর্চ্চিত্বা তং পরাং সিদ্ধিমাগতৌ তত্র বৈষ্ণবৌ।
কিঞ্চাত্র চিত্রং সামর্থ্যং বিষ্ণুচক্রাদি বস্তুনঃ ॥ ৫৭ ॥
অহো কিং বৈষ্ণবো মর্ত্যঃ কিং বাশ্বত্থোঽপি বৃক্ষকঃ।
কিং বা তৃণং সা তুলসী তস্মাৎ সর্ব্বাধিকো ভবান্ ॥৫৮॥
অশ্বত্থস্য তু কো ব্রূয়াত্তরুসাম্যং পরাশর।
যোঽর্চ্চিতঃ সর্ব্বদোষঘ্নঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্জগদ্ধিতঃ ॥ ৫৯ ॥
দুরিতানি প্রণশ্যন্তি নৃণামশ্বত্থসেবিনাং।
দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ শ্রুতোধ্যাতঃ কীর্ত্তিতঃ সংহরত্যঘং ॥ ৬০ ॥

তাহারই সহিত বৈষ্ণবতীর্থে গমন পূর্ব্বক তুলসী দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিলেন ॥ ৫৬ ॥

সেই দুই জন বৈষ্ণব তথায় হরিপূজা করিয়া পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। এই বিষয়ে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। নারায়ণের সুদর্শনাদি চক্রের শক্তিই এইরূপ ॥ ৫৭ ॥

অহো! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! আপনি কি বিষ্ণুপরায়ণ মানব? অথবা অশ্বত্থবৃক্ষ? কিম্বা সেই তৃণ তুলসীপত্র, অতএব আপনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৫৮ ॥

হে পরাশর! কোন্ ব্যক্তি অশ্বত্থের তরুসাদৃশ্য বলিতে পারে? অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা করিলে সকল দোষ বিনষ্ট হয়। অশ্বত্থবৃক্ষ জগতের মঙ্গলকর সাক্ষাৎ বিষ্ণুর তুল্য ॥ ৫৯ ॥

যে সকল মনুষ্য অশ্বত্থবৃক্ষের সেবা করে, সেই সমস্ত নরগণের সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। অশ্বত্থবৃক্ষকে দর্শন, স্পর্শন তাঁহার বিষয় শ্রবণ, তাঁহার ধ্যান এবং গুণ কীর্ত্তন করিলে, সেই অশ্বত্থতরু তাহার পাপক্ষয় করিয়া থাকেন॥৬০

অশ্বমেধসহস্রোত্থং পশ্যামি ফলমন্তবৎ।
নৈব বিষ্ণুময়াশ্বত্থসংরক্ষারোপণোদ্ভবং॥ ৬১॥
যস্য বিশ্বাত্মনশ্ছায়া ভানুতাপং ন কেবলং।
সেব্যমানা নৃণাং হন্তি তাপত্রয়মপি স্ফুটং॥ ৬২॥
সকৃৎ প্রদক্ষিণী কৃত্য বোধিবৃক্ষং নরোঽশ্নুতে।
ভূপ্রদক্ষিণজং পুণ্যং ধরাধরময়ো হি সঃ॥ ৬৩॥
দ্রুমেশমর্চ্চয়েদযস্তু গন্ধমাল্যাদিভির্নরঃ।
ভক্তৈর্বিষ্ণুস্বরূপঃ স বিষ্ণুলোকে তথার্চ্চ্যতে॥ ৬৪॥
যস্তু তোষয়িতুং বাঞ্ছে ত্রৈলোক্যং ত্বেকপূজয়া।

সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে পুণ্যফল উৎপন্ন হয়, সেই ফলের ক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু বিষ্ণুময় অশ্বত্থ বৃক্ষের রক্ষা ও তাঁহার রোপণে যে পুণ্যফল সম্ভূত হয় তাঁহার সীমা নাই, সেই ফল অসীম॥ ৬১॥

অশ্বত্থবৃক্ষ বিশ্বময় নারায়ণরূপী, তাঁহার ছায়া সেবা করিলে মনুষ্যগণের কেবল যে সূর্য্যতাপ বিদূরিত হয় তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যগণের স্পষ্টই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ ভবতাপও বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬২॥

মনুষ্য যদি একবার অশ্বত্থবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করে, তাহা হইলে ভূমি প্রদক্ষিণের পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কারণ, এই অশ্বত্থতরু ধরাধর নারায়ণের সমান॥ ৬৩॥

যে মনুষ্য গন্ধমাল্যাদিদ্বারা তরুরাজ অশ্বত্থবৃক্ষের অর্চ্চনা করেন, বৈকুণ্ঠধামে ভক্তগণ বিষ্ণুর স্বরূপ সেই মনুষ্যকে সেইরূপেই পূজা করিয়া থাকেন॥ ৬৪॥

হে বিজ্ঞ! যে মনুষ্য এক জনের পূজা করিয়া ত্রিভুবন

স পূজয়েদ্বুধোঽশ্বত্থং জগন্ময়ময়ো হি সঃ ॥ ৬৫ ॥
অথ গুহ্যতমং বক্ষ্যে ভক্তায় ভবতে দ্বিজ।
মন্দবারে দ্বিজো মৌনী প্রাতরুত্থায় ভক্তিমান্ ॥ ৬৬ ॥
পুণ্যতীর্থে শুচিঃ স্নাত্বা প্রাপ্য শ্লক্ষ্ণং হরিদ্রুমং।
পৌরুষেণ বিধানেন সংপূজ্য প্রণবেন বা ॥ ৬৭ ॥
কৃতসর্ব্বোপচারোঽথ শতকৃত্বঃ সমাহিতঃ।
জপন্ প্রদক্ষিণীকুর্য্যাৎ প্রণবং সংস্মরন্ হরিং ॥ ৬৮ ॥
আলিঙ্গ্য প্রাঙ্মুখঃ পশ্চাদ্ধ্যায়ংস্তেজোময়ং হরিং।
অশ্বত্থরূপিণং বিষ্ণুং ভক্ত্যৈনং মন্ত্রমুচ্চরেৎ ॥ ৬৯ ॥

সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি অশ্বত্থবৃক্ষের অর্চ্চনা করিবে। যেহেতু সেই অশ্বত্থতরু জগন্নিবাস নারায়ণের স্বরূপ ॥ ৬৫ ॥

হে বিপ্র! আপনি ভক্ত এই কারণে আমি আপনাকে অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলিব। শনিবারে ব্রাহ্মণ ভক্তিসহকারে মৌনী হইয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিবেন ॥ ৬৬॥

পরে পবিত্র হইয়া গঙ্গাদি পবিত্র তীর্থজলে স্নান করিয়া মনোহর হরি (অশ্বত্থ) বৃক্ষ পাইয়া, পুরুষসূক্ত বেদমন্ত্র, অথবা প্রণবমন্ত্র দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর সমাহিত চিত্তে সমস্ত উপচার দ্বারা পূজা করিয়া শতবার প্রণব জপ এবং স্মরণ করিতে করিতে হরিকে প্রদক্ষিণ করিবে ॥ ৬৮ ॥

পশ্চাৎ পূর্ব্বমুখ হইয়া আলিঙ্গন করত জ্যোতির্ম্ময় হরির ধ্যান করিবে এবং ভক্তিযোগে অশ্বত্থরূপি বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ॥ ৬৯ ॥

ত্বং ধাম সর্ব্বধাম্নাঞ্চ বোধাত্মা বোধিরুচ্যসে।
ময়াশ্লিষ্টো হ্যঘভয়াদ্‌ ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ জগৎপতে।
আরাত্ত ইত্যুবাচৈনং প্রণমেদথ দণ্ডবৎ॥ ৭০॥
আরাদস্তু তড়িত্তেঽগ্নিস্ত্বারাৎ পরশুরস্তু তে।
নিবাতে ত্বাভিবর্ষন্তু স্বস্তি তেঽস্তু বনস্পতে।
ইতি বাক্যং সমুচ্চার্য্য প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি॥ ৭১॥ ৭২॥
প্রায়শ্চিত্তমিদং গুহ্যং পাতকেষু মহৎস্বপি।
ব্রতং পুত্ত্রীয়মায়ুষ্যং মহারোগৈকভেষজং॥ ৭৩॥
কিমন্যৎ সর্ব্বকামানাং বীজমেতদ্ধরিপ্রিয়ং।

হে ব্রহ্ম! হে শ্রেষ্ঠ! হে জগন্নাথ! তুমি সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি, তুমি বোধস্বরূপ, এই কারণে তোমাকে বোধি বৃক্ষ বলে। আমি পাপ ভয়ে আকুল হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিলাম। নিকটে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে॥ ৭০॥

তোমার দূরে বিদ্যুৎ থাকুক, অর্থাৎ যেন তোমার উপরে বজ্রপাত না হয়। তোমার দূরে অগ্নি থাকুক, তোমার দূরদেশে কুঠার থাকুক। বাতশূন্য নিশ্চল প্রদেশে তোমার দেহে ধীরে ধীরে মেঘের জল বর্ষণ হউক, হে বনস্পতে! তোমার মঙ্গল হউক, এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে॥ ৭১॥ ৭২॥

ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপেও ইহাই গোপনীয় প্রায়শ্চিত্ত। পুত্রলাভ করিবার ইহাই ব্রত, ইহাতে পরমায়ু দীর্ঘ হয় এবং মহারোগের ইহাই একমাত্র ঔষধ॥ ৭৩॥

অধিক আর কি বলিব, ইহা সমস্ত অভীষ্ট লাভের

যস্তু গম্বৎসরং কুর্য্যাদেবং শনিদিনে শুচিঃ ॥ ৭৪ ॥
তস্যোপদিশতি স্বপ্নে মোক্ষমার্গং হরিঃ স্বয়ং।
জপন্ প্রদক্ষিণীকুর্য্যাদ্ভক্ত্যাশ্বত্থং দিনে দিনে ॥ ৭৫ ॥
তং সর্ব্বদুরিতান্যারাত্ত্যজন্তি ভুবি রক্ষিতং।
দুষ্প্রতিগ্রহ দুর্ভোজ্য দুঃসঙ্গদুরধীতিজৈঃ।
মুচ্যতেঽহরহর্দোষৈঃ শুচিঃ সদ্রুমসেবনাৎ ॥ ৭৬ ॥
দুঃস্বপ্নদুর্গ্রহক্রান্তি মহদ্ভূতভয়েষুচ।
নৃণাং কিমন্যচ্ছরণং বিনা বিষ্ণুদ্রুমাশ্রয়ং ॥ ৭৭ ॥
এবমশ্বত্থবৃক্ষোঽয়ং ন গণ্যস্তরুষু প্রভো।

বীজমন্ত্র, ইহা ভিন্ন হরির আর কোন প্রিয় বস্তু নাই। যে ব্যক্তি শনিবারে পবিত্র হইয়া এক বৎসর এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, নারায়ণ স্বয়ং তাহাকে স্বপ্নাবস্থায় মুক্তিপথ উপদেশ দিয়া থাকেন। এই কারণে দিন দিন ভক্তিসহকারে জপ করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিবে ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥

যিনি অশ্বত্থবৃক্ষকে ভূমিতে রক্ষা করেন, পাপ সকল দূর হইতেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, পবিত্র হইয়া অশ্বত্থবৃক্ষের সেবা করিলে দৈনন্দিনকৃত অসৎপ্রতিগ্রহ, অভক্ষ্যভক্ষণ, অসৎসংসর্গ এবং নাস্তিকাদির অসৎগ্রন্থ অধ্যয়ন জন্য পাপরাশি হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৭৬ ॥

দুঃস্বপ্নদর্শন, দুষ্টগ্রহাদির আক্রমণ এবং মহাভূতের ভয় উপস্থিত হইলে বিষ্ণুময় অশ্বত্থবৃক্ষের আশ্রয় ব্যতীত কি মনুষ্যগণের অন্য কোন ত্রাণের উপায় আছে ॥ ৭৭ ॥

হে প্রভো! এই প্রকার এই অশ্বত্থবৃক্ষকে সামান্য তরু-

বৈষ্ণবশ্চ নৃমাত্রেষু তস্মাৎ সর্ব্বাধিকোভবান্ ॥ ৭৮ ॥
শ্রুত্বেতি লজ্জিতে কিঞ্চিচ্ছক্তিপুত্রে সভাসদঃ।
বিস্মিতাশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ মার্কণ্ডেয়মপূজয়ন্ ॥ ৭৯ ॥
অহো মহাত্মন্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমস্মদ্বিধিৎসিতং।
অপ্যপৃষ্টং ত্বয়া প্রোক্তং পরাশরনতিচ্ছলাৎ ॥ ৮০ ॥
উক্তং বিষ্ণ্বর্চ্চনং শ্রেয়স্তুলসীচ হরিপ্রিয়া।
বৈষ্ণবঃ সফলায়ুশ্চ পূজ্যোঽঘঘ্নোহরিদ্রুমঃ ॥ ৮১ ॥
এতদেব সুসন্দিগ্ধমস্মজ্জিজ্ঞাসিতং প্রভো।
কৃৎস্নমুক্তং কৃতার্থাঃ স্মস্ত্বয়া ভাগবতোত্তম ॥ ৮২ ॥

দিগের সহিত গণনা করিবে না এবং বৈষ্ণবকেও সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে গণনা করা উচিত নহে, এই কারণে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্যশালী ॥ ৭৮ ॥

এই কথা শুনিয়া শক্তিপুত্র পরাশর কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলে সভাস্থ মহর্ষিগণ বিস্ময়াপন্ন এবং আনন্দিত হইয়া মার্কণ্ডেয়-মুনিকে পূজা করিলেন ॥ ৭৯ ॥

হে মহাত্মন্! হে সর্ব্বজ্ঞ! অদ্য আমরা যাহা অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, (আমরা জিজ্ঞাসা না করিলেও) আপনি পরাশরকে প্রণাম করিবার ছলে আমাদের সমস্ত অভীষ্ট বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৮০ ॥

বিষ্ণুপূজা মঙ্গল দান করে, তুলসীও হরির প্রিয় বস্তু, বৈষ্ণবের পরমায়ু সফল, অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা করিলে পাপ বিনষ্ট হয়, ইহা আপনি বলিয়াছেন ॥ ৮১ ॥

হে ভাগবতপ্রবর! এই বিষয়েই আমাদের পরম সন্দেহ জন্মে, পরে ইহার বিষয় জানিতে আমাদের ইচ্ছা হয়।

বিষ্ণোঃ প্রসাদাদ্দীর্ঘায়ুস্তদেকশরণোঽপি যৎ।
ত্বমভক্তোঽলসোঽস্মীতি ক্রমেঽস্মদ্বাধনায় যৎ ॥ ৮৩ ॥
মহামুনিমিতি স্তুত্বা ততস্তে তদনুজ্ঞয়া।
অশ্বত্থসেবিনোবিপ্রাস্তুলস্যৈবার্চ্চয়দ্ধরিং ॥ ৮৪ ॥
শ্রীনারদ উবাচ ॥
এবং সংক্ষেপতঃ প্রাহ মার্কণ্ডেয়ঃ স শৌনক।
বৈষ্ণবাশ্বত্থতুলসীমাহাত্ম্যমতুলং মহৎ ॥ ৮৫ ॥
সর্ব্বেশ্বরোবিষ্ণুরনন্তমূর্ত্তি-
রনন্তশক্তির্বত দূরমাস্তাং।

হে প্রভো! আপনি তৎসমুদায়ই বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার এই অনুকম্পাপূর্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা সকলেই কৃতার্থ হইলাম ॥ ৮২ ॥

নারায়ণের প্রসাদে আপনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছেন এবং একমাত্র বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছেন। তথাপি আপনি যে বলিতেছেন, আমি বিষ্ণুভক্ত নহি এবং আমি অলস, ইহা কেবল আমাদিগকে বাধা দিবার জন্য ॥ ৮৩ ॥

অনন্তর সেই সকল মুনিগণ এইরূপে মহর্ষিকে স্তব করিয়া এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে অশ্বত্থবৃক্ষের সেবা করিয়া তুলসী দ্বারা নারায়ণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, হে শৌনক! সেই মার্কণ্ডেয়-মুনি বৈষ্ণব, অশ্বত্থতরু এবং তুলসীর মাহাত্ম্য মহৎ এবং অনুপম হইলেও সংক্ষেপে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৮৫ ॥

আহা! যিনি সকলের ঈশ্বর, যাঁহার মূর্ত্তি অনন্ত এবং যাঁহার শক্তিও অসীম সেই নারায়ণের কথা দূরে থাকুক।

কোঽবক্তি তদ্ভক্তগুণান্ সমাস্ততং-
স্তদঙ্ঘ্রিশৌচোত্থসরিদ্গুণান্ বা ॥ ৮৬ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে বৈষ্ণব-তুলস্যশ্বত্থমাহাত্ম্যং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৮ ॥ * ॥

কোন্ ব্যক্তি হরিভক্তদিগের গুণরাশি অথবা তাঁহার পাদ-প্রক্ষালনসম্ভূত পুণ্যসলিলা গঙ্গানদীর গুণ সকল বর্ণন করিতে পারে ॥ ৮৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরাম-নারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে বৈষ্ণব, তুলসী এবং অশ্বত্থবৃক্ষের মাহাত্ম্য বর্ণন অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নিরন্তরোদ্যৎপুলকা ভক্তা হর্ষাশ্রুবর্ষিণঃ।
শ্রুত্বা বিষ্ণোঃ কথামূচুস্তদ্বিরামাসহা দ্বিজাঃ ॥ ১ ॥
শ্রীশৌনকাদয় ঊচুঃ ॥
ভগবন্ ভবতা জাতাঃ সনাথাঃ সুখিনো বয়ং।
ভবার্ত্তাঃ স্থলমীনাভা ভূয়ো রক্ষ্যা বচোঽমৃতৈঃ ॥ ২ ॥
বক্তুমর্হসি নো যোগং ভবরোগৈকভেষজং।
দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্যতে যেন বিষ্ণুঃ সুখমহার্ণবঃ ॥ ৩ ॥

সেই সকল ভক্ত ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুকথা শ্রবণ করিয়া অবিরত রোমাঞ্চিত কলেবরে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কথার বিরাম (নিবৃত্তি) সহ্য করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

শৌনকাদি মুনিগণ কহিলেন, হে ভগবন্! এত দিন আমরা অনাথ এবং নিরাশ্রয় ছিলাম। আপনার সহিত সঙ্গ হওয়াতে আমরা সনাথ (আশ্রয় সম্পন্ন) এবং সুখী হইয়াছি, আমরা সংসার-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আছি, জল হইতে স্থলে আনিলে মৎস্যের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, আমাদেরও সেইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, অতএব এক্ষণে আপনি পুনর্ব্বার বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন॥২॥

যাহা দ্বারা অত্যন্ত দুর্ল্লভ সুখরূপ মহাসাগর বিষ্ণুকে

ব্রহ্মাত্মজস্ততঃ প্রাহ ব্রহ্মবিদ্যাং হরিপ্রিয়ঃ।
শৌনকপ্রমুখান্ বিপ্রান্ ভক্তান্ বীক্ষ্য বিকল্মষান্॥ ৪॥
তপসা ভজতাং চিত্তং হরিস্মরণনির্ম্মলং।
জ্ঞানস্য যোগ্যমেবাদ্ধা বীজস্যেব সুকৃষ্টভূঃ॥ ৫॥
অনিষ্কল্মষিতে চিত্তে জ্ঞানং নোপ্তং প্ররোহতি।
তস্মাদ্বক্ষ্যামি বো যোগং সংক্ষিপৈ্যব স্ফুটং যথা॥ ৬॥
বিস্তরো ভ্রাময়েচ্ছ্রোতৄন্নচাসৌ যুজ্যতে দ্বিজাঃ।
বিনাপ্য বিস্তরং কৃৎস্নং চিদেকরসসাধনে॥ ৭॥

লাভ করিতে পারাযায়, আপনি সংসাররূপ রোগের একমাত্র মহৌষধ স্বরূপ যোগের কথা আমাদিগকে বলিতে যোগ্য হউন॥ ৩॥

অনন্তর হরিভক্ত ব্রহ্মপুত্র নারদ শৌনক প্রভৃতি ভক্ত ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্পাপ নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা (আত্মতত্ত্ব) বলিতে লাগিলেন॥ ৪॥

তপস্যা দ্বারা তোমাদের অন্তঃকরণ এক্ষণে হরিস্মরণ করিয়া নির্ম্মল হইয়াছে। উত্তমরূপে কর্ষিত ভূমি যেরূপ বীজবপনের যোগ্য, সেইরূপ তোমাদেরও হৃদয় এক্ষণে জ্ঞানলাভের উপযুক্ত হইয়াছে॥ ৫॥

পাপপূর্ণ হৃদয়ে জ্ঞানবীজ রোপণ করিলে তাহার অঙ্কুরোদ্গম হয় না। অতএব সঙ্ক্ষেপ করিয়াই স্পষ্টরূপে তোমাদিগকে যোগের কথা বলিব॥ ৬॥

হে ব্রাহ্মণগণ! বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলে শ্রোতৃগণকে মহাভ্রমে পতিত হইতে হইবে, অতএব সবিস্তরে বর্ণন করা উপযুক্ত নহে। সমস্ত বিস্তারিত বর্ণনা একমাত্র

যোগগ্রন্থসহস্রাণাং সর্ব্বোপনিষদাং তথা।
সতাঞ্চ যত্র তাৎপর্য্যং সোঽর্থঃ পর ইহোচ্যতে ॥ ৮ ॥
ভাব্যং বিরক্ত্যা প্রথমং মুমুক্ষোর্বিষয়ৌঘতঃ।
রাগাগ্নিতপ্তে চিত্তে হি জ্ঞানশস্যস্য কা স্থিতিঃ ॥ ৯ ॥
মৎসরদ্বেষরাগাগ্নিত্রয়াত্যুষ্ণে হি মানসে।
জ্ঞানং দত্তং প্রতপ্তায়ঃসিকতাস্বিব নশ্যতি ॥ ১০ ॥
কামবীজান্যনন্তানি সংপ্ররোহন্তি যদ্ধৃদি।
তত্রাটবীনিভে জ্ঞানপুণ্যশস্যং ন বর্দ্ধতে ॥ ১১ ॥

চিৎশক্তির (আত্মতত্ত্বের) সাধনে লীন করিয়া এই বিষয় বর্ণন করিব ॥ ৭ ॥

যে স্থানে সহস্র সহস্র যোগশাস্ত্র, সমস্ত উপনিষদ এবং সমস্ত সাধুদিগের তাৎপর্য্য, এই জগতে তাহাকেই পরমার্থ বলে ॥ ৮ ॥

প্রথম মোক্ষাভিলাষি ব্যক্তির বৈষয়িক পদার্থরাশি হইতে বৈরাগ্য হওয়া আবশ্যক। কারণ, বিষয় বাসনারূপ অনল দ্বারা অন্তঃকরণ সন্তপ্ত হইলে তাহাতে জ্ঞানরূপ শস্যের অবস্থান হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

যেরূপ সৈকত প্রদেশে সন্তপ্ত লৌহ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ মাৎসর্য্য, দ্বেষ, অনুরাগ (বিষয় বাসনা) রূপ অগ্নি দ্বারা অত্যন্ত উষ্ণ হৃদয়ে জ্ঞান সমর্পিত হইলে তাহা নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

যাহার হৃদয়ে বাসনারূপ অনন্তবীজ অঙ্কুরিত হয়, অরণ্য-তুল্য সেই হৃদয়ে জ্ঞানরূপ শস্য বৃদ্ধি পাইতে পারে না ॥ ১১

অবিলীনং যথা হেম ন হেম্না যোগমর্হতি।
বৈরাগ্যেনাদ্রুতং চেতো জ্ঞানেন কঠিনং তথা ॥ ১২ ॥
বিষয়েষু বিরক্তিশ্চ ভবত্যেব বিবেচনাৎ।
অবিচারিতরম্যেষু কিম্পাকস্য ফলেষ্বিব ॥ ১৩ ॥
বিষয়াশ্চ সুখায়ন্তে বিষ্ণুমায়াজুষাং দ্বিজাঃ।
সর্ব্বজীবসমাঃ সর্ব্বে স্যুস্তে সর্ব্বসুখা যদি ॥ ১৪ ॥
অহোহরেব সর্ব্বেষাং রাত্রী রাত্রির্ন বৈ ভিদা।
তথা সমাঃ স্যুর্জীবানাং সর্ব্বে তে সংসুখা যদি ॥ ১৫ ॥

যেরূপ অগ্নি দ্বারা সুবর্ণকে গলাইতে না পারিলে, সুবর্ণের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞান-পূর্ণকঠিন হৃদয় বৈরাগ্য দ্বারা গলিত না হইলে, তাহার সহিত জ্ঞান সংযোগ হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

কিম্পাক (মাকাল) ফল প্রথমে বিচার না করিলে মনোহর বলিয়া বোধহয়। পরে বিচার শক্তি দ্বারা যেমন তাহার উপরে অশ্রদ্ধা জন্মে, সেইরূপ বিবেক শক্তি বশতঃ বৈষয়িক পদার্থেও বৈরাগ্য ঘটিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ! যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুমায়ায় অভিভূত তাহদেরই বৈষয়িক পদার্থ সকল সুখজনক বলিয়া বোধহয়। কিন্তু যদি সকলেরই সকল বস্তুতে সুখ হইত, তবে সকল জীবই সকলের সমান হইত ॥ ১৪ ॥

দিন দিন সকলেরই একরাত্রি হইতে অন্য রাত্রি কিছু-তেই পৃথক্ নহে, সেইরূপ যদি সেই সকল জীব সংসুখ ভজনা করিত, তাহা হইলে জীবগণের সেই সকল বৈষয়িক পদার্থও সমান হইতে পারিত ॥ ১৫ ॥

যদ্বৈকস্য প্রিয়ং কিঞ্চিত্তদেবান্যস্য ন প্রিয়ং।
দৃশ্যতে স্ত্র্যম্বভূষাদিন্বন্নেষ রুচিভেদতঃ॥ ১৬॥
আস্থা যত্র চ বালানাং ন যূনস্তত্র তত্র চ।
তয়োর্ন তত্র বৃদ্ধস্য যত্রাস্য ন চ তদ্দ্বয়োঃ॥ ১৭॥
নৃপ্রিয়া মোদকা ভূয়ঃ পূতিমাংসং শুনাং প্রিয়ং।
নৃণাং তদেবাতিহেয়ং তত্ত্বং কিং তত্র নিশ্চিতং॥ ১৮॥
স্বাদ্বাম্রদলগন্ধেষাং হেয়মুষ্ট্রস্য তদ্বিষং।
তস্যামৃতং নিম্বদলং তদ্ধি তিক্তং সুনিশ্চিতং॥ ১৯॥

একজনের যাহা কিছু প্রিয় বস্তু বলিয়া বোধ হয়, অপরের সেই পদার্থ আবার অপ্রিয় হইতেছে। মানবগণের রুচি বিশেষে স্ত্রী, বসন, ভূষণ, খাদ্য ও পানীয়াদি বস্তুতে পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৬॥

যে বিষয়ে বালকদিগের আস্থা আছে, যুবার তাহাতে আস্থা নাই। আর যাহাতে বালক এবং যুবার আস্থা আছে, তাহাতে আবার বৃদ্ধের আস্থা নাই। যে বস্তুতে বৃদ্ধের রুচি আছে, বালক এবং যুবকের তাহাতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা॥ ১৭॥

মোদক (লড্ডুক) সকল মনুষ্যগণের প্রিয় এবং দুর্গন্ধি মাংস কুক্কুরগণের প্রিয় আবার মনুষ্যগণের অত্যন্ত হেয়, অতএব তদ্বিষয়ে কোন্ বস্তু নিশ্চিত হইতে পারে!॥ ১৮॥

সুস্বাদু আম্রপত্র অপর জীবের হেয়বস্তু, উষ্ট্রের তাহা বিষবৎ হইয়া থাকে। অথচ উষ্ট্রের নিম্বপত্র অমৃতের ন্যায় উপসেব্য, বাস্তবিক, কিন্তু নিম্বদল তিক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে॥ ১৯॥

নৃপ্রিয়াঃ কুঙ্কুমা ভূয়ঃ ক্রোড়া বিট্‌পঙ্ককাঙ্ক্ষিণঃ।
তস্মান্নৈকান্ততো বস্তু সুখং কিঞ্চিদ্ব্যবস্থিতং॥ ২০॥
অবিসম্বাদি সর্ব্বেষাং সুখমেবং ন দৃশ্যতে।
তস্মাত্তে বিষয়াঃ সর্ব্বে সুখাভা বিষ্ণুমায়য়া॥ ২১॥
ভ্রান্তিস্তু লক্ষণাভাবাচ্চিত্তভ্রান্তিজুষোজনাঃ।
বস্তুনির্ভিন্নমতয়ো মন্যুতে হ্যব্যবস্থয়া॥ ২২॥
তদেতদবিচার্য্যৈব পতন্তি বত মোহিতাঃ।
বিষয়েষু সুখাভেষু তান্ দৃষ্ট্বান্যে পরে চ তান্॥ ২৩॥

কুঙ্কুম সকল মনুষ্যের প্রিয়বস্তু এবং শূকর সকল বিষ্ঠার পঙ্ক ইচ্ছা করিয়া থাকে, অতএব সম্পূর্ণরূপে কোন বস্তু সুখকর বলিয়া স্থিরীকৃত নহে॥ ২০॥

এইরূপে সকল জীবেরই সুখ অবিরোধি বলিয়া গণ্য নহে, অতএব সেই সকল বৈষয়িক পদার্থ কেবল বিষ্ণুর মায়ায় আপাততঃ সুখবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ ২১॥

বিশেষ চিহ্ন না থাকাতে কেবল ভ্রান্তিমাত্র, যাহাদের চিত্তভ্রম ঘটিয়াছে, তাহাদের ধীশক্তি বৈষয়িক পদার্থ দ্বারা ব্যাহত হইয়া যায় এবং তাহাতেই তাহারা অব্যবস্থিতভাবে সেই সকল বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে॥ ২২॥

হায়! এই সকল বিষয় বিচার না করিয়াই মোহিত চিত্ত মনুষ্যগণ আপাততঃ সুখবৎ প্রতীয়মান বৈষয়িক পদার্থরাশির উপরে নিপতিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে দেখিয়া অপরে পতিত হয় এবং পুনর্ব্বার তাহাদিগকে দেখিয়া অন্যান্য লোকে বিষয়গর্ত্তে নিপতিত হয়॥ ২৩॥

অজ্ঞৈরত্যাদৃতত্বেঽপি বিষয়াণাং ক সাধুতা।
গ্রাহ্যমাণং হি মন্যন্তে দীপং বালোঽমলং যথা॥ ২৪॥
সুখাভত্বঞ্চ নৈতেষাং ব্যাধিশোকভয়াদিষু।
আবশ্যেষু নৃণাং সংসু প্রত্যুত ক্লেশকারিষু॥ ২৫॥
ইচ্ছয়া বিষয়াসক্তো নরোঽনর্থপরম্পরাং।
যাত্যত্রামুত্র চাত্যর্থং বিচার্য্যৈতচ্চ কা রতিঃ॥ ২৬॥
ন দূরে যাতনা যাম্যা মূর্চ্ছয়ন্তি শ্রুতাশ্চ যাঃ।
জনাংস্ত ঘোরা দৃষ্ট্বা হি স্বাস্থ্যেপ্যত্র ক্ষণান্মৃতিঃ॥ ২৭॥
তাস্তিষ্ঠন্ত্বথবা দৃশ্যাদৃশ্যং নরকমীক্ষতাং।

মূঢ়গণ নিতান্ত সমাদর করিলেও বৈষয়িক পদার্থরাশির সাধুতা কোথায়। কারণ, বালকেরা যেমন অমল দীপকে গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে॥ ২৪॥

ব্যাধি, শোক, ভয় ইত্যাদি মনুষ্যগণের সুখকর নহে। ঐ সকল বিষয় জীবগণের অবশ্যম্ভাবী এবং অত্যন্ত কষ্টকর। অতএব সমুদায় বস্তু কিছুতেই সুখকর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না॥ ২৫॥

বিষয়াসক্ত মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া ইহলোকে এবং পরলোকে অত্যন্ত অমঙ্গল রাশি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা বিচার করিয়া দেখ, কোথায় আর সুখ আছে॥ ২৬॥

যমযন্ত্রণা সকল নিতান্ত দূরে নহে, এ সকল নিদারুণ যন্ত্রণার কথা শুনিলে মনুষ্যগণ মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। অধিক কি, সুস্থ থাকিলেও ঐ সকল যমযন্ত্রণা দর্শন করিলে এই জগতে ক্ষণকালের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে॥ ২৭॥

অথবা সেই সমস্ত যমযন্ত্রণার কথা থাকুক, এক্ষণে পঙ্গু,

পঙ্গ্বন্ধবধিরোন্মত্তকুষ্ঠরোগাদি সংজ্ঞিতং ॥ ২৮ ॥
দারিদ্র্যং মূর্খতা বাল্যে মাতৃনাশঃ স্ত্রিয়াস্তথা।
বৈধব্যমিত্যাদ্যভিধা ভিন্নানি নরকানি চ ॥ ২৯ ॥
শ্ব শ্বপাক খর ক্রোড় বিট্‌কৃম্যাদি কুযোনিতা।
বিষয়াসক্তিজানর্থকৃতৈবেত্যবধার্য্যতাং ॥ ৩০ ॥
জলে স্থলে খে নরকে জীবা যে স্থাস্নুজঙ্গমাঃ।
ভুঞ্জতে দুঃখজাতন্তু কৃৎস্নং বিষয়মূলকং ॥ ৩১ ॥
যথা পতঙ্গা দৃষ্ট্বা হি দগ্ধান্ সহচরান্ পুনঃ।
নিপতন্ত্যেবমন্যেঽগ্নাবজ্ঞাত্বা তৎকৃতং বধং ॥ ৩২ ॥
এবং বিষয়িতামূলান্ ক্লেশান্ দৃষ্ট্বাপি দুঃখিনাং।
অজ্ঞাত্বা বেদিনো মূঢ়া রম্যে স্পর্শে পতন্ত্যহো ॥ ৩৩ ॥

অন্ধ, বধির, উন্মত্ত এবং কুষ্ঠরোগাদি নামক প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান নরক দর্শন কর ॥ ২৮ ॥

দরিদ্রতা, মূর্খতা, বাল্যকালে মাতৃবিয়োগ এবং রমণীর বৈধব্যযন্ত্রণা এই সমস্ত নামে ভিন্ন ভিন্ন নরক ॥ ২৯ ॥

বিষয়াসক্তি জনিত অমঙ্গল কার্য্য দ্বারাই কুকুর, চণ্ডাল, গর্দ্দভ, শূকর, বিষ্ঠার কৃমি ইত্যাদি কুৎসিত যোনিতে জন্ম গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহা স্থির করিও ॥ ৩০ ॥

জলচর, স্থলচর, খেচর এবং নরকস্থিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে সকল জীব আছে, তাহারা কেবল সমস্ত বিষয়মূলক দুঃখরাশিই ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

যেরূপ পতঙ্গগণ সহচর সঙ্গিদিগকে দগ্ধ দেখিয়া অন্যে বহ্নিকৃত পতঙ্গবধ না জানিয়া পুনর্ব্বার সেই অনলেই পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দুঃখিত ব্যক্তিগণের বিষয়াসক্তি-

দুঃখলভ্যান্ সুখাভাসান্ দৃষ্টাংশ্চ দুস্ত্যজান্ বলাৎ।
অনর্থবৃক্ষান্ বিষয়ান্ ধিগাত্মসুখবোধকান্ ॥ ৩৪ ॥
অন্তর্হ্যাত্মসুখং সত্যমবিসম্বাদি তদ্বিদাং।
অদৃষ্ট্বা কৃপণো বাহ্যসুখার্থী সতু বঞ্চ্যতে ॥ ৩৫ ॥
অনিধিস্থানখননে শ্রমোঽজ্ঞস্য যথাফলং।
তুষাবঘাতে চ তথা বহির্ভ্রান্তিরযোগিনঃ ॥ ৩৬ ॥

মূলক ক্লেশ সকল দর্শন করিয়াও সেই দুঃখবেদী মূঢ়জনগণ না জানিয়া রমণীয় স্পর্শসুখযুক্ত বিষয়রসে যে নিমগ্ন হইয়া থাকে ইহাই আশ্চর্য্য ! ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

অতিদুঃখে যাহাদিগকে লাভ করা যায় (দুঃখজনক হইলেও) আপাতত সুখের ন্যায় প্রতীয়মান, যাহা অত্যন্ত ধর্ষিত, অথচ বল পূর্ব্বক দুঃখের সহিত যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি যাহারা আত্মসুখ বোধ করাইয়া দেয়, এই প্রকার বিষয়রূপ অনর্থকর বৃক্ষদিগকে ধিক্! ॥৩৪

অন্তরে যে আত্মসুখ আছে, তাহাই সত্য সুখ। যাহারা আত্মসুখ অবগত, তাহাদের কাছে ঐ আন্তরিক আত্মসুখের কোন বাদবিসম্বাদ নাই। মূর্খব্যক্তি এই আত্মসুখ না দেখিয়া বাহ্যসুখের বাসনা করিয়া থাকে, তাহাতে কেবল সে বঞ্চিত হয় মাত্র ॥ ৩৫ ॥

যে স্থানে নিধি নাই, সেই স্থান খনন করিলে অজ্ঞ ব্যক্তির যেরূপ বৃথা পরিশ্রম হইয়া থাকে এবং না জানিয়া কেবল তুষ কুটিলে যেমন কেবল নিরর্থক কষ্ট হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি যোগী নহে, তাহার কেবল বাহ্যসুখান্বেষণে ভ্রান্তিমাত্র প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

সুখাশয়া বহিঃ পশ্যন্ দেহীচেন্দ্রিয়রন্ধ্রকৈঃ।
বাতায়নৈর্গৃহীবান্তস্তত্ত্বং বেত্তি ন বাহ্যবিৎ ॥ ৩৭ ॥
তস্মাদনর্থানর্থাভান্ বিবিচ্য বিষয়ানিতি।
উৎসৃজেৎ পরমার্থার্থী বালরম্যানহীনিব ॥ ৩৮ ॥
দুর্জয়া যত্নতোজেয়াঃ কামক্রোধাদয়োঽরয়ঃ।
মুমুক্ষুভিঃ সদা ধীরৈরপ্রমত্তৈঃ প্রমাথিনঃ ॥ ৩৯ ॥
কিন্ত্বেক এব কামোঽলং সসুরাসুরমানবং।
বশীকুর্ব্বন্ জগদ্বৃদ্ধো যোগমার্গনিরোধনে ॥ ৪০ ॥

যেরূপ কোন গৃহস্থ ব্যক্তি গবাক্ষ দ্বারা বাহ্যপদার্থ দর্শন করে, সেইরূপ দেহধারী জীব সুখ পাইবার আশা করিয়া, ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য পদার্থই দর্শন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি বাহ্য পদার্থ অবগত আছে, সে ব্যক্তি অন্তরের তত্ত্ব জানিতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

অতএব পরমার্থ তত্ত্বপ্রার্থী সাধু যোগী বৈষয়িক পদার্থ সকল, আপতত অর্থকর বস্তুর মত প্রতীয়মান হইলেও বস্তুত অনিষ্টকর বিবেচনা করিয়া বাল্যকালে মনোহর সর্পশিশুর মত উহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৮ ॥

মোক্ষাভিলাষী জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা অবহিতচিত্তে অনিষ্টকারী দুর্জ্জয় কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদিগকে যত্নসহকারে জয় করিবেন ॥ ৩৯ ॥

অপিচ, কেবল একমাত্র কাম, দেবতা অসুর এবং মনুষ্যগণ বেষ্টিত এই জগৎকে অত্যন্ত বশীভূত করিয়া যোগপথ রুদ্ধ করিবার জন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

অবধীদ্রঘুনাথঃ কিং পৌলস্ত্যং নহি কিন্ত্বয়ং।
একঃ সীতাতনুচ্ছন্নো ধন্বী পুষ্পশরঃ স্বয়ং ॥ ৪১ ॥
নিপাত্যেন্দ্রমহল্যায়াং স্বপুত্র্যাঞ্চ পিতামহং।
কন্দর্পো জগদুদ্ধর্ষো মিথুনী কুরুতেঽনিশং ॥ ৪২ ॥
যশঃ কুলং শ্রুতং ধৈর্য্যং তেজো লজ্জাঞ্চ যোগ্যতাং।
স্মরঃ ক্ষণাত্তৃণীকৃত্য স্ত্রীদাসান্ কুরুতে বুধান্ ॥ ৪৩ ॥
মুনিধীরসহস্রাঢ্যং কীটাদ্যা ব্রহ্মজঙ্গমং।
স্ত্রীবলঃ পঞ্চপঞ্চেষুরেকো ভ্রাময়তীচ্ছয়া ॥ ৪৪ ॥
হতাঃ ক্রোধেন চৈকেন মহান্তো নহুষাদয়ঃ।

রঘুপতি রামচন্দ্র কি পুলস্ত্যকুলপ্রসূত দশাননকে বধ করিয়াছেন? কিন্তু একাকী ধনুর্দ্ধারি পুষ্পশর কামি স্বয়ং সীতাদেবীর শরীর দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল ॥ ৪১ ॥

জগতের মধ্যে প্রবল প্রতাপ এবং অজেয় কামদেব, দেবরাজ ইন্দ্রকে অহল্যার প্রণয়ে ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে কন্যার প্রেমে নিপাতিত করিয়া অবিরত ত্রিভুবন কামপরতন্ত্র করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

কামদেব ক্ষণকালের মধ্যে যশ, কুল, শাস্ত্রজ্ঞান, ধৈর্য্য, তেজ,লজ্জা এবং ক্ষমতাকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগকেও স্ত্রীলোকের দাস করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

স্ত্রীলোককে সহায় করিয়া পুষ্পশর মদন একাকী পঞ্চবাণ হস্তে করিয়া ইচ্ছানুসারে সহস্র সহস্র মুনি জ্ঞানী এবং কীট অবধি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত জঙ্গম পদার্থকে ঘূর্ণিত করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সৎপথরূপ ধনের তস্কর

সম্মার্গ বিত্তচৌরেণ গুণপুণ্যবনাগ্নিনা ॥ ৪৫ ॥
জপ যজ্ঞ তপঃ ক্ষান্তি সরিদ্ভিশ্চিরসংভৃতং।
মহান্তমপি পুণ্যাব্ধিং ক্রোধাগস্ত্যঃ ক্ষণাৎ পিবেৎ ॥৪৬॥
গোষ্ঠে ব্যাঘ্রং যথোৎসৃজ্য গাঃ কোটীরর্জয়ন্নপি।
নৈব প্রাপ্নোতি তদ্বৃদ্ধিং তদ্বৎ ক্রোধী তপঃফলং ॥ ৪৭ ॥
কে বা ক্রোধেন ন হতাঃ স্বস্থানদ্রোহকারিণা।
এবং শোকেন মোহেন মৎসরেণ চ কোটিশঃ ॥ ৪৮ ॥
লোভগ্রস্তাস্তু বীভৎসা দৃষ্ট্বা ভূয়ো বুধা অপি।

এবং দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণস্বরূপ পবিত্র কাননের দাবানল একমাত্র ক্রোধ, মহাপরাক্রমশালী মহাত্মা নহুষ প্রভৃতি রাজর্ষিদিগকেও বিনাশ করিয়াছে ॥ ৪৫ ॥

জপ, যজ্ঞ, তপ এবং ক্ষমাগুণরূপ নদীসমূহ দ্বারা পুণ্যরূপ সাগর, বহুকাল পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই পুণ্যরূপ সমুদ্র অত্যন্ত বিশাল হইলেও ক্রোধরূপ অগস্ত্যমুনি ইহাকে ক্ষণকালের মধ্যে পান করিতে পারে ॥ ৪৬ ॥

এককোটি ধেনু উপার্জ্জন করিয়াও গোষ্ঠমধ্যে যদি একটী ব্যাঘ্র ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যেমন আর কিছুতেই ধেনুর বৃদ্ধি আশা করা যায় না, সেইরূপ ক্রোধপরায়ণ মনুষ্য তপস্যার ফল লাভ করিতে পারে না ॥ ৪৭ ॥

ক্রোধ যে স্থানে অবস্থান করে, তাহারই সর্ব্বনাশ করে, এই স্বস্থানের অনিষ্টকারী ক্রোধ সকলকেই বিনাশ করিয়া থাকে, এইরূপ শোক, মোহ এবং মাৎসর্য্য কোটি কোটি লোককে বধ করিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

লোভপরায়ণ ব্যক্তিগণ যদি জ্ঞানবান্ পণ্ডিত হন এবং

অল্পোৎকোচায় গোবিপ্রদেববহ্বর্থনাশকাঃ ॥ ৪৯ ॥
স্ত্রী বাল মিত্র বিশ্বস্ত গুরুব্রহ্মস্বভোগিনঃ।
রমন্তে নির্ভয়া ধীরা অবজ্ঞায়োগ্রবেদনাঃ ॥ ৫০ ॥
শূদ্রেভ্যোঽপ্যগ্রজন্মানো লুব্ধা ব্রহ্ম বদন্ত্যহো।
তৎসেবিনস্তদন্নাদা নির্বীর্য্যা যাজয়ন্তি তান্ ॥ ৫১ ॥
প্রোৎসাহয়ন্তঃ কুনৃপান্মিথ্যোৎপ্রেক্ষিতসদ্গুণৈঃ।
স্তবৈরুপাসতে লুব্ধা ব্রহ্মঘ্না নিরপত্রপাঃ ॥ ৫২ ॥
ক্রোধলোভৌ তু চণ্ডালৌ ন স্মর্ত্তব্যৌ চ নন্বিমৌ।
যদাবিষ্টঃ পুমান্ হন্তি স্ত্রীবালানতিদারুণঃ ॥ ৫৩ ॥

লোভ প্রকাশের যদি বারম্বার অসীম বিভীষিকা দেখিতে হয়, তথাপি তাঁহারা সামান্য উৎকোচের (ঘুষের) নিমিত্ত গো, ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদিগের বহু অর্থ নাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

স্ত্রী, বালক, মিত্র, বিশ্বাসী, গুরু এবং ব্রাহ্মণদিগের ধন ভোগ করিয়া, পণ্ডিতগণ নির্ভয়ে ভীষণ যন্ত্রণা সকল অবজ্ঞা করিয়া পরম সুখে জগতে বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগের নিকট হইতে লোভ করিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া যে পরিচয় দিয়া থাকেন, ইহাই আশ্চর্য্য। অবশেষে লোভের বশীভূত হইয়া শূদ্রের দাসত্ব করিয়া, তাহাদের অন্ন ভক্ষণ করিয়া, নির্বীর্য্য হইয়া তাহাদের যাজন ক্রিয়া (পৌরহিত্য) করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মঘ্ন, লুব্ধ ব্রাহ্মণগণ মিথ্যা সদ্গুণরাশির উল্লেখ করিয়া কুৎসিত ভূপতিদিগকে উৎসাহিত করিয়া নির্লজ্জভাবে নানাবিধ স্তব দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ: ক্রোধ আর লোভ এই দুইটী চণ্ডালতুল্য,

দম্ভাক্রান্তাশ্চরন্ত্যেতে সদাচাররতা ইব।
স্বার্থৈকসাধকা হ্যঢ্যা মুনিবেশা নটা ইব॥ ৫৪॥
দাম্ভিকা বহুলদ্বেষাশ্চরিতৈঃ শ্লাঘিতা জনৈঃ।
সংরম্ভিণোহন্তর্নিঃসারাঃ কৃত্রিমেভনিভা দ্বিজাঃ॥ ৫৫॥
বিস্তার্য্য বাগুরাং ব্যাধো মৃগানাকাঙ্ক্ষতে যথা।
প্রপঞ্চ্য সংক্রিয়ামেবং দাম্ভিকা ধনিনাং ধনং॥ ৫৬॥
হরন্তি দস্যবোহটব্যাং বিমোহ্যাস্ত্রৈর্নৃণাং ধনং।
পবিত্রৈরতিতীক্ষ্ণাগ্রৈর্মেধ্যেবং বকব্রতাঃ॥ ৫৭॥

এই দুইটিকে স্মরণও করিবে না। দেখ, মনুষ্য ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া অতিশয় নিষ্ঠুরভাবে স্ত্রী ও বালককে বিনাশ করিয়া থাকে॥ ৫৩॥

এই সকল মনুষ্য অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া, সদাচার পরায়ণ মনুষ্যগণের মত বিচরণ করিয়া থাকে। ইহারা একমাত্র স্বার্থ সাধনে তৎপর এবং ধনাঢ্য। ইহারা যেন মুনিবেশধারী নটস্বরূপ॥ ৫৪॥

হে বিপ্রগণ! দাম্ভিক সকল অতিশয় দ্বেষ করিয়া থাকে। অথচ সাধারণ লোকে তাহাদের চরিত্র বর্ণনা করিয়া প্রশংসা করে। কৃত্রিম হস্তিদের যেমন অন্তরে সার থাকে না, সেইরূপ দাম্ভিকগণ অন্তঃসার বিহীন হয়॥ ৫৫॥

যেরূপ ব্যাধ জালবিস্তার পূর্ব্বক মৃগদিগকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ দাম্ভিকগণ সংক্রিয়া বিস্তার করিয়া ধনিদিগের ধন ইচ্ছা করে॥ ৫৬॥

যেরূপ দস্যুগণ অরণ্য মধ্যে শাণিত অস্ত্রদ্বারা ভয় দেখাইয়া মানবগণের ধন কাড়িয়া লইয়া থাকে, সেইরূপ বকব্রত-

প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্ য একোযাত্যধঃ স্বয়ং।
বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি ॥ ৫৮ ॥
ছন্নপঙ্কে স্থলধিয়া পতন্তি বহবো নন্বু।
বৈড়ালব্রতিকোঽপ্যেবং সঙ্গসন্তুষণার্চ্চনৈঃ ॥ ৫৯ ॥
আত্মনৈবোপহসিতা মিথ্যাধ্যানসমাধিভিঃ।
নির্লজ্জা বঞ্চয়ন্তীমং লোকং দম্ভেন বঞ্চিতাঃ ॥ ৬০ ॥
কো জয়েদভিমানঞ্চ মহতামপি দুর্জ্জয়ং।

ধারী দাম্ভিকগণ অতিশয় তীক্ষ্ণাগ্র পবিত্রে (অগ্রের সহিত এক বিতস্তি পরিমিত কুশ) দ্বারা মনুষ্যদিগকে মোহিত করিয়া, গ্রামের মধ্যে মনুষ্যগণের ধন হরণ করিয়া থাকে॥৫৭

সাধু ব্যক্তি প্রকাশ্যে পতিত হইলে একাকী স্বয়ং অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বকব্রতধারী পাপিষ্ঠ ব্যক্তি স্বয়ং পতিত হইয়া অপরকেও পাতিত করে ॥ ৫৮ ॥

হে দ্বিজ সকল! অনেকেই স্থল জ্ঞান করিয়া যেমন প্রচ্ছন্ন পঙ্কে পতিত হয়, সেইরূপ বিড়ালব্রতধারী মনুষ্যের সংসর্গ অন্বেষণ এবং অর্চ্চনা দ্বারা পাপপঙ্কে নিপতিত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

দাম্ভিকগণ মিথ্যা ধ্যান ও মিথ্যা সমাধি দ্বারা আপনারা আপনাদিগকেই উপহাস করে, এইরূপে দম্ভপ্রতারিত নির্লজ্জ মনুষ্যগণ এইসকল লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

কোন্ ব্যক্তি অভিমানকে জয় করিতে পারে, মহাত্মাগণও সহজে অভিমানকে জয় করিতে পারেন না। অভিমান

জনানাক্রম্য বহুধা স্থিতং শ্রেয়োব্ধিবাড়বং ॥ ৬১ ॥
কুলেন বিদ্যয়ার্থেন রূপখ্যাতিবলৈঃ পৃথক্।
অভিমানেন বহুধা ভবভাক্ কোঽত্র মুচ্যতে ॥ ৬২ ॥
গুণৈঃ স্তুতশ্ছিদ্যমানো মানৈর্হ্যত্যগোত্তরং।
খিদ্যতে রমতঃ প্রাণানভিমানায় মুঞ্চতি ॥ ৬৩ ॥
ধনাভিমানে ত্যক্তেঽপি গুণিনা কেনচিৎ সদা।
গুণী তপস্ব্যহঞ্চেতি পুনর্মানঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৪ ॥

জয় না হইলে মঙ্গল লাভ হওয়া দুষ্কর, এই শুভগতি নানাবিধ উপায়ে লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া সমুদ্রের অন্তর্গত বাড়বানলের ন্যায় অবস্থান করিতেছে ॥ ৬১ ॥

অভিমান থাকিলেই পৃথক্ পৃথক্ বংশ, বিদ্যা, অর্থ, রূপ, সুখ্যাতি এবং শক্তির উদয় হইবে, তখন মনুষ্য অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে নানাবিধ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ভব-বন্ধনে আবদ্ধ জীব কিরূপে এই সংসারে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে ॥ ৬২ ॥

গুণ বর্ণনা দ্বারা স্তব করিলে অভিমান দূর হইয়া যায়, তখন সেই ব্যক্তি মান আছে বলিয়া সন্তুষ্ট হয়, তৎপরে খেদান্বিত হইয়া থাকে। অবশেষে সেই লোক জীবন অস্থায়ী হইলেও, তাহাকে অভিমানের নিমিত্ত পরিত্যাগ করে ॥ ৬৩ ॥

ধনাভিমান বিসর্জন দিলেও কোন্ গুণবান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা "আমি গুণবান্ এবং তপস্বী" বলিয়া পুনর্ব্বার অভিমানী হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

অথ কশ্চিন্ন সহতে স্তুতিং মানস্বভাববিৎ।
স্তুত্যোঽপ্যস্তুতিকামস্ত্বমিত্যুক্তঃ সতু তুষ্যতি ॥ ৬৫ ॥
উক্তাভিমানত্যক্তোঽপি যোগমার্গরতঃ শমী।
তৃপ্যতে মানবানেব ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীত্যহো পুনঃ ॥ ৬৬ ॥
সর্ব্বাভিমানত্যক্তোঽথ নিঃসঙ্গঃ কশ্চিদাত্মবান্।
নির্ম্মমোঽস্মীতি তস্যাপি ভূয়োমানঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৭ ॥
ত্যক্তঃ কো নাম মানেন ক্লিষ্টো দীনোঽপি ভিক্ষুকঃ।
ভিক্ষাভাগ্যং মমান্যেভ্যো বহ্বস্তীতি চ মানবান্ ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর কোন ব্যক্তি (যিনি অভিমানের স্বভাব অবগত আছেন) প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না "তুমি স্তবযোগ্য হইয়াও স্তব কামনা কর না" এই কথা বলিলে তিনি তুষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

যোগমার্গসঞ্চারী শমগুণাবলম্বী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অভিমান বিসর্জ্জন করিলেও "আমি ব্রহ্মজ্ঞানী" এইরূপ আত্মাভিমানে মত্ত হইয়া যে পুনর্ব্বার সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর যিনি সকল প্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বীতরাগ হইয়াছেন এবং যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ, এইরূপ মহাত্মা ব্যক্তিও "আমি মমতাশূন্য" এইরূপে পুনর্ব্বার অভিমান উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

এইরূপে কোন্ ব্যক্তি অভিমানশূন্য হইয়া থাকিতে পারে? দেখ, ক্লেশযুক্ত দরিদ্র ভিক্ষুকও "আমার ভিক্ষাযোগ্য বস্তু অনেকের নিকট হইতে পাইতে পারিব এবং তাহা যথেষ্ট আছে" এইরূপে অভিমান করিয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

ইতি কামাদিভির্দোষৈর্জনা ব্যাকুলিতান্তরাঃ।
ক্লিষ্যন্তি দেহভিন্নার্থবার্ত্তামাত্রেহপ্যকোবিদাঃ॥ ৬৯॥
উন্মূলনায় চৈতেষাং মূলং বক্ষ্যামি সত্তমাঃ।
দুর্জয়ানাং স্মরাদীনাং ছন্না রোহন্তি নো যতঃ॥ ৭০॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রাকৃতং হি গুণত্রয়ং।
এতন্মূলমনর্থানামাত্মসংজ্ঞানরোধকং॥ ৭১॥
এতৈর্ব্যস্তৈঃ সমস্তৈশ্চ দোষৈঃ কামাদয়োগুণাঃ।
মনোবিকারা জায়ন্তে সততং জীবসংজ্ঞিতাঃ॥ ৭২॥
মূলমন্তর্বিকারাণাং সর্ব্বেষাং হি ত্রয়োগুণাঃ।

এইরূপে অজ্ঞ মনুষ্যগণ কাম ক্রোধাদি দোষসমূহ দ্বারা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া দেহ ভিন্ন অন্য বস্তুর সংবাদমাত্রেও ক্লেশ পাইয়া থাকে॥ ৬৯॥

হে সত্তমগণ! এই সকল দুর্জ্জয় কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে সমূলে উন্মূলিত করিবার জন্য ইহাদের মূল বর্ণনা করিব। কারণ, ইহাদের মূলোচ্ছেদ হইলে আর উহারা অঙ্কুরিত হইতে পারে না॥ ৭০॥

সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটী প্রাকৃতিক গুণ, এই গুণত্রয়ই সমস্ত অমঙ্গলের ও অনিষ্টের মূল জানিবেন এবং ইহারাই আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান রুদ্ধ করিয়া থাকে॥ ৭১॥

এই সমস্ত দোষ একত্র হইলে অথবা পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে কাম ক্রোধ প্রভৃতি গুণ সকল মানসিকবিকার হইয়া উৎপন্ন হয়, ইহারাই সর্ব্বদা জীবসংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে॥ ৭২॥

যেরূপ বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা একত্র থাকিলে, অথবা

ব্যস্তাঃ সমস্তা রোগাণাং শ্লেষ্মপিত্তানিলা ইব ॥ ৭৩ ॥
সত্ত্বং সাত্ত্বিকসঙ্গাচ্চ রজো রাজসসঙ্গতঃ।
তমস্তামসসঙ্গাচ্চ স্বসাম্যাদ্বর্দ্ধতে প্রিয়াৎ ॥ ৭৪ ॥
সন্তঃ সতাং প্রিয়াঃ পাপাঃ পাপানাং গুণসাম্যতঃ।
তিরশ্চামপি তির্য্যঞ্চ সদা তে হ্যেককারিণঃ ॥ ৭৫ ॥
গুণৈর্ভিন্নধিয়ো জীবাঃ পৃথক্ কার্য্যাণি মন্বতে।
মুদা স্বগুণযোগ্যানি সাদৃশ্যৈরনুমোদিতাঃ ॥ ৭৬ ॥

পৃথক্ পৃথক্ থাকিল, সমস্ত রোগের মূলীভূত কারণ বলিয়া গণ্য হয়, সেইরূপ কাম ক্রোধাদি একত্র থাকিলে অথবা ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করিয়া থাকিলে উহারাই সমস্ত আন্তরিক বিকারের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

সাত্ত্বিক লোকের সঙ্গে সত্ত্বগুণ, রাজসিক লোকের সঙ্গে রজোগুণ এবং তামসিক লোকের সঙ্গে তমোগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আপনাদের সাদৃশ্য থাকাতে সাত্ত্বিকের সত্ত্বগুণ, রাজসিকের রজোগুণ এবং তামসিকের তমোগুণ প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

গুণের সাদৃশ্য থাকাতে সাধুগণ সাধুদিগের, পাপিষ্ঠ সকল পাপিষ্ঠদিগের এবং পশু পক্ষ্যাদি তির্য্যক্ জাতি, পশুপক্ষ্যাদি তির্য্যক্ জাতির অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকে। কারণ, উহারা সকলেই সর্ব্বদা একই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

ভিন্ন ভিন্ন গুণ দ্বারা জীবগণের মনোবৃত্তিও ভিন্ন ২ হয়, এই কারণে জীবগণ গুণসাদৃশ্যহেতু অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সহর্ষে স্ব স্ব গুণযোগ্য, পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সকল চিন্তা করিয়া থাকে ॥ ৭৬ ॥

এতন্ময়ী চ প্রকৃতির্মায়া যা বৈষ্ণবী শ্রুতা।
লোহিতশ্বেতকৃষ্ণেতি নিত্যা তাদৃগ্বহুপ্রজা ॥ ৭৭ ॥
সৈষা চরাচরজগৎ পত্রপুষ্পফলান্বিতা।
কামাদ্যসৎকণ্টকিনী মহাবল্ল্যাত্মনঃ পৃথক্ ॥ ৭৮ ॥
শুদ্ধোঽপ্যাত্মাতিসামীপ্যাদস্যা ধর্ম্মান্ পৃথগ্বিধান্।
কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখান্ মন্যতে স্বান্ সুচিন্তিতান্ ॥ ৭৯ ॥
জীবো বহিঃস্থিতান্ ক্ষেত্রাৎ স্ফুটং ভিন্নাত্মকোঽর্গতঃ।
নেমাং বেত্ত্যন্তরাসন্নাং মুখসক্তাং মসীমিব ॥ ৮০ ॥

তোমরা যে বিষ্ণুমায়া শ্রবণ করিয়াছ, সেই বৈষ্ণবী-মায়াও এই ত্রিবিধ গুণবিশিষ্ট। যথাক্রমে ঐ তিন প্রকার গুণের লোহিত্ব, শুক্ল এবং কৃষ্ণ এই তিন প্রকার বর্ণ। সেই গুণময়ী প্রকৃতি নিত্যা অপরিণামিনী এবং বহু প্রজার উৎপত্তি করিয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

এই উক্ত গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎরূপ পত্র, পুষ্প এবং ফল দ্বারা সমন্বিত, কাম ক্রোধাদি অসৎ (তীক্ষ্ণ) কণ্টক দ্বারা সমাকীর্ণ মহালতার তুল্য, কিন্তু এই প্রকৃতি আত্মা হইতে বিভিন্ন ॥ ৭৮ ॥

আত্মা শুদ্ধ হইলে অতি সামীপ্য হেতু প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম সকলকে এবং সুচিন্তিত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সুখ সমুদায়কে আপনার বলিয়া মানিয়া থাকেন ॥ ৭৯ ॥

জীব বিভিন্ন স্বরূপ (আকার) ধারণ করিয়া ক্ষেত্র (আত্মা) হইতে বাহ্যস্থিত বস্তুদিগকে স্পষ্টই জানিতে পারে, বস্তুতঃ মুখস্থিত মসীরেখার ন্যায় অন্তর মধ্যে উপস্থিত, এই প্রকৃতিকে জানিতে পারে না ॥ ৮০ ॥

সোঽথ প্রতিনিবৃত্তাক্ষো গুরুদর্পণবোধিতঃ।
স্বতোঽন্যাং বিক্রিয়াং মৌঢ্যাদাস্থিতামঞ্জসেক্ষতে ॥ ৮১
অথাসৌ প্রকৃতির্নাহমিয়ং হি কলুষাত্মিকা।
শুদ্ধবুদ্ধস্বভাবোঽহমিতি ত্যজতি তাং বিদন্ ॥ ৮২ ॥
এবং দেহেন্দ্রিয়াদ্যর্থে শুদ্ধত্বেনাত্মনি স্মৃতে।
শিথিলা সবিকারেয়ং ত্যক্তপ্রায়া হি চর্ম্মবৎ ॥ ৮৩ ॥
সবিকারাপি মৌঢ্যেন চিরং ভুক্তা গুণাত্মনা।

অনন্তর জীবের ইন্দ্রিয় ক্রমে যখন স্ব স্ব স্থান হইতে প্রত্যাগত হয়,গুরুদেব যখন দর্পণের ন্যায় বিশদরূপে মায়িক পদার্থ সকল বুঝাইয়া দেন, তখন জীব সহসা জানিতে ও দেখিতে পায় যে, এই বিকার নিজ (আপনা) হইতে স্বতন্ত্র এবং কেবল মূঢ়তা বশতঃ ঐ বিকারের আবির্ভাব হইয়াছিল ॥ ৮১ ॥

অনন্তর সেই জীব "আমি প্রকৃতি নহি, কারণ প্রকৃতির স্বরূপ ও স্বভাব অত্যন্ত কলুষিত, আমি সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা" এইরূপ জানিতে পারিয়া তখন প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৮২ ॥

এইরূপ দেহ,ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়বেদ্য রূপ রসাদি পদার্থ সকল বিশুদ্ধ পরমাত্মা বলিয়া চিন্তা করিলে এবং জানিতে পারিলে যেরূপ সর্পকঞ্চুক পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ বিকার-যুক্ত এই প্রকৃতি শিথিল হইয়া যায় এবং প্রায়ই পরিত্যক্ত হইয়া আইসে ॥ ৮৩ ॥

এই প্রকৃতি বিকৃত হইলেও সগুণ আত্মা ইহাকে চির-

প্রকৃতির্জ্ঞাতদোষেয়ং লজ্জয়েব নিবর্ত্ততে ॥ ৮৪ ॥
প্রকৃতৌ শিথিলায়াঞ্চ তদ্বিকারাঃ স্মরাদয়ঃ ।
নিবৃত্তা এব হিত্বা তান্ নহ্যায়ান্তি মদাদয়ঃ ॥ ৮৫ ॥
চিত্রচ্ছায়পটত্যাগে ত্যক্তং তৎস্থং হি চিত্রকং ।
প্রকৃতের্বিরমাদিত্থং ধ্যায়িনাং ক্ব স্মরাদয়ঃ ॥ ৮৬ ॥
হর্ষ শোক ভয় ক্রোধ লোভ মোহ মদাস্তথা ।
মৎসর স্নেহ কার্পণ্য নিদ্রালস্য স্মরাদয়ঃ ॥ ৮৭ ॥
দম্ভাভিমানতৃষ্ণাদ্যাঃ সর্ব্বে প্রকৃতিজাঃ স্মৃতাঃ ।
গুণসংজ্ঞাঃ সদোষাশ্চ নির্দ্দোষো নির্গুণঃ পুমান্ ॥ ৮৮ ॥

কাল ভোগ করেন, পরে প্রকৃতির দোষ জানিতে পারিলে, ঐ প্রকৃতি যেন লজ্জিত হইয়া নিবৃত্ত হয় ॥ ৮৪ ॥

একবার প্রকৃতি যদি শিথিল হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রকৃতির বিকার কামক্রোধাদি নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিয়া অহঙ্কারাদি কিছুতেই আসিতে পারে না ॥ ৮৫ ॥

যেরূপ মনোহর শোভাযুক্ত পটের ত্যাগ হইলে, পটস্থিত চিত্রকার্য্য পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ধ্যাননিষ্ঠ মনুষ্যগণের প্রকৃতি ত্যাগ হইলে কামক্রোধাদির আবির্ভাব কিরূপে হইবে ? ॥ ৮৬ ॥

হর্ষ, শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, স্নেহ, কৃপণতা, নিদ্রা, আলস্য এবং কামাদি দম্ভ, অভিমান এবং তৃষ্ণাদি এই সমস্তই প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সমস্তই দোষযুক্ত, পরমপুরুষ নির্দ্দোষ এবং নির্গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥

যথাজ্বলদগৃহাশ্লিষ্টগৃহং বিচ্ছিদ্য রক্ষ্যতে।
এবং সদোষপ্রকৃতের্বিচ্ছিন্নোঽয়ং ন শোচতি ॥ ৮৯ ॥
বেদান্তেভ্যঃ সতাং সঙ্গাৎ সদ্গুরোশ্চ স্বতস্তথা।
জ্ঞেয়োঽন্যঃ প্রকৃতেরাত্মা সদা সম্যঙ্মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৯০ ॥
মায়াপ্রবর্ত্তকে বিষ্ণৌ কৃতা ভক্তির্দৃঢ়া নৃণাং।
সুখেন প্রকৃতিং ভিন্নাং সন্দর্শয়তি দীপবৎ ॥ ৯১ ॥
ইত্যাত্মানং দৃঢ়ং জ্ঞাত্বা সর্ব্বং সঙ্গং ততস্ত্যজেৎ।
অদ্বৈতসিদ্ধ্যৈ যততামন্যসঙ্গোঽরিঃ স্ফুটং ॥ ৯২ ॥

যেরূপ প্রজ্বলিত গৃহ হইতে তৎসংসৃষ্ট অন্য গৃহকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ সদোষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আর ঐ মনুষ্য শোকাকুল হয় না। ॥ ৮৯ ॥

মোক্ষাভিলাষী মনুষ্যগণ বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা সাধুসঙ্গ, সদ্গুরুর নিকট হইতে, অথবা স্বতই মনোমধ্যে পরমাত্মাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিবেন ॥ ৯০ ॥

মায়াপ্রবর্ত্তক বিষ্ণুর প্রতি মনুষ্যগণ যদি দৃঢ়রূপে ভক্তি করে, তাহা হইলে হরিভক্তি প্রদীপের ন্যায় পরাঙ্মুখে প্রকৃতিকে পৃথক্‌রূপে দেখাইয়া দেন ॥ ৯১ ॥

এইরূপে পরমাত্মাকে দৃঢ়রূপে জানিয়া পরে সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। যে সকল মনুষ্য অদ্বৈত বস্তুর সিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হয়, তাহাদের অন্য বস্তুর সহিত যে সংসর্গ, তাহা স্পষ্টই শত্রু বলিয়া গণ্য ॥ ৯২ ॥

একান্তে স্বাসনো ধীরঃ শুচির্দক্ষঃ সমাহিতঃ।
যতেতোপনিবদ্ধৃষ্টমায়াভিন্নাত্মদর্শনে ॥ ৯৩ ॥
পরাক্ প্রবৃত্তাক্ষগণং যোগী প্রত্যক্ প্রবাহয়েৎ।
রুদ্ধ্বা মার্গং তদভ্যস্তং নর্ম্মদৌঘমিবাত্মনঃ ॥ ৯৪ ॥
স্থাপয়িত্বা পদেঽক্ষাণি স্বেস্বেঽন্তস্তু মনঃ শনৈঃ।
নিবৃত্তসৈন্যং রাজানং বেশ্মেবান্তঃপ্রবেশয়েৎ ॥ ৯৫ ॥
অন্তর্নীতে চ মনসি ন চলন্তীন্দ্রিয়াণ্যপি।
অভ্রাণি স্তিমিতানীব চোদকেঽনাগতেঽনিলে ॥ ৯৬ ॥

নির্জনে পরমসুখে আসনে উপবেশন করিয়া, ধীর ব্যক্তি পবিত্র ভাবে, সমাহিতচিত্তে দক্ষতার সহিত মায়াবিহীন এবং বেদান্তবেদ্য পরমাত্মাকে দেখিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন ॥ ৯৩ ॥

যোগরত মনুষ্য নর্ম্মদানদীর প্রবাহের মতন আপনার সেই অভ্যস্ত পথ রোধ করিয়া, সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়দিগকে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক বস্তু হইতে প্রবাহিত করিবেন ॥ ৯৪ ॥

স্ব স্ব স্থানে ইন্দ্রিয়দিগকে স্থাপিত করিয়া মনোমধ্যে শেষে চিত্তকে ধীরে ধীরে বেশ্যা যেমন সৈন্যবিহীন ভূপতিকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করায়, তাহার ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করাইবে ॥ ৯৫ ॥

যেরূপ মেঘপরিচালক বায়ু আগমন না করিলে মেঘ সকল নিশ্চল হইয়া থাকে, অন্য স্থলে যাইতে পারে না, সেইরূপ মনকে অন্তরের মধ্যে লইয়া গেলে ইন্দ্রিয় সকলও চলিতে পারে না ॥ ৯৬ ॥

ততো বপুরহঙ্কারবুদ্ধিভ্যোঽন্যচিদাত্মনি।
তাসাং প্রবর্ত্তয়িতরি স্বাত্মনি স্থাপয়েন্মনঃ ॥ ৯৭ ॥
মুধা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বমানিকং তামসালয়ং।
সর্ব্বাত্মনি চিদানন্দঘনে বিষ্ণৌ সুযোজয়েৎ ॥ ৯৮ ॥
সলিলে করকাশ্মেব দীপোঽগ্নাবিব তন্ময়ঃ।
জীবো মৌঢ্যাৎ পৃথগ্বদ্ধো মুক্তো ব্রহ্মণি লীয়তে ॥ ৯৯ ॥
অয়ঞ্চ জীবপরয়োর্যোগোযোগাভিধো দ্বিজাঃ।
সর্ব্বোপনিষদামর্থো মুনিগোপ্যঃ পরাৎপরঃ ॥ ১০০ ॥
এবং ব্রহ্মণি যুক্তাত্মা স নিরন্তরচিদ্রসঃ।

তদনন্তর যিনি শরীর, অহঙ্কার ও বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে বিভিন্ন এবং যিনি শরীর, অহঙ্কার ও বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, সেই নিজের আত্মস্বরূপ চিদাত্মাতে মনকে স্থাপিত করিতে হইবে ॥ ৯৭ ॥

মিথ্যা কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বাভিমানি তমোগুণের আধার-স্বরূপ সেই মনকেও সকলের আত্মস্বরূপ ঘনচৈতন্য এবং আনন্দ স্বরূপ বিষ্ণুর প্রতি সংযুক্ত করিতে হইবে ॥ ৯৮ ॥

জীব কেবল মূঢ়তা বশতঃ বলিয়া থাকে, আমি জলে করকা (হিমপাত) হইতেছি এবং অনলে প্রদীপ হইতেছি। এইরূপে তত্তৎপদার্থে তন্ময় হইলে পৃথক্ ভাবে বদ্ধ হয়। যখন মুক্ত হয়, তখন পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে ॥ ৯৯ ॥

হে দ্বিজগণ! এই জীব এবং পরমাত্মার যোগকেই যোগ বলে, সমস্ত উপনিষদের ইহাই অর্থ, ইহা মুনিগণেরও গোপনীয় এবং ইহা পরাৎপর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ॥ ১০০ ॥

এইরূপে পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিলে তখন তাহার

আসীতানন্তরং রাজ্যং বিলাপ্য জগদাত্মনি ॥ ১০১ ॥
ক্রমাদ্বিলয়মানায্য কাঠিনাংশোপমং জগৎ ।
বিস্তরং স্বাত্মবিদ্যোগী নির্বিশেষং বিলাপয়েৎ ॥ ১০২ ॥
তদা সুখপ্রকাশাত্মা নির্বিশেষো নিরঞ্জনঃ ।
সজ্যোৎস্নকেবলাকাশসাম্যং কিঞ্চিদ্বিভর্ত্তি সঃ ॥ ১০৩ ॥
নাসাবনেক একো বা নালোকস্তমসঃ পরঃ ।
নাল্পো মহান্ বা ন বহি র্নান্তরোবা সমোহব্যয়ঃ ॥১০৪॥
এবং সতত যুক্তাত্মা ক্রমাদ্বিষ্ণুময়ো ভবেৎ ।
নহি সৈন্ধবশৈলোহপি ক্ষণাদম্বুময়ো ভবেৎ ॥ ১০৫ ॥

চৈতন্যরস অবিচ্ছিন্ন এবং নিবিড় হয়, তৎপরে পরমাত্মাতে এই শরীররাজ্য লীন করিয়া অবস্থান করিবেন ॥ ১০১ ॥

আত্মতত্ত্ববেত্তা যোগী ক্রমে ক্রমে কঠিন অংশতুল্য শরীরকে লয়প্রাপ্ত করাইয়া অবশিষ্ট নির্বিশেষ অংশ সকলকে লীন করিবেন ॥ ১০২ ॥

তখন সেই যোগী সুখ প্রকাশ, নির্বিশেষ এবং নিরঞ্জন পরমাত্মার তুল্য হইয়া জ্যোৎস্নার সহিত একমাত্র আকাশের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১০৩ ॥

তখন সেই যোগযুক্ত যোগী অনেক নয়, একও নয়, আলোক নয়, তমোগুণের পরবর্ত্তী, অল্পও নয় মহৎও নয়, বাহ্যও নয় আন্তরিকও নয়। তাঁহার সমান নাই অথচ তাঁহার ক্ষয়ও নাই ॥ ১০৪ ॥

এইরূপে সর্ব্বদা যোগরত হইয়া ক্রমে তিনি বিষ্ণুময় হইতে পারেন। দেখুন, সৈন্ধবলবণের পর্ব্বত কখন ক্ষণকালের মধ্যে জলময় হইতে পারে না ॥ ১০৫ ॥

ব্যুত্থিতোঽপি জগৎকৃৎস্নং বিষ্ণুরেবেতি ভাবয়েৎ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারশ্চরেচ্ছিথিলসংস্থিতিঃ ॥ ১০৬ ॥
দেহে হ্যহংমতির্মূলং মহতো ভবভূরুহঃ।
তৎকৃতোদারপুত্ত্রাদৌ স্নেহঃ কৈতেঽন্যথাত্মনঃ ॥ ১০৭ ॥
কর্ম্মকুর্য্যাদশক্তোঽপি পূর্ব্বাসৎকর্ম্মশুদ্ধয়ে।
বিরেকায়ৌষধং পীতং শমলং হ্যপগচ্ছতি ॥ ১০৮ ॥
কাম্যেন কর্ম্মণা বদ্ধো ন শক্যস্তদ্বিশুদ্ধিকৃৎ।
রজসোত্তেজনার্থেন হ্যাদর্শো ন মলী ভবেৎ ॥ ১০৯ ॥

পরে যোগ হইতে উত্থিত হইয়া এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় বলিয়াই ভাবনা করিবে, এইরূপে মমতাবিহীন এবং অহঙ্কারশূন্য হইলে সংসার-পদ্ধতি শিথিল হইয়া যায়, ফলতঃ এই ভাবেই সংসারে চলিতে হইবে ॥ ১০৬ ॥

দেহের মধ্যে যে অহম্ভাব আছে, সেই অহংবুদ্ধিই জানিবে এই প্রকাণ্ড সংসাররূপ বৃক্ষের মূল, সেই অহম্ভাব বশতই স্ত্রী পুত্ত্রাদির প্রতি বিশেষ স্নেহ মমতা ঘটিয়া থাকে, নতুবা পরমাত্মার এই সকল কোথায় ঘটিতে পারে ॥ ১০৭ ॥

অসমর্থ হইলেও পূর্ব্বকৃত অসৎ (পাপ) কর্ম্মের শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। দেখুন, বিরেকের (বিষ্ঠাত্যাগের) জন্য ঔষধসেবন করিলে সেই ভক্ষিত ঔষধ মল হইয়া নিশ্চয়ই নির্গত হইয়া থাকে ॥ ১০৮ ॥

সেই কর্ম্মবিশুদ্ধকারি জনকে সেই কাম্যকর্ম্ম আর বদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, যেমন উত্তেজক ধূলি দ্বারা দর্পণ মলিন হয় না কিন্তু উজ্জ্বলই হইয়া থাকে ॥ ১০৯ ॥

অকর্ম্মকরণাদেযন মুমুক্ষুরপি বধ্যতে।
অনিবার্য্য রজোবর্ষং স্নানেচ্ছুর্নন্বু মূঢ়ধীঃ॥ ১১০॥
তস্মাৎ কুর্ব্বন্ননাসক্তো নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ।
অনঘত্বায় শুদ্ধ্যৈচ সুগুপ্তো যোগমভ্যসেৎ॥ ১১১॥
নির্ব্বিঘ্নায় মুমুক্ষূণাং গতিং নাখ্যাপয়েজ্জনে।
কারাগৃহাদপসরন্ বঞ্চয়েদ্ধি ব্যবস্থিতান্॥ ১১২॥
এবং সততমভ্যাসাল্লীনবুদ্ধেঃ পরাত্মনি।
কর্ম্মাণি বুদ্ধিপূর্ব্বাণি নিবর্ত্তন্তে স্বতোদ্বিজাঃ॥ ১১৩॥

যেহেতু মোক্ষার্থী মনুষ্যেও কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করাতে বদ্ধ হইয়া থাকে। দেখুন, মূঢ়মতি মনুষ্য স্নান করিতে ইচ্ছা করিয়া ধূলিবর্ষণ নিবারণ না করিলে সেই ধূলি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে॥ ১১০॥

অতএব পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এবং পবিত্রতা লাভ করিবার নিমিত্ত আসক্ত না হইয়া নিত্য এবং নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিবে, এইরূপে অত্যন্ত গুপ্তভাবে যোগাভ্যাস করিতে হইবে॥ ১১১॥

মোক্ষার্থী মনুষ্য নির্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধির জন্য লোকের নিকটে নিজের অবস্থা প্রকাশ করিবেন না। কারণ, কারাগার হইতে পলায়ন করিবার কালে কারারক্ষক ব্যক্তিদিগকে বঞ্চনা করিতে হইবে॥ ১১২॥

হে দ্বিজগণ! এইরূপে সর্ব্বদা যোগাভ্যাস করিলে তাঁহার বুদ্ধি পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়, তখন তাঁহার জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল স্বতই নিবৃত্তি পাইয়া থাকে॥ ১১৩॥

সোঽথানন্দাত্মকং দেহং বর্ত্তমানং যদৃচ্ছয়া।
বিষয়ীবান্তরাত্মানং ন বেত্তি চিরবিস্মৃতঃ॥ ১১৪॥
পূর্ব্বাভ্যাসচরৎকায়ো ন লৌক্যো নচ বৈদিকঃ।
অপুণ্যপাপঃ সর্ব্বাত্মা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১১৫॥
তদ্দেহপাতে চ পুনঃ সর্ব্বগো ন স জায়তে।
এবমদ্বৈতযোগেন বিমুক্তির্বো ময়োদিতা॥ ১১৬॥
কিন্ত্বেষ দুরনুষ্ঠেয়ো জনৈর্যোগো নিরাশ্রয়ঃ।
অভ্যস্তমার্গাদক্ষাণি সহসা কো নিবর্ত্তয়েৎ॥ ১১৭॥
চিত্তে হি স্ববশে যোগঃ সিদ্ধেত্তত্তু জগৎপতিং।

অনন্তর বিষয়াসক্ত মনুষ্য যেরূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারে না, সেইরূপ যোগী পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে বর্ত্তমান, অথচ আনন্দস্বরূপ দেহ এবং অন্তরাত্মাকে জানিতে পারেন না, তখন তিনি সকল বস্তু একবারে ভুলিয়া যান॥ ১১৪॥

তখন তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস বশতঃ দেহ বিচরণ করে, লৌকিক এবং বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। তখন তাঁহার পাপ ও পুণ্য কিছুই থাকে না, তখন সকলের আত্মস্বরূপ সেই পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলে॥ ১১৫॥

তাঁহার সেই দেহের বিনাশ হইলে সর্ব্বব্যাপী সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ আর জন্ম গ্রহণ করেন না, এইরূপে অদ্বৈত যোগ দ্বারা আমি আপনাদিগকে মুক্তির কথা বলিলাম॥১১৬

কিন্তু সাধারণ জনগণ এই নিরালম্ব যোগের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। দেখুন, কোন্ ব্যক্তি সহসা অভ্যস্ত-পথ হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে নিবৃত্ত করিতে পারে?॥ ১১৭॥

চিত্ত আপনার অধীন হইলেই যোগসিদ্ধ হইয়া থাকে,

কোঽন্যাশ্রিত্য নিগৃহ্ণীয়াদব্যক্তমতিচঞ্চলং ॥ ১১৮ ॥
অরূপত্বান্মনোঽদৃশ্যমদৃশ্যত্বাদনাস্পদং।
অনাস্পদত্বাদগ্রাহ্যমগ্রাহ্যত্বাদনিগ্রহং ॥ ১১৯ ॥
বায়ুর্ন দুর্গ্রহো মন্যে দশাশাস্বেব সঞ্চরন্।
আশাসহস্রসঞ্চারি মনঃ কেন নিগৃহ্যতে ॥ ১২০ ॥
তস্মান্মুমুক্ষোঃ সুসুখোমার্গঃ শ্রীবিষ্ণুসংশ্রয়ঃ।
চিত্তেন চিন্তয়ানেন বঞ্চ্যতে ধ্রুবমন্যথা ॥ ১২১ ॥
নাগম্যমস্তি মনসঃ কমলাসনাণ্ড-
মধ্যে বহিশ্চ সততং ভ্রমি সর্ব্বগং তৎ।

কোন্ ব্যক্তি জগদীশ্বর হরিকে অবলম্বন না করিয়া অব্যক্ত এবং অত্যন্ত চঞ্চল মনকে রোধ করিতে পারে? ॥ ১১৮ ॥

রূপ নাই বলিয়া মন অদৃশ্য, অদৃশ্য বলিয়া মন কোন বস্তুর বিষয় বা আশ্রয় নহে, আশ্রয় নয় বলিয়া মন অগ্রাহ্য এবং অগ্রাহ্য বলিয়াই কেহ মনকে রোধ করিতে পারে না ॥ ১১৯ ॥

আমি বায়ুকেও দুর্গ্রহ (যাহাকে কষ্টে গ্রহণ করা যায়) বলিয়া মানি না, যেহেতু বায়ু দশদিকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে, কিন্তু মন সহস্র সহস্র আশাতে (পক্ষান্তরে দিকে) গমন করে, অতএব কোন্ ব্যক্তি এইরূপ মনকে রোধ করিতে সমর্থ হয়? ॥ ১২০ ॥

অতএব মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি যদি একমাত্র শ্রীহরিকে অবলম্বন করেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে শোভন সুখকর পথ, নচেৎ এই চিত্ত চিন্তা করিয়া নিশ্চয়ই ইহাকে বঞ্চনা করিয়া থাকে ॥ ১২১ ॥

মনের অগম্য স্থান নাই, এই সর্ব্বগামি মন ব্রহ্মাণ্ডের

বিষ্ণুং কদাচিদপি সর্ব্বগমাশুযায়ি
নৈব স্পৃশত্যর্থচ চিত্রমতঃ কিমন্যৎ ॥ ১২২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে যোগোপদেশ একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৯ ॥ * ॥

মধ্যস্থলে এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া থাকে, এই মন শীঘ্রগামি হইয়াও কদাচ সর্ব্বব্যাপী নারায়ণকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইহা অপেক্ষা অন্য আর কি আশ্চর্য্য হইতে পারে ॥ ১২২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে যোগের উপদেশ প্রদান নামক একোনবিংশ অধ্যায় ॥ * ॥ ১৯ ॥ * ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ ॥
ভক্তিযোগস্তু নির্ব্বিঘ্নো যোগমার্গাদ্দ্বিজোত্তমাঃ।
যতো বিষ্ণুসনাথস্য দুর্জ্জয়ং নাস্তি কঞ্চন ॥ ১ ॥
সমস্তশ্রেয়সাং মূলং প্রধানং হি মনোজয়ঃ।
স হি সিদ্ধ্যত্যুপায়েন বৈষ্ণবানাং নিশাম্যতাং ॥ ২ ॥
তদভ্যাসানুসারেণ মনো ধীমান্ বশং নয়েৎ।
পশুং দুষ্টমিবাক্লিষ্টো হঠান্ন প্রতিকূলয়েৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যোগমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গ আরও নিরাপদ। কারণ, ভক্তিমার্গে নারায়ণ সহায় হইয়া থাকেন, অতএব ভক্তিরত মনুষ্যের কোন বস্তু অজেয় নহে ॥ ১ ॥

মনোজয়ই সমস্ত মঙ্গলের প্রধান মূল, বৈষ্ণবগণের যে উপায় দ্বারা সেই মনোজয় সফল হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অভ্যাসের অনুসারে মনকে বশীভূত করিবেন, ক্লেশ না পাইয়া দুষ্ট পশুর ন্যায় সহসা মনের প্রতিকূলতা করিবেন না ॥ ৩ ॥

চেতো গীতপ্রিয়ঞ্চেতদ্বিষ্ণুগীতে সমর্পয়েৎ।
কথায়াঞ্চেৎ কথাশ্চিত্রাং শৃণুয়াৎ কথয়েদ্ধরেঃ ॥ ৪ ॥
রূপার্থি চেত্তু তস্যৈব প্রতিমাশ্চিত্রকোমলাঃ।
পশ্যেৎ স্বলঙ্কৃতাস্তত্র রমতে যদযথেচ্ছয়া ॥ ৫ ॥
ন হ্যেকত্রাপ্রিয়ং তাবচ্চঞ্চলং পাপি মানসং।
তদ্ধরেশ্চিত্রবার্ত্তস্য বার্ত্তাসু রময়েৎ সুধীঃ ॥ ৬ ॥
নচ চিত্তোৎসবা বার্ত্তাশ্চিত্রলীলং হরিং বিনা।
সন্ত্যন্যেষাং যদিচ্ছাতশ্চরাচরজগৎস্থিতিঃ ॥ ৭ ॥

চিত্ত যদি সঙ্গীতপ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিষ্ণুর সঙ্গীতবিষয়ে নিক্ষেপ করিবে। চিত্ত যদি কথা শুনিতে ভাল বাসে, তাহা হইলে হরির বিচিত্র কথা শ্রবণ করিবে ও বলিবে ॥ ৪ ॥

মন যদি রূপ ভাল বাসে, তাহা হইলে মন নারায়ণেরই সুন্দররূপে সুসজ্জিত, বিচিত্র অথচ কোমল প্রতিমা সকল নিরীক্ষণ করিবে, ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করিলে যদৃচ্ছাক্রমে তাহাতেই মন আনন্দিত হইতে পারিবে ॥ ৫ ॥

মন অপ্রিয়, চঞ্চল এবং পাপিষ্ঠ, কখন এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না, একারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যাঁহার কথা-সকল অতি বিচিত্র, সেই হরির কথাসকলে মনকে আনন্দিত করিয়া রাখিবেন ॥ ৬ ॥

বিচিত্র লীলাময় হরি-ব্যতিরেকে অপর লোকদিগের কখনও চিত্তের উৎসব বার্ত্তা সকল ঘটিতে পারে না। কারণ, হরিরই ইচ্ছায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ত নিয়মিত কার্য্য প্রণালী সকল সুশৃঙ্খলভাবে চলি-তেছে ॥ ৭ ॥

যদ্যদ্বস্ত্রান্নপানাদি চিত্তার্থে তত্তদেব হি।
বিষ্ণ্বর্পিতং ভবেন্মাত্র ক্লেশাঃ প্রত্যাহৃতিষ্বিব ॥ ৮ ॥
কৃতী বিষ্ণ্বর্পিতান্ ভোগান্ ভুঞ্জানোঽপি বিমুচ্যতে।
অয়ং হি সুকরঃ পন্থা মুক্তেশ্চতুরসেবিতঃ ॥ ৯ ॥
বিষত্বেনৈব বিষয়াঃ খ্যাতা অপি যদর্পণাৎ।
ত এবামৃততাং যাতাঃ কোঽন্যঃ সেব্যো হরের্নৃণাং॥১০॥
এবং বিষ্ণুরতেশ্চেতঃ স্বয়মেব প্রসীদতি।
প্রত্যাহারমনাহারং বিনা ক্লেশাংশ্চ দুঃসহান্ ॥ ১১ ॥

যেরূপ মনের জন্য বস্ত্র, অন্ন, পানীয় প্রভৃতি বস্তু সংগ্রহ করিতে হয়, সেইরূপ তত্তৎ বস্ত্রাদি বস্তু সকল বিষ্ণুর প্রতি সমর্পিত হইলে, ঐ সকল বস্তুর আহরণে যেরূপ বিবিধ ক্লেশ ঘটে, আর সেরূপ ক্লেশ হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নানাবিধ ভোগ্য বস্তু সকল বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া যদি ভোজন করেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিতে পারে, চতুরগণের সেবিত ইহাই মুক্তির সুগম পথ জানিবেন ॥ ৯ ॥

বৈষয়িক পদার্থ সকল বিষরূপে বিখ্যাত হইলেও যদি ঐ সকল বস্তু বিষ্ণুকে সমর্পণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল বস্তুই আবার অমৃতরূপে পরিণত হইয়া থাকে, অতএব মনুষ্যগণ হরি-ব্যতীত অন্য আর কাহার আরাধনা অর্থাৎ সেবা করিবে? ॥ ১০ ॥

এইরূপে বিষ্ণুপরায়ণ মনুষ্যের চিত্ত স্বয়ংই প্রসন্ন হইয়া থাকে, তখন প্রত্যাহরণ (সংগ্রহ) উপবাস এবং অন্যান্য অসহ্য ক্লেশ সকল আর ভোগ করিতে হয় না ॥ ১১ ॥

ধ্যানং বঃ সুসুখং বচ্মি মনো যত্র সকৃদ্ধৃতং।
জ্ঞাতাস্বাদং তদেবেচ্ছেদ্‌যদন্যন্ন বিমুক্তিদং ॥ ১২ ॥
সুখং পদ্মাসনাসীনঃ প্রণবেণ হৃদম্বুজং।
উন্মুখীকৃত্য চন্দ্রাভং ত্রিগুণৈস্তৎ প্রকাশয়েৎ ॥ ১৩ ॥
মহৎ কন্দোত্থিতং জ্ঞাননালং প্রকৃতিকর্ণিকং।
অষ্টৈশ্বর্য্যদলং বিদ্যাৎ কেশবং তস্মিভাবয়েৎ ॥ ১৪ ॥
তস্যোপরি চ বহ্ন্যর্কসোমবিম্বান্যনুক্রমাৎ।
যথোক্তং স্বপ্রভোদ্ভাসি রত্নপীঠঞ্চ চিন্তয়েৎ ॥ ১৫ ॥

এক্ষণে আমি আপনাদিগকে পরম সুখস্বরূপ ধ্যানের বিষয় বলিতেছি, মন একবার যাহাতে ধৃত হইলে সেই ধ্যানের আস্বাদ জানিতে পারিয়া, সেই ধ্যানই ইচ্ছা করিয়া থাকে, যেহেতু অন্য কেহ বিমুক্তিপ্রদ নহে ॥ ১২ ॥

পরমসুখে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া প্রণবমন্ত্র দ্বারা চন্দ্রের তুল্য শ্বেতবর্ণ হৃদয়পদ্মকে উন্মুখ করিয়া, ত্রিগুণ দ্বারা তাহাকে প্রকাশিত করিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

এই হৃদয়পদ্ম মহত্তত্ত্বরূপ কন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞানই ইহার মৃণালদণ্ড। প্রকৃতি ইহার কর্ণিকার সদৃশ। আট প্রকার (অণিমা লঘিমা প্রভৃতি) যোগের ঐশ্বর্য্যই হৃদয়পদ্মের আটটী দল, এই প্রকার জানিতে পারিয়া শেষে সেই হৃৎপদ্মকে নারায়ণ বলিয়া ভাবিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

সেই হৃদয়পদ্মের উপরে যথাক্রমে অগ্নি, সূর্য্য এবং চন্দ্রমণ্ডলকে ভাবনা করিতে হইবে, তাহার পর নিজপ্রভাব দ্বারা উদ্ভাসিত শাস্ত্রোক্ত রত্নপীঠ ধ্যান করিবে ॥ ১৫ ॥

তস্মিন্ তু শ্লক্ষ্ণতরে শঙ্খচক্রগদাব্জিনং।
চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং ভাবয়েৎ পুরুষোত্তমং॥ ১৬॥
নিরঙ্ক চন্দ্রধবলং কোমলাবয়বোজ্জ্বলং।
বহ্নীন্দ্বর্কাদিতেজস্বিতেজোবীতং সুতেজসং॥ ১৭॥
নানামৌলিমণিদ্যোত-চিত্রীকৃতহৃদালয়ং।
স্ফুরৎ কিরীটমাণিক্য-বালসূর্য্যোদয়াচলং॥ ১৮॥
শ্রীমন্মুখাব্জসৌরভ্য সুদৃপ্তচলিতাঙ্গয়া।
ভৃঙ্গাল্যেবালকাবল্যা লীলয়া লোলয়াঞ্চিতং॥ ১৯॥
স্বচ্ছাদ্ভালাষ্টমীচন্দ্রাৎ কলঙ্কং স্নিগ্ধকাষ্ঠবৎ।

অত্যন্ত কোমল এবং অত্যন্ত মনোহর, সেই রত্নসিংহাসনের উপরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারি সুন্দর দেহবিশিষ্ট পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে চিন্তা করিবে॥ ১৬॥

সেই পুরুষোত্তম নিষ্কলঙ্ক [illegible]রের ন্যায় [illegible] অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সমুজ্জ্বল। চন্দ্র, সূর্য্য এবং অনল প্রভৃতি তেজস্বি পদার্থদিগের তেজোদ্বারা পরিবৃত, অতএব তিনি অতিশয় জ্যোতির্ম্ময়॥ ১৭॥

তাঁহার মস্তকের বিবিধ মণিকিরণ দ্বারা হৃদয়রূপ ভবন মনোহর হইয়াছে, তদীয় মুকুটস্থিত মণিমাণিক্যাদি যেন নবোদিত প্রভাকরের ন্যায় রূপ ধারণ করিয়াছে এবং তিনি যেন নবোদিত সূর্য্যের উদয়পর্ব্বততুল্য॥ ১৮॥

তাঁহার শ্রীমুখপদ্মের সৌরভে মহাগর্ব্বিত এবং কম্পিতাঙ্গ ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় তদীয় লম্বিত অলকাবলীর (চূর্ণকুন্তলের) লীলা দ্বারা তিনি ভূষিত॥ ১৯॥

তিনি স্বীয় নির্ম্মল ললাটদেশের অষ্টমীচন্দ্র অর্থাৎ অর্দ্ধ-

উদ্ধৃত্য তেনৈব কৃতং বিভ্রাণং ভ্রূলতাযুগং ॥ ২০ ॥
দয়ামৃতপ্রকটনপ্রসন্ননয়নাম্বুজং।
শ্লক্ষ্ণনাসং লসদ্গণ্ডবিম্বিতোজ্জ্বলকুণ্ডলং ॥ ২১ ॥
অনুগ্রহাখ্য হৃৎস্থেন্দু সূচকস্মিতচন্দ্রিকং।
আশ্লিষ্য কণ্ঠং শ্লক্ষ্ণশ্রীভুজাভরণমালয়া ॥ ২২ ॥
সিংহস্কন্ধানুরূপাংসং বৃত্তায়ত চতুর্ভুজং।
কৌস্তুভোপান্তবিদ্যোতিসদ্রত্নাঙ্গদকঙ্কণং ॥ ২৩ ॥
শুভ্রং পুণ্যলতাকন্দং জ্ঞানজ্যোৎস্নেন্দুমণ্ডলং।
নাদপ্রসিদ্ধং দধতং শঙ্খং হংসবদুজ্জ্বলং ॥ ২৪ ॥

চন্দ্র হইতে স্নিগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় কলঙ্ক উত্তোলন করিয়া তদ্দ্বারা ভ্রূযুগল নির্ম্মাণ করত ধারণ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

করুণারূপ অমৃত প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার নয়নার-বিন্দ প্রসন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার নাসিকা মনোহর, তাঁহার গণ্ডদ্বয় শোভা পাইতেছে এবং সেই মনোহর গণ্ড-স্থলে উজ্জ্বল মকরকুণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে অনুগ্রহরূপ চন্দ্রমা বিরাজ করি-তেছে, তাহা কেবল তদীয় মৃদুহাস্যরূপ চন্দ্রিকাদ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। কমলাদেবী মনোহর বাহুলতার আভরণ-সমূহ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন॥২২

তাঁহার স্কন্ধদেশ সিংহের স্কন্ধের অনুরূপ, তাঁহার চারিটী হস্ত বর্ত্তুল অথচ দীর্ঘ। কৌস্তুভমণির নিকটে তদীয় উৎ-কৃষ্ট রত্নময় কেয়ূর এবং বলয় দীপ্তি পাইতেছে ॥ ২৩ ॥

তিনি যে শুভ্রবর্ণ এবং হংসের মত উজ্জ্বল শঙ্খ ধারণ করিতেছেন, সেই শঙ্খ পুণ্যরূপ লতার কন্দ (মূল) স্বরূপ

জাতরূপেন্দু সূর্য্যাগ্নি জন্মক্ষেত্রাভমুজ্জ্বলং।
চক্রং রাক্ষসহোমেন্ধবহ্নিমণ্ডলবিভ্রতং ॥ ২৫ ॥
ক্ষিতিক্ষয়ক্ষমক্ষুদ্ররক্ষোগদগদাধরং।
সদা কৌস্তুভরশ্ম্যর্কোদিতলীলাব্জধারিণং ॥ ২৬ ॥
কান্তিদং সর্ব্বরত্নানাং কুলদেবমিবোত্তমং।
কৌস্তুভং দর্পণং লক্ষ্ম্যা দ্যোতয়ন্তং স্ববক্ষসা ॥ ২৭ ॥
মুক্তামযৈঃ সুবৃত্তস্বাদ্ধারৈঃ স্বহৃদয়প্রিয়ৈঃ।

এবং জ্ঞানকৌমুদীবিশিষ্ট শশধরের মণ্ডলস্বরূপ এবং তাহা নাদে (শব্দে) বিখ্যাত ॥ ২৪ ॥

তিনি যে, চক্রধারণ করিয়া আছেন, সেই চক্র সুবর্ণ, সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নির উৎপত্তির আকর তুল্য, অথচ তাহা অত্যন্ত প্রদীপ্ত। অধিক কি, তাহাই রাক্ষসদিগকে [illegible] করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হোমকাষ্ঠের (যজ্ঞকাষ্ঠের) অগ্নিতুল্য জানিবেন ॥ ২৫ ॥

যে সকল ক্ষুদ্র রাক্ষস অর্থাৎ অসুরগণ অনায়াসে পৃথিবী ধ্বংস করিতে পারে, সেই সকল দৈত্যদিগের রোগেরতুল্য গদা তাঁহার হস্তে বিরাজমান আছে। তিনি কৌস্তুভমণির কিরণরূপ দিবাকর দ্বারা বিকসিত লীলাপদ্ম, সর্ব্বদাই ধারণ করিয়া আছেন ॥ ২৬ ॥

সমস্ত রত্নের প্রভাদায়ক, অতএব উৎকৃষ্ট কুলদেবতার ন্যায় কৌস্তুভমণিরূপ দর্পণকে তিনি লক্ষ্মী এবং আপনার বক্ষঃস্থল দ্বারা উদ্দীপিত করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

যেরূপ গুণযুক্ত অথচ নির্দ্দোষ ভক্তগণ দ্বারা তিনি

গুণৈকবদ্ধৈর্নির্দ্দোষৈর্ভান্তং ভক্তৈরিবোজ্জ্বলৈঃ ॥ ২৮ ॥
বিশ্বসৃগ্ জন্মভূপদ্ম শ্রীকৃষ্ণনাভিসরোরুহং।
মেখলারত্নসূদ্ভাসি পীতাম্বরবরাঙ্কিতং ॥ ২৯ ॥
স্নিগ্ধোরুজানু জঙ্ঘঞ্চ চিত্রাঙ্ঘ্রি কটকোজ্জ্বলং।
শ্রীপাদাব্জযুগং শ্রেয়োনিদানং মুনিসদ্ধনং ॥ ৩০ ॥
চন্দ্রাধিকারলাভায় ভাবিচন্দ্রৈরিবোজ্জ্বলৈঃ।
নখৈঃ সমাশ্রিতং সেবামাহাত্ম্যবিকলঙ্কিতৈঃ ॥ ৩১ ॥

শোভা পাইয়া থাকেন, সেইরূপ স্বকীয় হৃদয়ের প্রিয় উত্তম বর্ত্তুল (গোল) ভাবে নির্ম্মিত, একমাত্র গুণ (সূত্র) দ্বারা গ্রথিত, মুক্তাময় উজ্জ্বল হার দ্বারা শোভা পাইতেছেন ॥২৮॥

তাঁহার মনোহর নাভিপদ্ম বিশ্বস্রষ্টা বিধাতার জন্মভূমি [illegible] পীতবসনে তিনি শোভা পাইতেছেন ॥ ২৯ ॥

তদীয় শ্রীচরণারবিন্দযুগল, স্নিগ্ধ উরু, জানু এবং জঙ্ঘা ধারণ করিতেছেন। মনোহর চরণকটক (পাদাভরণ) দ্বারা উজ্জ্বল, মুক্তির আদি কারণ এবং মুনিগণের তাহাই উৎকৃষ্ট ধনস্বরূপ ॥ ৩০ ॥

তদীয় নখপঙ্ক্তিই যেন চন্দ্রের রাজত্বলাভ করিবার জন্য উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়াছেন। কারণ, উত্তরকালে (ভবিষ্যতে) ইহারাই চন্দ্র হইবে। অথচ সেবার মাহাত্ম্য জানা থাকাতে এই সকল নখচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক হইয়াছে। ফলতঃ এইরূপ মনোহর নখশ্রেণী তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥

ভক্তদত্ততুলসীদলহৃদ্যোদ্গন্ধি ধন্যমধুপব্রজজুষ্টং ।
স্পর্শলুব্ধকমলাকরপদ্মামর্দ্দিতং খলু তমঃশ্রমহারি ॥ ৩২ ॥
পীঠে তৎ শ্রীপদদ্বন্দ্বং সংস্থাপ্য স্ফাটিকে শুভে ।
নিবিষ্টং তৎস্থরত্নাংশুবিম্ব শোণোপলীকৃতে ॥ ৩৩ ॥
রমণীয়তমাকারং লিপ্তং চন্দনকুঙ্কুমৈঃ ।
মাল্যৈরমূল্যাভরণৈর্ভান্তং চিত্তোৎসবপ্রিয়ং ॥ ৩৪ ॥
যোগিচিত্তরমাস্পৃশ্যং সেবকানাং মহোৎসবং ।

সেই পাদপদ্মে ভক্তগণ ভক্তিযোগে তুলসীপত্র সমর্পণ করিয়াছেন । তাহাতে হৃদগ্রাহী গন্ধ প্রসারিত হইতেছে। মধুকরকুল সেই গন্ধলোভে অন্ধ হইয়া সেই পাদপদ্ম সেবা করিতেছে। কমলাদেবী সেই পাদপদ্ম স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সতৃষ্ণভাবে করপদ্ম মর্দ্দন করিতেছেন । নিশ্চয়ই সেই পাদারবিন্দ ত[illegible] জানিবেন ॥ ৩২ ॥

এইরূপ স্ফাটিকময় পবিত্র রত্নপীঠে তিনি শ্রীচরণযুগল স্থাপিত করিয়া উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। রত্নপীঠস্থিত রত্নরাজির কিরণবিম্ব দ্বারা সেই স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ পীঠ রক্তবর্ণ প্রস্তরাকৃতি ধারণ করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

তৎকালে তদীয় আকারের ন্যায় আর অত্যন্ত রমণীয় কিছুই ছিল না। কুঙ্কুম এবং চন্দন দ্বারা তিনি সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিয়াছেন। নানাবিধ মাল্য এবং অমূল্য আভরণ দ্বারা শোভা পাইতেছেন। এই মূর্ত্তি দেখিলে চিত্তের মনোমত উৎসব হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

যোগিদিগের চিত্তরূপ কমলাদেবী তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া

দূরস্থভক্তশ্রবণ-কবিজিহ্বাশ্রয়ং তথা ॥ ৩৫ ॥
এবং ধ্যায়েদ্ধরিং ভক্ত্যা কারুণ্যাত্তনুমাশ্রিতং।
অনন্তশক্তিং সর্ব্বজ্ঞং সদ্গতিং পরমেশ্বরং ॥ ৩৬ ॥
ইতি নির্ব্বাণনির্ব্বিঘ্নমার্গোধ্যানজুষাং দ্বিজাঃ।
সর্ব্বেশ্বরসনাথানাং মুক্তিরক্লেশতো নৃণাং ॥ ৩৭ ॥
চিত্তং ধ্যানবিরামেঽপি সদা বিষ্ণুস্থমাচরেৎ।
বুদ্ধ্যা শঙ্কুস্থরজ্জ্বেব পশুর্নৈব হি নশ্যতি ॥ ৩৮ ॥
ন বিস্মরেজ্জগত্রাণং হরিং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।

থাকেন, তিনি সেবকদিগের মহোৎসব তুল্য, তথা দূরস্থ ভক্ত জনের শ্রবণ এবং কবি অর্থাৎ পণ্ডিতদিগের জিহ্বার আশ্রয়-স্বরূপ হইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

যিনি করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক দেহধারণ করিয়া থাকেন, [illegible] সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সাধুগণের উপায় স্বরূপ এবং যিনি পরমেশ্বর, সেই হরিকে ভক্তিসহকারে ধ্যান করিবে ॥ ৩৬ ॥

হে দ্বিজগণ! এইরূপে যে সকল মনুষ্য নির্বিঘ্ন নির্ব্বাণপথে থাকিয়া তাঁহার ধ্যান করে এবং সর্ব্বেশ্বর হরিই যাহাদের একমাত্র সহায়, সেই সকল মনুষ্যগণের অনায়াসেই মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

ধ্যানের অবসান হইলেও চিত্ত কেবল বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবে, যেরূপ শঙ্কু (খুঁটা) স্থিত রজ্জু দ্বারা পশুকে বন্ধন করিলে তাহার বিনাশ হয় না, সেইরূপ বুদ্ধি দ্বারা মনকে বন্ধন করিলে তাহার অপায় হয় না ॥৩৮॥

মনুষ্য বনমধ্যে অবস্থিত থাকিলে তাহার যেমন শস্ত্র

অটবিস্থো যথা শস্ত্রং বহ্বপায়া হি সংসৃতিঃ ॥ ৩৯ ॥
বিপ্রা মমৈতত্তু মতং শুধ্যমানেঽপি সর্ব্বদা।
নির্বৃতৌ নাস্ত্যপায়োঽন্যো বিনা গোবিন্দসংশ্রয়ং ॥৪০॥
তস্মিন্নর্পিতমাত্রেণ যেন কেনাপি কর্ম্মণা।
তুষ্টো দদাতি স্বপদমহো বৎসলতা হরেঃ ॥ ৪১ ॥
তস্মাৎ সদ্ভিঃ সদা সেব্যঃ সচ্ছ্রদ্ধৈঃ সর্ব্বদা হরিঃ।
সদ্ভক্ততোষকৈঃ শক্ত্যা ভক্ত্যা তৎকর্ম্মকারিভিঃ ॥ ৪২ ॥
ভক্তৈঃ সেব্যা জগন্মূর্ত্তেঃ প্রতিষ্ঠাপ্য তথাকৃতিঃ।

বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, সেইরূপ সকল সময়ে সকল স্থানে জগতের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণুকে ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। কারণ, সংসারে অনিষ্টের ভাগ অত্যন্ত অধিক ॥ ৩৯ ॥

হে বিপ্রগণ! কিন্তু আমার এই মত যে, মনুষ্য যদি সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ হন, তথাপি গোবিন্দের আশ্রয় [illegible] মুক্তি বিষয়ে অন্য আর কোন উপায় নাই ॥ ৪

যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই কর্ম্ম যদি বিষ্ণুতে সমর্পিত হয়, তখন সেই কর্ম্ম সমর্পিত হইবামাত্র হরি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে নিজপদ দান করিয়া থাকেন। আহা! হরির কি ভক্তবৎসলতা! ভক্তগণের প্রতি তাঁহার কি স্নেহ! ॥ ৪১ ॥

অতএব সাধুগণ সংশ্রদ্ধা অবলম্বন পুর্ব্বক সাধুভক্তদিগকে সন্তুষ্ট করত, যথাশক্তি ভক্তিযোগে তদীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্ব প্রকারে সর্ব্বদাই হরির সেবা করিবেন ॥ ৪২ ॥

ভক্তগণ জগন্নিবাস নারায়ণের সেইরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

নৈকং স্ববংশমস্তু নরস্তারয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ৪৩ ॥
প্রতিমামাশ্রিতাভীষ্টপ্রদাং কল্পলতাং যথা।
প্রতিষ্ঠাপ্যাত্র সুলভাং ন বিদ্মঃ কিং কিয়ৎ ফলং ॥ ৪৪ ॥
প্রবিশন্নালয়ং বিষ্ণোরর্চ্চনার্থং স ভক্তিমান্।
ন ভূয়ঃ প্রবিশেন্মাতুঃ কুক্ষিকারাগৃহং সুধীঃ ॥ ৪৫ ॥
পশ্যেজ্জগন্মলধ্বংসি বিষ্ণুপূজাকরৌ করৌ।
ধ্রুবং তৌ জগদাধারস্তম্ভৌ পতনকারকৌ ॥ ৪৬ ॥
কিঞ্চিজ্জলং দলমপি ভক্ত্যেশে প্রদতে স্বকং।

করিয়া তাঁহার সেবা করিবেন, সেই মনুষ্য তাহা দ্বারা কেবল স্বকীয় একটী বংশ নহে, কিন্তু অখিল জগৎ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

যে প্রতিমা কল্পলতার ন্যায় আশ্রিতগণের অভীষ্ট-দায়িনী, সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে এই জগতে তাহাদের যে কি পরিমাণে কিরূপ ফল ঘটিতে পারে, তাহা আমরা জানি না ॥ ৪৪ ॥

জ্ঞানবান্ মনুষ্য যদি ভক্তিযুক্ত হইয়া পূজা করিবার জন্য বিষ্ণুর মন্দিরে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে জননীর জঠররূপ কারাগৃহে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিতে হয় না ॥ ৪৫ ॥

সেই ব্যক্তি জগতের পাপনাশি বিষ্ণুর অর্চ্চনাকারক দুই বাহুকে নিশ্চয়ই জগতের দুইটী আধার স্তম্ভস্বরূপ এবং পাতিত্য নিবারক বলিয়া দর্শন করে ॥ ৪৬ ॥

মূঢ়মতি মনুষ্য যদি ভক্তিসহকারে নারায়ণের প্রতি

পদং দদাত্যহো মুগ্ধভক্তের্বা মূল্যমস্তি কিং ॥ ৪৭ ॥
আঘ্রাণং যদ্ধরের্দত্তধূপোচ্ছিষ্টস্য সর্ব্বতঃ।
তদ্ভবব্যালদষ্টানাং নস্যং কর্ম্ম বিষাপহং ॥ ৪৮ ॥
দত্তং স্বজ্যোতিষে জ্যোতির্যদ্বিস্তারয়তি প্রভাং।
তদ্বর্দ্ধয়তি চিজ্জ্যোতির্দাতুঃ পাপতমোপহং ॥ ৪৯ ॥
কৃত্বা নীরাজনাং বিষ্ণোর্দীপাবল্যা সুদৃশ্যয়া।
তমোবিকারং জয়তি জিতে তস্মিংশ্চ কো ভবঃ ॥ ৫০ ॥
যৎকিঞ্চিদন্নং নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা ভক্তিরসপ্লুতং।

কিঞ্চিৎ জল অথবা তুলসীপত্র দান করে, তাহা হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বীয় বৈকুণ্ঠপদ দান করিয়া থাকেন। আহা! এই জগতে উত্তমাভক্তির কি মূল্য আছে? ॥ ৪৭ ॥

হরিকে সর্ব্বতোভাবে যে ধূপ অর্পণ করা যায় সেই উচ্ছিষ্ট ধূপের আঘ্রাণ লইলে তাহা সংসার[illegible] ব্যক্তিদের পক্ষে বিষনাশক নস্য-কর্ম্ম অর্থাৎ ঔষধের ন্যায় হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

হরিকে স্বকীয় জ্যোতির জন্য যে জ্যোতি প্রদত্ত হইয়াছে, সেই অর্পিত জ্যোতি প্রভা বিস্তার করিয়া জ্যোতিদাতার পাপরূপ তমোনাশ করত চিৎস্বরূপ জ্যোতি বর্দ্ধিত করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

অতি মনোহর দৃশ্য দীপপঙ্ক্তি দ্বারা বিষ্ণুর নীরাজনা করিয়া তমোগুণের বিকার জয় করিতে পারা যায়। সেই তমোবিকার পরাস্ত হইলে আর কিরূপে সংসারে জন্ম হইবে? ॥ ৫০ ॥

ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া যদি যৎ কিঞ্চিৎ অন্নমাত্র

প্রতিভোজয়তি শ্রীশস্তদ্দাতৄন্ স্বসুখং দ্রুতং ॥ ৫১ ॥
বস্ত্রাভরণগন্ধাদি যৎকিঞ্চিদ্বিষ্ণবেঽর্পিতং।
তৎ সর্ব্বমিষ্টদং দাতুরামোক্ষান্ন নিবর্ত্ততে ॥ ৫২ ॥
বিষ্ণুং প্রদক্ষিণী কুর্ব্বন্ যস্তত্রাবর্ত্ততে পুনঃ।
তদেবাবর্ত্তনং তস্য পুনর্নাবর্ত্ততে ভবে ॥ ৫৩ ॥
বিষ্ণোর্দণ্ডপ্রণামার্থং ভক্তেন পততা ভুবি।
পাতিতং পাতকং কৃৎস্নং নো তিষ্ঠতি পুনঃ সহ ॥ ৫৪ ॥
ভ্রমণং নো ভ্রমায়ৈব দণ্ডবন্নমতস্তনৌ।

নৈবেদ্য তাঁহাকে দান করা যায়, তাহা হইলে কমলাপতি শীঘ্র সেই নৈবেদ্যদাতাদিগকে আত্মসুখ প্রতিভোজন করাইয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

বসন, ভূষণ, গন্ধমাল্যাদি যাহা কিছু বিষ্ণুকে সমর্পণ করা যায়, [illegible] অভীষ্টপ্রদ হইয়া থাকে এবং যে পর্য্যন্ত মোক্ষ না হয়, তাবৎ কাল তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির নিবৃত্তি হয় না ॥ ৫২ ॥

বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার যে সেই ব্যক্তি তথায় আবর্ত্তন করে, তাহাই তাহার আবর্ত্তন জানিবে। ঐ আবর্ত্তনহেতু পুনর্ব্বার তাহাকে আর ভবে আবর্ত্তন (আগমন) করিতে হয় না ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত মনুষ্য বিষ্ণুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার নিমিত্ত, ভূতলে পতিত হইয়া, সমস্ত পাপ নিপাতিত (বিনাশিত) করিয়া থাকেন। পুনর্ব্বার সেই পাতক আর তাহার সঙ্গে উঠিতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া যে ব্যক্তি ভ্রমণ করে, তাহার সেই

লগ্নাস্তু মুকুরস্যেব নৈর্ম্মল্যায়ৈব রেণবঃ॥ ৫৫ ॥
উপাস্তে চৈব যঃ শ্রীশং ভক্ত্যা পশ্যন্ সুপূজিতং।
তথৈবোপাস্যতে দেবৈর্বিষ্ণুলোকে স্বলঙ্কৃতঃ॥ ৫৬ ॥
স্তবন্নমেয়মাহাত্ম্যং ভক্তিগ্রথিতরম্যবাক্।
ভবে ব্রহ্মাদিদৌর্ল্লভ্যপ্রভুকারুণ্যভাজনং॥ ৫৭ ॥
যথা নরস্য স্তবতো বালকস্যৈব তুষ্যতি।
মুগ্ধবাক্যেন হি তথা বিবুধানাং জগৎপিতা॥ ৫৮ ॥

ভ্রমণে আর ভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রণাম পূর্ব্বক ভ্রমণ কালে তাহার শরীরে যে ধূলিরাশি সংলগ্ন হয়, সেই সকল ধূলিরাশি দর্পণের ন্যায় নির্ম্মলতাই বহন করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে সর্ব্বপূজ্য [illegible] উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, বিষ্ণুলোকে দেবগণেরও উপাসনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক মনোহর বচনে অসীম মাহাত্ম্য সম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মাদি অমরবৃন্দের দুর্ল্লভ শ্রীহরির করুণা পাত্র হইতে পারেন ॥ ৫৭ ॥

যেমন মনুষ্য বালক মুগ্ধ বাক্যে ভগবানের স্তব করিলে, তিনি যেরূপ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, দেবতাগণ মনোহর বাক্যে স্তব করিলেও জগদীশ্বর হরি দেবগণের প্রতি সেরূপ সন্তুষ্ট হন না ॥ ৫৮ ॥

অবলং প্রভুরীপ্সিতোন্নতিং কৃতযত্নং স্বযশস্তবে ঘৃণী।
স্বয়মুদ্ধরতি স্তনার্থিনং পদলগ্নং জননীব বালকং ॥ ৫৯ ॥
তুষ্যতো যত্নমাত্রেণ কো ন শক্তো হরেঃ স্তবে।
অতজ্ জ্ঞাত্বা অশক্তিশ্চেদ্ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সা সমা ॥ ৬০ ॥
যন্নামমাত্র সুভগা পূজ্যতে গীরসত্যপি।
দৈবাবিষ্টা যথা দাসী বুধো ন স্তৌতি কো হরিং ॥ ৬১ ॥
দুর্ব্বারোগ্রত্রিতাপোঽপি বিভেতি সততং ভবঃ।
নৃণাং বাচি স্বশূলাগ্নি হরিকীর্ত্ত[illegible]ঙ্কয়া ॥ ৬২ ॥

বালক স্তন্যদুগ্ধ পান করিবার জন্য চরণতলে পতিত হইলে, জননী যেমন তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া থাকেন, সেইরূপ তদীয় যশোগান করিলে দয়াময় হরি, দুর্ব্বল উন্নতি-[illegible] স্বয়ং [illegible]ত করিয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥

হরি নিজস্তবে যত্ন কবিবামাত্র তুষ্ট হইয়া থাকেন, অতএব এইরূপ দয়াময় হরিকে স্তব করিতে কোন্ ব্যক্তি অক্ষম হইবে? যদি তাহা না জানিয়া যদি অসামর্থ্য ঘটে, তবে ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও সেই অসামর্থ্য সমান জানিবেন ॥৬০॥

দাসীর প্রতি দৈবাবেশ হইলে, সে যেমন পূজিতা হয়, তাহার ন্যায় অসতী অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত বাণী যাঁহার নামমাত্র সংস্পর্শে পূজিতা হয়েন, সেই হরিকে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি স্তব না করিবেন? ॥ ৬১ ॥

এই ভববন্ধন এবং ভয়ঙ্কর আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ ইহারা মনুষ্যগণের বাক্যে স্বকীয় শূলাগ্নিতুল্য হরিকীর্ত্তনের আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদাই ভীত হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

নচৈকমেব বক্তারং জিহ্বা রক্ষতি বৈষ্ণবী।
আশ্রাব্য ভগবৎখ্যাতিং জগৎ কৃৎস্নং পুনাতি হি ॥ ৬৩ ॥
গোবিন্দনির্ম্মলযশোঽমৃতবৃষ্টিনষ্ট-
তাপত্রয়াগ্নিববতীহ জগৎ সমন্তাৎ।
উচ্চৈঃ স্তবন্মুদিতভক্তপবিত্রবাণী
মেঘাবলী পরমহংসমুখা বিচিত্রা ॥ ৬৪ ॥
গোবিন্দস্তুতিসঙ্গীতকীর্ত্তনোন্মুদিতস্য যঃ।
উচ্চৈধ্বনিস্তদাহ্বান তদ্রাষ্ট্রং প্রতিসম্পদঃ ॥ ৬৫ ॥
যদানন্দাকরো গায়ন্ ভক্তঃ পুণ্যাশ্রু বর্ষতি।
তৎ সর্ব্বতীর্থসলিলস্নানং স্বমলশোধনং ॥ ৬৬ ॥

বিষ্ণুপরায়ণ জিহ্বা কেবল একটীমাত্র বক্তাকে রক্ষা করে না, সেই বৈষ্ণবী রসনা হরিগুণগান শ্রবণ করাইয়া এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পবিত্র [illegible]

ভক্তগণ প্রমুদিতচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে যে স্তব করিয়া থাকেন, সেই স্তুতি-বাক্য পরম পবিত্র এবং মেঘমালার ন্যায় স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে। পরমহংস প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ দ্বারা ঐ ভক্তভারতী অতীব বিচিত্র। গোবিন্দের নির্ম্মল কীর্ত্তিরূপ অমৃতবর্ষণে সংসারিক আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপানল বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬৪ ॥

হরিস্তব, হরিগুণগান এবং হরিনামকীর্ত্তন এই তিনটী বিষয় দ্বারা আনন্দিত হইয়া যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করে, তৎকালে সেই শব্দ যেন ভাবী সাম্রাজ্য এবং তৎ সংক্রান্ত ঐশ্বর্য্যসমূহ আহ্বান করিয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

যৎকালে ভক্ত ব্যক্তি আনন্দের সহিত হরিগুণগান

ভক্তো হঠাত্তদপ্রাপ্ত্যা রুদন্ পরিজনাংশ্চ যৎ।
ব্যথয়েত্তত্তনোঃ পাপকণ্টকোৎপাতনং হি তৎ ॥ ৬৭ ॥
বহুধোৎসার্য্যতে হর্ষাদ্বিষ্ণুভক্তস্য নৃত্যতঃ।
পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশোঽক্ষিভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ ॥৬৮
নৈবেদ্যভোজনং বিষ্ণোঃ শ্রীমৎপাদাম্বুধারণং।
নির্ম্মাল্যধারণঞ্চাত্র প্রত্যেকং পাতকাপহং ॥ ৬৯ ॥
পাদং পূর্ব্বং কিল স্পৃষ্ট্বা গঙ্গাভূৎ স্মর্ত্তৃমোক্ষদা।
বিষ্ণোঃ সদ্যস্তু তৎসঙ্গি পাদাম্বু কথমীড্যতে ॥ ৭০ ॥

করিয়া যে পবিত্র অশ্রুবর্ষণ করেন, সেই অশ্রুবর্ষণই নিজের পাতকবিনাশী এবং সর্ব্বতীর্থ জলের অবগাহন তুল্য ॥ ৬৬ ॥

ভক্ত মনুষ্য হঠাৎ হরিকে প্রাপ্ত না হইয়া যে রোদন করিতে ২ পরিজনদিগকে ব্যথিত করেন, সেই রোদনই তাহার শরীরের পাপকণ্টক উৎপাটন করিয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি নৃত্য করিবার সময় নানাবিধ উপায়ে যথাক্রমে চরণযুগল দ্বারা পৃথিবীর, নেত্রযুগল দ্বারা দিঙ্মণ্ডলের এবং বাহুদ্বয় দ্বারা স্বর্গের অমঙ্গল বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥

এই জগতে শ্রীহরির নৈবেদ্য ভক্ষণ, শ্রীমচ্চরণপ্রক্ষালনের জলধারণ এবং নির্ম্মাল্যধারণ এই প্রত্যেক বিষই পাপ নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

যাঁহাকে স্মরণ করিলেই মুক্তি লাভ হয়, সেই ভাগীরথী পূর্ব্বকালে বিষ্ণুর পাদস্পর্শ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু সদ্যঃ বিষ্ণুর দেহসংস্পৃষ্ট যে পাদবারি তাহার গুণ বলা দুষ্কর ॥ ৭০ ॥

তাপত্রয়ানলো যো বৈ ন শাম্যেৎ সকলাব্ধিভিঃ।
নূনং শাম্যতি সোঽল্পেন শ্রীমদ্বিষ্ণুপদাম্বুনা ॥ ৭১ ॥
যাবৎ ফলং শ্রদ্দধতি বিষ্ণুপাদাম্বুধারণৈঃ।
এতত্তু স্যাৎ ফলং নৈষাং যতোঽনন্তফলস্তু তৎ ॥ ৭২ ॥
অঘাস্ত্রাভেদ্যকবচং ভবাগ্নিস্তম্ভনৌষধং।
সর্ব্বাঙ্গৈঃ সর্ব্বথা ধার্য্যং পাদ্যং শুচিসদঃ সদা ॥ ৭৩ ॥
অমৃতত্বাবহং নিত্যং বিষ্ণুপাদাম্বু যঃ পিবেৎ।
স পিবত্যমৃতং নিত্যং মাসে মাসে তু দেবতা ॥ ৭৪ ॥
মাহাত্ম্যমিয়দিত্যস্য বক্তা যোঽপি স নির্ভয়ঃ।

সমস্ত সমুদ্রজল দ্বারাও যে তাপত্রয়ের অনল উপশম প্রাপ্ত হয় না, সেই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপানল, নিশ্চয়ই শ্রীহরির অল্পমাত্র পাদসলিল দ্বারা নির্ব্বাণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

কিন্তু বিষ্ণুপাদাম্বুধারণাদির যত ফলেই বিশ্বাস করিয়া থাকি, ইহার সে ফল নয়, য়েহেতু বিষ্ণুপাদাম্বুধারণাদির ফল অনন্ত ॥ ৭২ ॥

পাপরূপ অস্ত্র দ্বারা যাহার কবচ অভেদ্য এবং সংসার-রূপ অনলের স্তম্ভন করিবার ঔষধস্বরূপ, পবিত্রতাপূর্ণ বিষ্ণুর পবিত্র পাদ্যবারি, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা সর্ব্বদাই, সর্ব্বপ্রকারে ধারণ করিবে ॥ ৭৩ ॥

যে ব্যক্তি মুক্তিদায়ক বিষ্ণুপাদোদক সর্ব্বদা পান করে, সে ব্যক্তি দেবতা হইয়া মাসে মাসে নিত্যই অমৃতপান করিতে থাকে ॥ ৭৪ ॥

"নারায়ণের মাহাত্ম্য এই পরিমাণে অথবা এইরূপ"

নত্বনর্ঘ্যমণেমূল্যং কল্পয়ন্নঘমশ্নুতে ॥ ৭৫ ॥
বিষ্ণুপাদোদকং যত্র স্তুবতেঽনুপমং দ্বিজৈঃ।
ভক্ত্যা তত্র ন তাপাঃ স্যুর্দেশে গোবিপ্রশান্তিদে॥ ৭৬ ॥
উপলিপ্যালয়ং বিষ্ণোশ্চিত্রয়িত্বাতু বর্ণকৈঃ।
বিষ্ণুলোকেতু তত্রস্থৈঃ সস্পৃহং বীক্ষ্যতে মুদা ॥ ৭৭ ॥
ইত্যাদি বৈষ্ণবং সর্ব্বং কর্ম্ম সর্ব্বেষ্টসাধনং।
ফলস্য নিয়মোঽন্তো বা নাস্তি শ্রদ্ধানুগং হি তৎ ॥ ৭৮ ॥

এইরূপে যে ব্যক্তি বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন, তিনিও নির্ভয়। কারণ, দেখুন, অমূল্যরত্নের মূল্য কল্পনা করিতে গেলে মনুষ্য কি কখন পাপভাগী হইতে পারেন? ॥ ৭৫ ॥

যে দেশে ব্রাহ্মণগণ ভক্তিপূর্ব্বক অনুপম বিষ্ণুপাদোদকের স্তব এবং প্রশংসা করিয়া থাকেন; গো ব্রাহ্মণদিগের [illegible] সেই দেশে [illegible]াত্মিকাদি সাংসারিক ত্রিবিধ তাপের উৎপত্তি হইতে পারে না ॥ ৭৬ ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর গৃহ গোময়াদি দ্বারা লেপন করে এবং নানাবিধ বর্ণ (রং) দ্বারা চিত্রিত করে, বিষ্ণুলোকে তল্লোকনিবাসী ব্যক্তিগণ সহর্ষে এবং সতৃষ্ণভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৭৭ ॥

ইত্যাদি নিয়মে বৈষ্ণবগণের সকল প্রকার কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সকল প্রকার অভীষ্টলাভ হইয়া থাকে। এই বৈষ্ণব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাদৃশ ফল হয়, সেই ফলের নিয়মও নাই এবং সেই ফলের অন্তও নাই। কারণ, সেই কর্ম্মফল, নিয়তই শ্রদ্ধাসহকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে॥ ৭৮ ॥

বস্ত্রভূষান্নপানাদিপ্রবৃদ্ধ্যা ন স তুষ্যতি।
তৃপ্তাত্মা কিন্তু সদ্ভক্তিপ্রবৃদ্ধ্যা স্পৃহ ভক্তিভুক্॥ ৭৯॥
এবং ভগবদ্দাসক্তঃ সদা বৈষ্ণবকর্ম্মকৃৎ।
অন্তকালে চ গোবিন্দস্মরণং প্রাপ্য মুচ্যতে॥ ৮০॥
নোচেদুপস্থিতে মৃত্যৌ রাগ-মোহার্ত্তচেতসঃ।
ক্রন্দতস্তামসস্যাহো ন স্যাদাশু হরিস্মৃতিঃ॥ ৮১॥
তস্মাদ্ভজত বিপ্রেন্দ্রাঃ সততং পরমেশ্বরং।
তস্মিতে ভক্তিসুলভ[illegible]াতির্নাস্ত্যেব দেহিনাং॥ ৮২॥

নানাবিধ বসন, ভূষণ, সুমিষ্ট খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যাদির বৃদ্ধি হইলে সেই বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি সন্তুষ্ট হন্ না। কিন্তু ভক্তিনিষ্ঠ মনুষ্য শ্রীহরির-কৃপা প্রার্থনা করিয়া, সদ্‌ভক্তির বৃদ্ধি হইলেই তুষ্ট হইয়া থাকেন॥ ৭৯॥

এইরূপে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা [illegible] আছেন এবং অবিরত ভক্তিপূর্ব্বক এক মনে বৈষ্ণবকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই বৈষ্ণব ব্যক্তি দেহাবসান সময়েও হরিনাম স্মরণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন॥ ৮০॥

যদি হরিপরায়ণ না হইয়া, বৈষ্ণবকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া এবং হরিনাম স্মরণ না করিয়া, কাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাহার চিত্ত, সাংসারিক পদার্থে এবং স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি অনুরাগ এবং ভগবন্মায়ায় আচ্ছন্ন থাকিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন সে কেবল স্ত্রী পুত্রাদির মুখ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। অতএব হায়! সেই তমোগুণ-সম্পন্ন অজ্ঞ মনুষ্যের আশু হরিস্মরণ হইতেই পারে না॥৮১

অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সর্ব্বদা সেই

কৃতাপি দম্ভহাস্যাদ্যৈঃ সেবা তারয়তে জনান্।
বিফলান্যন্যকর্ম্মাণি কৃপালুঃ কোঽস্বতঃপরঃ ॥ ৮৩ ॥
অহং হি বিপ্রাস্তস্যৈব প্রসাদাদীদৃশোঽভবং।
দাসীপুত্রঃ পুরা সাধুসঙ্গাৎ সঙ্কীর্ত্য কেশবং ॥ ৮৪ ॥
ভগবৎকীর্ত্তনেনৈব নির্দ্দগ্ধাখিলকল্মষঃ।
দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষমীশেশমযাচং বরমীদৃশং ॥ ৮৫ ॥

পরমেশ্বরের ভজনা করুন। তিনি দেহধারি মনুষ্যগণের ভক্তিসুলভ, সেই হরি ব্যতীত, নিশ্চয় জানিবেন, আর কোন উপায় নাই ॥ ৮২ ॥

অহঙ্কার, পরিহাস এবং কপটতাদির সহিত যদি বিষ্ণুর সেবা করা যায়, তাহা হইলেও সেই বিষ্ণুসেবা মনুষ্যদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে, ইহা ব্যতীত সংসারে আর যত প্রকার কর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল জানিবেন। ভাবিয়া দেখুন, পরিহাস এবং গর্ব্বাদির সহিত হরিসেবা করিলে, যদি সেই কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায়, তাহা হইলে হরি ব্যতীত আর কে এমন দয়ালু আছেন ॥ ৮৩ ॥

হে বিপ্রগণ! পুরাকালে আমি দাসীর পুত্র ছিলাম, সাধুগণের সংসর্গে থাকিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। অবশেষে সেই ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহবলে আমি বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াছি ॥ ৮৪ ॥

ভগবান্ হরির পবিত্র গুণকীর্ত্তন করিয়াই আমার যত প্রকার সঞ্চিত পাপ ছিল, তৎসমুদায়ই নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তৎপরে আমি নিষ্পাপ হইয়া ভগবান্ হরিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, সেই দেবদেবের নিকট হইতে এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম ॥ ৮৫ ॥

যত্র তত্রাভিজাতস্য দেব ত্বদ্ভক্তিরস্তু মে।
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণস্য ত্বৎপাদাসক্তচেতসঃ ॥ ৮৬ ॥
হরিভক্তিসুধামেতাং পিবধ্বং বসুধামরাঃ।
আত্যন্তিকামৃতত্বং হি নিশ্চিতং পীতয়ৈতয়া ॥ ৮৭ ॥
তস্মাৎ সৎসঙ্গতিঃ কার্য্যা ভবদ্ভির্মুনিসত্তমাঃ।
তৎসঙ্গতেরাশু হরৌ পুংসো ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৮৮ ॥
হরিভক্তেঃ প্রজাতায়া উদেতি জ্ঞানমুত্তমং।
জ্ঞানবান্ পুরুষোহ[illegible]্যেতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।

হে নাথ! আমি নানাবিধ সাংসারিক কর্ম্মচক্রে বদ্ধ হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছি, কিন্তু এক্ষণে আমার অন্তঃকরণ আপনার পাদপদ্মে সংলগ্ন হইয়াছে, অতএব আপনি আমাকে এইরূপ বর প্রদান করুন, আমি যে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করি না কেন, আম[illegible] আপনার পাদপদ্মে সমর্পিত থাকে ॥ ৮৬ ॥

হে দ্বিজগণ! আপনারা এই পরম পবিত্র (দেবগণেরও দুর্ল্লভ) হরিভক্তিসুধা পান করুন, এই হরিভক্তিসুধা পান করিলে, কালক্রমে যে ইহা দ্বারাই আত্যন্তিক মুক্তি (চরম নির্ব্বাণ) ঘটিবে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই ॥৮৭

অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সর্ব্বদাই সৎসঙ্গ করিবেন, সৎসঙ্গ করিলে মনুষ্যগণের অবিলম্বে শ্রীহরির প্রতি ভক্তি হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

হরিভক্তি উৎপন্ন হইলেই অনুপম জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, জ্ঞানবান্ মনুষ্যের শ্রীবিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হয় না। যে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইলে,

ন যত্র পুনরো গত্বা নিবর্ত্তন্তে গতশ্রমাঃ ॥ ৮৯ ॥
স ইত্থং বিষ্ণুগাথাভির্নন্দয়িত্বা মুনীশ্বরান্।
শৌনকাদীন্নৈমিষীয়ান্ ব্রহ্মসূনুস্তিরোদধে ॥ ৯০ ॥
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা হরিভক্তিসুধোদয়ং।
কথয়েৎ সর্ব্বপাপৌঘান্মুক্তো মুক্তিং স গচ্ছতি ॥ ৯১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে পরমভক্তিযোগো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ২০ ॥ * ॥

॥ * ॥ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥ * ॥

মুনিগণের সর্ব্ব প্রকার সাংসারিক শোক মোহাদি বিস্ময়কর বস্তু সকল নিবৃত্ত হইয়া যায়। তাঁহাদিগকে আর এই সংসারে আগমন করিতে হয় না। ॥ ৮৯ ॥

এইরূপে সেই ব্রহ্মপুত্র নারদ নৈমিষারণ্য নিবাসী শৌনক প্রভৃতি মুনিবর্গকে বিষ্ণুগাথা (বিষ্ণুগুণগান বর্ণনা) দ্বারা প্রমুদিত করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ॥ ৯০ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই হরিভক্তিসুধোদয়নামক গ্রন্থ শ্রবণ করেন, অথবা সর্ব্ব সমক্ষে এই হরিভক্তিসুধোদয় বর্ণনা করেন, তিনি সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে পরম ভক্তিযোগনামক বিংশতিতম অধ্যায় ॥ * ॥ ২০ ॥ * ॥

॥ * ॥ গ্রন্থ সম্পূর্ণ ॥ * ॥